বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৩ মার্চ- ২০২৫

NEW AGE বাংলাদেশ প্রতিদিন সমকাল THE FINANCIAL EXPRESS দেশ রূপান্তর

The Daily Star প্রথম আলো সময়ের আলো বণিক বার্তা কালের কণ্ঠ

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে গতকালও শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন টিএনজেড গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা। ছবি : শেখ হাসান

যুগান্তর দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠাঃ
শোভন কাজ	০৩ - ৬৩
শ্রম বাজার	৬৪ - ৮৯
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৯০ - ১০৫
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৬ - ১১১
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১২ - ১৪৪
সংবাদপত্রে বিলৃস	১৪৫ - ১৪৬

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 01.03.2025

FORCED TO WORK, DENIED A FUTURE

The battle against child labour in Bangladesh

Tanjina Akter Riya
Researcher

Despite laws against it, child labour continues to exploit millions of children in Bangladesh. To address it properly, along with legal issues, the cultural and social dimensions must also be taken into account

Child labour continues to be one of the most alarming social and economic challenges in Bangladesh, depriving millions of children of education, healthcare and proper upbringing. Despite government and international efforts, such as from the International Labour Organization (ILO), child labour is prevalent in a range of industries, including shipbuilding yards, garment factories and agriculture.

The ILO has been a key player in establishing global labour standards and promoting the elimination of child labour. Bangladesh ratified the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), for instance, creating an unparalleled effort against child exploitation and hastening the reduction of child workers globally from 215 million to 168 million between 2008 and 2012. In the same way, the acknowledgment that domestic workers need to be treated as workers and not like poorly compensated "maids" led to the approval of the Children as Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).

In short, child labour in Bangladesh is more than just a legal issue; it is also a source of income for many households. For this reason, numerous children still work in dangerous environments, despite international attempts to stop it. They are forced to work in a variety of industries, where they are vulnerable to hidden types of power and coercion.

In Bangladesh, the Children Act 2013 and the Labour Rules 2015 both address concerns regarding child labour along with the weaknesses of national policies and action plans for the protection of children. Wealthy countries that profit from child exploitation have a political and economic stake in preserving the status quo, which keeps entire communities and families in abject poverty.

In addition, the legal bindings arise when the cultural perspectives increase the issue as well. Child labour is viewed as necessary for family survival in several rural cultures. Organisations take advantage of this economic vulnerability, while parents see it as an approach to improving household income. Since the marginal population still believes in the long-term financial potential for their children, they are unaware of the term "illegal work" and child labour.

Therefore, influencing cultural attitudes takes more than just legal reforms. Nonetheless, the majority of young people in today's generation are exploited in low-wage industries including manufacturing, construction, domestic work, agriculture, and fishing, especially in lower distribution networks.

The Labour Act, 2006 of Bangladesh establishes a minimum age for employment of 14 years, enabling adolescents aged 14 to 18 to work under specific restrictions, such as restricted working hours (a maximum of seven hours per day) and non-hazardous jobs. Sections 39–42 of the Act ban dangerous labour for persons under the age of 18, including areas such as tanneries, shipbreaking and the dried fish business.

The Labour Rules, 2015, unify and revise legislation governing employment and labour relations in Bangladesh, with a focus on child labour. They strongly ban work for children under the age of 14. The Act distinguishes between minors (under 14) and teenagers (14-18).

International labour law has developed as a result of a larger social movement that is connected to the historical development of requirements prohibiting child labour and forced labour. Economists saw this "liberation" as establishing a base for more successful commercial connections, in addition to being a humanitarian concern.

Changing the core standardised attitudes that support child labour's continuation despite nearly universal legal prevention is a key question in the fight against it. Child labour was formerly viewed as either "normal" social behavior or as the right of the government to use child labour in specific industries.

Institutions, including organisations and their governing bodies, formal regulations and implicit social standards have an impact on how individuals act. The "rules of the game" that are intended to govern organisations and their members' conduct are the normative framework of the ILO and the laws that interpret it into state law. These official regulations frequently coexist with less formal, more slowly evolving societal norms.

On the other hand, there are certain legal differences concerning the age at which children can work because of the Children Act, 2013, which attempts to improve children's rights and protection in Bangladesh by defining a child as anybody under the age of 18. The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012, forbids the exploitation and forced labour of minors and specifies consequences for those who violate the law.

If we look closer at the example from Pakistan, the ILO made the Pakistan Federal Shariat Court's members more aware of difficulties surrounding bonded labour even if it is connected to child labour, which resulted in a 2005 verdict that invalidated bonded labour as "repugnant to injunctions of the Holy Quran and Sunnah." The court validated its decision by citing ILO Convention No. 29 and Islamic precepts.

Comparably, the Suppression of Violence Against Women and Children Act, 2000, prioritises safeguarding children from sexual exploitation and other types of abuse by including measures against trafficking and exploitation.

Government surveys that track child labour concerns, such as the National Child Labour Survey, 2022, show that nearly 1.7 million children are still working as minors, with 1.1 million of them in hazardous situations; where is the legal application that has been filed in Bangladesh?

Although Bangladesh has achieved progress, millions of children continue to live in a cruel cycle of exploitation. We cannot just rely on international treaties and negligence-enforced regulations to break the cycle of violence.

It is time for immediate action from the present and upcoming generations, as well as the government and beyond. Always committing to policies, civic society should focus on preventing child labour. To ensure that every child has the right to a childhood free of work, these changes in society are necessary.

TANJINA AKTER RIYA IS A RESEARCH FELLOW AT THE GLOBAL INSTITUTE OF LAW, OXFORD, ENGLAND.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

সমকাল

রোববার। ২ মার্চ ২০২৫।

আশুলিয়ায় বন্ধ পোশাক কারখানায় ডাকাতি, ১০ কোটি টাকার সামগ্রী লুট

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভারের আশুলিয়ায় ম্যাগপাই নিটওয়্যার লিমিটেড নামে একটি বন্ধ পোশাক কারখানায় নিরাপত্তা প্রহরীদের মারধর করে বেঁধে রেখে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে ডাকাতরা। নগদ টাকা এবং প্রায় ১০ কোটি টাকার ইলেকট্রিক সামগ্রী লুট হয়েছে বলে দাবি করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার রাতে ইয়ারপুর ইউনিয়নের ঘোষবাগ এলাকায় ম্যাগপাই গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, পোশাক কারখানাটির সব কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ওই রাতে ১৫ থেকে ২০ ডাকাত দেশি অস্ত্র নিয়ে কারখানায় প্রবেশ করে। তারা প্রহরীদের মারধর করে একটি কক্ষে আটকে রাখে এবং কারখানার ভেতরে থাকা মূল্যবান মালপত্র লুট করে পালিয়ে যায়।

কারখানার নিরাপত্তাকর্মীদের সুপারভাইজার রাজীব শনিবার জানান, ডাকাতির খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। শিল্প পুলিশ সূত্র জানায়, কারখানাটি গত বছর ৫ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় বিদ্যুৎ লাইনও বিচ্ছিন্ন ছিল। ডাকাতরা কারখানায় প্রবেশ করে দুটি কম্পিউটার, আইপিএসের ব্যাটারি, পরিত্যক্ত এয়ারকন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তার লুট করে নিয়ে যায়।

ম্যাগপাই নিটওয়্যার লিমিটেডের এজিএম কায়সার আলী খান বলেন, কারখানাটির কার্যক্রম বন্ধ ছিল। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডাকাতরা কারখানায় প্রবেশ করে দারোয়ান ও প্রহরীকে জিম্মি করে ফেলে। পরে তারা ডাকাতি করে রাত ৩টার দিকে চলে যায়। ডাকাতরা একটি মাইক্রোবাস ও দুটি ট্রাকে করে প্রায় ১০ কোটি টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে।

শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া বলেন, 'ডাকাতির খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করেছি। রাত ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ৩০ থেকে ৩৫ ডাকাত লুটপাট করেছে। কারখানাটিতে শ্রমিকদের কিছু দেনা-পাওনার ইস্যুও আছে। র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনী এ নিয়ে কাজ করছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কামাল হোসেন বলেন, ডাকাতির খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ডাকাতদের গ্রেপ্তার ও লুণ্ঠিত মালপত্র উদ্ধারে অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার

১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও স্বচ্ছতা বাড়াতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে : শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও খাতের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও কিছু কারখানা শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা মূলত আর্থিক অব্যবস্থাপনার কারণে। তৈরি পোশাক শিল্পে আর্থিক শৃঙ্খলার অভাব এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। গতকাল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ (সিএমএস) এবং সেন্টার ফর লিগ্যাল রিসার্চ (সিএলআর) যৌথভাবে 'শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের বিকল্প নিষ্পত্তি (এডিআর)' বিষয়ক এক সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। এই সংলাপে শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এডিআর ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং এর সম্ভাব্য সংস্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এনএসইউর স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস এর ডিন ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম বাংলাদেশের শ্রম আদালতে ২১ হাজারেরও বেশি মামলার জটের কথা তুলে ধরেন, যার ৭৫ শতাংশ নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে চলে গেছে। তিনি বলেন, এডিআর ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন আদালতের মামলার চাপ কমাতে, আইনি ব্যয় হ্রাস করতে এবং বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সহায়ক হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক নাফিজ আহমেদ বলেছেন, এডিআর পদ্ধতি স্বল্প ব্যয়, দ্রুত নিষ্পত্তি এবং নমনীয়তা নিশ্চিত করলেও এর সাফল্য মূলত পক্ষগুলোর স্বেচ্ছা সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনগত কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুগঠিত এডিআর ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এসআইপিজি এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো আম্বাসাডর মোহাম্মদ সুফিউর রহমান উল্লেখ করেন, আইএলও-এর ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত চলমান মামলার বিষয়ে সতর্ক করেন, যা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, শ্রম সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবস্থান রক্ষায় এডিআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান জানান, সরকার নীতিগতভাবে একটি সালিসি প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আগামী সপ্তাহে এই উদ্যোগটি আইএলও-এর সঙ্গে আলোচনা করব, যাতে এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়। আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. তুওমো পোটাইনেন বলেন, এডিআর ব্যবস্থাকে সফল করতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। তিনি বলেন, 'শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়। একটি কার্যকর শ্রম আদালত, দক্ষ এডিআর প্ল্যাটফরম এবং শক্তিশালী শ্রম মন্ত্রণালয় দরকার, যাতে সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়। এনএসইউর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ (সিএমএস)-এর সমন্বয়ক ড. সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার

২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ৬ মার্চ ২০২৫

দুই মাস বেতন পাচ্ছেন না সিএসপিবির পাঁচ শতাধিক কর্মচারী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রকল্প শেষ হওয়ায় এবং নতুন করে প্রকল্প চালু না হওয়ায় দুই মাস বেতন বন্ধ চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মীদের। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হয় এই প্রকল্প। চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়।

জানা যায়, পাঁচ শতাধিক সমাজকর্মী এবং ৩২ জনের মেতা অফিস স্টাফ কাজ করছে এই প্রকল্পের আওতায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমাজসেবা অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্পের একাধিক কর্মী ও কর্মকর্তা জানান, দুই মাস তাদের বেতন না থাকায় সংসার, সন্তানদের পড়ালেখা ও বাড়িভাড়া পরিশোধ করে এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থেকে কাজ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। গড়ে প্রতিদিনই ১০৯৮-এ ১২শর বেশি কল আসে। কোনো দিন ৩ হাজারেরও অধিক কল আসে। শিশুদের প্রায় দুই শতাধিক সমস্যা নিয়ে কাজ করেন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতরা। এই সকল সমস্যা সমাধানেও তাদের অর্থ ব্যয় করতে হয়। জানা যায় কার্যক্রমটি চালু রাখার জন্য ইউনিসেফের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

সিএসপিবি প্রকল্প পরিচালক সরওয়ার হোসেন ইত্তেফাককে জানান, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সহযোগিতা সাপেক্ষে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চেকও হাতে এসেছে। দুই-একদিনের মধ্যে তারা দুই মাসেরই বেতন পাবেন। সাময়িক অসুবিধা তাদের হাতে ছিল না।

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । রবিবার । ২ মার্চ ২০২৫ ।

গ্যাস কম, শিল্পোৎপাদন অর্ধেক

সজীব আহমেদ ▷

গ্যাসসংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই চাহিদামতো গ্যাস মিলছে না শিল্প-কারখানাগুলোতে। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন কমে যাওয়ায় শিল্প-কারখানার পাশাপাশি সিএনজি স্টেশন, বিদ্যুৎকেন্দ্র, আবাসিক খাতসহ সব ক্ষেত্রে এখন গ্যাসের সংকট চলছে। শিল্পের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গ্যাসসংকটের কারণে তাঁদের উৎপাদন ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। গত কয়েক মাসে কয়েক শ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রপ্তানি আয় কমেছে। বিনিয়োগ থমকে আছে। কর্মসংস্থান বাড়ছে না। শিল্প খাত না বাঁচলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি থেমে যাবে, তাই শিল্পের গ্যাস-বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে জোরালো উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশে গ্যাসের চাহিদা রয়েছে প্রায় চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। গতকাল শনিবার গ্যাস সরবরাহ করা হয় দুই হাজার ৬৯১ মিলিয়ন ঘনফুট। এতে গতকাল ঘাটতি ছিল এক হাজার ৩০৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। মোট দুই হাজার ৬৯১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের মধ্যে দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে এক হাজার ৯০৯ মিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানি করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) থেকে ৭৮১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

এদিকে রমজান ও গ্রীষ্মে বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাড়তি গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এতে আগামী দিনে শিল্পে গ্যাসসংকট আরো বাড়তে পারে বলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

বাড়তি গ্যাস সরবরাহে কোনো সুখবর না থাকলেও এরই মধ্যে শিল্পের জন্য নতুন করে আরো ১৫২ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে গত বুধবার গণশুনানি করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। বর্তমানে শিল্প-কারখানার গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ৩০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে ব্যবহৃত নিজস্ব বিদ্যুৎ) ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা দিতে হয়। নতুন শিল্পের জন্য এটি বাড়িয়ে ৭৫.৭২ টাকা করার প্রস্তাবের ওপর শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে। শুনানিতে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে পেট্রোবাংলা বলেছে, প্রতি ঘনমিটার এলএনজির বর্তমান আমদানিমূল্য পড়ছে ৬৫.৭০ টাকা। ভাট-ট্যাক্স ও অন্যান্য চার্জ যোগ করলে দাঁড়ায় ৭৫.৭২ টাকা। ফলে এই খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে গ্যাসের দামের মধ্যে গ্যাপ কমাতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এলএনজি আমদানি করলে চলতি অর্থবছরে পেট্রোবাংলার ঘাটতি হবে প্রায় ১৬ হাজার ১৬১ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

শুনানিতে উপস্থিত থেকে শিল্পের উদ্যোক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, শিল্পে নতুন করে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব অযৌক্তিক-অবাস্তব একটি সিদ্ধান্ত। এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে বিইআরসিকে আহ্বান জানান তাঁরা। শিল্প-কারখানার উদ্যোক্তারা আরো বলেন, এই অবস্থায় গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বাংলাদেশে আর কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে না। টিকবে না শিল্প খাত। এর মাধ্যমে শিল্পের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে। শিল্পে নতুন বিনিয়োগ আসবে না, কর্মসংস্থানও হবে না। বিদেশি বিনিয়োগও আসবে না। বড় ধরনের প্রভাব পড়বে রপ্তানি শিল্পে, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শিল্প-কারখানা ধ্বংসের চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলেও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাজার অস্থিতিশীলতা, সুদহার বৃদ্ধি, ঋণপত্র খোলার অভাবে কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা, শ্রমিক অসন্তোষ ও উৎপাদন অপ্রতুলতায় বিপুলসংখ্যক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোও অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে। এ অবস্থায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প খাতকে আরো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও সাভার এলাকার শিল্প-কারখানাগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস না পাওয়ায় উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। গ্যাসের চাপ কম থাকায় এসব এলাকার শিল্প-কারখানা কখনো চলছে, কখনো বন্ধ থাকছে। গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকলেও গ্যাসের সংকটে শিল্প-কারখানাগুলো সেগুলোও চালাতে পারছে না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছেন শিল্পোদ্যোক্তারা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাসের দাম বাড়লেও সরবরাহ তেমন বাড়বে না। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন ক্রমে কমছে। এটা শিগগিরই খুব বেশি বাড়ানোর সুযোগ নেই। এলএনজি থেকে সর্বোচ্চ আমদানির সক্ষমতা এক হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট। নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করা না হলে আমদানি আর বাড়ানো যাবে না। আগামী দুই বছরেও নতুন টার্মিনাল চালুর তেমন সম্ভাবনা নেই। টার্মিনাল নির্মাণে কোনো চুক্তি করা হয়নি। আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া দুটি চুক্তি বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) সভাপতি এবং মুন্নু সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বর্তমানে গ্যাসসংকটে শিল্প খাত অনেকটাই থমকে আছে। এই অবস্থায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির চিন্তা কিভাবে আসে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারছি না। আমাদের সিরামিক খাতের প্রধান জ্বালানিই হলো গ্যাস, গ্যাসের স্বল্প চাপের কারণে সক্ষমতার অর্ধেকও উৎপাদন করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় শিল্প খাত যাতে টিকতে না পারে সেই চিন্তা করেই গ্যাসের মূল্য আড়াই গুণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটি দেশের স্বার্থের বিপক্ষের সিদ্ধান্ত হচ্ছে। যদি মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে এই খাতের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে। সরকারের ভুল নীতির কারণে এরই মধ্যে কাগজ ও চিনি শিল্প বন্ধ হয়ে আমদানিনির্ভর খাতে

অভিমত

গ্যাস সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ প্রয়োজন

শফিকুল আলম

শফিকুল আলম

আমাদের গ্যাস সরবরাহে সিস্টেম লস হচ্ছে ৭ শতাংশ। এতে প্রতিবছর ৭০ বিলিয়ন ঘনফুটের মতো গ্যাসের অপচয় হচ্ছে। যেকোনো মাত্রায় একে অত্যন্ত বেশি বলা যায়। সিস্টেম লস যদি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্যাস কম, শিল্পোৎপাদন অর্ধেক

পরিণত হয়েছে।'

নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'চাহিদার তুলনায় অনেক কম গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে, এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দেশীয় গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়ানো উচিত। এতে করে যে ঘাটতি রয়েছে সেটা পূরণ করা সম্ভব। গত ১৫ বছর আমরা দেশীয় গ্যাস আহরণ না করে আমদানির দিকে ঝুঁকেছি, যার ফলাফল আজকের এই পরিস্থিতি। আমরা কেন আমদানির দিকে গেলাম, কারণ হচ্ছে আমদানি করলে কমিশন বাণিজ্য করার সুযোগ থাকে। তাই তারা সেদিকে ঝুঁকেছিল।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে পোশাক শিল্প রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। তাই আমাদের নতুন নতুন কারখানা স্থাপন ও পুরনো কারখানাগুলো আরো সম্প্রসারণ করতে হবে। নতুন শিল্পের জন্য ৭৫ টাকা গ্যাস বিল দিয়ে কেউ এই খাতে বিনিয়োগ করবে না।' তাই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি এখনই বন্ধ করে প্রয়োজনে কিভাবে গ্যাসের দাম কমানো যায়, সেদিকে বিইআরসিকে নজর দিতে অনুরোধ জানান তিনি।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) আয়োজিত সম্প্রতি 'দেশের শিল্প খাতে জ্বালানিসংকট সমাধানের পথ' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, জ্বালানিসংকটে সিরামিক কারখানায় উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। পোশাক খাতে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ উৎপাদন কমেছে। স্টিল কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। গ্যাসের বিকল্প হিসেবে ডিজেল ব্যবহার এবং শ্রমিকদের বাড়তি কাজের জন্য খরচ বেড়ে গেছে। পল্লী বিদ্যুতের অধীন ক্ষুদ্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ডিজেল জেনারেটর চালানো সম্ভব নয়। ফলে প্রায় ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধের পথে। শিল্প খাতে গ্যাসের চাহিদা ১০০ কোটি ঘনফুটের মতো। কিন্তু এখন দেওয়া হচ্ছে ৫০ কোটি ঘনফুট। গত দুই বছরে শিল্প খাতে জ্বালানির চাহিদা বাড়েনি।

বিসিআইয়ের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী বলেন, 'শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি দিন দিন কমছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.২৯ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে কমে হয় ৬.৬৬ শতাংশে। গত এপ্রিল থেকে জুন মাসে প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩.৯৮ শতাংশ। জ্বালানিসংকটের কারণে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০টি শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, আরো ৩০০টি কারখানা ঝুঁকিতে রয়েছে।'

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সংকটে বেসরকারি খাতে প্রবৃদ্ধি আগস্ট, সেপ্টেম্বরে ৯.৮৫ শতাংশ কমেছে। বিদেশি বিনিয়োগ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২২-২৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয় প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার কমেছে। বিপরীতে গ্যাসের দাম গত পাঁচ বছরে ২৮৬ শতাংশ বেড়েছে। যন্ত্রপাতি আমদানির এলসি খোলার পরিমাণ ৪১ শতাংশ কমেছে, কাঁচামালে কমেছে ৯.৮১ শতাংশ।

আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী বলেন, 'ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি করা যাবে না। আগের সরকার গায়ের জোরে গ্যাসের দাম বাড়িয়েছিল, তার পর থেকেই শিল্প খাতে ধস নামতে শুরু করে। গ্যাসের সরবরাহ না পেয়ে প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গেছে। এরই মধ্যে আরএমজি সেক্টরের ২০০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরও গ্যাসের দাম ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা করা হলে ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

DHAKA TUESDAY MARCH 4, 2025
FALGUN 19, 1431 BS
The Daily Star

USAID FUND CUT

Job losses shock development workers

PORIMOL PALMA

Saiful Alam (not his real name) built his career in the development sector, working in the finance departments of foreign-funded projects in Dhaka for over 15 years.

But now, at 47, he faces a harsh reality he never anticipated – abrupt unemployment. With no other income, he and his family may soon be forced to leave the capital, where his two children are enrolled in a reputed school.

He is losing his job as the US Agency for International Development (USAID) has already issued a termination letter for the project he has been working on for the last three years.

"I am currently closing the accounts and preparing final paperwork for submission to the USAID in Washington," Saiful told The Daily Star yesterday. "After that, I'll give myself a month to find another job. If nothing comes up, I'll have no choice but to return to my village."

With more than a decade of experience in development finance, Saiful fears that opportunities in the shrinking sector are scarce.

> **I don't think I'll find another position in the development sector. And why would a private company hire me at a senior level?**
>
> Says an NGO professional who is losing his job

My entire career has been in development projects, but the industry is now imploding.

"I don't think I'll find another position in the development sector. And why would a private company hire me at a senior level?" he said.

The prospect of relocating to his village is very real. "It will be extremely difficult for me, my family, and my children to adjust. I have no idea what I will do for a living or where my children will go to school. It's frustrating."

Saiful's plight reflects the broader crisis in the sector. With funding drying up and livelihoods at stake, the future of many in the sector remains uncertain.

He is just one of tens of thousands of development professionals facing joblessness following USAID's decision to cancel the majority of its nearly 100 projects in Bangladesh. These projects, implemented by around 400 NGOs, have long provided employment to thousands and supported critical development initiatives across the country.

Although there is no official data on how many people have lost or may lose their jobs due to the USAID fund cuts, people in the sector estimate the number is between 30,000 and 40,000.

According to diplomatic sources, USAID annually provides between $300 and $400 million to Bangladesh in the areas of health, nutrition, agriculture, livelihood, labour rights, prevention of human trafficking, and democratic development.

However, immediately after the inauguration of Donald Trump as US president on January 20, he ordered suspension of USAID funding and activities funded by the agency globally, except for emergency food supplies including that for the Rohingya refugees in Bangladesh.

All the American personnel of the USAID office in Bangladesh too have been sent on administrative leave. A section of the personnel are working to send papers to the USAID office in Washington DC.

Some 10,000 contracts between the USAID and NGOs were terminated on February 25 globally, as the Trump administration decided to eliminate more than 90 percent of foreign aid contracts and cut some $60 billion in funding.

Saiful, who has been working for an education project, said they had thought that Trump would cancel projects related to climate change, gender equality and immunisation as

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • March 3, 2025

Most non-member apparel units ship to non-traditional markets

MONIRA MUNNI

- They do so mainly due to less compliance requirements from buyers
- 836 export-oriented factories are not registered with either BGMEA or BKMEA

The majority of Bangladesh's export-oriented garment factories not affiliated with any of the apex trade bodies in the sector ship products to non-traditional markets mainly because of less compliance requirements from buyers.

Industry insiders say most of these "non-member" units sub-contract their work, a practice that allegedly lacks oversight nationally and internationally, thus posing risks of various kinds, including underpayments, safety concerns, and abuses.

According to Mapped in Bangladesh (MiB), an open apparel registry, some 836 export-oriented factories are not registered with either Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) or Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

"But these units export over 80 per cent of their total production. They play a significant role in the industry yet are often overlooked," it says.

Some 63.56 per cent or 525 non-member units found by MiB export their products to non-traditional markets.

MiB - the supply chain disclosure effort of the first-ever digital map of Bangladesh's readymade garment (RMG) industry - recently revealed there are a total of 3,555 export-oriented RMG factories across the country. It came up with the number after physical visits, as well as two years of verification and validation of the units.

Of the 3,555 factories, some 2,720 are associated with BGMEA and BKMEA as of December 2024, according to the digital map.

Former BKMEA president Fazlul Hoque, however, disagreed with the number of non-member units and argued it would not be as high as 836.

But he admitted that many factories are not affiliated with either BGMEA or BKMEA, and they mostly export to "non-traditional" buyers, who sell apparels in markets like the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, Malaysia, the Philippines, and some African countries.

"These buyers do not need compliance. They need bulk goods and low prices," he told The Financial Express.

Hoque also said the exporters supply to these markets as they are competitive. "They may not be competitive anymore if they have to comply with so many regulations and requirements."

The authorities would have to decide whether these markets should be kept accessible to such exporters as there are risk factors, he said, explaining that if an incident happens, it would affect the overall industry as a whole.

Hoque believes there should be a minimum of compliance standards for such small factories so that they can survive and do business, while other compliance issues should also be maintained with required support.

Meantime, Bangladesh's garment exports to the non-traditional markets, except for the EU, the US, the UK, and Canada, witnessed a 6.42 per cent growth to $3.96 billion during the July-January period of FY25, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

The country earned $11.81 billion from exports to the EU, $4.47 billion to the US, $2.55 billion to the UK, and $750.98 million to Canada during this period.

Exports to the non-traditional markets, including Japan, Australia, India, Russia, Korea, China, Mexico, Turkey, South Africa, Chile, and Brazil, increased significantly to $6.09 billion in FY24, which was $3.90 billion in the fiscal year 2014-15.

Garment exports were only $1.87 billion to the non-traditional markets in the fiscal year 2010-11.

When asked, former BGMEA president Faruque Hassan said the non-member units should be brought under some regulations and also made members of either BGMEA or BKMEA or Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).

Even if they are small, they have to be brought under a minimum of regulations so that they could be provided with various forms of support, he said.

"That would help them receive different types of government support, such as incentives and better prices from buyers."

"If they are not regulated, none can support them in case of an anomaly. They would suffer the most as RMG is always under the spotlight," he noted.

Hassan also said if there is no regulation, it is also difficult to address allegations of non-compliance, child labour, non-payment of wages, and violations of other lawful benefits.

The apparel leader, however, claimed there is no child labour in the export-oriented factories, mostly the registered ones.

A recent study titled "Modern slavery and child labour in Bangladesh's garment sector: Documenting risks and informing solutions" revealed that human rights risks, including child labour, underpayments, safety concerns, and abuse, were notably higher in the subcontracted factories linked to exporters, who in turn sell to international buyers, than the exporting factories themselves.

The Rights Lab at the University of Nottingham, one of the world's largest groups of modern slavery researchers, and GoodWeave, a non-profit organisation, jointly conducted the study published last month in a side session at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"These risks were higher in Chattogram compared to Dhaka as the RMG sector in Chattogram is characterised by a lack of oversight from both governmental and non-governmental organisations (NGOs), which has led to a rise in subcontracted factories," the study said.

Most non-member apparel units

| FROM PAGE 16

Cheap labour in Bangladesh, combined with an abundant labour force and a light regulatory framework, has led to a supply chain largely driven by the demand for low prices and fast production times from international corporations, it said.

This dynamic has encouraged the widespread practice of indirect sourcing, which means many workers are employed in factories that indirectly supply to foreign brands, often through larger factories or agents, it further said.

Subcontracting plays a significant role in maintaining overall production levels in Bangladesh, enabling bigger factories to efficiently handle sudden and increased orders during peak seasons, added the report.

RMG factories work directly with brands or as subcontractors for other units or a combination of both, the study said.

"When large formal factories face overwhelmingly large or simultaneous orders, they subcontract part or all the production to relatively low-cost small-scale factories, middlemen, or unregistered production units," it said.

Most of the time, these units do not produce the whole finished garments. Instead, large formal factories outsource specific tasks that typically involve either large-scale processes requiring special equipment, such as dyeing, or manual tasks, such as sewing labels, embroidery, or attaching buttons, the study noted.

"These indirect (subcontracted) factories face minimal oversight and often operate under very tight margins. The lack of more vulnerable to labour rights abuses," it said.

Depending on seasonal demand, mixed-contract factories may receive an influx of orders, leading them to subcontract some of the work out, it also said.

"Often it is only the blue relationship lines which are visible to buyers, with subcontracting of any kind remaining undisclosed or inaccessible, posing greater risks to workers with no access to grievance or accountability mechanisms," according to the study.

শোভন কাজ

ঢাকা : বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 5 March 2025
সংবাদ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : বোরো খেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন নারী শ্রমিকরা – সংবাদ

ভালুকায় বোরো খেতে সবুজের সমারোহ আগাছা তুলতে ব্যস্ত নারী শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

ভালুকার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকের ঘাম ঝড়ানো বোরো ধানের দিগন্তজোড়া মাঠ ভরে উঠেছে সারি সারি সবুজ পাতার আবিরে আর মাঝখানে ভর দুপুরে আগাছা পরিষ্কার করছেন কোমড়ে শাড়ির আঁচল গোঁজা জয়তনসহ ওরা কজন নারী শ্রমিক।

আমন কাটার পর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গ্রামের মাঠে মাঠে শুরু হয় বোরো ধান রোপণ। কোন কোন এলাকায় রবিশস্য ঘরে তুলে ওই জমি চাষ করে ক্ষেত তৈরি করে বিলম্বে বোরো ধানের চারা রোপণ করা হয়।

যারা মৌসুমের প্রথমেই ক্ষেত তৈরি করে বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তাদের ক্ষেতের ধান গোছা হয়ে সবুজ রং ধারণ করেছে। ওইসব ধানক্ষেতে আগাছা বাছাই, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের সময় হওয়ায় চারিদিকে শ্রমিকের চাহিদা দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ বোরো ধানের ক্ষেতে আগাছা বাছাইয়ের কাজ করছেন পুরুষের পাশাপশি নারী শ্রমিকরা। কারণ হিসেবে কৃষকরা জানান বর্তমানে ভালুকার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর মিল ফ্যাক্টরিতে কাজ পাওয়ায় কৃষি কাজে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে ফলে এখন মাঝ বয়সি গরিব অক্ষরজ্ঞানহীন নারী শ্রমিকরা ক্ষেতে খামারে কৃষি কাজ করছে তাও সংখ্যায় খুবই কম।

৩ মার্চ গত সোমবার দুপুরে উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের হারিশ্বর গ্রামে বোরো ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করছিলেন কয়েকজন নারী শ্রমিক। এদের মধ্যে একজনের নাম জয়তন নেছা। তিনি জানান নিজের খেয়ে ৪০০ টাকা রোজ তারা দুপুর রোদে বোরো ক্ষেতে আগাছা বাছাইয়ের কাজ করেন। সামান্য মজুরীতে তাদের সংসার খুব কষ্টে কাটে।

ক্ষেতে খলায় কাজ না করলে বেঁচে থাকার কোন পথ নাই তাই বাধ্য হয়েই কম মজুরীতে তারা এ গ্রাম ও গ্রাম গৃহস্তের ক্ষেতে খলায় কাজ করে থাকেন।

এদের মধ্যে আকিমন নামে একজন বলেন, 'পুরুষ বেটাগো দুই বেলা খোরাকি দেয় আর নগে ৫/৬শ ট্যাহা রোজ দিয়ন নাগছাল আর আমরা বেটি মানুষ তাই একবেলা খোরাকি আমাগো নাই, সারাদিন কাম করাই ৪০০ টেহা হাতে ধরাই বিদায় করছালদ'।

অর্থাৎ পুরুষ শ্রমিকদের ২ বেলা খাবার দিয়ে ৫/৬শ টাকা রোজ মজুরী দেয়া হয় আর তাদেরকে সারাদিন খাটিয়ে বিনা খোরাকিতে মাত্র ৪০০ টাকা মজুরী দিয়ে বিদায় করেন গৃহস্থরা।

কারণ হিসেবে গৃহস্থাদের ধারনা পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকরা কায়িক পরিশ্রম কম দিয়ে থাকে এজন্য তাদেরকে মজুরি সামান্য কম দেয়া হয়।

উপজেলার হবিরবাড়ী পাখিরচালা গ্রামের কৃষক আতাব উদ্দীন জানান, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রায় ৩ বিঘা জমিতে বোরো আবাদ করেছেন। জমি চাষ, পানি সেচ, বীজতলা তৈরি ও চারা রোপণ সহ এ পর্যন্ত প্রতি কাঠায় দুই হাজার টাকার উপরে খরচ করেছেন তিনি। এখন চলছে আগাছা বাছাইয়ের কাজ। সামনে পোকার আক্রমন হলে কীটনাশক প্রয়োগ জরুরি হয়ে পরবে। তবে তিনি জানান যদি রোগ বালাই কিংবা খড়া না হয় এ বছর মাঠে বোরোর ফসল ভালো হবে বলে সম্ভাবনা রয়েছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি বোরো মৌসুমে বোরো ধানের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৬৫০ হেক্টর জমি। উফসী ১৬ হাজার ৪৮৬ হেক্টর, হাইব্রিড ২১৬৫।

• বোর মৌসুমের জন্য পর্যাপ্ত সার মজুত রয়েছে। উপজেলা কৃষি বিভাগের পক্ষ হতে বোর আবাদে চাষিদের মাঠ পর্যায়ে লগু পদ্ধতিতে চারা রোপণসহ প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

NEW AGE, MONDAY, MARCH 3, 2025

নিউ এজ

Investing in green factories

by **Asif Hossain**

BANGLADESH'S apparel sector has long been the backbone of the economy, employing millions and accounting for over 80 per cent of the country's total exports. However, the global apparel market is changing. Buyers no longer prioritise just low-cost production; sustainability has become a key factor. As international brands push for ethical and eco-friendly sourcing, Bangladesh must act fast. Investing in green factories is no longer optional — it is essential for staying competitive in the global market.

Bangladesh has already made significant progress in sustainable manufacturing. With over 200 LEED-certified factories, the country is leading the world in green garment production. These factories reduce carbon emissions, optimise energy use, and conserve water — aligning with the sustainability goals of major brands. Buyers are actively seeking suppliers with environmentally responsible practices, and Bangladesh has a great opportunity to meet this demand.

However, not all factories have embraced this transition. While some have adopted green technology, many are still operating under traditional, resource-heavy methods. If the entire industry does not move towards sustainability, Bangladesh risks losing export orders to countries like Vietnam, India, and China, where green manufacturing is rapidly expanding.

The pressure for sustainability is coming from multiple directions. International regulations, rising production costs, and changing consumer preferences all point to one conclusion: green factories are the future. Here's why Bangladesh must accelerate its investment in sustainable manufacturing.

Global markets are tightening environmental regulations. The EU Green Deal and Carbon Border Adjustment Mechanism will impose higher tariffs on products that do not meet sustainability standards. If Bangladesh does not align with these policies, its garment exports could face trade restrictions, making it difficult to compete with greener suppliers.

Although setting up a green factory requires an initial investment, it brings significant long-term savings. Many LEED-certified factories in Bangladesh have reported, according to Bangladesh Apparel Exchange, a 30 per cent reduction in energy costs and up to 50 per cent lower water consumption. With rising electricity prices and water scarcity becoming a growing concern, sustainability-driven cost savings can improve profit margins and overall efficiency.

Additionally, Bangladesh's reputation as a leading garment exporter depends on ethical sourcing. Modern consumers want transparency — they want to know that the clothes they buy are not harming the planet. International brands are under pressure to ensure their supply chains meet sustainability targets, making factories with LEED, OEKO-TEX, and GOTS certifications more attractive partners. Investing in green factories is not just about compliance; it is about securing long-term relationships with global buyers.

Finally, the competitive landscape is shifting. Vietnam and India are heavily investing in eco-friendly manufacturing, while China is integrating advanced green technology into its textile industry. If Bangladesh does not act quickly, it risks losing its edge in the global market. Sustainable production is no longer just an advantage — it is a necessity to survive.

Many factories hesitate to go green due to the high cost of certification and a lack of technical expertise. To support this transition, the government should introduce tax incentives and low-interest loans to help factories invest in sustainable technology. Financial assistance would allow small and medium-sized manufacturers to install solar energy systems, wastewater recycling units, and energy-efficient machinery without straining their budgets.

Industry leaders must also collaborate with international sustainability organisations to gain technical knowledge and funding. Many global brands are willing to support suppliers in their green transformation, and Bangladesh should take full advantage of these opportunities.

Factories must also rethink their approach to production. Investing in renewable energy, optimising water usage, and improving waste management will not only lower costs but also enhance Bangladesh's reputation as a responsible manufacturing hub. Some factories have already proven that sustainability leads to greater efficiency and profitability. Now, the entire sector must follow suit.

The global apparel market is evolving, and Bangladesh cannot afford to fall behind. Green factories are no longer just an option — they are the future of the apparel sector. By making the shift now, Bangladesh can secure its position as a world leader in sustainable apparel manufacturing, attract more buyers, and ensure the long-term success of its garment industry.

The question is not whether we should invest in green factories, but how fast we can make it happen. The future of Bangladesh's garment industry depends on the choices we make today.

Asif Hossain, a graduate of the BGMEA University of Fashion and Technology, is a merchandiser at the Urmi Group.

শোভন কাজ

সমকাল

বুধবার। ৫ মার্চ ২০২৫

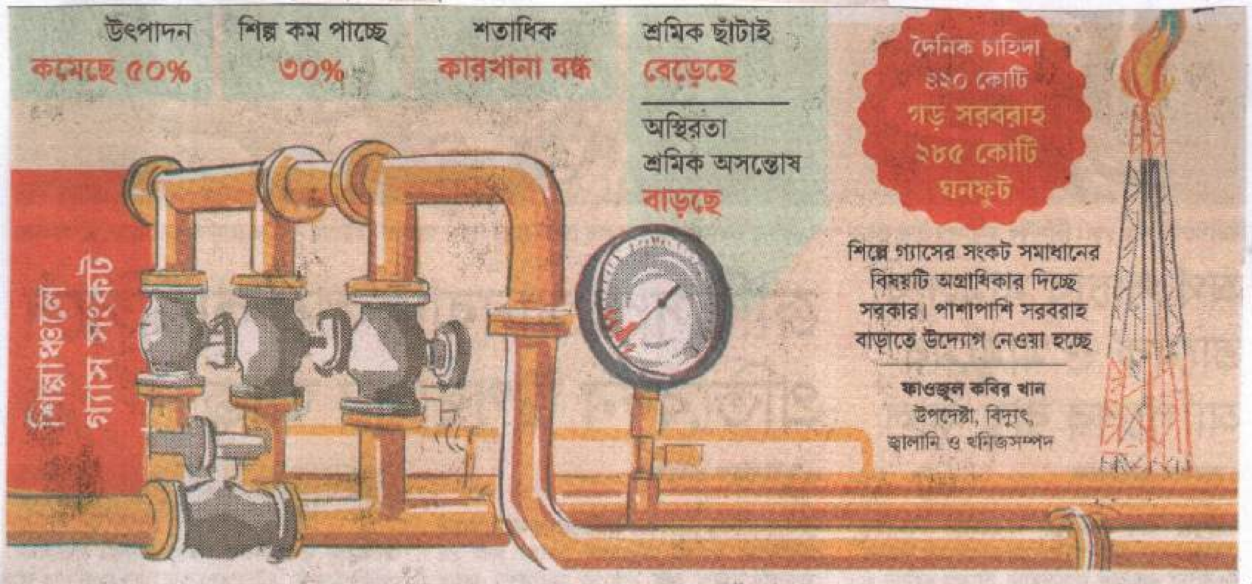

ঘুরছে কম কলকারখানার চাকা, উৎপাদনে ধাক্কা

■ সমকাল প্রতিবেদক

গ্যাসের ঘাটতি দিনে প্রায় ১৩৫ কোটি ঘনফুট। গ্যাস-স্বল্পতায় সবচেয়ে বেশি ধুঁকছে শিল্প খাত। এখন চাহিদার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম গ্যাস পাচ্ছে শিল্পকারখানা। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, নরসিংদীসহ দেশের শিল্পাঞ্চলে এই সংকট দিন দিন বাড়ছেই। এতে ছেদ পড়ছে উৎপাদনে। বন্ধ হয়েছে শতাধিক কারখানা। অনেকটি বন্ধের পথে। বাধ্য হয়ে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকরা নানা দাবিতে প্রায় দিনই সড়ক অবরোধ, ভাঙচুরসহ বিক্ষোভ করছেন। উৎপাদনে ধাক্কা লাগায় কমছে পণ্য রপ্তানি, বিদেশ থেকে বাড়ছে কাঁচামাল আমদানি।

ব্যবসায়ীরা জানান, ভোগান্তি এমন পর্যায়ে ঠেকেছে, কারখানা চালু রাখার চেয়ে বন্ধ রাখলেই লাভ। বারবার শিপমেন্ট বাতিল করতে হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন কারখানার গ্যাসের দর দ্বিগুণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্যাসের দাম বাড়লে নতুন বিনিয়োগ আসবে না।

জ্বালানি বিশ্লেষকরা বলছেন, সহসাই গ্যাস সংকট দূর হবে না। আগে দেশীয় গ্যাসের অনুসন্ধানের চেয়ে আমদানিতেই সরকারের ঝোঁক ছিল বেশি। সম্ভাবনা থাকার পরও দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস অনুসন্ধানে অবহেলা করা হয়েছে। এতে গ্যাসের উৎপাদন কমেছে। অন্যদিকে চাহিদা দিন দিন বেড়েছে। ফলে সংকট ঘনীভূত হয়েছে।

বর্তমানে দেশে গ্যাসের চাহিদা দিনে প্রায় ৪২০ কোটি ঘনফুট। বিপরীতে এলএনজিসহ গড়ে সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ২৮৫ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে আমদানি করা গ্যাস (এলএনজি) ৯৫ কোটি ঘনফুট। বিদ্যুতে দেওয়া হচ্ছে ৯৬ কোটি, শিল্পে ১১৮ কোটি, সার কারখানায় ১৩ কোটি, সিএনজিতে এক কোটি এবং আবাসিক ও বাণিজ্যে ৫৭ কোটি ঘনফুট।

শিল্পে সংকট

শিল্পের মধ্যে গ্যাসের ব্যবহার বস্ত্র খাতেই বেশি। বস্ত্রকলে বাষ্প তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ খাতে দুই বছর ধরেই গ্যাস সংকট চলছে। তবে নতুন করে গ্যাস সংকট উৎপাদন কাঠামোকে করে দিয়েছে এলোমেলো। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বস্ত্রকলগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার চেয়ে ৬৫ শতাংশ কম। দিনে গ্যাস থাকছেই না। গ্যাসের চাপ যেখানে ১৫ পিএসআই (পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি) থাকার কথা, সেখানে মিলছে ১ থেকে ২ পিএসআই। এত কম চাপের কারণে জেনারেটর চালু হয় না। এ কারণে উৎপাদন বন্ধ অনেক বস্ত্রকলে। যেখানে পিএসআই একটু বেশি পাওয়া যায়, এর সঙ্গে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িয়ে কোনো রকমে জেনারেটর চালু করা যায়। এই পদ্ধতিতে চলছে কিছু কিছু বস্ত্রকল। তবে তা উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মতো। আবার জেনারেটর চালাতে অতিরিক্ত বিদ্যুতের ব্যবহার উৎপাদন খরচ বাড়াচ্ছে। বস্ত্রকলে সাধারণত গ্যাসের ৭৫ শতাংশ ব্যবহার হয় বাষ্প তৈরিতে, বাকি ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে। একজন টেক্সটাইল উদ্যোক্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, সাধারণত একটি জেনারেটর এক হাজার কিলোওয়াটের হয়ে থাকে। ৭০০ কিলোওয়াটের শক্তি থাকলেও কাজ চালানো যায়। গ্যাস সংকটের চাহিদা অনুসারে শক্তি মিলছে না। এতে জেনারেটর দ্রুতই নষ্ট হচ্ছে। প্রায় সব বস্ত্রকলেই জেনারেটর নষ্ট হওয়ার ঘটনা আছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে নতুন জেনারেটর কিনতে হয়। উৎপাদন কমে আসায় ক্ষতি কমাতে অনেক বস্ত্রকল শ্রমিক ছাঁটাইয়ে বাধ্য হয়েছে। চাপ কম থাকায় ডায়িং ও প্রিন্টিংয়ের মান খারাপ হচ্ছে।

পোশাক খাতের মধ্যে নিট অর্থাৎ গেঞ্জি জাতীয় পণ্যের প্রায় শতভাগ কাঁচামাল দেশীয় বস্ত্রকলগুলো জোগান দিয়ে থাকে। কয়েকজন উদ্যোক্তা জানান, বস্ত্রকলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাড়তি ডলার ব্যয়ে কাঁচামাল আমদানি করতে হচ্ছে। নিট পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএ জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কাঁচামাল পাচ্ছেন না তারা। এ কারণে নিটের রপ্তানি পোশাকের উৎপাদন ৪০ শতাংশ কমেছে।

নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, গ্যাস সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ চাহিদা অনুসারে গ্যাস না পাওয়ায় দেশের প্রধান রপ্তানি খাত পোশাকশিল্প মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে, যা অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত।

অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান সমকালকে বলেন, শিল্পে গ্যাসের সংকট সমাধানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি সরবরাহ বাড়াতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

অস্থিরতা কাটছে না

পোশাকশিল্প এক ধরনের অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারণে রাস্তায় নামছেন শ্রমিকরা। ছটহাট বন্ধ করে দিচ্ছেন সড়ক-মহাসড়ক। শ্রমিক অসন্তোষের পাশাপাশি যুক্ত হয় গ্যাস সংকট। রাজনৈতিক পালাবদলের পর কিছু কারখানা মালিকের অনুপস্থিতিও শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধতে ভূমিকা রাখছে বলে মনের করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নানা দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি অসন্তোষের আরেকটি কারণ হলো ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ। জুলাই বিপ্লবের পর তৈরি পোশাক কারখানায় টানা অস্থিরতা, গ্যাস সংকটে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় পোশাক খাতে সংকট কাটছে না।

বিজিএমইএর হিসাব বলছে, গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুর ও ময়মনসিংহে কারখানা বন্ধ ছিল পাঁচটি; সাভার, আশুলিয়া ও জিরানীতে চারটি এবং নারায়ণগঞ্জে একটি। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশের জোগানদাতা এবং ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের এ খাতের আড়াই হাজার কারখানা বিজিএমইএর সদস্য। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ নিটওয়্যার ও সোয়েটার এবং বাকি ৬০ শতাংশই ওভেন খাতের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অধিকাংশ সময় পোশাক শ্রমিকদের দাবিগুলো সুনির্দিষ্ট নয়। একেক কারখানায় একেক ধরনের দাবি উঠছে। সরকারের তরফ থেকে উস্কানি ও ষড়যন্ত্রের কথাও নানা সময় বলা হয়েছে।

সাভার ও আশুলিয়ায় বন্ধ ২০ কারখানা

সাভার ও আশুলিয়ায় অধিকাংশ কারখানায় গ্যাস সংকটে উৎপাদন লাটে উঠেছে। গ্যাসের বদলে ডিজেল ব্যবহার করায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। রমজানের আগে গ্যাসের চাপ কিছুটা থাকলেও এখন বেশ কমে গেছে। এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ১৫ থেকে ২০টি কারখানা। যেগুলো চালু আছে, তাদের উৎপাদন অনেকটাই কমে গেছে। ফলে বিদেশি ক্রেতা চুক্তি অনুযায়ী পণ্য সময়মতো পাচ্ছেন না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘুরছে কম কলকারখানার

শুক্রবার
২২ ফাল্গুন ১৪৩১
৭ মার্চ ২০২৫

সাভারের আনলিমা কারখানার ব্যবস্থাপক রফিক আহম্মেদ জানান, কারখানায় মাঝেমধ্যে গ্যাস সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। জেকে গ্রুপের কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান জানান, গ্যাসের চাপ কম হওয়ায় কারখানায় বয়লার চালানোই যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ডিজেল দিয়ে বয়লার মেশিন চালানো হচ্ছে। ফলে প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়ছে।

গাজীপুরে উৎপাদন কমেছে ৩০ শতাংশ

গাজীপুরে রয়েছে আড়াই হাজারের কাছাকাছি শিল্প প্রতিষ্ঠান। জেলা সদরের ভোগাড়া, বাসন সড়ক, বোর্ডবাজার, হোসেন মার্কেট, পুবাইল, জয়দেবপুর, কড্ডা, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর এবং কালিয়াকৈরের সফিপুর, মৌচাক, পল্লী বিদ্যুৎ, কালিয়াকৈর বাজার, সাহেব বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে।

গাজীপুরের এসএ স্পিনিং কারখানার মহাব্যবস্থাপক মো. নাজমুল আহসান বলেন, গ্যাসের চাপ যেখানে অন্তত ১৫ পিএসআই থাকার কথা, সেখানে থাকছে ১-২ পিএসআই। কখনও আবার শূন্যের কোঠায় চলে আসে। এ অবস্থায় বারবার বন্ধ করার ফলে মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, চাহিদার ৩০ শতাংশ গ্যাসও পাচ্ছি না। ফলে শ্রমিকরা কাজ করতে পারছে না। বসিয়ে বসিয়ে তাদের বেতন দিতে হচ্ছে। মহানগরের শিলমুন এলাকার ড্রিম টাচ ওয়াশিংয়ের মালিক খলিলুর রহমান বলেন, গ্যাস সংকটের নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে কর্মসংস্থানের ওপর পড়তে শুরু করেছে। কাজ না থাকায় কর্মী ছাঁটাই করে দিতে হচ্ছে। মহানগরের টঙ্গী এলাকার বিএইচআইএস নামে পোশাক কারখানার এক কর্মকর্তা বলেন, সকালে গ্যাস থাকলে বিকেলে থাকে না। গ্যাস না পাওয়ায় এলপিজি ও ডিজেল দিয়ে কারখানা চালাতে হচ্ছে। এতে খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে ক্রেতাকে সময়মতো পণ্য দিতে শ্রমিকদের ওভারটাইমও বেশি করতে হচ্ছে।

তিতাস গ্যাস গাজীপুর জোনের ব্যবস্থাপক (অপারেশন) রিদওয়ানুজ্জামান সমকালকে বলেন, মোট চাহিদার ৭০ শতাংশ গ্যাস পাচ্ছে গাজীপুরের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো।

প্রতিষ্ঠান চালু রাখলেই ক্ষতি, বন্ধে লাভ

গ্যাস সংকটে নারায়ণগঞ্জের অনেক ডাইং কারখানা বন্ধ। বাকিগুলো চালু রাখলে ক্ষতি; বন্ধ রাখলে লাভ– এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফতুল্লার ওসমান ডাইংয়ের মহাব্যবস্থাপক মঞ্জুর মোর্শেদ জানান, পোশাকের থান স্টিম করতে, আয়রন করতে, ডাইং চালাতে গ্যাস প্রয়োজন। তবে সংকটের কারণে ৫০ শতাংশ উৎপাদন কমে গেছে। গ্যাসের বিকল্প হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করলে খরচ বেড়ে যায়। আবার রোজা শুরু ১০ দিন ওভারটাইম করানোও সম্ভব না। কারণ শ্রমিকরা ইফতারের পর কাজ করতে চায় না।

ফতুল্লা ডাইং অ্যান্ড ক্যালেন্ডারিং মিলসের পরিচালক মিনহাজুল হক বলেন, 'আমাদের ডাইং সক্ষমতা দৈনিক ২০ টন। তবে গ্যাস কম পাওয়ায় দিনে ৮ টনের বেশি ফেব্রিক্সে রং করতে পারছি না। গত শুক্রবার গ্যাসের অভাবে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, ডাইং চালু রাখলেই আমার ক্ষতি। বরং বন্ধ রাখলে লাভ। গত অর্থবছরে কারখানা চালু রেখে সাড়ে সাত কোটি টাকা লোকসান গুনেছি। ব্যাংক লোন না থাকলে আমি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতাম।'

নরসিংদীতেও ভোগান্তি

নরসিংদীর মাধবদী, পাঁচদোনা, ভাটপাড়া, শেখেরচরসহ বিভিন্ন এলাকার শিল্পকারখানা এবং সিএনজি পাম্পে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস মিলছে না। পাকিজা গ্রুপের পোশাক কারখানার হেড অব অপারেশন রাশেদুর রহমান জানান, এই কারখানার ক্যাপটিভ জেনারেটরের গ্যাসের চাপ ১৬ পিএসআই। তবে প্রায় এক বছর ধরে ৩ থেকে ৫ পিএসআই গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে শূন্য থেকে ২ পিএসআই গ্যাস আসে। তখন কারখানা ও জেনারেটর এর কোনোটাই চালানো যায় না। গ্যাস সংকটের কারণে ৭০০ তাঁতের মধ্যে ৩০০টি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এতে দিনে প্রায় দুই কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। বয়লারও ঠিকমতো স্টিম হচ্ছে না। তাই ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং সক্ষমতা দেড় লাখ মিটার থাকার পরও উৎপাদন মাত্র ৬০ হাজার মিটার। এতে বিদেশি অর্ডার যথাসময়ে সরবরাহ করা যাচ্ছে না।

নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোমেন মোল্লা বলেন, 'আমাদের প্রতিটি শিল্পকারখানায় ১৫ পিএসআই চাপে গ্যাস সরবরাহের অনুমোদন থাকলেও পাই ৩ থেকে ৪ পিএসআই। এতে উৎপাদন ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কম হচ্ছে।'

গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ

শিল্পকারখানার গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ৩০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে ব্যবহৃত নিজস্ব বিদ্যুৎ) ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা দিতে হয়। নতুন শিল্পের জন্য এটি বাড়িয়ে ৭৫.৭২ টাকা করার প্রস্তাবের ওপর গণশুনানি হয়েছে। বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্যাসের দাম বাড়ালে শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। তিতাসের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে পারলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হয় না।' তিনি বলেন, 'পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। তাই নতুন নতুন কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ করতে হবে। তবে ৭৫ টাকা দরে গ্যাস কিনে কেউ এই খাতে বিনিয়োগ করবে না।'

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা)

দৈনিক ইত্তেফাক

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা হচ্ছে

------------ শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকদের কল্যাণ ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রম ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে শ্রম আইনকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার একটি হোটেলে শ্রম ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ থেকে ২০ মার্চ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৩তম অধিবেশনের আগে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের শ্রম ইস্যুতে এ অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ও অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো বুধবার। ৫ মার্চ ২০২৫।

দুর্ঘটনায় নিহত ৬

নৌশ্রমিকের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা প্রদান

● নিজস্ব প্রতিবেদক

চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার মেঘনা নদীতে গত ২৩ ডিসেম্বর এম ভি আল-বাখেরা নামক সারবাহী নৌযানে সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহত ৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার চেক প্রদান করেছেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। মঙ্গলবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নিহত শ্রমিকদের প্রত্যেক পরিবারের হাতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ২ লাখ টাকা এবং উপদেষ্টার বিশেষ উদ্যোগে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নোয়াপাড়া গ্রুপ থেকে অনুদান হিসেবে ৩ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

চেক বিতরণকালে উপদেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। নিহত শ্রমিকরা হলেন– সজিবুল ইসলাম, পিতা দাউদ হোসেন, মহম্মদপুর, মাগুরা, মো. মাজিদুল ইসলাম, পিতা মো. আনিচ মিয়া, মহম্মদপুর, মাগুরা, মো. সালাউদ্দিন মিয়া, পিতা মো. আবেদ মোল্লা, লোহাগড়া, নড়াইল, আমিনুর মুন্সী, পিতা মজিবর মুন্সী, লোহাগড়া, নড়াইল শেখ সবুজ, পিতা মো. আতাউর রহমান, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর, মো. কিবরিয়া, পিতা মো. আনিসুর রহমান, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নৌপথে নিরাপদে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, মাদার ভ্যাসেল হতে পণ্য খালাস ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বর্তমানে লাইটার জাহাজের কোনো সংকট নেই। কিছু আমদানিকারক কর্তৃক লাইটার জাহাজগুলোকে ভাসমান গুদাম বা ফ্লোটিং ওয়ার হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন অধিদফতর এবং বিআইডব্লিউটিএর ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক গত মাসের ১৯ তারিখ থেকে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। কোথাও কোনো পণ্য যাতে মজুদ হতে না পারে সে বিষয়ে কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানি হচ্ছে। সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। ভোজ্য তেলের আমদানি এবং দ্রুততম সময়ে ভোক্তার কাছে যাতে পৌঁছাতে পারে সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সরকার দেখছে। পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনো ঘাটতি নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কোনো আমদানিকারক বন্দর থেকে নির্ধারিত সময়ে পণ্য না নিলে তিনগুণ জরিমানা দিতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ। নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা : বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 5 March 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadec

শ্রমিকপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রমিকপক্ষের অনেক আপত্তি আমলে না নিয়েই শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় গতকাল এ খসড়া প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে দেখাবে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১০-২০ মার্চ অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডির বৈঠকেও উপস্থাপন করা হবে খসড়াটি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তবে চলতি মার্চ মাসের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন হচ্ছে না। কারণ, আইএলওর গভর্নিং বডির বৈঠক শেষ করার পর দেশে ফিরে মার্চ মাসের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করা যাবে না। শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক থেকে অনুমোদন হওয়ার পর অধ্যাদেশ আকারে জারি হবে। সে ক্ষেত্রে আরও কিছু সময় লাগবে বলে জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

আইএলওর গভর্নিং বডির বৈঠকে যোগ দিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বাধীন একটি দল ঢাকা ছাড়ছে ৯ মার্চ। দলে অন্যদের মধ্যে থাকছেন শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হুমায়ুন কবীর, যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ হোসেন সরকার এবং শ্রম উপদেষ্টার একান্ত সচিব মো. জাহিদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ গত বছরের জুনে ১১২তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২০২৪-২৭ মেয়াদের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইএলওর গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হয়। পটপরিবর্তনের পর গত বছরের নভেম্বরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইএলওর গভর্নিং বডির বৈঠকে যোগ দিতে নেতৃত্ব দেন ওই সময়ের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

দেশে ফিরে গত ১০ নভেম্বর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আগের সরকারের আইনমন্ত্রীর (আনিসুল হক) নেতৃত্বাধীন দলকে আইএলও পর্ষদে অপদস্থ করা হয়েছিল। অথচ এবারের চিত্র ছিল ভিন্ন। বাংলাদেশের পদক্ষেপগুলো নিয়ে বরং প্রশংসা পাওয়া গেছে। কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলো তুলে নেওয়ার কথাও বলেছিল।

শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে ঘাটতির অভিযোগ এনে জাপানসহ ছয়টি দেশের পক্ষ থেকে আইএলওতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। একই ব্রিফিংয়ে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেছিলেন, শ্রম আইন সংশোধন করে মার্চ মাসের মধ্যে অধ্যাদেশ জারি করবে অন্তর্বর্তী সরকার।

শ্রমসচিব গতকাল সোমবার বলেন, 'আইন সংশোধনের খসড়াটি যে চূড়ান্ত করা হয়েছে, আইএলওর গভর্নিং বডির বৈঠকে তা আমরা তুলে ধরতে পারব।' এর বাইরে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাত মিলিয়ে দেশে ৭ কোটি ৬৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) কাছে এ তথ্য জানিয়ে শ্রমিকপক্ষ বলেছে, 'আইন সংশোধনের সময় সব শ্রমিকের কথা মাথায় না রেখে প্রধানত বিবেচনা করা হয়েছে পোশাক খাতের শ্রমিকদের কথা। এমনকি শ্রমিকের সংজ্ঞাটিও ঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।'

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল ও গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। রাখা হচ্ছে না স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে আইএলওর বিধানও মানতে পারছে না সরকার। মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাকরির নিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের দায় নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্রমিকপক্ষের মতামত আমলে নেওয়া হয়নি।

শ্রমিকনেতা ও টিসিসিতে নিযুক্ত শ্রমিকপক্ষের সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, 'শ্রম আইনের সংশোধনীটি শ্রমিকবান্ধব হচ্ছে না। আইএলও কনভেনশনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, এমন পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে। মাতৃত্বকালীন ছুটি সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ছয় মাস, পোশাক খাতের জন্য চার মাস। আবার অনানুষ্ঠানিক খাতে ছুটির বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। আমরা চাই মাতৃত্বকালীন ছুটি সবার জন্য একই হোক। কিন্তু শ্রম আইনে তা করা হচ্ছে না।'

জানা গেছে, শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল ও গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। রাখা হচ্ছে না স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে আইএলওর বিধানও মানতে পারছে না সরকার। মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাকরির নিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের দায় নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্রমিকপক্ষের মতামত আমলে নেওয়া হয়নি।

Bangladesh needs a comprehensive labour law reform

A unified and fair labour law must be implemented so as to guarantee that no worker faces imprisonment for collective action, all workers receive equal protection and collective bargaining is a reality in practice

urge

The EU and its Member States

present in Dhaka

The partnership of Bangladesh and the European Union (EU) is a strategic choice that reflects shared interests and respect for universal values.

Bangladesh has a growing, dynamic economy. In the readymade garment sector it is a powerhouse, widely recognised - at the top end of local production facilities - for quality as well as value.

As the principal commercial partner of Bangladesh, it is access to the EU market, the single largest market in the world, that has created the conditions in which factory owners have invested and built numerous successes, millions of citizens (and in particular women) have been gainfully employed and enormous revenue has been generated for Bangladesh.

It is a simple fact that our joint commercial success story is the result of the duty-free and quota-free access of Bangladesh to the EU under the Everything But Arms (EBA) scheme. EBA was designed to help boost development and growth. As Bangladesh has developed and grown, it makes perfect sense that our trade relationship will further evolve. In all transparency, we are determined to ensure a smooth and sustainable transition.

Our interests include respect for international standards on human rights, labour rights, gender equality, environmental standards and good governance. Labour rights are central, notably since the Rana Plaza tragedy in 2013. The EU and Bangladesh have recognised this in the National Action Plan on the Labour Sector 2021-2026(NAP) that was negotiated in minute detail.

There is an opportunity, now, to modernise Bangladesh's labour law in a way that will set the country out as one that upholds international labour standards, promotes social cohesion and ensures a just and equitable work environment for all.

The EU and its Member States present in Dhaka value the efforts made so far to implement the National Action Plan. Never before have we seen the level of political support for improved labour rights as we see from the current interim government.

However, the upcoming process (by March this year) to amend the Bangladesh Labour Act is encountering obstacles.

The amendments we see barely take account of key recommendations from the EU (synonymous with those of the International Labour Organization) as also reflected in the Aide Memoire for the November 2024 3+5+1 meeting. The state of play largely ignores the NAP and the recommendations of the ILO Committee of Expertson the Application of Conventions and Recommendations.

It is a matter of fundamental human rights to ensure that all workers can freely organise, that trade unions can be established and operate without discrimination, harassment, or interference, that workers can negotiate their working conditions, and that they can exercise the right to strike when necessary. This is a precondition for meaningful social dialogue.

A unified and fair labour law must be implemented so as to guarantee that no worker faces imprisonment for collective action, all workers receive equal protection and collective bargaining is a reality in practice. Fines to prevent practices such as child labour must be truly punitive. Trade union registration should be possible for workers in all sectors, facilitated by a fair and transparent process, which limits administrative hurdles to the necessary and is free from outside interference. Carve-outs for specific zones or for specific industries have no place in a modern Bangladesh wishing to trade on its reputation for respecting human rights.

A meaningful reform of the Labour Act is needed to maintaintrustful cooperation under EBA, and to facilitate access to the EU's similarly advantageous GSP-plus scheme after Bangladesh's graduation from LDC status. Additionally, compliance of Bangladeshi exporters with the EU's Corporate Sustainability Due Diligence Directive will be aided by putting adequate laws in place. Without this, the EU will have severe difficulties to conclude that the NAP and the ILO Roadmap under Article 26 have been fully and satisfactorily implemented.

Beyond international processes and procedures, reputation is central to Bangladesh's continued growth. Well-informed European consumers are eager to know which producers guarantee the fundamental rights of their workers, and which do not.

The EU and its Member States are offering to partner with Bangladesh on this. Together, we have invested massively in decent work, including for women, in upgrading environmental compliance and in safety, retro fitting Bangladeshi workplaces. We wish to continue on that pathway. But we need all stakeholders in Bangladesh to act on the NAP.

Our expectations could not be clearer. There is a need to modernise and reform, and to adopt a different level of ambition that unequivocally maps out the steps to implement the NAP. We urge the authorities to act decisively, trade unions to contribute and employers to recognise and support the need for substantial change.

Signed: The EU and its Member States present in Dhaka

For further contact: Towheed.FEROZE@eeas.europa.eu

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ ২০২৫

নিরীক্ষায় সচল পাওয়া গেল ৫৫ শতাংশ পোশাক কারখানা

তৈরি পোশাকশিল্প

নিরীক্ষার শুরুতে ১ হাজার ৮০৬টি সচল পোশাক কারখানা পাওয়া যায়। পরে আরও ৬০টি সচল কারখানা সদস্যপদ নবায়ন করেছে।

- বিজিএমইএর নির্বাচনে সাধারণত সচল কারখানার উদ্যোক্তারাই ভোটার হয়ে থাকেন।
- নির্বাচনকেন্দ্রিক দুই জোট ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদ ৩৫ সদস্যের প্যানেল তৈরির কাজ শুরু করেছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যপ্রতিষ্ঠান ৩ হাজার ৩৯১টি। এর মধ্যে সচল কারখানা পাওয়া গেছে ১ হাজার ৮৬৬টি। তার মানে বর্তমানে সংগঠনটির ৫৫ শতাংশ সদস্য কারখানা সচল রয়েছে। বাকি ৪৫ শতাংশ কারখানা উৎপাদনে নেই।

এদিকে সদস্যপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর নির্বাচন ও আপিল বোর্ড ঘোষণা করেছেন বিজিএমইএর বর্তমান প্রশাসক। অন্যদিকে সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক দুই জোট ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদের নেতারা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি ৩৫ সদস্যের প্যানেল চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করেছেন।

বিজিএমইএর সদস্যসংখ্যা, সচল কারখানার সংখ্যা কিংবা পর্ষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন ছিল। এ কারণে গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা করার দাবিও জানিয়ে আসছিল সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট ফোরাম। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রশাসক বিজিএমইএ সদস্যপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা জানতে নিরীক্ষা ও যাচাই কার্যক্রম শুরু করেন।

জানা যায়, বিজিএমইএর সদস্য ৩ হাজার ৩৬০টি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষার কাজটি করে হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং। পরবর্তী সময়ে সদস্যপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে হয় ৩ হাজার ৩৯১। প্রাথমিক প্রতিবেদনে উঠে আসে, ঢাকায় ১ হাজার ৪৮২ এবং চট্টগ্রামে ৩২৪টি সচল কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলো হালনাগাদ নথিপত্র দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করেছে। পরে আরও ৬০ কারখানা সদস্যপদ নবায়ন সম্পন্ন করে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সচল কারখানার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৬৬।

গত বছর বিজিএমইএর ২০২৪-২৬ মেয়াদের পর্ষদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ২ হাজার ৪৯৬ জন। এর মধ্যে ঢাকায় ২ হাজার ৬৪ এবং চট্টগ্রামে ৪৩২ ভোটার। আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন অভিযোগে সভাপতি এস এম মান্নানের নেতৃত্বাধীন পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক বসায় অন্তর্বর্তী সরকার। সাধারণত সচল কারখানার উদ্যোক্তারাই ভোটার হন। সেই হিসাবে আগামী নির্বাচনে ভোটারসংখ্যা ৬৩২ বা তার বেশি কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

২০২৪ সালের বিজিএমইএর নির্বাচনের আগে ২ হাজার ৫৬৩ জনের প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন বোর্ড। তখন ফোরামের প্যানেল লিডার ফয়সাল সামাদ কর শনাক্তকরণ নম্বর বা টিআইএন ভুল বা হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন জমা না দেওয়ার অভিযোগ এনে ৪২৯ জন ভোটারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনী আপিল বোর্ডে আবেদন করেন। সেই আপিল আংশিক মঞ্জুর করেন আপিল বোর্ড। পরে হাইকোর্টে রিট করেন ফয়সাল সামাদ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় থাকা ২ হাজার ৪৯৬ উদ্যোক্তার মধ্যে ১ হাজার ৬০৬ জন তাঁদের সদস্যপদ হালনাগাদ করেছেন। গতবারের ৮৯০ জন ভোটার এবার তাঁদের সদস্যপদ হালনাগাদ করেননি।

সদস্যপদ হালনাগাদ না করা কারখানাগুলো অস্তিত্বহীন কি না, জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, নতুন করে বেশ কিছু কারখানা হয়তো তাদের সদস্যপদ হালনাগাদ করবে। তবে সাবকন্ট্রাক্টিং করা কয়েক শ কারখানা বিভিন্ন দপ্তরের লাইসেন্স ও নথিপত্র না থাকায় সদস্যপদ হালনাগাদ আটকে যাবে। এর বাইরে ৪৫০-৫০০ সদস্য রয়েছে, যাদের একসময় কারখানা থাকলেও এখন অস্তিত্বহীন।

বিজিএমইএর নির্বাচনকেন্দ্রিক দুই জোট সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরাম। গত ১৫ বছরে একবার ছাড়া সব মেয়াদেই সম্মিলিত পরিষদ সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রভাবশালী এই জোট গত বছরের মার্চের নির্বাচনে সব কটি পদে বিজয়ী হয়। সভাপতি হন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান। যদিও গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। পরে ২০ অক্টোবর প্রশাসক হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনকে বসায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

মে মাসে ভোট

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিসিআইসির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবালকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের নির্বাচন বোর্ড ঘোষণা করেন বিজিএমইএর প্রশাসক। বোর্ডের অন্য দুই সদস্য হলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা অংশীদার সৈয়দ আফজাল হাসান উদ্দীন ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমেদ। আর নির্বাচন বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন ইপিবির পরিচালক মাহমুদুল হাসান।

একই সঙ্গে এপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের আপিল বোর্ড করা হয়েছে। আপিল বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের এমডি রূপালী চৌধুরী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এ এন এম কুদরত-ই-খুদা।

ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদ গত বছরই তাদের দলনেতা চূড়ান্ত করে। ফোরামের দলনেতা হন রাইজিং ফ্যাশনসের এমডি মাহমুদ হাসান খান ও সম্মিলিত পরিষদের দলনেতা হন চৈতি গ্রুপের এমডি মো. আবুল কালাম।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, ভোটারদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ হচ্ছে। প্যানেলে কারা প্রার্থী হবেন, সেটি নিয়ে কাজ চলছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আশা করছি, এবারের নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে।'

বিজিএমইএর প্রশাসকের মেয়াদ শেষ হবে ১৬ জুন। এর ১৫ দিন আগে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। ফলে মে মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের ভোট বিজিএমইএর কার্যালয়ের বাইরে অন্য কোথাও হবে। এমনকি নির্বাচনে সংগঠনের কর্মকর্তাদের যুক্ত না করার আলোচনা চলছে। প্রার্থী পরিচিতি সভার সংখ্যাও কমিয়ে আনতে উভয় জোটের নেতারা মোটামুটি একমত হয়েছেন।

সম্মিলিত পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের প্যানেল লিডার প্যানেল গোছানোর কাজ শুরু করেছেন। আমি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করিনি। শিগগিরই শুরু করব।'

NEW AGE
WEDNESDAY, MARCH 5, 2025

Strict oversight of tea worker rights a must

EARNINGS from tea export have been progressively increasing amid allegations of gross violations of worker rights in tea gardens. Tea workers' union leaders in Moulvibazar demand that their festival allowance for Phagua, a major festival for the tea workers community, should be paid in full and in time. All tea workers are entitled to a festival allowance of Tk 3,713 for Phagua in keeping with the latest minimum wage board award. Some tea estates, however, try to replace the festival allowance with an attendance-based incentive, which is a violation of the agreement signed between the tea estates and the government. In recent times, other similar attempts to delay or withhold festival allowance have been reported. In March 2024, workers of the Kuchai tea estate in Moulavibazar took to the streets protesting at an arbitrary decision of garden owners to reduce their festival allowance on the occasion of Dol Purnima. When the minimum wage structure is considered inadequate, the denial to pay the full allowance in time is not only a labour rights violation but also inhuman.

The irregular payment of wages and employment benefits is, rather, characteristic of the tea industry. In September 2024, about 1,500 workers of the state-owned National Tea Company Ltd rallied, demanding their wages unpaid for three weeks and alleged that their families were starving as the company had also suspended their ration and access to treatment. In July 2023, workers at Imam and Bhabani Tea Garden went on strike with demands that included the payment of their wages and festival allowance, the reimbursement of the provident fund and the ensuring of their house rent and medical allowances. There are loopholes in laws and regulations that allow owners to make such arbitrary decisions and withhold festival allowances or severance benefits. Tea workers do not receive 5 per cent of the net profit of the previous year of the company they work for, as specified in the labour law and the Workers' Welfare Foundation Act. Rarely are any actions taken by the authorities against such gross violations.

The government should, therefore, take initiatives to protect the rights of tea garden workers. The labour ministry should take early steps to address specific concerns of the tea workers of Moulvibazar and ensure a timely payment of the festival allowance. The labour law should be revisited to ensure that owners cannot make an arbitrary decision to deny or withhold festival allowance or severance payments. Tea garden workers should have the right to negotiate their minimum wage and employment benefits. The labour ministry should ensure an effective oversight of tea gardens so that labour rights are not violated.

শোভন কাজ

WEDNESDAY MARCH 5, 2025
FALGUN 20, 1431 BS
The Daily Star

Align labour law with global standards: US agency

STAR BUSINESS REPORT

The United States has urged Bangladesh to align its domestic labour laws with international standards, according to the 2025 Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report published yesterday by the Office of the United States Trade Representative (USTR).

The report highlights trade agreements, labour rights, and various bilateral and regional engagements.

While Bangladesh has made progress in worker safety over the past decade, the US continues to push for legal reforms to ensure compliance with global labour standards.

During the April 21, 2024, intersessional meeting of the US-Bangladesh Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (Ticfa) Council in Dhaka, the US presented a Labour Action Plan outlining steps for Bangladesh to address concerns over worker rights, including violence and harassment, unfair labour practices, freedom of association, and collective bargaining.

The US has also emphasised amending the Bangladesh Labour Act in line with international standards and establishing a fair and transparent minimum wage process for garment workers.

At the Ticfa meeting, the two sides also discussed a range of bilateral trade issues, including agricultural trade, services, investment, digital trade policies, and intellectual property protection and enforcement.

Following the Rana Plaza garment factory collapse in 2013, the US determined that Bangladesh had not met the eligibility requirements of the Generalized System of Preferences (GSP) due to inadequate progress in ensuring worker rights and safety. As a result, Bangladesh's GSP trade benefits were suspended.

In 2024, USTR officials visited Dhaka and met with government representatives, trade unions, NGOs, and apparel manufacturers to discuss labour reforms in the country's readymade garment (RMG) sector.

Throughout 2024, USTR also engaged with US apparel brands and trade associations to advocate for a fair minimum wage review process for Bangladeshi garment workers and to promote their rights to freedom of association and collective bargaining.

The US has maintained its broader commitment to strengthening labour rights globally. In 2024, USTR worked with other US government agencies, stakeholders, and trading partners to enforce trade-related labour provisions, share best practices for worker rights in the textile and apparel sectors, and implement the Uyghur Forced Labor Prevention Act — a US law that prohibits the import of goods made with forced labor in China's Uyghur.

Additionally, the US engaged with textile and apparel brands, retailers, and trade associations to enhance worker safety and promote labour rights in Bangladesh's garment sector.

In 2024, USTR also collaborated with trading partners to advance sustainable and circular textile practices.

Under the US-Chile Free Trade Agreement, managing post-consumer textile waste and promoting reuse, recycling, and responsible disposal have been identified as priority areas in the 2025-2028 US-Chile Work Program for Environmental Cooperation.

DHAKA FRIDAY MARCH 7, 2025
FALGUN 22, 1431 BS
The Daily Star

Govt releases Tk 525cr to clear Beximco workers' dues

STAR BUSINESS REPORT

The government provided Tk 525.46 crore to Beximco Group to clear dues to its laid-off workers yesterday.

Labour and Employment Secretary AHM Shafiquzzaman handed over the cheque to Beximco Group Managing Director Osman Kaiser Chowdhury at the labour ministry, according to a statement from the ministry.

The funds will be used to settle payments for workers and officials of 14 closed textile and garment units.

In a change of plans, the full amount was disbursed by the finance division of the finance ministry. Initially, the intention was to provide Tk 325.46 crore from the finance division and Tk 200 crore from the labour ministry's central fund.

However, the full amount was ultimately allocated by the finance division as the central fund consists of workers' contributions.

The funds will be disbursed among 31,669 workers and 1,565 officials, said Brig Gen (Retd) M Sakhawat Hussain, labour and employment adviser, at a press conference last week.

However, the funds will be given in the form of a loan, which Beximco Group must repay to the government after a certain period, Shafiquzzaman told The Daily Star over the phone.

He added that the loan was granted to avert any potential labour unrest in the garment sector centring termination and non-payment of salaries and benefits ahead of Eid-ul-Fitr.

The funds will be used to settle payments for workers and officials of 14 closed textile and garment units

The government will begin disbursing payments on March 9, covering salaries up to February.

The 14 closed units are Bangladesh Export Import Company (head office), International Knitwear and Apparels, Crescent Fashion and Design, Esses Fashions, New Dacca Industries, Escorp Apparels, Bextex Garments, Yellow Apparels, Shinepukur Garments, Beximco Fashions, Prefix Fashions, Crescent Accessories, Urban Fashions, and RR Washing.

The four currently active Beximco units are Bangladesh Export Import Company (factory), Beximco PPE, Escorp Apparels (Yellow local brand), and RR Washing (partially operational), according to Beximco Group data.

A total of 13 banks, including Bangladesh Bank, lent over Tk 40,000 crore to Beximco Group.

It owes Tk 23,285 crore to Janata Bank, Tk 1,424 crore to Sonali Bank, Tk 987 crore to Rupali Bank, Tk 420 crore to Agrani Bank, Tk 333 crore to United Commercial Bank, and Tk 315 crore to National Bank.

It also owes Tk 938 crore to AB Bank, Tk 497 crore to Exim Bank, Tk 94 crore to Dutch-Bangla Bank, Tk 87 crore to the Bangladesh Infrastructure Finance Fund, Tk 78 crore to IFIC Bank, and Tk 61 crore to Global Islami Bank.

The government plans to shut the mills and factories before a committee decides on selling Beximco Group's shares and recovering the loans.

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২২ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Friday 7 March 2025
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

বিজিএমইএর সদস্য কারখানা সচল মাত্র ৫৫ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যপ্রতিষ্ঠান ৩ হাজার ৩৯১টি। এর মধ্যে সচল কারখানা পাওয়া গেছে ১ হাজার ৮৬৬টি। তার মানে বর্তমানে সংগঠনটির ৫৫ শতাংশ সদস্য কারখানা সচল রয়েছে। বাকি ৪৫ শতাংশ কারখানা উৎপাদনে নেই।

এদিকে সদস্যপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর নির্বাচন ও আপিল বোর্ড ঘোষণা করেছেন বিজিএমইএর বর্তমান প্রশাসক। অন্যদিকে সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক দুই জোট ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদের নেতারা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি ৩৫ সদস্যের প্যানেল চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করেছেন।

বিজিএমইএর সদস্যসংখ্যা, সচল কারখানার সংখ্যা কিংবা পর্ষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন ছিল। এ কারণে গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা করার দাবিও জানিয়ে আসছিল সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট ফোরাম। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রশাসক বিজিএমইএ সদস্যপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা জানতে নিরীক্ষা ও যাচাই কার্যক্রম শুরু করেন।

জানা যায়, বিজিএমইএর সদস্য ৩ হাজার ৩৬০টি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষার কাজটি করে হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং। পরবর্তী সময়ে সদস্যপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে হয় ৩ হাজার ৩৯১। প্রাথমিক প্রতিবেদনে উঠে আসে, ঢাকায় ১ হাজার ৪৮২ এবং চট্টগ্রামে ৩২৪টি সচল কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলো হালনাগাদ নথিপত্র দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করেছে। পরে আরও ৬০ কারখানা সদস্যপদ নবায়ন সম্পন্ন করে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সচল কারখানার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৬৬।

গত বছর বিজিএমইএর ২০২৪-২৬ মেয়াদের পর্ষদ নির্বাচনে ভোটার ছিল ২ হাজার ৪৯৬ জন। এর মধ্যে ঢাকায় ২ হাজার ৬৪ এবং চট্টগ্রামে ৪৩২ ভোটার। আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন অভিযোগে সভাপতি এস এম মান্নানের নেতৃত্বাধীন পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক বসায় অন্তর্বর্তী সরকার। সাধারণত সচল কারখানার উদ্যোক্তারাই ভোটার হন। সেই হিসাবে আগামী নির্বাচনে ভোটারসংখ্যা ৬৩২ বা তার বেশি কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

> তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যপ্রতিষ্ঠান ৩ হাজার ৩৯১টি। এর মধ্যে সচল কারখানা পাওয়া গেছে ১ হাজার ৮৬৬টি। তার মানে বর্তমানে সংগঠনটির ৫৫ শতাংশ সদস্য কারখানা সচল রয়েছে। বাকি ৪৫ শতাংশ কারখানা উৎপাদনে নেই

২০২৪ সালের বিজিএমইএর নির্বাচনের আগে ২ হাজার ৫৬৩ জনের প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন বোর্ড। তখন ফোরামের প্যানেল লিডার ফয়সাল সামাদ কর শনাক্তকরণ নম্বর বা টিআইএন ভুল বা হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন জমা না দেওয়ার অভিযোগ এনে ৪২৯ জন ভোটারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনী আপিল বোর্ডে আবেদন করেন। সেই আপিল আংশিক মঞ্জুর করেন আপিল বোর্ড।

পরে হাইকোর্টে রিট করেন ফয়সাল সামাদ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় থাকা ২ হাজার ৪৯৬ উদ্যোক্তার মধ্যে ১ হাজার ৬০৬ জন তাদের সদস্যপদ হালনাগাদ করেছেন। গতবারের ৮৯০ জন ভোটার এবার তাদের সদস্যপদ হালনাগাদ করেননি।

বিজিএমইএর নির্বাচনকেন্দ্রিক দুই জোট সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরাম। গত ১৫ বছরে একবার ছাড়া সব মেয়াদেই সম্মিলিত পরিষদ সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রভাবশালী এই জোট গত বছরের মার্চের নির্বাচনে সব কটি পদে বিজয়ী হয়। সভাপতি হন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান। যদিও গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাকে আর দেখা যায়নি। তখন নির্বাচনে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার দাবি তোলেন ফোরাম নেতারা। পরে ২০ অক্টোবর প্রশাসক হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনকে বসায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিসিআইসির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবালকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের নির্বাচন বোর্ড ঘোষণা করেন বিজিএমইএর প্রশাসক। বোর্ডের অন্য দুই সদস্য হলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা অংশীদার সৈয়দ আফজাল হাসান উদ্দীন ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমেদ। আর নির্বাচন বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন ইপিবির পরিচালক মাহমুদুল হাসান।

একই সঙ্গে এপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের আপিল বোর্ড করা হয়েছে। আপিল বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের এমডি রূপালী চৌধুরী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এ এন এম কুদরত-ই-খুদা।

ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদ গত বছরই তাদের দলনেতা চূড়ান্ত করে। ফোরামের দলনেতা হয়েছেন রাইজিং ফ্যাশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাহমুদ হাসান খান। আর সম্মিলিত পরিষদের দলনেতা হন চৈতি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আবুল কালাম।

উভয় জোটের একাধিক নেতা জানান, বিজিএমইএর প্রশাসকের মেয়াদ শেষ হবে ১৬ জুন। এর ১৫ দিন আগে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। ফলে মে মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের ভোট বিজিএমইএর কার্যালয়ের বাইরে অন্য কোথাও হবে। এমনকি নির্বাচনে সংগঠনের কর্মকর্তাদের যুক্ত না করার আলোচনা চলছে। প্রার্থী পরিচিতি সভার সংখ্যাও কমিয়ে আনতে উভয় জোটের নেতারা মোটামুটি একমত হয়েছেন।

NEW AGE
FRIDAY, MARCH 7, 2025

Govt has issues to address for women's migration, job

A sharp decline in women's migration in 2023 raises a few issues left unattended for long. Female migration from Bangladesh has declined by 42 per cent in two years, as Bureau of Manpower, Employment and Training figures say. The number declined from 105,466 in 2022 to 76,108 in 2023 and 61,158 in 2024. A lack of safe migration practices, high migration cost, an inadequate grievance mechanism, support for women migrants in destination countries and a host of work-related issues have caused the decline. When reports of women migrants facing abuse, torture and exploitation in destination countries come aplenty, with many returning home empty-handed and traumatised, the authorities appear not to have put any grievance mechanism in place to address safety issues. Women migrants are more vulnerable than male migrants as women are mostly employed in household services work and are required to live in the house of the employers. Without language and skills training, women migrants are easy to exploit and, once faced with exploitation and abuse, they find it difficult to seek help from missions abroad or other organisations.

About 35 per cent of female migrants who have returned, a government report says, have faced abuse in many forms, including slave-like working conditions. After investigating a few hundred such cases, the report identified 11 fundamental reasons, including physical and sexual abuse, inadequate food, work without leave and irregular salaries. Bangladeshi migrant women fled their workplace,. A Human Rights Watch report also paints a similar picture. The report says that domestic workers face a range of abuses, including overwork, forced confinement, non-payment of wages, food deprivation and psychological, physical and sexual abuse while the authorities have failed to hold their employers accountable for such crimes. Sector insiders also observe that a lack of skills and language training is a major reason for the decline in women's migration and unskilled Bangladeshi women workers fail to compete with workers from other source countries. Moreover, the authorities have failed to explore new markets for aspiring female migrants. There is a huge job market for women professionals such as physicians, nurses, caregivers and others in many countries.

While the government should attend to all these issues that hold back women's migration, it needs to ensure migrants' safety before they send female labourers to other countries. Diplomatic missions in destination countries must also put an effective grievance mechanism in place to protect the interests of migrant workers. The authorities should, however, prioritise skills training and local employment of women as safe local employment is better than unsafe migration.

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ৬ মার্চ ২০২৫।

শ্রম আইন সংস্কারের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

■ সমকাল ডেস্ক

দেশের লাখো শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে শ্রম আইনকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ১০ থেকে ২০ মার্চ জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৩তম অধিবেশনের আগে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ নির্দেশ দেন তিনি। বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক হয়।

আইএলও অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। খবর বাসসের।

প্রধান উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে আরও বলেন, আমাদেরকে সবকিছু ইতিবাচকভাবে করতে হবে এবং কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। এখানে কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না। বাংলাদেশের শ্রম খাতে কর্মীদের বীমা সুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন তিনি।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী অনলাইনে যোগ দেন। তিনি জেনেভায় আইএলও অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের হয়ে অংশ নেবেন। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শ্রম খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

গতকাল বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন, সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব শেখ আবু তাহের এবং আইএলও বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি তুয়োমো পুশিয়াইনেন উপস্থিত ছিলেন। জেনেভায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মো. আরিফুল ইসলাম ভার্চুয়ালি এতে যোগ দেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • March 7, 2025

Labour laws fail to match global standard

writes
Nilratan Halder

With the denial of workers' rights proving endemic, the system also fails to live up to the cherished dream of a country free of discriminations as enshrined in the ethos of July-August uprising,

The draft of the labour law reform has reportedly been finalised by the Ministry of Labour and Employment notwithstanding complaints from workers, one of the two principal stakeholders. Before presenting this draft at the governing body meeting of the International Labour Organisation (ILO) to be held in Geneva from March 10-20, it has been placed for a review by the chief adviser. There has been a long demand for aligning the country's labour law with global standards from different associations and organisations. The Office of the United States Trade Representative (USTR), a staunch advocate for strengthening labour rights globally, urged Bangladesh to make its domestic labour laws compatible with international standards. Along with seeking improvement in labour rights across the globe, the USTR has raised this important issue in its Trade Policy Agenda 2025 and the Annual Report 2024 published on Tuesday last.

Now the workers' representatives have complained to the Tripartite Consultative Council (TCC) that the amendments to the Labour law were made keeping primarily the garment workers in focus. The majority of the 0.765 million workers in the formal and informal sectors were not taken into account. They have alleged that even the definition of a worker is found wanting. Provident fund and gratuity are reportedly not made mandatory. Maternity leave for garment workers is for the duration of four months instead of six months the government employees are entitled to. About this right for women workers in the informal sector, the draft law is silent. Workers' concern about job security and the liability of factory management for any accident on way to workplace and back home has been ignored. In case of the most contentious issue of trade unionism granting freedom of association and collective bargaining as provided by the ILO also is not going to be complied with.

With many such fundamental drawbacks, the proposed reform is not going to be pro-workers at all. There is no question of elevating it to anywhere near the international standards. Both American and European labour laws have undergone changes for the better in 2024. Now the moves initiated in those two export destinations of Bangladesh make it incumbent on this country also to improve its labour laws. The European Union (EU) is going to implement the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) next year. Under this provision, not only will the European companies be required to adopt sustainable and responsible corporate practices but also compel businesses in Bangladesh, as value chain partners, to comply with similar requirements in their operations. To make the incumbency a more inclusive global legal binding, the updated OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises 2024 have suggested integration of responsible business practices across all stages of the value chain. This means Bangladesh also comes under the purview of the OECD guidelines. Thus, apart from the ethical concerns, labour rights are going to be a stronger determinant phenomenon in forging and maintaining trade and economic relations.

The labour reform commission formed to suggest practical recommendations was supposed to be aware of such developments on the international labour front. Before this, at intersessional meeting of the US-Bangladesh Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (Ticfa) Council in Dhaka on April 21, 2024, the US presented a Labour Action Plan. Under this, various steps were suggested for improvement of the whole gamut of labour rights situation including violence and harassment and unfair labour practices. All such international pressures failed to make the required improvement for the country's proposed labour laws drafted now.

In this context, it is pertinent to remember how the Generalised System of Preferences (GSP) facility was suspended. Following the collapse of Rana Plaza, the US made it clear that Bangladesh had failed to make enough progress in ensuring workers' rights and safety. So, it did not deserve the GSP facility any more. The USTR has made a review of the situation in 2024 along with its engagements with US apparel brands and trade associations to make it a point that the minimum wages for Bangladesh garment workers received a fair review and their rights to freedom of association and collective bargaining improved to an international standard.

Now the reluctance on the part of the reform committee and commission to go the whole hog is certainly not helping the matter. The garment owners complaining labour unrest should know that the management-labour relations cannot improve without allowing the workers to enjoy the benefits and rights they genuinely deserve. Had they improved the working environment in the factories to the satisfaction of the international advocacy groups such as USTR, facilities like restoring GSP might not be a distant dream. That would have brought about a paradigm shift in the productivity of Bangladesh garment factories.

However, garment workers are not all. When the apparel sector is unwilling to grant the fundamental rights and freedom to its workers, their peers in the informal sector can hardly hope any better. In fact, in the majority of such informal enterprises, job security, minimum wages and workplace safety are more conspicuous by their absence. It is an exploitative manufacturing regime that prevails in this country. True, things cannot be brought in order overnight but at least, attempts should be made perceptible for starting a pragmatic change in the situation. With the denial of workers' rights proving endemic, the system also fails to live up to the cherished dream of a country free of discriminations as enshrined in the ethos of July-August uprising.

nilratanhalder2000@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৪ মার্চ ২০২৫

চাঁদপুরে ইলিশ ধরায় ১৬ জেলে আটক

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ শিকার করায় ১৬ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছয়টি বেহুন্দি জাল, ছয়টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, আট লাখ ১৫ হাজার ৭০০ মিটার কারেন্ট জাল এবং ১৩০ কেজি জাটকা মাছ জব্দ করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর নৌ থানার ওসি কে এম এস ইকবাল।

নৌ পুলিশের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুর নৌ থানা এলাকায় পদ্মা ও মেঘনা নদীতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় যাত্রাবাহী লঞ্চ এমভি জামাল-৮ থেকে ১২টি চায়না চাঁই জব্দ করা হয়। এছাড়া ইলিশ অভয়াশ্রম অভিযানের অংশ হিসেবে চাঁদপুর মোহনা, লগিমারা-চর রাজরাজেশ্বর, আমিরাবাদ লাল বয়া ও বহরিয়া এলাকা থেকে অবৈধভাবে মাছ ধরার অপরাধে ১৬ জনকে আটক করা হয়।

আটক ১৬ জেলের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মৎস্য আইনে ছয়টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাকি চার জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের অভিভাবকদের জিম্মায় মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শোভন কাজ

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ মার্চ ২০২৫

ছবি : জয়ীতা রায়

আউটসোর্সিং কর্মীদের বড় সুখবর

ফাঁদ থেকে বের হচ্ছে উত্তর সিটি করপোরেশন

কর্মীদের টাকা চলে যায় ঠিকাদারের পকেটে

চক্রমুক্ত হতে স্থায়ী নিয়োগ দেবে ডিএনসিসি

● জয়শ্রী ভাদুড়ী

মশার কামড়ে অতিষ্ঠ রাজধানীবাসী। মশক নিধনে মাঠপর্যায়ের দায়িত্বে থাকা সিটি করপোরেশনের কর্মীরা কাজ করেন আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে। এই কর্মীরা মাসে ১৭ হাজার টাকা বেতন পেলেও ঠিকাদারের পেটেই চলে যায় অর্ধেক। কম বেতনের কারণে অনেকেই দায়সারা কাজ করেন, নেই কোনো জবাবদিহিতা। দীর্ঘদিন এ সমস্যা চলতে থাকায় সিটি করপোরেশনের বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছেন আউটসোর্সিংয়ের কর্মীরা।

এ সমস্যা সমাধানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আউটসোর্সিং থেকে বের হয়ে সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা, মশক নিধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আউটসোর্সিংয়ের কর্মীরা। এসব কর্মী নিয়োগ হয় ঠিকাদারের মাধ্যমে। সিটি করপোরেশন থেকে ১৭ হাজার থেকে ১৮ হাজার টাকার মতো বেতন পেলেও এর অর্ধেকই চলে যায় ঠিকাদারের পকেটে। কর্মী নিয়োগ নিয়ে হয় বাণিজ্য। প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকায় কর্মীদেরও কাজে গাফিলতি থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'এসব জানার পরে এ অন্যায় আর চলতে দেওয়া যায় না। এজন্য ডিএনসিসিতে আউটসোর্সিং না করে সরাসরি কর্মী নিয়োগ করে সার্বিক কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী সেবা ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সেবাগুলোর যে তালিকা করা হয়েছে তাতে রয়েছে ১২ ধরনের খাত। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আউটসোর্সিং বলে পরিচিত এ ধরনের শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে- সিকিউরিটি গার্ড বা নিরাপত্তা প্রহরী, ক্লিনার বা পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সহকারী গার্ডেনার, ইলেকট্রিক্যাল হেলপার, কার্পেন্টার বা কাঠমিস্ত্রি, হেলপার, স্যানিটারি হেলপার, পাম্প হেলপার, গাড়ির হেলপার, এসি মেকানিক হেলপার, চৌকিদার, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, ইমারজেন্সি অ্যাটেনডেন্ট, স্ট্রেচার বেয়ারার, ওয়ার্ড বয়, আয়া, সহকারী বাবুর্চি, লিফটম্যান, লাইনম্যান, ফরাশ লস্কর, মাসন হেলপার, ম্যাসেঞ্জার, মশালচি, অ্যানিমেল অ্যাটেনডেন্ট, গেস্ট হাউস অ্যাটেনডেন্ট, হোস্টেল অ্যাটেনডেন্ট, ডোম, বাইন্ডার, অদক্ষ শ্রমিক (ড্রাইভার হেভি), সুপারভাইজার, কেয়ারটেকার, ওয়ার্ড মাস্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, লিফট মেকানিক, এসি মেকানিক, পাম্প মেকানিক, জেনারেটর মেকানিক, অন্যান্য কারিগরি কাজ-সংক্রান্ত টেকনিশিয়ান এবং সহকারী ইঞ্জিন মেকানিক, টেন্ডল, গ্রিজার, টেইলর, ডুবুরি, লন্ড্রি অপারেটর, ফরাশ জমাদার, সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান, শুকানি, বাবুর্চি কুক, গার্ডেনার বা বাগানকর্মী দক্ষ শ্রমিক হিসেবে।

ডিএনসিসি সূত্রে জানা যায়, ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়মমাফিক কাজের কর্মী বাহিনীর বড় অংশই আউটসোর্সিংয়ের কর্মী। ঠিকাদারের মাধ্যমে সিটি করপোরেশনে কাজের আওতায় আসে এই কর্মীরা। ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ডিএনসিসির রুটিন কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম মশক নিধন। লার্ভিসাইডিং এবং ফগিংয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রায় ২০ জন করে কর্মী দায়িত্ব পালন করেন। কিছু ওয়ার্ডের সীমানা বড় হওয়ায় সেখানে আরও বেশি কর্মী কাজ করেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ১০০ জনের মতো আউটসোর্সিংয়ের কর্মী কাজ করেন এই বিভাগে। এ ছাড়া বর্জ্য বিভাগেও পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে আউটসোর্সিংয়ের কর্মীরা কাজ করেন।

ডিএনসিসির উপ-প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মফিজুর রহমান ভূঁইয়া বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'ডিএনসিসির বর্জ্য বিভাগে প্রায় ৪০০ জনের মতো আউটসোর্সিংয়ের কর্মী আছেন। একজন আউটসোর্সিং কর্মীর প্রতিদিনের আয় হিসাব করলে মাসে ১৭ হাজার টাকা বেতন দাঁড়ায়। কিন্তু ভ্যাট, ট্যাক্স কেটে ঠিকাদারের হাত ঘুরে এ কর্মীরা প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকারও কম বেতন পান। এত কম বেতন পাওয়ার ফলে তাদের কাজে আগ্রহ কমে যায়। তাদের কাছ থেকে যে সেবা জনগণের পাওয়ার কথা সেটা পাওয়া যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'এই কর্মীরা সরাসরি প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ পেলে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে ঠিকাদারকে আর কোনো টাকা দিতে হবে না। ফলে পুরো বেতনটাই তারা পাবে। এতে তাদের জীবনমান উন্নত হবে এবং কাজের প্রতি আগ্রহও বাড়বে। নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মী হওয়ায় ডিএনসিসিও তাদের কাছ থেকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবে।'

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ১৩ মার্চ ২০২৫।

চট্টগ্রামে ৪৪ কারখানায় বেতন-বোনাস নিয়ে শঙ্কা

কাজী মনজুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ▷

কয়েক দিন পরেই দেশব্যাপী উদযাপিত হবে ঈদ উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেতন-বোনাস দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই বেতন-বোনাসের অনিশ্চয়তায় বা বেতন-বোনাস না পেয়ে অসন্তোষে সড়কে নামতে বাধ্য হন অনেক পোশাক শ্রমিক। এবারও চট্টগ্রামের ৪৪ কারখানায় ঈদের আগে মার্চ মাসের বেতন ও বোনাস প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। বিজিএমই নেতারা বলছেন, এ বছর বেশি বেতন পেমেন্ট করতে হচ্ছে. এ কারণে শ্রমিকদের একটু সহনশীল হওয়ার কথা বলব। পাশাপাশি ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ দিলে সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

শিল্প পুলিশের গোয়েন্দা তথ্যে জানা গেছে, চট্টগ্রামে আরএমজির সংখ্যা ৫৮০। এর মধ্যে কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ৪৪টি কারখানায় কাজের অর্ডার কম থাকা, ব্যাংক জটিলতা, আর্থিক সংকট থাকা, বায়ার সময়মতো শিপমেন্ট না নেওয়ায় মালিক আর্থিক সংকটে থাকাসহ নানা কারণে মার্চ মাসের বেতন ও বোনাস না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে শিল্প পুলিশের এক গোয়েন্দা তথ্যে জানা গেছে।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কাজের অর্ডার কম থাকায় এবং ব্যাংক জটিলতায় মার্চ মাসের বেতন ঈদের আগে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কর্ণফুলীর আটটি পোশাক কারখানায়।

ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ দিলে সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে

আর আর্থিক সংকট ও কাজের অর্ডার কম থাকা. মার্চ মাসের বেতন ও ঈদের বোনাস নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ১২টি কারখানার। আর বায়ারের কাছ থেকে সঠিক সময়ে পেমেন্ট না পাওয়ায় মার্চ মাসের বেতন নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে একটি কারখানায়।

বায়ার সময়মতো শিপমেন্ট না নেওয়ায় মালিক আর্থিক সংকটে থাকায় ঈদে মার্চ মাসের বেতন ও বোনাস পরিশোধ ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে একটি কারখানায়। আর্থিক সংকটের কারণে মার্চ মাসের বেতন পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা একটি কারখানায়। মার্চ মাসের বেতন নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে চাটি কারখানায়। আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ করার পর ঈদ শেষে অনেক শ্রমিক কাজে যোগদান করেননি, যার ফলে মালিকের সিদ্ধান্ত ঈদের পর মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করবেন এমন কারাখানা দুটি।

পর্যাপ্ত কাজের অর্ডার না থাকায় সঠিক সময়ে বেতন বোনাস হবে না একটি কারখানায়। আর বায়ার থেকে সঠিক সময়ে পেমেন্ট না পাওয়ায় মার্চ মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস না হতে পারে তিনটি কারখানায়। এ ছাড়া দুটি কারখানায় আগে থেকে ব্যাংক লোনের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধসহ অন্যান্য কার্যক্রম পারিচালিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকঋণ না পাওয়ায় পরিচালনায় ব্যর্থ হচ্ছে।

কাজের অর্ডার কম এবং আর্থিক সংকট থাকায় সঠিক সময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধে ব্যর্থতাসহ শ্রমিক অসন্তোষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে চাটি কারখানায়। সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করে সঠিক সময়ে বায়ার থেকে পেমেন্ট না পেলে শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধের আশঙ্কা রয়েছে এমন কারখানার সংখ্যা তিনটি।

বিজিএমইএ সহায়ক কমিটির সদস্য ও ক্লিফটন ফ্যাশন লিমিটেডের পরিচালক এম মহিউদ্দিন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেতন-ভাতার বিষয়ে আমরা মালিক ও শ্রমিকদের সহনশীল হতে হবে। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। এ বছর বেশি বেতন দিতে হচ্ছে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে মালিকদের সহায়তা করতে হবে।'

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ১৩ মার্চ ২০২৫

সাংবাদিকের বেতন ৩০ হাজারের নিচে হলে পত্রিকা বন্ধ

প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সাংবাদিকের বেতন ৩০ হাজার টাকার নিচে হলে পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের একটা মিনিমাম বেসিক থাকতে হবে। সেটা ৩০ হাজার বা ৪০ হাজার টাকা হোক। এর নিচে যারা দেবে, সেই পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টারদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রেস সচিব এই কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, 'সাংবাদিকতা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা রক্তচোষার মতো হয়ে গেছে। একজন সাংবাদিককে পাঁচ হাজার, ১০ হাজার টাকা বেতন দেন মালিকরা। আমরা চাই, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সাংবাদিক ভালো বেতন পাক। এ ক্ষেত্রে মিনিমাম একটা ফ্লোর থাকতে হবে। যাঁরা এ বেতন দিতে পারবেন না, তাঁদের সেই ওয়েবসাইটের দরকার নেই। ঢাকাচুরি.কম চালাবেন, দরকার নেই।'

পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা এত শিক্ষিত না হলেও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আপনার আমার থেকে ১০০ গুণ এগিয়ে আছে। তাঁরা মিনিমাম ওয়েজের জন্য লড়াই করে সাড়ে ১২ হাজার টাকা আদায় করেছেন এবং কয়েক দিন আগে আরো ৯ শতাংশ বাড়িয়েছেন। আমি মনে করি, সাংবাদিকদের ইউনিয়ন বা সংগঠনগুলো এখানে ফেল করছে। তাঁদের আওয়াজ তুলতে হবে। এ জন্য সত্যিকার অর্থে মুভমেন্ট করা উচিত।'

শফিকুল আলম বলেন, 'এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছু লোক আসছেন, বলেন আমি এটার সম্পাদক। আবার কিছু লোক দু-একটা ভালো রিপোর্ট করে বাকিগুলো চুরি করে। এই সাংবাদিকতার প্রয়োজন নেই। যাঁরা সারা দিন খেটে সাংবাদিকতা করেন, তাঁদের মূল্যায়ন করতে হবে। এ জন্য তাঁদের একটা বেসিক বেতন ধরা উচিত।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ মার্চ ২০২৫ ॥

মজুরিবৈষম্যের শিকার ১২ লাখ নারী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের কৃষি সেক্টর নারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এখন পর্যন্ত তাদের সমমজুরি নিশ্চিত হয়নি। পুরুষের সমান কাজ করেও নারী হওয়ার কারণে তারা মজুরি পাচ্ছেন অনেক কম। উত্তরাঞ্চলে প্রায় ১২ লাখ নারী মৌসুমি শ্রমিক মজুরিবৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। মোট শ্রমিকের ৪০ শতাংশ নারী হলেও তাদের বঞ্চনা শেষ হচ্ছে না। আইনে শ্রম ঘণ্টা, সমকাজে সমমজুরির কথা বলা থাকলেও তা মানছেন না অনেকেই।

নারী সংগঠন, কৃষিশ্রমিক অধিকার বাস্তবায়ন কমিটিসহ কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ পুরুষ শ্রমিক অভিবাসী। তারা জীবিকার তাগিদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। পুরুষ শ্রমিকরা বাড়ির বাইরে অবস্থান করায় এ অঞ্চলে প্রতি বছরই নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। নারীরা এখন খেতে কাজ করছেন। নারী শ্রমিকরা খেতে বীজতলা লাগানো, খেত পরিচর্যা, জমি নিড়ানি, ফসল ঘরে তোলাসহ সব ধরনের কাজ করছেন। কৃষি সেক্টরের প্রতিটি বিভাগই এখন নারীদের হাতে। কিন্তু মজুরির বেলা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে তারা অনেক কম পাচ্ছেন। উত্তরাঞ্চলে এখন চলছে জমি থেকে আলু তোলা এবং বোরো খেত নিড়ানির মৌসুম। সড়ক, মহাসড়কের পাশে দাঁড়ালেই দেখা যাবে শত শত নারী শ্রমিক খেত থেকে আলু তুলতে ব্যস্ত অথবা বোরো খেত পরিচর্যা করছেন। কৃষি সেক্টরে মোট শ্রমিকের ৪০ শতাংশই এখন নারী শ্রমিক। এ সংখ্যা ১২ থেকে ১৫ লাখ হবে। পীরগাছা উপজেলার বড়দরগা এলাকার সাইদুল ইসলম জানান, তার এলাকার নারী শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ থেকে সাড়ে ৩০০ টাকায় আলু উত্তোলনের কাজ করছেন। অপরদিকে পুরুষ শ্রমিকদের দিনে ৫০০ থেকে সাড়ে ৬০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দিতে হয়।

বণিকবার্তা রোববার, মার্চ ৯, ২০২৫

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

সর্বস্তরে নারীর নিরাপত্তা ও সমতা নিশ্চিত করা হোক

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নারী দিবস গতকাল পালিত হয়েছে। রমজানের কারণে অন্যান্য বছরের মতো আড়ম্বর না থাকলেও এ বছর দিবসটি উদযাপনের গুরুত্ব কিছু কম নয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘের এবারের প্রতিপাদ্য 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন/নারী ও কন্যার উন্নয়ন'। একদিকে সরকার জাতিসংঘের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে মিল রেখে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, অন্যদিকে অনেকাংশে সরকারেরই জোরদার ভূমিকার অনুপস্থিতি শহরে-গ্রামে নারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার সহিংসতা চলছে, তখন নারী দিবস চিরাচরিত আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এ ধরনের তথ্য আমাদের জানান দেয় সংবিধানস্বীকৃত নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য এখনো বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। সাম্প্রতিক কিছু শিশু ও নারী নিপীড়নের ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, নিজ পরিবারে নারী ও কন্যাশিশু নিরাপদ নয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। লিঙ্গসাম্য একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করে, তেমনি পৃথিবীর অনেক খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের এ মৌলিক অধিকারই সুনিশ্চিত নয়। মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান হারানো, আয় কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে জীবনযাত্রার মানে যে অবনতি ঘটেছে, তার বিরূপ প্রভাব নারীদের ওপরই বেশি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নারী ও মেয়েশিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোরালো উদ্যোগ দরকার।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ বা পরবর্তী সময়ে যত আন্দোলন হয়েছে নারীরা সেখানে একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এবার জুলাই অভ্যুত্থানেও নারীরা ভূমিকা পালন করছেন। এ আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীরা খুব সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

নারী আন্দোলনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নারীসমাজের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন হলেও লিঙ্গসমতার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ চিত্র শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র দৃশ্যমান। অথচ দেশ কিংবা সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবদান ও অংশগ্রহণের ওপর। অর্থাৎ সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর (নারী) অংশগ্রহণ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে সত্য; কিন্তু তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অনেক নিচে অবস্থান করছে। শুধু তা-ই নয়, নারী নির্যাতন ও বঞ্চনাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। দেশের নারীসমাজ এখনো নানা ধরনের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন-বঞ্চনার শিকার। শিল্প ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের বঞ্চনা আলোচিত ঘটনা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, প্রাণিসম্পদ খাতে নারীর অংশগ্রহণ ৮৮ দশমিক ২ শতাংশ। যেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ মাত্র ১১ দশমিক ৮ শতাংশ। আবার জাতীয় জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, গত ৪৭ বছরে কৃষিতে নারীর সংখ্যা শতকের ঘর থেকে কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এর বাইরে সবচেয়ে বেশি নারী অর্থাৎ ৬০-৮০ শতাংশ নারী কর্মরত আছেন পোশাক শিল্পে। আবার এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে দেশের মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোয়। *বণিক বার্তার* প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভাগ এবং সংস্থায় নারী কর্মীর সংখ্যা ২০ শতাংশেরও নিচে।

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল প্রক্রিয়ায় বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে দারিদ্র্যের বোঝা বহন করতে, ঘরে দিতে হচ্ছে বিনামূল্যে শ্রম, উৎপাদিত পণ্যের দাম পান কম, কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা অনিশ্চিত নাগরিক কাজের ক্ষেত্রও সংকুচিত। ভূমি ব্যবহার ও মূলধন প্রাপ্তিতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই, উৎপাদনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণক্ষমতায়ও তাদের প্রবেশাধিকার নেই। বর্তমানে উন্নয়নে নারীর সস্তা শ্রমকে শোষণ করা হয়—তেমন ব্যবস্থাকে জোরদার না করে উচিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা, যা শ্রেণী ও লিঙ্গবৈষম্যের জন্ম দেয়। নারীর সমমর্যাদা অর্জনের জন্য প্রয়োজন নারীর পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ। নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও একই বিষয় প্রযোজ্য।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে শ্রম খাতের সর্বত্রই নারীর সমান ভূমিকা থাকা জরুরি। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ না বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে না। দেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়নবিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হলে নারীর এ অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশে। ধারণা করা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ সমানুপাতিক হারে বজায় থাকলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

বর্তমানে সমাজের প্রায় সব খাতেই নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতি এখন শতভাগ। পোশাক শিল্পের কৃতিত্বের সিংহভাগই নারীর। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি যেখানে নারী, সেখানে অগ্রগতি দৃশ্যমান হচ্ছে খুব অল্পসংখ্যক নারীর মধ্যেই। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারকে দেশের নারীসমাজের সার্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। সরকারকে নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই এর ৫ এবং ১০ অভীষ্ট অর্জনে সাফল্য দেখাতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের মূল চেতনা একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর প্রতিফলন আছে। স্বাধীনতারও মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করা। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছরে কি আমরা বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করতে পেরেছি? সিডও সনদের শর্ত বাস্তবায়ন করতে হলেও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার কোনো বিকল্প নেই। জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেটের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও সুযোগের সমতা সৃষ্টি করতে হবে। জেন্ডার বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে লিঙ্গসমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস, স্বাস্থ্য ও টিকাদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন হয়েছে। নারীর আর্থসামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান হয়। এজন্য দরকার নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

ব্যক্তির মর্যাদা, সমান সুযোগ, অনেক বিকল্প থেকে বেছে নেয়ার সুবিধা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যূনতম নিরাপত্তা—এগুলো ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের জন্য, একটি উন্নত রাষ্ট্রের জন্য, জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এবং নারী এ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যক্তি হিসেবে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। নারী ও পুরুষ উভয়ই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। হতাশার বেড়াজাল ছিঁড়ে অসহায়ত্ব ও অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে সব মানুষের সক্ষমতা বিকাশই হচ্ছে উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। ধর্ষণসহ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে রাষ্ট্রকে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে। নারী দিবস পালনের যথাযথ উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়ন হবে।

NEW AGE SUNDAY, MARCH 9, 2025,

RMG manufacturers want separate ministry

Staff Correspondent

THE manufacturers of the country's readymade garment sector demanded a separate ministry for sustainable RMG and textile sector.

They also said that the RMG sector is a major source of export earnings as a single sector, but it has to face new challenges from global and local perspectives. To address these challenges, it requires a long-term policy, for which a separate ministry is necessary.

They were speaking at an Iftar event organized by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association's election-centric panel, Forum, in the capital on Saturday.

Mahmud Hasan Khan Babu, forum panel leader and managing director of Rising Group, said that the garment sector needs policy support for a certain period of time.

'Domestic and foreign conspiracies are always going against this sector and a vested interest group is creating anarchy in the name of worker's unrest at different times. It should be investigated whether politics is involved behind this,' he added.

He also said that the entrepreneurs of this sector should be freed from customs inspections and harassment.

Rashid Ahmed Hossaini, secretary general of the Forum, said that they have learned about the identification of 700 fake voters through media outlets.

'Their voting rights have been canceled. This is very shameful that this sector has fake voters. We want the next election to be transparent and acceptable. We should remember that the economy cannot be sustained in Bangladesh without this sector. And BGMEA cannot be turned into a party office of any particular political party,' he added.

Former BGMEA President Anisur Rahman Sinha said that the government may have less knowledge about business, and it is the responsibility of businesses to assist the government.

'BGMEA, as an organization, has to take a role in highlighting and resolving any problems being created.

Another former president, Anwar-ul-Alam Chowdhury (Parvez), said that BGMEA needs skilled leadership to deal with the crisis.

Rubana Huq, another former BGMEA president, said that the manufacturers want relief from many years of garbage. A transparent vote to restore the balance is necessary.

Moreover, a factory can become sick for reasons beyond its control, but there is no exit policy.

'We urge the government to formulate a detailed exit policy. Moreover, the manufacturers should increase their bargaining with foreign buyers for fair prices,' she added.

Meanwhile, the BGMEA election for the 2025-27 tenure is scheduled for May 28, according to the election schedule announced on Saturday.

বৃহস্পতিবার, ১৩ মার্চ ২০২৫, ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

| সম্পাদকীয় |

পোশাক শিল্পে অগ্রগতি

তৈরি পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করেছে ষাটের দশকে। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে মূলত রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে এ দেশে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে তৈরি পোশাক শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। একই সঙ্গে এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি পায় ও জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পোশাক খাত। বর্তমানে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী খাত। এ খাত থেকে বিজিএমইএর হিসাবে গত বছর এসেছে ৪৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। যেখানে ১৯৮১-৮২ সালে রপ্তানি আয়ে এই খাতের অবদান ছিল মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে শুধু তৈরি পোশাক শিল্প থেকে রপ্তানির পরিমাণ ৪২ দশমিক ৬১৩ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল বাংলাদেশের রপ্তানির ৮১ দশমিক ৮১ শতাংশ। বাংলাদেশে এক দশক আগেও ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে অন্য দেশগুলোয় পোশাক রপ্তানি ছিল রপ্তানি আয়ের মাত্র ১৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। পাঁচ বছর পর ২০১৯ সালে সেটা বেড়ে হয় ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০২৩ সালে সেটা হয় মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ১৮ দশমিক ৭২ শতাংশ। আর ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫০ দশমিক ৩৪ শতাংশ। জানা যাচ্ছে, চলতি বছর জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির তৃতীয় সর্বোচ্চ উৎস ছিল বাংলাদেশ। যেখানে বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭৯ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। অর্থমূল্য বিবেচনায় চলতি বছর জানুয়ারি মাসে পোশাক আমদানিতে

দেশ রূপান্তর

সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাংলাদেশের। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বেড়েছে ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২০ শতাংশের মতো আসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির এই দেশ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করায় বাজারটি নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনার কথা বলেছেন বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রয়াদেশ স্থানান্তর করবে। ফলে বাড়তি ক্রয়াদেশ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বাংলাদেশের জন্য। পোশাক খাতের সঙ্গে জড়িতরা বলছেন– মূলত যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার কিছুটা ইতিবাচক হওয়ার কারণেই চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ছাড়াও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ২২ লাখ নারীশ্রমিকের জীবনযাত্রার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে। শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পরিবারে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের কারণে এসব নারীশ্রমিকের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ খাতের সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে অর্থনীতি আরও বেগবান হচ্ছে।

রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা নিয়ে এসে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ব্যাংক খাতের অস্থিরতা দূর করে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে ক্রমাগত। কিছুদিন আগেও আমরা এক ধরনের রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত ছিলাম, যাকে অনেকেই দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি বলেন। বর্তমানে সেই পরিবেশ নেই। ভুলে গেলে চলবে না– তৈরি পোশাক শিল্প প্রায় ২৫ লাখ নারীশ্রমিকের জীবনযাত্রায় লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তারা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। শুধু প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিরতা এবং স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা। তাহলেই বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের চাহিদা তৈরি হবে বিশ্বব্যাপী। ক্রমাগত বাড়বে প্রবৃদ্ধি। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমতের সুযোগ নেই। নিজ দেশের উন্নতি কে না চায়?

প্রথম আলো • রোববার, ৯ মার্চ ২০২৫,

দুঃসময়কে ভয় পাওয়া যাবে না

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে শহীদ মিনারে সমাবেশ। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির তাগিদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের প্রতিবাদে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি। সমাবেশ শেষে প্রেসক্লাব থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে। প্রথম আলো

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় কোনো কথা না বলায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম। গতকাল শনিবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'আমরা খুব অবাক হয়ে দেখলাম, উপদেষ্টা যাঁরা আছেন, তাঁরা নানা আন্দোলনের ফসল। নারী একটা কঠিন সময় পার করছে, কিন্তু আন্দোলনের ফসল সেই নারীদের মুখ থেকে কোনো কথা শুনতে না পাওয়া আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে, ব্যথিত করেছে। তাঁদের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছি, তাঁরা কেন এই পরিস্থিতিতে নারী সমাজের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না। আহ্বান জানাই, এখনো সময় আছে নারী সমাজের পাশে দাঁড়ান।'

আয়োজনে সভাপতির বক্তব্যে ফওজিয়া মোসলেম আরও বলেন, সম সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। এই দুঃসময়কে ভয় পাওয়া যাবে না। এই দুঃসময় ভেদ করে আলো ছিনিয়ে আনতে হবে। বাঙালি কোনো ধর্ষণ, খুন, নিপীড়নের কাছে মাথা নত করবে না। নারী রান্নাঘরের খুন্তি বেড়ির মধ্যে থাকবে না। মুক্তির আলোয় অবগাহন করবে নারী।

সবাইকে একসঙ্গে এই প্রতিকূলতা ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে উল্লেখ করেন ফওজিয়া মোসলেম। সহিংসতার বিচার দেখতে চান জানিয়ে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভঙ্গুর অবস্থার জন্য কোনো বিচার হচ্ছে কি? এর উন্নতি না হলে শুধু নারীই নয়, যাঁরা শাসনক্ষমতায় আছেন, তাঁরাও নিরাপদে থাকবেন না, নৈরাজ্যের কাছে ভেসে যাবেন। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে।

নারী নির্যাতনকারীরা কীভাবে ছাড়া পাচ্ছে, সে প্রশ্ন তুলে মানবাধিকারকর্মী খুশী কবির বলেন, 'তারা (নির্যাতনকারী) কীভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে? প্রতিবাদ করার পরও কোনো পদক্ষেপ নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কেন সুস্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে না? কেন আশ্বস্ত করা হচ্ছে না? এই সমাজ চাই না, এই সমাজ গ্রহণও করব না।' নারীর অধিকার রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

> **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শুধু নারীই নয়, যাঁরা শাসনক্ষমতায় আছেন, তাঁরাও নিরাপদে থাকবেন না, নৈরাজ্যের কাছে ভেসে যাবেন। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে।**
>
> **ফওজিয়া মোসলেম**, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

> **তারা (নির্যাতনকারী) কীভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে? প্রতিবাদ করার পরও কোনো পদক্ষেপ নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কেন সুস্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে না? কেন আশ্বস্ত করা হচ্ছে না? এই সমাজ চাই না।**
>
> **খুশী কবির**, মানবাধিকারকর্মী

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের পরিচালক শাহনাজ সুমি বলেন, শাহবাগে শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে হেনস্তা করার এবং সাইবার বুলিংয়ের এত সাহস তারা কোথা থেকে পায়? রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, কিন্তু ধর্ষকেরা, নিপীড়কেরা ছাড়া পাচ্ছে। বৈষম্য বিরোধ করতে এসে বৈষম্য করছেন।

আয়োজনে 'নারীর ক্ষমতায়নে চাই সহিংসতামুক্ত জীবন, সম-অধিকার, সমমর্যাদা এবং সমসুযোগ' শীর্ষক ঘোষণা পাঠ করেন কর্মজীবী নারীর কাজী গুলশান আরা দীপা। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী বিদ্বেষের প্রকাশ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর প্রতি গণহেনস্তা ও মব সংস্কৃতির যে চিত্র গণমাধ্যমে উঠে আসছে, তা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই পরিস্থিতি নারীর নির্ভয়ে চলাফেরার সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে; যা নারীর অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সাহিদা পারভীন শিখা, শক্তি ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক নিলুফা বেগম, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ফাল্গুনী ত্রিপুরা প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে শহীদ মিনার থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত শোভাযাত্রা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ মার্চ ২০২৫

লাখো শ্রমিকের দুর্ভোগ

মানবিক পদক্ষেপ নিন

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর, চব্বিশের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিল্পকারখানায় ভাঙচুর, লুটপাট, আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিক অসন্তোষের ধ্বংসাত্মক বহিঃপ্রকাশে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক কারখানা এখনো বন্ধ। আর্থিক সংকট, ব্যাংকঋণ না পাওয়া এবং রাজনৈতিক কারণে মালিকরা গ্রেপ্তার বা পালিয়ে থাকায় এগুলো চালু হচ্ছে না। আবার সাত মাস ধরে কারখানাগুলো বন্ধ থাকায় কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খুলতে বা ঋণ পুনঃ তফসিল করার সুযোগ দিচ্ছে না ব্যাংক। এসব শিল্পকারখানায় লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী সেই থেকে কাজ হারিয়ে পরিবারপরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাঁদের দুর্দশার শেষ নেই। এর মধ্যে একটা বড় গ্রুপের বেশ কটি শিল্পকারখানার প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর মজুরি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধে প্রায় সোয়া পাঁচ শ কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। এই গ্রুপের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, কে মালিক, সে বিবেচনা না করে কারখানাগুলো চালু করা জরুরি। যাতে এসব শিল্প এবং এর কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে বাঁচানো যায়। তাঁরা সীমিত পরিসরে ব্যবসা শুরুর লক্ষ্যে এলসি খোলার অনুমতি দেওয়ার জন্যও সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। একই আবেদন জানিয়েছে আরও কিছু বন্ধ কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য খাতের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের নেতারা অভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন। বলেছেন, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর সামনে রেখে শতাধিক বন্ধ কারখানার লক্ষাধিক কর্মচ্যুত কর্মীর কথাও ভাবতে হবে সরকারকে। ঈদের আগেই এসব শ্রমিকের বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধে সরকার উদ্যোগ নেবে বলে তাঁরা আশা করেন। এগুলো দায়িত্বশীলতা শুধু নয়, মানবিক প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতির চাকা যাঁরা ঘোরান, তাঁদের মানবেতর দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত করুন। এই সুপারিশের বাস্তবায়ন এ সময় সরকারের কর্তব্য বলে বিবেচনা করছি। কারণ শিষ্টের পালন সরকারের শপথ নেওয়া সংবিধিবদ্ধ কর্তব্য।

শোভন কাজ

প্রথম আলো • রোববার, ৯ মার্চ ২০২৫,

শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়লেই কি নারীর ক্ষমতায়ন হবে

নারীর ক্ষমতায়ন

শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে বলেই ক্ষমতায়ন হয়েছে—এমনটা বলা যায় না; যতক্ষণ পর্যন্ত নারী ন্যায্য মজুরি, মানবিক মর্যাদা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সন্তান পালনে সহায়তা, চিকিৎসা ও স্বাধীনভাবে চলাচলের নিশ্চয়তা না পান, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন হয় না। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে লিখেছেন

মোশাহিদা সুলতানা

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর বারবার একটি প্রশ্ন উঠে এসেছে, আন্দোলনে বিপুলসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ সত্ত্বেও সরকার, সংস্কার কমিশন, টাস্কফোর্স, এমনকি পাবলিক আলোচনায় নারীদের অংশগ্রহণ কম কেন? এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অস্বস্তিতে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে এক-দুজন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাও ঘটেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীরা যোগ্য হলেও কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেছে, কোনো ক্ষমতা না দিয়ে টোকেন হিসেবে তাঁদের রাখা হয়েছে।

নারীরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নীতিনির্ধারণে বা রাজনীতিতে অংশ নিলেও তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই অবমাননাকর। তবে আশার বিষয়, এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশের নারীদের অনেকেই এ ধরনের কটূক্তি উপেক্ষা করে চলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারী ক্ষমতায়নের প্রশ্ন এলে এই যে শহুরে নাগরিক সংস্কৃতিতে নারীর আধিক্যকে নারী ক্ষমতায়ন হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই আধিক্যকে কি সব ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বলা যাবে?

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রংপুরে বাংলাদেশ কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের আয়োজনে কৃষক কনভেনশনে আলোচক হিসেবে গিয়েছিলাম। আসন গ্রহণ করতে গিয়ে দেখি, সমাবেশে অধিকাংশই নারী। একজন নারী হিসেবে যেকোনো জায়গায় নারীদের উপস্থিতি যে একাত্মবোধ তৈরি করে, সেই বোধ আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ফেসবুকে সমাবেশের ছবি দিয়ে যখন লিখি 'অধিকাংশই নারী', অনেকেই আমার মতো ভেবেছিলেন, কৃষিতে নারীরা অগ্রসর ভূমিকা পালন করছেন।

এর আগেও রংপুরে আখচাষিদের সমাবেশে গিয়েছি, কিন্তু এত নারী কৃষক দেখিনি। এবার উপস্থিতি ছিল ভিন্নধরনের কৃষকদের। এর ফলে মনে প্রশ্ন জাগে, কৃষিকাজে এত নারী কোথা থেকে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, দেশজুড়ে কৃষি খাত যে ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে, তাতে কাজের সন্ধানে ভূমিহীন পুরুষ কৃষক ও খেতমজুরেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এনজিও ও মহাজনদের কাছে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কেউ কেউ পরিবার রেখে পালিয়ে গেছেন। অথবা ঋণ পরিশোধ করতে কৃষিকাজ ছেড়ে শহরে রিকশা চালাতে বা দিনমজুরের কাজ করতে চলে গেছেন। আর বাড়িতে রয়ে গেছেন নারীরা।

এই নারীরাই একই সঙ্গে সন্তান লালন-পালন করছেন, আবার নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে খেতমজুরের কাজ করছেন। দেখা হলো কুঁজো হয়ে যাওয়া এক প্রৌঢ় নারীর সঙ্গে; ১০ থেকে ১১ বছর বয়সী এক নাতনির কাঁধে ভর দিয়ে মিছিলে হাঁটছেন। জানা গেল, তাঁর ছেলেও কাজের সন্ধানে অন্যত্র গিয়েছেন। কিন্তু সংসার চালানোর জন্য টাকা পাঠাতে পারছেন না।

বাধ্য হয়েই এই নারীরা এসেছেন কৃষিকাজে। আমরা মনে করি, নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়াই উচিত। তবে কৃষকসমাবেশে দূরদূরান্ত থেকে আসা এই নারীদের পেছনের কাহিনি প্রশ্ন তৈরি করে, শুধু অংশগ্রহণ বাড়াই কি নারীর ক্ষমতায়ন? নারী ক্ষমতায়ন বলতে তাহলে আমরা কী বুঝব?

কৃষি ও শিল্প খাতে নারীর অংশগ্রহণ

নারীর শ্রমকে সস্তায় কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা কাঠামোগতভাবে তৈরি করা হয়েছে কৃষি খাতকে অবহেলার মধ্য দিয়ে। প্রায়ই শোনা যায়, খেতমজুরের মজুরি বেশি, তাই ফসল উৎপাদনের খরচ বেশি। অথচ বিদ্যুতের খরচ, সারের দাম, সেচের খরচ বেড়েছে, ঋণের সুদও বেশি। হিমাগারের (কোল্ডস্টোরেজ) প্রভাবশালী মালিকেরা ভাড়া দ্বিগুণ করেছেন। এসব ব্যাপারে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

সেচ, সার, বীজ, কোল্ডস্টোরেজের খরচ বাড়ায় উৎপাদনের খরচ কমানোর দায় এখন মজুরের ঘাড়ে এসে পড়েছে; এর ফলে নিরুপায় পুরুষ শ্রমিকেরা কম মজুরিতে কাজ না করে কাজের খোঁজে অন্যত্র তো যাবেনই। আর তাঁরা চলে গেলে সস্তা শ্রম আর কে দেবেন নারীরা ছাড়া?

সারা বিশ্বে যখন কৃষকের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন বাংলাদেশের কৃষির টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে কৃষকের ফসলের মূল্য নিশ্চিত করতে সরকারপ্রদত্ত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কোনো কথা নেই। বেসরকারি মালিকানার কোল্ডস্টোরেজে প্রতি কেজি আলু রাখতে খরচ দ্বিগুণ হয়ে গেছে, কিন্তু টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কোল্ডস্টোরেজ চালুর কোনো প্রস্তাব নেই; বরং বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর ভরসা করার সুপারিশ এসেছে।

গ্রামে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যেসব কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছিল—যেমন পাট, চিনি ও খাদ্যশিল্প—সেগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন অনেক কৃষক ও মজুর। আশির দশক থেকে কলকারখানাগুলো বন্ধ হওয়ায় তখন থেকে শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীরা কাজের খোঁজে দলে দলে শহরের দিকে আসতে থাকেন। এই সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বিশাল গার্মেন্টসশিল্প।

অন্যদিকে আদমজী পাটকলের শ্রমিকদের জন্য খেলার মাঠে এখন র‍্যাব-২-এর হেড কোয়ার্টার, কলোনি ও বাগানবাড়িতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের আঞ্চলিক কার্যালয়। শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন—এগুলো নির্মূল করে দিয়ে তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে অনিশ্চয়তার দিকে। আর এই অনিশ্চিত জীবিকার সফরে তাঁরা পেয়েছেন নামমাত্র মজুরি।

২০২০ সালের ৯টি পাটকল বন্ধের আগে ৫০ হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল নারী। পুরুষেরা রিকশা চালিয়ে, সবজি বিক্রি করে, বিভিন্ন পেশায় কাজ করার সুযোগ পেলেও নারীরা পড়েছেন বিপদে। ভঙ্গুর দশায় পড়ে নারীরা বাধ্য হয়েছেন কম মজুরিতে দিনমজুরের কাজ করতে। এখন বেসরকারি পাটকলে মজুরি দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় পাটকলের তিন ভাগের এক ভাগ। সেখানেও নারীরা বৈষম্যের শিকার।

সত্যি বলতে কি, নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো দৃশ্যমান চেষ্টা নেই। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী আলাপ চলছে এমন আইন প্রবর্তনের, যেন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের লোকসান হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা থাকে গুলো বন্ধ করে দেওয়ার; একীভূতকরণের অথবা বেসরকারীকরণের।

করোনাকালে ছয়টি চিনিকল বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকায় আঘাত হানা হয়েছিল। সেসব অঞ্চলে কৃষকেরা আগে জানতেন, সরকার নির্ধারিত দামে তাঁরা আখ বিক্রি করতে পারবেন। এখন নিশ্চয়তা বলে কিছু নেই। অন্য সব ফসলের দাম ফসল তোলার মৌসুমে কমে যায়। কৃষকেরা পড়েন বিপদে। এসবের ভার এসে শেষ পর্যন্ত পড়ে নারীদের ওপর। ঘরে-বাইরে নারীদের কাজ করাকে মহিমান্বিত করা হলেও বাস্তবে তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হচ্ছে না।

গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকের আধিক্যের কারণ, কম মজুরিতে তাঁদের দক্ষতার চাহিদা রয়েছে। বছরের পর বছর কম মজুরি দিয়ে, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার না দিয়ে, ন্যায্য মজুরির আন্দোলনে শিল্প পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের বড়াই করা হচ্ছে। শ্রমিকদের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রম কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক না করে, স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার না দিয়ে, মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাকরির নিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের দায় নিশ্চিত ছাড়াই এ সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে—এমন খবর সংবাদমাধ্যমে এসেছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খরচ কমানোর নামে অস্থায়ীভাবে যেসব নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাঁরাও মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত। 'কাজ নাই মজুরি নাই' ভিত্তিতে কাজ করেন অল্প মজুরিতে। যেমন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কর্মরত অস্থায়ী নারী কর্মীরা মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না, সংসারের প্রয়োজনে ছুটি নিতে হলে মজুরি ছাড়া কাজ করতে হয়।

নারীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ

সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের যেটুকু নিশ্চয়তা ছিল, সেটাও মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ কোটার কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নার্সিং ও শিক্ষকতা পেশায় নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ছিল বলে এত দিন এসব পেশায় নারীদের আধিক্য লক্ষ করা গেছে। ৯৩ শতাংশ মেধাভিত্তিক কোটা আরোপ করা হলে শ্রমবাজারে নতুন করে রদবদল হবে।

দীর্ঘদিন ধরে এসব পেশায় নারীদের অংশগ্রহণের পেছনে কিছু আর্থসামাজিক কারণ ছিল। নারীরা বাস্তব কারণেই অনেক পেশা বেছে নিতে পারেন না। যেমন ফায়ার সার্ভিস, পরিবহন খাত, প্রতিরক্ষা খাত, ভারী শিল্পকারখানা, নির্মাণ খাতসহ অনেক খাতেই নারীদের অংশগ্রহণ কম।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন কিছু বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে। এত দিন প্রাথমিক শিক্ষক পদে নারীদের জন্য ৬০ শতাংশ চাকরি নির্ধারিত ছিল। ৯৩ শতাংশ মেধাভিত্তিক কোটা নির্ধারণের পর এখন থেকে নতুন নিয়মে নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারীদের আধিক্য বেশি হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি আর্থসামাজিক কারণ ছিল। যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা নারীদের সঙ্গে যোগাযোগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, নারীরা সংবেদনশীলতার কারণে শিশুদের প্রতি অধিক যত্নবান হন, মেয়েশিশুদের মাসিকের সময় তারা নারী শিক্ষকদের সঙ্গে সমস্যার কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এখন প্রাথমিক শিক্ষায় মেধাভিত্তিক নিয়োগের প্রভাব কেমন হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্য যেসব পেশায় নারীদের আধিক্য ছিল, সেসব ক্ষেত্রেও সুযোগ সংকুচিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণে নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছেন এ দেশের নারীরা।

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • March 11, 2025

Defer LDC graduation for 3 years

Says DCCI president

FE REPORT

President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Taskeen Ahmed have urged the government to defer Bangladesh's graduation from least developed country (LDC) status for at least 2 to 3 years considering the prevailing global and local economic challenges.

He said that an acute shortage of energy in the industrial sector, rising inflation and steep duty on import, high interest rates, procedural complexities in obtaining bank credit and limited access to credit for the private sector still pose a serious challenge to the country's economy.

He made the observations at a Focus Group Discussion on "Implementation of the STS for Smooth Transition from LDC Status" jointly organised by Support to Sustainable Graduation Project (SSGP), Economic Relations Division (ERD) and DCCI at DCCI auditorium in the capital on Monday.

Presenting a keynote paper from the private sector perspective, the DCCI president noted that the GDP growth in the first quarter of the current fiscal was only 1.8 per cent, while the manufacturing sector grew by just 1.43 per cent.

Despite these challenges, Bangladesh is set to graduate from LDC status in 2026. A 'Smooth Transition Strategy (STS)' has already been formulated by the government.

Mr Ahmed highlighted some key elements for the implementation of the STS which include implementation framework, strong leadership and commitment, partnership and solidarity, policy integration, financing the strategy and effective monitoring and evaluation.

For an effective and competitive STS, he recommended developing a roadmap to stabilise the economy, creating a real-time monitoring and evaluation platform, signing economic partnership agreement with key partners and aligning trade, industrial and investment policies.

He stressed the need for skill development in the SME sector and ensuring long-term access to low-cost credit, signing free trade agreements to expand exports to the Middle East and South Asian countries, infrastructure development to attract FDI, and revision of revenue and related policies.

He also called for formulating and implementing specific policies to boost exports in other sectors with export potential beyond the readymade garment sector, such as pharmaceutical, leather and leather product, agro-processing, semiconductor, light-engineering and information technology. For a comprehensive and implementable STS, the role of private sector is crucial, he said.

Speaking as the chief guest, ERD Secretary Md. Shahriar Kader Siddiky laid emphasis on capacity building at all levels to deal with the impact of the loss of trade benefits in the post-LDC era. He said that a committee will be formed with the representatives of trade organisations to determine the needs of the private sector and find solutions.

He said despite the ongoing economic challenges, there have been significant improvements in the current account and financial account. He further said that South Korea has agreed to help Bangladesh implement digitalization at all level of government services.

Speaking as the special guest, Commerce Secretary Mahbubur Rahman said that there was a lack of proper planning and implementation from the beginning to meet the challenges of LDC graduation, but more attention should be paid for a sustainable LDC graduation process based on the opinion of the private sector. He called upon the private sector to focus on product diversification in the RMG sector as well as explore opportunities in the promising packaging area.

In his welcome speech, A. H. M. Jahangir, additional secretary and project director, Support to Sustainable Graduation Project (SSGP), Economic Relations Division, said that the private sector will face the most significant challenges during the LDC graduation. In such a situation, along with the private sector support, coordinated efforts among stakeholders concerned are essential for the implementation of the STS, he added.

A focus group discussion on 'Implementation of the STS for Smooth Transition from LDC Status' was held at the DCCI Auditorium in the city on Monday, with DCCI President Taskeen Ahmed in the chair. ERD Secretary Md Shahriar Kader Siddiky and Commerce Secretary Mahbubur Rahman were present as the chief guest and special guest respectively.

Dr. Mostafa Abid Khan, component manager (former member of Bangladesh Trade and Tariff Commission), SSGP, ERD, said that about 73 per cent of the total export enjoys duty-free benefits, which will no longer be available in the post-LDC period. Additionally, the country will lose several institutional benefits, he said.

Dr. Md. Rezaul Bashar Siddique, component manager, SSGP, ERD said that it is possible to achieve microeconomic stability through the implementation of STS.

Rizwan Rahman, former president of DCCI, said until the 'Medium' category is separated from the CMSME, the cottage and small entrepreneurs will never get the full benefits of government's policy support.

Chairman of Anwar Group of Industries Manwar Hossain said they are lagging behind in the infrastructure sector, and the shortage of gas supply in the steel and cement industries is hampering the production, which is affecting the entire economy.

BKMEA President Mohammad Hatem said since 2022, they are observing a downward trend in every indicator of the economy, along with mismatch in export data. He also highlighted that some past policies of the government and Bangladesh Bank were not conducive to export growth. Given the current situation, he stressed that the private sector needs more time to prepare for LDC graduation.

Asif Ashraf, former director of BGMEA, stated that they are not ready for LDC graduation at the moment and to get the GSP Plus benefit, the industry has to focus on backward integration.

Md. Mahbubur Rahman Patwary, managing director of Sonali Ash Industries Limited, said the government's technical and financial support is essential to diversify the jute sector.

DCCI Senior Vice-President Razeev H Chowdhury, Vice-President Md. Salem Sulaiman, and members of the Board of Directors and representatives of the public and private sectors attended the event.

talhabinhabib@yahoo.com

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ১১ মার্চ ২০২৫ ।

এসডিজি ও যুবসমাজ নিয়ে আলোচনায় বক্তারা

শোভন কর্মসংস্থানে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, 'শোভন কর্মসংস্থান করতে গেলে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা জরুরি।'

গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত 'জাতীয় এসডিজি রিপোর্ট (ভিএনআর) ২০২৫ : যুবসমাজের ভাবনা' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্যদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক এবং সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট সওরোজা তালুকদার।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই সভায় তরুণরা সরাসরি তাঁদের মতামত দিতে পেরেছেন, যা তৃতীয় ভিএনআর প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাকস্বাধীনতা এবং জলবায়ু—এই চারটি বিষয়ের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং সুপারিশে তাঁদের মতামত দেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমাদের দেশে ভালো শিক্ষাব্যবস্থা করতে গেলে যে বিভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার সমন্বয় প্রয়োজন।'

ভিএনআর সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটা হচ্ছে একটা প্রডাক্ট। আর আজ আমরা এখানে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রসেস। পণ্য ভালো হয় যখন প্রসেসটা ভালো হয়। এখানে চারটি অগ্রাধিকার সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। প্রতিটির ভেতরে আরো অগ্রাধিকার ইস্যু আছে। এর মধ্যেও অনেক টানাপড়েন আছে। আমরা কিভাবে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব সেটাই বড় কথা। সেটা যদি ভালোভাবে করতে পারি তাহলে প্রতিবেদন (ভিএনআর) ভালোভাবে হবে। প্রতিবেদন ভালো হলো কিন্তু কাজের কাজ হলো না—যা অতীতে হয়েছে। তাহলে কিন্তু অগ্রগতি হবে না। একটি নতুন জাতীয় পটভূমিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অগ্রগতি মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তার তৃতীয় স্বতঃপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (ভিএনআর) তৈরি করতে প্রস্তুত।'

সিপিডির এই ফেলো বলেন, 'সরকারের ভিএনআর প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এসডিজি বিতরণের বৃহত্তর মালিকানা নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে একটি ধারাবাহিক পরামর্শের আয়োজন করা হবে। এই পরামর্শগুলো থেকে প্রাপ্ত সংযোজনগুলো ভিএনআরে প্রতিফলিত হবে।'

আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মহাপরিচালক (এসডিজিবিষয়ক) শিহাব কাদের, ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক প্রমুখ।

প্রথম আলো • সোমবার, ১০ মার্চ ২০২৫,

আট মাস ধরে বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবন

মানিকগঞ্জের কমিউনিটি ক্লিনিক

জুলাই থেকে জেলার সাত উপজেলার ১৭০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ১৬৭ জন সিএইচসিপি বেতন পাচ্ছেন না।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জে তৃণমূলে মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছেন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা (সিএইচসিপি)। তবে আট মাস ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় বিপাকের পড়েছেন তাঁরা। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্থকষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছেন এসব স্বাস্থ্যকর্মী।

জেলা সিএইচসিপি অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, জেলার সাতটি উপজেলায় ১৭০টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এসব ক্লিনিকে ১৬৭ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছেন। গত বছরের জুলাই থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। চাকরি রাজস্ব খাতে নেওয়ার দাবিতে গত আগস্টে ঢাকায় আন্দোলন করেন সারা দেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা (সিএইচসিপি)। পরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার আশ্বাসে তাঁরা আন্দোলন স্থগিত করেন। কিন্তু এখনো তাঁদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়নি। বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন এসব স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকেই।

কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি নারীর স্বাস্থ্যসেবা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সাধারণ রোগ ও জখমের চিকিৎসাসহ প্রায় ১৫ ধরনের সেবা এবং ২৭ প্রকারের ওষুধ দেওয়া হয়। শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ছয় দিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রান্তিক মানুষেরা এই সেবা পান।

জেলার সাটুরিয়া উপজেলার ফকুরহাটি ইউনিয়নে রাইল্যা কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি রিয়াজ উদ্দিনের বাড়ি স্থানীয় রাইল্যা গ্রামে। স্ত্রী, দুই সন্তান ও বৃদ্ধ মা-বাবা নিয়ে ছয় সদস্যের সংসার তাঁর। বেতন বন্ধ থাকায় চরম অর্থকষ্টে পড়েছেন এই স্বাস্থ্যকর্মী। রিয়াজ বলেন, 'আমার বেতন বন্ধ থাকায় শুধু যে ব্যক্তিগতভাবে কষ্টে আছি তা-ই নয়, পুরো পরিবারে তার প্রভাব পড়েছে। আমাদের সামান্য বেতন এবং বেতন বাড়ে না। তারপরও আট মাস ধরে বেতন বন্ধ থাকায় প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার টাকা ঋণ করে এত দিন সংসারের খরচ চালিয়েছি। এখন বাচ্চারা ঈদে জামাকাপড়ের জন্য কান্নাকাটি করতেছে। খুবই দুঃখকষ্টে দিন যাইতেছে, লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেও পারতেছি না। দুশ্চিন্তায় থেকে এক সপ্তাহ আগে আমার বাবা ব্রেনস্ট্রোক করেছেন। এখন তিনি শয্যাশায়ী।'

হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা শিকদারপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি লিপি আক্তার বলেন, 'কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন যাতায়াতেও আমাদের খরচ হচ্ছে। অনেক ঋণ হয়ে গেছে। আশায় আছি, দ্রুতই বেতন হবে। সামনে ঈদ আসছে। ঈদের আগে আমাদের বকেয়া বেতন-ভাতা পেলে ঈদটা ভালোভাবে কাটাতে পারতাম।'

ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নে কাকজোড় কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি আরিফুল ইসলাম বলেন, 'আগে বিয়ে করি নাই। টাকা ছাড়া তখন চলত। কিন্তু এখন বিয়ে করেছি। সংসারে স্ত্রী, দুই সন্তান আছে; বৃদ্ধ বাবাও আছে। বেতন ছাড়া কি সংসার চলে? চরম মানবেতর জীবন পার করছি।'

হরিরামপুর উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নে উজানপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি আফরোজা সুলতানা বলেন, 'আমরা বেতন-ভাতা না পেলেও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি। বেতন-ভাতা বন্ধ থাকলেও আমাদের খরচ কিন্তু বন্ধ নাই। কর্মস্থলে যাতায়াতেও খরচ হচ্ছে। ঈদের আগেই আমাদের বেতন-ভাতা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন আনিসুর রহমান বলেন, জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকার অর্থায়নে সিএইচসিপিদের বেতন-ভাতা হতো। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার স্বাস্থ্য সহযোগিতা ট্রাস্টের অধীনে তাঁদের বেতন-ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কবে নাগাদ বেতন-ভাতা হবে, তা নিশ্চিত করে তিনি বলতে পারেননি।

এ ব্যাপারে জেলা সিএইচসিপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সাকিল চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় অনেকে ধারদেনা করে সংসার চালাচ্ছেন। পরিবারের খরচ সামলাতে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তারপরও রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ঈদের আগে তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁদের বেতন-ভাতা সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

সমকাল বুধবার । ১২ মার্চ ২০২৫

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর কথা ভাবছে অন্তর্বর্তী সরকার

সমকাল প্রতিবেদক

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী

- অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর। এলডিসি থেকে উত্তরণ পুনর্বিবেচনা করতে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে

আগামী ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে বাংলাদেশের। বিষয়টি আরও পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এমনটি জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার নবনিযুক্ত বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে এক সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ কথা বলেন।

আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণে আবেদন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের বৈদেশিকনির্ভরতা বেড়ে গেছে ২০১০ সাল থেকে। কমে গেছে অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস। ৭ শতাংশের নিচে নেমে গেছে কর-জিডিপির হার। যদি আরও ঋণ নিতে হয়, আরও চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হবে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন, তাছাড়া আমাদের অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর, গাজার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ জন্য এলডিসি থেকে উত্তরণ পুনর্বিবেচনা করতে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়ার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পুনর্বিবেচনার পর উত্তরণ পিছিয়ে দিতে জাতিসংঘে আবেদন করা হতে পারে। এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা হয়তো সেদিকেই যাব। আবেদনের সঙ্গে যথাযথ কারণ ও কী করব, সে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে। একটি বিশ্বাসযোগ্য রোডম্যাপ দিতে হবে। সেটার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

এলডিসি থেকে উত্তরণের সব সূচকের অবস্থাই কি ত্রুটিপূর্ণ ছিল– এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'মনে করুন সব সঠিক; কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি কী? আমরা যে বাজার সুবিধাটা পাই, তার ৮৫ শতাংশই হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে। এখানে আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে। ২০১৮ সাল থেকে বলছি, এলডিসি থেকে বের হব। সাত বছরেও একটা খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমলো না কেন?'

এলডিসি থেকে উত্তরণ স্থগিত থাকবে কিনা– জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী বলেন, এখনও সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। ব্যবসায়ী ও পোশাক শিল্পের মালিকদের সঙ্গে বসতে হবে। এখনই তা বলতে পারব না। বাংলাদেশ চাইলেই কি তা স্থগিত করতে পারবে– এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'এটা পুরোপুরি বাংলাদেশের হাতে নয়। তবে আমরা পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারি। এটা আমাদের অধিকার।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, দেশে গাজার মতো অবস্থা চলছে। সব খাতেই দুর্নীতি হয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতি ও ভঙ্গুর অবস্থা আমরা এর আগে কোনো দেশে দেখিনি। আমাদের জিডিপির গ্রোথে প্রভাব না পড়লেও অন্যান্য খাতে ভঙ্গুর অবস্থা। এখানে লুকোচুরির কোনো বিষয় নেই। এ সময় দায়িত্ব পেয়ে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে তিনি কাজ করতে চান।

তিনি বলেন, উন্নতির মধ্যে শুধু আমাদের প্রত্যেকের আয় বেড়েছে। আমরা মধ্যম আয়ে চলে গেছি। সে অনুযায়ী আমাদের রাজস্ব বাড়ার কথা ছিল; কিন্তু সেগুলো গেল কোথায়? তাই মানুষকে কর দিতে উৎসাহিত করতে হবে। বিনিয়োগ মন্দা ও কর্মসংস্থান না বাড়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর। গাজার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ থেকে বুঝে নেবেন আপনারা দেশের অবস্থা কেমন। এ মুহূর্তে কি গাজায় কেউ বিনিয়োগ করবে?

বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতির সবই যে পরস্পর সম্পর্কিত, সে কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আপনি একটা সরকারকে বলছেন ইন্টেরিম। এই শব্দটাই তো বিনিয়োগের জন্য অসুবিধাজনক। একজন বিনিয়োগকারী চিন্তা করবে, এসব অন্তর্বর্তীর পলিসির কী স্থায়িত্ব থাকবে? বিনিয়োগ করতে তারা ভাববে। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আছে।' তাহলে এ সরকারের নাম কী হওয়া উচিত– জানতে চাইলেও সে বিষয়ে কিছু বলতে চাননি তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের (এফআইডি) সচিব নাজমা মোবারেক, অর্থ বিভাগের দুই অতিরিক্ত সচিব মুনশি আবদুল আহাদ ও মোহাম্মদ আবু ইউছুফ উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । বুধবার । ১২ মার্চ ২০২৫ ।

বেতন-বোনাসের ঝুঁকিতে ৬০ কারখানা

এম সায়েম টিপু, ঢাকা ও
শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ▷

পোশাকশিল্প

- একই মাসে বেতন-বোনাস পড়ায় দুশ্চিন্তায় মালিকরা
- বেক্সিমকোর কারখানা শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ শুরু হয়েছে
- সাত হাজার কোটি টাকার সহায়তার অর্থ ছাড় চান উদ্যোক্তারা

দেশের শীর্ষ রপ্তানি আয়ের খাত তৈরি পোশাক শিল্পে উৎপাদন ব্যয়, বৈশ্বিক ক্রেতার চাহিদা, সক্ষমতাসহ সব কিছু থাকলেও সংকট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এটা আরো বড় আকার ধারণ করে ঈদ-রোজা এবং উৎসব-পার্বণ এলে। তবে এবার বড় দুশ্চিন্তার কারণ একই সময়ে দুই মাসের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মজুরি এবং ঈদ বোনাস দিতে হবে কারখানার মালিকদের। এদিকে অনেক মালিক ব্যাংকের ঋণ না পাওয়ায় এই খাত থেকেও সুবিধা নিতে পারছেন না। ফলে এমন ৬০টির বেশি কারখানা বেতন-বোনাস নিয়ে ঝুঁকিতে আছে।

জানা যায়, চলতি বছর ঈদে মালিকদের দুই মাসের বেতন ও বোনাসসহ একটু বেশি চাপ নিতে হবে মালিকদের। এরই মধ্যে সরকারের শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় ও তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ থেকেও আশঙ্কা করছে, এ বছর ৫০-৬০টি কারখানার মালিক মজুরি পরিশোধে হিমশিম খাবে।

এসব কারখানার অধিকাংশ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে পড়েছে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপি হয়েছে। আর এসব ইস্যুকে সামনে নিয়ে শ্রমিক নেতারাও শিগগিরই মাঠে নামছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের দাবি, ২০ রমজানের মধ্যে বোনাস ও ঈদের ছুটি এবং এর আগে ওভারটাইমের পাওনা টাকা পরিশোধ করতে হবে।

বিজিএমইএর তথ্য অনুসারে, এবার ৩০-৪০টি কারখানায় সংকট হতে পারে। তবে শিল্প

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিকদের অবরোধে দুই মহাসড়ক ৪ ঘণ্টা স্থবির তীব্র যানজট, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর
আঞ্চলিক ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি ▷

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও এক শ্রমিককে মারধরের বিচারের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুর মহানগরীর দুটি এবং কালিয়াকৈরের মৌচাক এলাকার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। একটি কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

অবরোধের কারণে যানবাহন আটকা পড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তীব্র যানজট ও ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা প্রায় চার ঘণ্টা পর মহাসড়ক ছেড়ে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। অসন্তোষ ও ভাঙচুর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিকদের অবরোধে দুই মহাসড়ক ৪ ঘণ্টা স্থবির, তীব্র যানজট, ভোগান্তি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এড়াতে ১২টি কারখানায় গতকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকদের সূত্রে জানা গেছে, মহানগরীর টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকার বিএইচআইএস অ্যাপারেলসের কারখানা শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেওয়ার কথা ছিল গত রবিবার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ না করায় পরদিন সোমবার শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কারখানায় সারা দিন বিক্ষোভ করে। গতকাল সকাল ৭টার দিকে শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে দেখেন অনির্দিষ্টকাল বন্ধের নোটিশ টানানো। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে সহস্রাধিক শ্রমিক ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের সামনের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। ফলে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন বলেন, সকাল ৭টা থেকে শ্রমিকরা গত মাসের বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে চার ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলে সকাল ১১টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

অন্যদিকে নগরীর বাসন থানার নাম্দুন এলাকায় কেমিও ইউএসএ নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন গত সোমবার পরিশোধের কথা ছিল। পরে কর্তৃপক্ষ তারিখ এক দিন পিছিয়ে দিলে শ্রমিকদের একটি পক্ষ সোমবারই বেতন দেওয়ার দাবি তোলে। এ নিয়ে শ্রমিকদের দুই পক্ষের কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এতে এক শ্রমিক আহত হন। বেতন পরিশোধ ও হামলায় শ্রমিক আহতের বিচারের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার সকালে ভোগড়া-বাইপাস ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন কেমিও ইউএসএ নিটওয়্যারের শ্রমিকরা।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি, প্রতি মাসে আন্দোলন করে বেতন আদায় করতে হয়। এবারও কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করছে। বেতন দাবি করলে প্রায়ই বহিরাগত লোক দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করা হয়।

এ ব্যাপারে কারখানার প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা নাজমা খাতুন জানান, কাগজপত্র তৈরিতে বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় সোমবার বেতন পরিশোধ করা যায়নি। গতকাল বেতন দেওয়ার কথা ছিল। এর আগেই ডাইং ও নিটিং সেকশনের শ্রমিকদের মধ্যে মারামারি হয়। মারধরের ঘটনার বিচার এবং বেতনের দাবিতে উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানায় তাণ্ডব চালিয়ে কারখানার মেশিনপত্র ও অফিসকক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর করেন। তাঁরা কারখানার ভেতরে থাকা কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন, তৈরিকৃত মালপত্রে আগুন ধরিয়ে দেন এবং বেশ কিছু মাল লুট করে নিয়ে যান।

বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ জানান, কড্ডা বাজার এলাকার কেমিও ইউএসএ নিটওয়্যারের শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে ভোগড়া বাইপাস সড়ক দিয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ ছাড়া কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকে গ্লোবাস কারখানার একজন লাইনচিফ কর্তৃক শ্রমিককে মারধরের বিচার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। এতে সকাল ৮টা থেকে ওই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে গাজীপুর ও মৌচাকের আশপাশের ১২টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। দুপুর ১২টার দিকে পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কালিয়াকৈর থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ জানান, দুপুরের পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বেতন-বোনাসের ঝুঁকিতে ৬০ কারখানা

২৮

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশের তথ্য অনুসারে ৫০-৬০টি কারখানা বেতন-বোনাস নিয়ে ঝুঁকিতে আছে। আর এর বেশির ভাগ কারখানাই আওয়ামী লীগ সরকারের দোসরদের।

সংগঠনটির একটি সূত্র আরো জানায়, গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফটের দুই হাজার শ্রমিকের মজুরি অন্য সুবিধাসহ ২১ কোটি টাকা পাওনা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। একসময় ১০ হাজার শ্রমিক ছিলেন এই কারখানায়। এখনো ৮০০ শ্রমিক কাজ করছেন।

বন্ধ বেক্সিমকোর সংকট মোকাবেলায় সরকারের নিজস্ব তহবিল ৩২৫ কোটি টাকা এবং ২০০ কোটি টাকা তৈরি পোশাক খাতের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দিচ্ছে সরকার। তবে দুই মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ওই টাকা ফেরত দেবে। বেক্সিকোর শ্রমিকদের গত ৯ মার্চ থেকে বকেয়া মজুরি দেওয়া শুরু হয়। ওই কারখানার ৩১ হাজার শ্রমিক ও প্রায় দুই হাজার কর্মচারী রয়েছেন।

কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংকট রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বেক্সিমকো আর কেয়া। রাজনৈতিক সংকটের ফলে এ বড় কারখানাগুলো সংকটে পড়েছে। এর মধ্যে কিছু মালিক সব সময় সরকারের কাছ থেকে সুবিধা নিতে চায়।

বিজিএমইএর সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ হিল রাকিব কালের কণ্ঠকে বলেন, বেতন ও বোনাস একই মাসে হওয়ায় মালিকদের ওপর একটু চাপ হবে। আর কিছু সংকট কোনো কোনো কারখানার মালিকদের নিজস্ব কারণে। এ সময় ব্যাংকগুলোও খুব একটা এগিয়ে আসেনি। এ কারণে কারো জন্য একটু কষ্টকর হবে।

শ্রমিক নেতারা মনে করেন, সরকারের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা নিতে রোজা-ঈদ এলে শ্রমিকদের জিম্মি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন শিল্পের মালিকরা। তাঁরা কর্মসংস্থানের কথা বলে বাড়তি সুবিধা নিতে সরকারের কাছ থেকে এসব সুবিধা আদায় করেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে সাত হাজার কোটি টাকা বিশেষ তহবিল ছাড়ের দাবি জানিয়েছেন এ খাতের একটি সংগঠন।

শ্রমিক নেতারা আরো বলেন, গত চার দশকে ৫০-৬০টি থেকে পাঁচ হাজার কারখানা হয়েছে। সংকট নেই—এমন কথা কখনোই শোনা যায়নি মালিকদের কাছ থেকে। এই বছরও কৃত্রিম সংকট তৈরি হবে। সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য এটা করা হবে।

এ বিষয়ে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে উৎপাদন ব্যয়, বৈশ্বিক ক্রেতার চাহিদা এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থাকলেও উৎসবের সময় এলে শ্রমিকদের জিম্মি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন শিল্পের মালিকরা। কর্মসংস্থানের কথা বলে তারা সরকারের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেন।

বাংলাদেশ পোশাকশিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রতিবছরই এ সময় তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের জিম্মি করে সুয়োগ নেন। এ বছরও মালিকদের একটি পক্ষ সরকারের কাছে ১৫ রমজানের মধ্যে সাত হাজার কোটি টাকা সহায়তা চেয়েছে। তাদের দাবি, অর্থ সহায়তা না পেলে ঈদে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে চরম বিপাকে পড়তে পারে।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে শঙ্কা বহু কারখানায় : আসন্ন ঈদে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস পরিশোধে সমস্যা তৈরি হতে পারে গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের অর্ধ শতাধিক কারখানায়। আর্থিক সংকট, ক্রয়াদেশ না থাকা, পোশাক খাতে অস্থিরতাসহ নানা কারণে ঝুঁকিতে পড়েছে কারখানাগুলো। শিল্প পুলিশ, কারখানা মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে এসব তথ্য।

জানা গেছে, গত বছর ঈদুল ফিতরের আগে গাজীপুরে বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল গাজীপুরের ৫০টির মতো পোশাক কারখানায়। পাওনা আদায়ে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুরসহ নানা আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা। এবারও ওই সব কারখানাতেই সংকট হওয়ার আশঙ্কা।

বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে না পারা এবং অর্ডার সংকটে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। বেতনের জন্য প্রতি মাসেই আন্দোলনে নামতে হচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। প্রায়ই তুচ্ছ ঘটনা এবং নানা গুজব রটিয়ে কারখানা ভাঙচুর, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটেছে।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান কালের কণ্ঠকে জানান, গাজীপুরের বহু কারখানায় সমস্যা চলছে। অনেক কারখানায় এখনো ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি, গ্রেডিং কার্যকর হয়নি। তাই বোনাস প্রদানের সময় এসব ইস্যুতে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, গত ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদানে অর্ধশাধিক কারখানায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ওই সব কারখানার মধ্যে বেশ কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। আসন্ন ঈদে সমস্যা তৈরি হতে পারে—এমন কারখানা চিহ্নিত করার কাজ ১০ রমজানের পর শুরু হবে। বেতন-ভাতা ও বোনাস নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গাজীপুরের সহকারী মহাপরিদর্শক মো. মোতালেব মিয়া বলেন, সমস্যা তৈরি হতে পারে—এমন কারখানার তালিকা তৈরির কাজ এখনো শুরু হয়নি। শিগগিরই শুরু হবে। বেক্সিমকোর বন্ধ কারখানাগুলোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে। তাই এ কারখানা নিয়ে ততটা দুশ্চিন্তা নেই।

সাভার প্রতিনিধি : এদিকে সাভারের একটি গার্মেন্টস কারখানার কোয়ালিটি শাখার শ্রমিক সুরুজ মিয়া কালের কণ্ঠকে জানান, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বেতন ও কারখানা খুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে আসছি। সর্বশেষ ৪ মার্চ শিল্প পুলিশ মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের ডেকে নিয়ে জানিয়েছে, আগামী ১৫ মার্চ জানুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেওয়া হবে এপ্রিলের ১০ তারিখে এবং মার্চে কারখানা বন্ধ থাকায় কোনো বেতন দেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই তারা যা বলেছে তাতেই রাজি হয়েছি।

তিনি আরো বলেন, দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে খুব সমস্যায় আছি। ঘর ভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে না পারায় নানা ধরনের কথা শুনতে হয়। তাই আমার ১০ হাজার টাকায় কেনা শখের মোবাইল সাত হাজার টাকা বিক্রি করে বাড়ি ভাড়া ও দোকানের বকেয়া পরিশোধ করেছি। সামনে ঈদ। যদি নির্দিষ্ট তারিখে বেতন না পাই, তাহলে পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে!

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, বর্তমানে সাভার-আশুলিয়ার ১৮টি কারখানা বন্ধ, যার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। তাঁরা বর্তমানে বেকার জীবন যাপন করছেন। এ ছাড়া শ্রীপুর এলাকার বেক্সিমকো গ্রুপের যেসব কারখানা বন্ধ হয়েছে, তার অধিকাংশ শ্রমিক আশুলিয়ায় থাকে। সব মিলিয়ে প্রায় এক লাখ শ্রমিক বেকার। তাঁদের নতুন করে কোনো চাকরি হচ্ছে না।

কালের কণ্ঠ

THE FINANCIAL EXPRESS Wednesday • March 12, 2025

TAILWIND DRIVING APPAREL TRADE

RMG exports to US rebound, with over 45pc January growth

MONIRA MUNNI

Importers trying to clear shipments before Trump-imposed higher tariffs provide a push

Apparel export to the United States, the single-largest market for made-in-Bangladesh clothing, bounced back strongly as January saw a growth of over 45 per cent.

Bangladesh bagged US$799.65 million last January from readymade-garment exports to the US market, marking a 45.9-percent year-on-year growth, according to the data released Tuesday by OTEXA, an affiliate of the US Department of Commerce.

In January 2024, RMG exports to that market fetched US$547.95 million.

In quantity, Bangladesh shipped 261.29 million square meters of apparel to the US market in January 2025, up 49.2 per cent from 175.11 million square meters in January 2024, the OTEXA data show.

Industry experts, however, say January is an 'unusual month' as the base of comparison 2024 January was weak which recorded a 36-percent negative growth for various headwinds.

The reasons for the past setback included a sluggish economy, triggered by the twin crises of the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war that left retailers in the USA with excess inventory and they discouraged Western buyers from placing new orders.

They, however, attribute the January rise to the likely attempts by importers to clear shipments before the Trump administration-imposed higher tariffs.

Bangladesh's export growth in January outpaced all other major suppliers, including Indonesia that recorded a 41.70-percent growth, India 33.64 per cent, Vietnam 19.90 per cent and China 13.12 per cent respectively.

Despite global economic challenges, Bangladesh products' competitive pricing, enhanced production capabilities, and commitment to sustainable and ethical manufacturing practices have likely contributed to this robust rebound.

According to OTEXA data, Bangladesh's RMG-export earnings were US$ 7.34 billion in 2024, $7.28 billion in 2023 while in 2022, the country's readymade garment exports to the US hit an all-time high of $9.73 billion.

Amid the slow growth rate last year, Bangladesh's apparel-export share in the US market fell to 9.26 per cent in 2024, which was 9.7 per cent in 2022.

In 2025, the rise in exports from countries like Indonesia, India, and Cambodia indicated that US buyers are diversifying their sourcing influenced by competitive costs and geopolitical considerations.

On the other hand, China's slower growth indicated shifting dynamics in global sourcing patterns while factors such as trade policies, production costs and sustainability requirements continue to shape these trends.

Asked about the growth dynamics, Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the US market is getting better after a long time of weaker position while the base of comparison was also weak as January 2024 recorded negative growth.

He, however, terms the 45-percent growth 'very good' considering the ongoing situation, mostly the internal factors that include gas crisis, banking issues and law-and-order situation, while labour unrest still persists in the industry.

"Work-order situation is good followed by a rising demand in US," he says, adding how much Bangladesh could grab the opportunity of shifting work orders from China due to a trade war between China and the US depends on internal factors.

Labour situation has improved but not fully controlled while there is still a feeling of 'insecurity' among people despite an improved law-and-order situation which, according to him, is not up to the required level. The industry is suffering due to poor gas supply and banking issues, too, he explains.

Talking to the FE writer, Abdullah Hil Rakib, former vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says there are huge opportunities for Bangladesh to achieve the RMG-export target of US$100 billion. It is a matter of time.

"What we need is long-term policy supports," he says on an upbeat note about the prospect.

Exporters say Bangladesh could perform better provided with uninterrupted gas supply and no production loss due to labour unrest last year as there were work orders while industry has invested in environment-friendly processes, product diversification and value-added items.

According to some exporters, while Vietnam is doing ever so well in the USA, India will be a new concern and challenge for Bangladesh as the next-door neighbour is shipping higher volume of apparel there offering lower price by banking on its own raw materials.

According to OTEXA, India received $473.27 million making shipment of 129.58 million square metres of apparel in January 2025. In quantity, India's shipments were 36.77-percent higher compared to that of January 2024.

Vietnam apparel exports fetched $1.44 billion, recording a 19.90- percent growth last month.

Vietnam recorded 17.05-percent growth in terms of quantity as the US imported 400.84 million square metres of garment from Vietnam in January 2025.

Meantime, China recorded 13.7-percent growth to $1.60 billion in the month.

China shipped 861.74 million square metres of apparel to the US, marking 9.36-percent growth, in January 2025.

The overall US apparel imports during the first month of the 2025 calendar year marked 19.46-percent year-on-year growth to US$7.20 billion.

munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৪ মার্চ ২০২৫।

তিন শিল্প-কারখানা নিয়ে বিপাকে বিসিক

রফিকুল ইসলাম, রংপুর ▷

ঋণখেলাপির দায়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া তিন শিল্প-কারখানা নিয়ে বিপাকে পড়েছে রংপুর বিসিক। মালিকপক্ষ উচ্চ আদালতে যাওয়ায় ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে বরাদ্দ প্লট অন্য কাউকে দেওয়াও যাচ্ছে না। ফলে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। পাশাপাশি নতুন শিল্প-কারখানা জায়গা বরাদ্দ না পাওয়ায় কর্মসংস্থান হচ্ছে না কয়েক শ মানুষের।

জানা গেছে, রংপুর বিসিকের আওতায় ১৮টি শিল্প-কারখানার মধ্যে মাঝারি আকারের তিনটি—ফিনিক্স কেমিক্যাল, রাব্বি মেটাল ও প্যারাডাইস স্টিলের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে ফিনিক্স কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয় ২০১৪ সালে এবং রাব্বি মেটাল ও প্যারাডাইস স্টিল ২০২৩ সাল থেকে কার্যক্রম বন্ধ রাখে। আইনি জটিলতার কারণে এই তিন প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা সরকারি প্লটগুলো অন্য কোনো শিল্প-কারখানার নামে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিসিক সূত্রে জানা গেছে, ওই তিন শিল্প-কারখানা ব্যাংকঋণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেছিল। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় সব সম্পত্তি নিলামে নিতে মামলা করে ব্যাংক। বর্তমানে ওই তিন শিল্প-কারখানার তেমন কিছু নেই, শুধু ঘর ও কিছু আসবাব ছাড়া।

একমাত্র ভারী শিল্প-কারখানা হিসেবে রংপুর বিসিকে আছে খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প-কারখানা পাঁচটি, বনজ শিল্প-কারখানা দুটি, রসায়ন ও ওষুধ শিল্প-কারখানা দুটি, প্রকৌশল শিল্প-কারখানা সাতটি, পাট ও পাটজাত শিল্প-কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প-কারখানা একটি। এই ১৮টি কারখানায় দেড় হাজারের বেশি মানুষের কর্মস্থান হয়েছে।

■ মামলা হওয়ায় অন্য শিল্প-কারখানাকে প্লট বরাদ্দ দিতে পারছে না মন্ত্রণালয়

দেখা গেছে, ১৯৬৩ সালে জমি অধিগ্রহণ করে তৈরি হয় রংপুর বিসিক। চালু থাকা ১৫টি কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্য রয়েছে। তবে বেহাল সড়ক, ভাঙাচোরা ড্রেনেজ-ব্যবস্থা, নিরাপত্তার অভাব, অনুন্নত অবকাঠামোসহ নানা সংকট রয়েছে এখানে। উন্নয়ন ও আধুনিকতার কোনো ছোঁয়া লাগেনি। নানা সংকটের কারণে জায়গা হচ্ছে না নতুন উদ্যোক্তাদের। মোট ৮২টি প্লট রয়েছে। যার সর্বনিম্ন আয়তন তিন হাজার ১৫০ স্কয়ার ফুট থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার স্কয়ার ফুট। কারখানা বন্ধসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে ফিনিক্স কেমিক্যাল, রাব্বি মেটাল ও প্যারাডাইস স্টিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি। তাদের দেওয়া তিনটি মোবাইল নম্বরই বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে রংপুর বিসিকের উপমহাব্যবস্থাপক এহেছানুল হক বলেন, 'তিনটি ইউনিট ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে ব্যাংক পাওনা টাকার জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে তুলতে মামলা করে। এ কারণে আমরা হিসাব নিতে পারছি না। তারা উচ্চ আদালতে মামলা ঠুকে দিয়ে নির্ভার আছেন।'

তিনি বলেন, 'ওই তিন কারখানার জায়গা অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দিতে না পারায় কর্মসংস্থান হচ্ছে না, উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করছে না, যে কাঁচামালগুলো এখানে ব্যবহার করার কথা ছিল, সেগুলোও ব্যবহার হচ্ছে না। এ জন্য বিসিকের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে। এখানে যে বিনিয়োগগুলো হতো, তারা যে এক্সপোর্ট বা ইমপোর্ট করত এবং যে কাঁচামাল ব্যবহার করত, তার জন্য যে ব্যবসাগুলো হতো সেগুলো আমরা করতে পারছি না। এটাই সরকারের লোকসান।'

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৪ মার্চ ২০২৫,

২০২৬ সালেই এলডিসি থেকে উত্তরণ, পেছাবে না সরকার

এলডিসি

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের নির্ধারিত সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে সরে এসেছে সরকার। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আগামী বছরেই এলডিসি থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

এলডিসি থেকে উত্তরণের দিন ঠিক আছে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর। বিষয়টিকে আরও পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিল অন্তর্বর্তী সরকার। গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টার নতুন বিশেষ সহকারী (অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে) আনিসুজ্জামান চৌধুরী এক ব্রিফিংয়ে এই ভাবনার কথা বলেছিলেন। তখন জানানো হয়েছিল, উত্তরণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়ার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি করা হয়েছে।

> **“ এলডিসি উত্তরণের বিষয়টি আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।**
>
> দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

তবে গতকাল সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ২০২৬ সালেই বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে। এ জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ আসবে, তা মোকাবিলায় এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এই উত্তরণে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

এলডিসি থেকে কোন দেশ বের হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। এ জন্য তিন বছর পরপর এলডিসিগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এই তিন সূচক দিয়ে একটি দেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে পারবে কি না, সেই যোগ্যতা

জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) সদস্য দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, এলডিসি উত্তরণের বিষয়টি আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এতে নির্বাচন-পরবর্তী সরকার তাদের মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ার কারণে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য-সুবিধাসহ নানা সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশ।

বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে। এলডিসি দেশগুলোও একধরনের উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশের সক্ষমতা তুলনামূলক কম, তাদের এই তালিকায় রাখা হয়। আগামী পাঁচ বছরে এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে অপেক্ষায় আছে ছয়টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের তালিকায় আরও দুটি দেশ লাওস ও নেপাল আছে।

১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে মাত্র আটটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। দেশগুলো হলো ভুটান, বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, ইকুইটোরিয়াল গিনি, মালদ্বীপ, সামোয়া, ভানুয়াতু, সাও টোমো অ্যান্ড প্রিন্সেপ।

নির্ধারণ করা হয়। যেকোনো দুটি সূচকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় কিংবা মাথাপিছু আয় নির্দিষ্ট সীমার দ্বিগুণ করতে হয়। এই মানদণ্ড সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়।

বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মানদণ্ডের তিনটিতেই উত্তীর্ণ হয়। ২০২১ সালেই বাংলাদেশ চূড়ান্ত সুপারিশ পায় যে ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ হতে পারে। ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বের হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে প্রস্তুতির জন্য আরও দুই বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ যদি এলডিসি থেকে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ, যারা তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়ে বের হবে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০২৬ সালেই এলডিসি উত্তরণ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত। এখন উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিতে হবে। এ জন্য একটি উত্তরণকালীন কৌশল ঠিক করা আছে। প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে প্রস্তুতি নিতে হবে। জোর দিতে হবে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষায়।

সময়ের আলো
রোববার। ১৬ মার্চ ২০২৫

পোশাক রফতানিতে ধারাবাহিক সাফল্য

● এসএম আলমগীর

দেশের প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাকে ধারাবাহিকভাবে সফলতা আসছে। একক বৃহত্তম বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় সফলতার পর এবার বিশ্ববাজারেও এ পণ্য রফতানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। প্রধান প্রধান প্রায় সব বাজারেই পোশাক রফতানিতে আয় বেড়েছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ের জন্য দেশভিত্তিক রফতানির যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে এ সাফল্যের চিত্র উঠে এসেছে।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি থেকে সারা বিশ্বে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ৬৪ শতাংশ। একই সময়ে সারা বিশ্বে ২৬ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি করেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে ভালো রফতানি আয় অব্যাহত রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রফতানির ৫০ দশমিক ১০ শতাংশে যায় ইইউতে, যার মোট মূল্য ১৩ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি থেকে আয় হয়েছে ৫ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট শেয়ারের ১৮ দশমিক ৯১ শতাংশে। অন্যান্য দেশের মধ্যে কানাডার বাজারে রফতানি হয়েছে ৮৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক এবং বাজার শেয়ার ৩ দশমিক ১৬ শতাংশ। যুক্তরাজ্যের বাজারে রফতানি হয়েছে ২ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, যা বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রফতানির ১০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এদিকে চলতি অর্থবছরের আট মাসে ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

পোশাক রফতানিতে ধারাবাহিক সাফল্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাজারে প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ এবং কানাডায় প্রবৃদ্ধি ১৪ দশমিক ১২ শতাংশ। আর যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

এ ছাড়া ইইউর অন্য দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য। দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির পরিমাণ ৩ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এ ছাড়া স্পেনে ২ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ফ্রান্সে ১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইতালিতে ১ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, পোল্যান্ডে ১ দশমিক ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং নেদারল্যান্ডসে ১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য দেশগুলোর মধ্যে জার্মানিতে ১১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ২৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ, পোল্যান্ডে ১২ দশমিক শূন্য ৬, ডেনমার্কে ১৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং সুইডেনে ২১ দশমিক ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

তবে প্রচলিত বাজারের চেয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের নতুন বাজার বা অপ্রচলিত বাজারে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম হয়েছে। নতুন বাজারে সামগ্রিকভাবে পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ, যা মোট রফতানির ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের মোট রফতানির ১৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। নতুন বাজারের মধ্যে জাপানে পোশাক রফতানি হয়েছে ৮৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারতে ৪৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পোশাক রফতানি হয়েছে। এ ছাড়া তুরস্ক এবং মেক্সিকোর মতো দেশগুলোতে পোশাক রফতানি থেকে আয় হয়েছে যথাক্রমে ৩০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নতুন বাজারের মধ্যে প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে ভারতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ, মেক্সিকোতে ২৫ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং তুরস্কে ৩২ দশমিক ২০ শতাংশ। তবে এ সময়কালে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক এবং মেক্সিকোতে প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক থাকলেও রাশিয়া, কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ায় রফতানি হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলেন, বড় বড় বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। এ জন্য দেশগুলো থেকে নতুন রফতানি আদেশও বাড়ছে। বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সময়ের আলোকে বলেন, 'রফতানির চলমান প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল, যা বাংলাদেশের প্রধান বাজার হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। বড় বাজারগুলোতে আরও ভালো করার সুযোগ তৈরি হয়েছে মূলত মার্কিন শুল্কযুদ্ধের কারণে। দেশটি চীন ও মেক্সিকোর ওপর যে চড়া শুল্ক হার আরোপ করেছে তার সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রচলিত বাজারের সঙ্গে নতুন বাজারেও মাঝারি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। তবে নতুন বাজারে আরও ভালো করার সুযোগ আছে। কারণ এ বাজারে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। চলমান বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। তবে এতে বাংলাদেশের সামনে যে সুযোগ তৈরি করেছে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের প্রয়োজনীয় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতার মানসিকতা এবং প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে শক্তিশালী এবং উন্নত করার জন্য পোশাক শিল্পের সহযোগী শিল্পের দিকেও নজর দিতে হবে।'

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৫ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 19 March 2025

শ্রমিকের ন্যায্য দাবি বিবেচনায় নিন

গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বিক্ষোভের ঘটনা এখন প্রায় নিয়মিত দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। বকেয়া বেতন ও কারখানা প্রশাসনের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষোভ সম্প্রতি আবারও প্রকাশ পেয়েছে। ফু-ওয়াং ফুড লিমিটেড এবং জায়ান্ট টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকেরা যেমন রাস্তায় নেমেছেন, তেমনি ভোগড়ার মীম গার্মেন্টসের শ্রমিকরাও বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। এই ঘটনাগুলো শুধু শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্রই তুলে ধরছে না, বরং শিল্প খাতে গভীর সমস্যার ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

শ্রমিকদের প্রধান দাবি বকেয়া বেতনের। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখনো পরিশোধ না হওয়ায় অনেকে জীবনযাত্রার মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন। শ্রমিকদের বাড়িভাড়া দেয়া বা বাজার করার টাকা নেই। অনেকে সন্তানের স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতি শুধু শ্রমিকদের জন্যই নয়, সমাজের জন্যও উদ্বেগজনক। যারা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন, তাদের এমন দুর্দশা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

একই সঙ্গে, ঈদুল ফিতরের ছুটি ১১ দিন করার দাবি উঠেছে। গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রও ২০ রোজার মধ্যে বকেয়া বেতন, পূর্ণ বোনাস এবং মার্চ মাসের বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়েছে।

ঈদের সময় শ্রমিকরা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গ্রামে যান। পর্যাপ্ত ছুটি না পেলে তাদের এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তবে শ্রমিকদের এই দাবি পূরণে কারখানা কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বিবেচনায় নিতে হবে।

এদিকে, শ্রমিকদের বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধের মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও ব্যাহত করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। বরং শ্রমিক ও কারখানা মালিকদের মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসই এই অচলাবস্থার মূল কারণ। রেলওয়ে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আশ্বাসের পর কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু গাজীপুরে এই আশ্বাস বারবার ভঙ্গ হওয়ায় শ্রমিকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

সরকার ও কারখানা মালিকদের এখন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা জরুরি। বকেয়া বেতন পরিশোধে কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে রেশন ব্যবস্থা বা অন্যান্য সুবিধা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে নিয়মিত সংলাপের ব্যবস্থা করে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। শ্রমিকদেরও আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান খোঁজার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

গাজীপুরের শিল্প খাত দেশের অর্থনীতির একটি বড় চালিকাশক্তি। এখানে শ্রমিক অসন্তোষ দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন ও রপ্তানির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শ্রমিকের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কই পারে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান এনে দিতে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৫ মার্চ ২০২৫

শিশুশ্রম বন্ধ করুন

প্রিন্সিপাল এম এইচ খান মঞ্জু

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজ যারা শিশু তাদের যদি আমরা সযত্নে, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে বিকাশ লাভের সুযোগ করে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে তারা হবে এ দেশের এক একজন আদর্শ, কর্মক্ষম, সুযোগ্য নাগরিক। শিশুদের যদি আমরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে তারা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এ দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগই শিশু। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বিশ্বে ১৬ কোটির মতো শিশুশ্রমিক রয়েছে। সারা বিশ্বের শিশুশ্রমিকদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ জনই এশিয়ার। বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকরা প্রায় ৩৪৭ ধরনের অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। হোটেল থেকে শুরু করে লেগুনা হেলপার, ইট কিংবা কনস্ট্রাকশন-হেন কাজ নেই যা শিশুদের দ্বারা করানো হয় না। শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো নতুন নয়। দেশবিদেশের বিভিন্ন সংস্থা শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও এখনো বিশ্বে বন্ধ হয়নি শিশুশ্রম।

বাংলাদেশে কর্মরত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১৭ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭। ৯ বছরের ব্যবধানে দেশে এই শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭ হাজার ২০৩। এর আগে সর্বশেষ ২০১৩ সালে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৪। বর্তমানে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশু ৩ কোটি ৯৯ লাখ ৬৪ হাজার ৫ জন। ২০২২ সালে দেশের ৩০ হাজার ৮১৬টি পরিবারের ওপর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিচালিত জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিক রয়েছে ১০ লাখ ৬৮ হাজার ২১২ জন। ২০১৩ সালের জরিপে এ সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৮০ হাজার ১৯৫। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রমিক কমেছে ২ লাখ ১১ হাজার ৯৮৩ জন। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ ও ২০২২-এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শ্রমজীবী শিশু ও শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। গত ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এই বৃদ্ধি সামান্য। তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

শ্রমজীবী শিশুদের মধ্যে ২৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪ জন ছেলে এবং ৮ লাখ ২ হাজার ৮৮৩ জন মেয়ে। আর শিশুশ্রমে নিয়োজিত ১৭ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭ জনের মধ্যে ছেলেশিশু ১৩ লাখ ৭৪ হাজার ১৫৪ জন এবং মেয়েশিশু ৪ লাখ ১ হাজার ৯৪৩ জন। একইভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১০ লাখ ৬৮ হাজার ২১২ জন শিশুর মধ্যে ছেলেশিশু ৮ লাখ ৯৫ হাজার ১৯৫ জন এবং মেয়েশিশু ১ লাখ ৭৩ হাজার ১৭ জন।

বাংলাদেশে বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকারখানাতেই শিশুশ্রমিক খুঁজে পাওয়া যায়। দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কলকারখানায় কাজ করা শিশুরা রাসায়নিক পদার্থ ও দূষিত পরিবেশের সংস্পর্শে আসে। ফলে কম বয়সেই চোখের অসুখ, ফুসফুসের নানা সমস্যা, এমনকি ক্যানসারের মতো মরণরোগেরও শিকার হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশুরা বিরামহীনভাবে শ্রম দিচ্ছে দিনের পর দিন। শিশুশ্রম মূলত দারিদ্র্যেরই ফল। সংসারের অভাব-অনটনের কারণেই শিশুরা অল্প বয়সেই শ্রমিক হতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশুদের ন্যূনতম বয়স ১৪ আর কিশোরদের বয়স ১৪-১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম বয়সিদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। শিশুর অভিভাবক কাজ করানোর জন্য কারও সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। এই আইন শুধু কাগজকলমে দেখা যায় বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ খুবই কম দেখা যায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকারি উদ্যোগ জরুরি। দরিদ্রতার পাশাপাশি অশিক্ষা, অনিশ্চয়তা আর অসচেতনতাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাই সবার আগে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ ছাড়াও প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা ও সামাজিক সচেতনতা। প্রতিটি পরিবারে যদি এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশে শিশুশ্রম দূরীকরণে বেগ পেতে হবে না। দেশের সরকারকে শিশুশ্রম আইনে সংশোধন এনে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। শিশুশ্রমে উৎসাহ প্রদানকারীদের আইনের আওতায় এনে শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশকে আগামী তিন বছরের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও অনেক বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। আশা করা যায় শিগগিরই বাংলাদেশ শিশুশ্রম মুক্ত দেশে হিসেবে পরিণত হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর মৌলিক চাহিদা, যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যদি সব শিশুর মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারি, তাহলে তাদের জীবিকার সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে অকালে তাদের জীবনীশক্তি হারাতে হবে না। আরও বেদনাদায়ক হলো, এসব শিশুর অনেকে শ্রম দিয়েও মজুরি পায় না। এটি কেবল অমানবিক নয়, অমার্জনীয়ও।

■ লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

প্রথম আলো • শনিবার, ১৫ মার্চ ২০২৫,

সম্পাদকীয়

শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষ

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হোক

যে শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে কারখানা সচল রাখেন, সেই শ্রমিকদের যদি বেতন ও বোনাসের দাবিতে ফি বছর আন্দোলন করতে হয়, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদ সামনে রেখে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছেন মালিক। ঈদের আগে এটা শ্রমিকদের প্রতি নিষ্ঠুরতাই বটে।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবিতে শ্রমিকেরা কয়েক দিন ধরে গাজীপুর ও সাভারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন করে আসছেন। কখনো কারখানা বন্ধ করে, কখনো মহাসড়ক অবরোধ করে তাঁরা আন্দোলন করছেন। গাজীপুর ও আশুলিয়া এলাকার কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ বেশি।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদ ও পোশাক কারখানা খোলার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। শ্রমিকেরা মিছিল নিয়ে বিভিন্ন কারখানার গেটে গেলে আশপাশের অন্তত ১৫টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এটা খুবই উদ্বেগের খবর। এক কারখানার কারণে অন্য কারখানা কেন বন্ধ ঘোষণা করা হবে? প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কারখানায় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন পাওনার দাবিতে। আর মালিকেরা সুযোগ পেলেই কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। গাজীপুরের একটি বন্ধ কারখানার এক শ্রমিক আক্ষেপ করে বলেছেন, 'অনেক কষ্টে আছি আমরা। বাচ্চাদের খাবার কিনে দিতে পারি না। বেতন না পেলে আমরা কীভাবে সংসার চালাব।'

মালিকদেরও সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু তার সমাধান কারখানা বন্ধ করা নয়। সমাধান খুঁজতে হবে কারখানা চালু রেখেই। শ্রমিক আন্দোলনের কারণে কেবল উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে না, সড়ক-মহাসড়ক অবরুদ্ধ থাকার কারণে রোজার দিনে যাত্রীদেরও চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

গাজীপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টার্সে বিশেষ কল্যাণ সভায় পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম সড়ক অবরোধ করে ঈদের সময় যাত্রীদের চলাচলে বিঘ্ন না ঘটানোর জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রম মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন, ঈদের বোনাস ও মার্চ মাসের আংশিক বেতন ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করা হবে। আমরা শ্রমিক ভাই ও বোনদের বলতে চাই, তাঁদের ন্যায়সংগত পাওনা আদায়ে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় আছি। আমরা সব সময় আপনাদের পাশে থাকব।'

আইজিপি যে শ্রমিকদের পাশে থাকার কথা বলেছেন, কিন্তু সেটা কেবল মুখে বললে হবে না, কাজেই প্রমাণ করতে হবে। মালিকেরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করলে তাঁদের আন্দোলন থেকে সরে আসার সুযোগ নেই। শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন নতুন কোনো দাবিতে নয়, বকেয়া বেতন ও ঈদের বোনাস পাওয়ার জন্য। অনেক কারখানায় শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনও পাননি। মার্চ মাসের শেষে ঈদের ছুটি। তার আগে মার্চের অর্ধেক বেতন দেওয়ার কথা বলেছেন মালিকেরা। এটা শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার নয়।

ঈদের আগে শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে মালিক-শ্রমিক উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। ঈদের আগে যাতে সব কারখানার মালিক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেন, সেই নিশ্চয়তা থাকতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে কখনো শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না।

THE FINANCIAL EXPRESS | Dhaka • Sunday • March 16, 2025
Vol XXXII No. 126 • Regd No. DA 1589 • Chaitra 2, 1431 BS • Ramadan 15, 1446 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

HIGH RAW-MATERIAL IMPORT COSTS, LOW PRODUCT PRICES

RMG value addition wanes, yet to rise to pre-pandemic level

Quick switch to MMF fabrics seen as booster

MONIRA MUNNI

Value-addition to Bangladesh's ready-made garments (RMG) that has been fluctuating in recent years has yet to reach the pre-pandemic level, as higher cost of raw-material imports eats into the export gains.

Exporters mainly blame the rise in raw-material imports, especially that of yarn, for such subdued returns as prices of locally made garments have also been declining in the post-Covid period.

Local RMG items' value addition remained almost static between 60 per cent and 64 per cent since fiscal year (FY) 2012-13 until FY2018-19, according to Bangladesh Bank data.

But a data analysis shows a fluctuating trend, with a decline to 56.49 per cent in FY20 while a rise up to 59.13 per cent in FY21. The rate again dipped to 54.38 per cent in FY22 while rose to 58.11 per cent and 60.13 per cent in FY 23 and FY 24 respectively.

In FY24, Bangladesh received US$36.13 billion from apparel exports, while it imported raw materials worth $14.40 billion. Thus, the country's net value of RMG exports stood at $21.72 billion in FY24, showing a 60.13-percent value addition.

The percentage remained static at 60.09 per cent during the first half (H1) of the current fiscal of 2024-25, as net RMG exports amounted to $11.94 billion against total exports worth $19.88 billion and raw-material imports worth $7.93 billion.

The value addition remained lower than the pre-pandemic 64.32 per cent in FY19, data showed.

The central bank considered the main head value of the components (raw cotton, synthetic/viscose fibre, synthetic/mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics, and accessories for garments) instead of only raw materials - brought through back-to-back LCs, according to its latest quarterly report.

Meanwhile, industry-insiders have said Bangladesh is largely dependent on imported raw materials, such as cotton, petro-chemicals and chemicals, despite being the second-largest exporter of garments.

"The value addition in the knitwear sub-sector is higher than in the woven segment, as the former sources 80 per cent of its necessary raw materials from local market, while woven is largely dependent on imported fabrics," says one of the sources.

When asked, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) executive president Fazlee Shamim

P T O

RMG VALUE ADDITION

FY 2012-13 to FY 2018-19: 60-64%

(In per cent)

FY 20	56.49
FY 21	59.13
FY 22	54.38
FY 23	58.11
FY 24	60.13

H1 of FY 2024-25

- Exports worth: $19.88b
- Raw material imports: $7.93b
- Net RMG exports: $11.94b
- Value addition: 60.09%

RMG value addition wanes, yet to rise

| FROM PAGE 1 COL 6

Ehsan said that prices of locally made garments have been decreasing over the years while costs of imports increasing.

He, however, said they were now producing many high-value-added items, and because of producing these items, their dependence on imported raw materials also increased as Bangladesh does not produce all the required fabrics, especially those of man-made ones.

As a result, value addition in RMG still remains pegged in the current position. Otherwise, the value-addition rate would have been much lower, as prices of garment items have not increased in line with prices of raw materials and cost of production, the exporter notes.

"Value addition to knit items is higher compared to that of woven," he said, explaining that it is because they mostly manufacture products after total processing-yarn manufacturing, knitting and dying-in the country.

On the other hand, buyers have their own nominations - mostly for fabric sourcing, washing and embroidery from third countries - in case of woven garments, he notes.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) former President Faruque Hassan explains that yarn import last year increased significantly, putting an impact on value addition.

He, however, says value addition in the processes of knitting, dyeing, finishing, printing and embroidery has increased though it is yet to reach the requisite level.

Asif Ashraf, former vice -president of BGMEA, however, differs on this score. He says that value addition is not decreasing in recent years.

He, however, says last year cotton import decreased and yarn import increased as spinners couldn't produce yarn mainly because of gas shortage.

"On the other hand, India has been exporting yarn here in the country at a dumping rate," he notes, adding that if yarn import rises, value addition would fall.

Besides, the global demand for garment items made of non-cotton or man-made fibres has been on the increase, whereas Bangladesh largely produces cotton-based items, the apparel-sector leaders noted.

Government policy support is needed to attract investment in producing man-made fibre-based garments - not only to increase value addition but also to face the post-graduation challenges and remain competitive, they added.

Sector leaders have requested the government for providing required policy supports, including cash incentives, for non-cotton or man-made fibre production as well as soft loan to attract investment in this segment.

According to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), yarn imports witnessed a significant surge in 2024. Bangladesh imported 680.43 million kilograms of cotton yarn under bonded facility last year, which was 39.16-percent higher than the 2023 figure of 488.96 million kgs.

Besides, the imports of woven and knit fabrics recorded a 20.02-percent and a 38.35-percent rise, respectively, in 2024.

Munni_fe@yahoo.com

THE BUSINESS STANDARD

SUNDAY 16.03.2025

RMG exports to major markets see double-digit growth in Jul-Feb

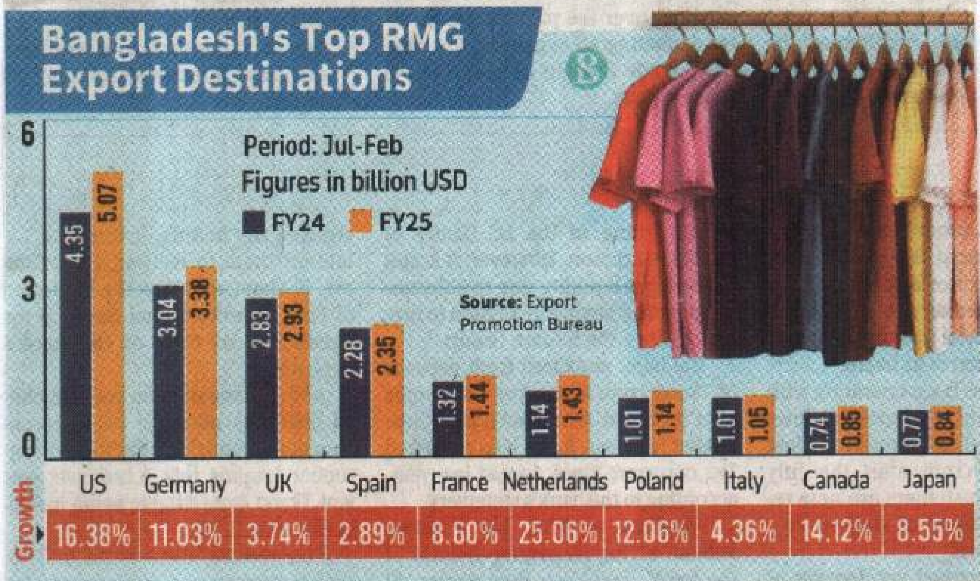

RMG - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Exports to UK and non-traditional markets also perform well with modest growth

Bangladesh's apparel exports to major markets have achieved double-digit growth over the first eight months of the current fiscal year 2024-25, thanks to the growing demand by brands and retailers.

The markets include the European Union (EU), the United States (US), and Canada.

Meanwhile, exports to the UK and non-traditional markets have also performed well with modest growth, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB).

The country's ready-made garments (RMG) exports grew by 10.64% globally, reaching a total of $26.79 billion during the July-February period of FY25.

The EU remained the largest market, accounting for 50.10% of total RMG exports, valued at $13.42 billion. Exports to the US reached $5.06 billion, representing 18.91% of the total, while Canada accounted for $845 million with a 3.16% share.

The UK also remained an important market, with exports worth $2.93 billion, comprising 10.94% of total RMG exports during the period.

In terms of growth, RMG exports to the EU increased by 11.53% year-on-year, while the USA saw a strong increase of 16.38%, and Canada registered a growth of 14.12%. However, exports to the UK exhibited a modest growth rate of 3.74%.

Within the EU, Germany stood out as the largest destination, with exports valued at $3.38 billion, followed by Spain at $2.35 billion, France at $1.43 billion, Italy at $1.05 billion, Poland at $1.13 billion and the Netherlands at $1.43 billion.

Notable growth rates were recorded in Germany at 11.03%, the Netherlands at 25.06%, Poland at 12.06%, Denmark at 14.58%, and Sweden at 21.12%.

The RMG sector also demonstrated growth in non-traditional markets, with an overall increase of 6.23%, as total exports reached $4.52 billion, representing 16.90% of the total RMG exports.

Among these markets, Japan led with imports worth $839 million, followed by Australia at $582 million and India at $478 million. Exports to Turkey and Mexico were also significant, amounting to $305 million and $229 million, respectively. The exports were particularly strong to India at 18.58%, Mexico at 25.14%, and Turkey at 32.20%.

While exports to Japan, Australia, India, Turkey, and Mexico were positive, shipments to Russia, Korea, the UAE, and Malaysia declined.

Mohiuddin Rubel, a former director of BGMEA, told TBS that persistent global trade tensions are reshaping the international trade environment, creating opportunities that Bangladesh could capitalise on, provided the country enhances its productive capacity.

NEW AGE SUNDAY, MARCH 16, 2025,

RMG exports to major destinations increase

Staff Reporter

THE exports of the country's readymade garment items witnessed substantial growth to its major destinations in the past eight months (July-February) of the current financial year 2024-25.

According to the country-wise detailed export data of the Export Promotion Bureau and compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh exported RMG items worth $26.8 billion in July-February of FY25, a moderate increase of 10.64 per cent, from $24.22 billion in the same period of FY24.

Apparel exporters said that, thanks to the growing demands of brands and retailers, export earnings maintained a growth momentum despite the political transition since August 5.

In the July-February period of FY25, Bangladesh bagged $13.42 billion from the European Union countries, the largest market of Bangladeshi manufacturers. This is 11.53 percent higher than the $12.03 billion earned in the same period of FY25. The export earnings from the EU accounted for 50.10 per cent of the total earnings.

Export earnings from the US witnessed a robust growth of 16.38 percent to $5.07 billion, up from $4.35 billion in the July-February period of FY24. The US, the largest single destination for exporters, represented an 18.91 per cent share of the total earnings.

Fetching a positive growth of 3.74 per cent, Bangladeshi apparel exporters earned $2.92 billion in July-February of FY25 from the UK, higher from $2.82 billion in the same period of FY24, the EPB data stated.

From Canada, the RMG sector earned $845.55 million in July-February of FY25, 14.12 per cent more than the $740.91 million earned in the same period of FY24.

Germany remained the largest export destination within the EU countries, from where Bangladeshi RMG manufacturers bagged $3.38 billion in July-February of FY25.

Followed by Germany, the export earnings from Spain stood at $2.35 billion, France at $1.43 billion, Italy at $1.05 billion, Poland at $1.13 billion, and the Netherlands at $1.43 billion, the EPB data stated.

Regarding apparel exports, countries like the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional. Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, UAE, Malaysia, Brazil, and Mexico are major non-traditional export destinations.

Export earnings from the nontraditional market also demonstrated positive growth, with an overall surge of 6.23 percent reaching $4.52 billion, which was $4.26 billion in the FY24 period.

The nontraditional market represented 16.90 per cent of Bangladesh's total RMG exports. Among these markets, Japan led with imports worth $839 million from Bangladesh, followed by Australia at $582 million and India at $478 million.

Moreover, RMG exports to Turkey and Mexico also witnessed significant earnings, amounting to $305 million and $229 million, respectively.

EPB data showed that export earnings from almost all major destinations experienced a double-digit growth rate during the July-February period.

Talking to New Age, Mohiuddin Rubel, former director of the BGMEA, said that Bangladesh's ongoing growth in exports significantly depends on the EU and USA, which continue to be its main markets.

The moderate growth in the non-traditional market underscores the importance of further research and focus in this category, as it possesses substantial growth potential, which will also help to balance reliance on traditional markets, he added.

He also said there should be a dedicated emphasis on investing in backward linkages to bolster and enhance the RMG sector's competitiveness and growth potential, as remaining competitive throughout is always essential.

A file photo shows a female worker works at a garment factory in the capital. The exports of the country's readymade garment items witnessed substantial growth to its major destinations in the past eight months (July-February) of the current financial year 2024-25. — New Age photo

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১২ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 26 March 2025

৯ মাস বেতন না পেয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মীরা, মানবেতর জীবনে

প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলা কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য কর্মীরা ৯ মাস ধরে বেতন-ভাতা ও বোনাস পাচ্ছেন না। ফলে চরম মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গত ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৯ মাস বেতন থেকে বঞ্চিত। পাচ্ছেন না এ ঈদের বোনাসও। এ উপজেলার ৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৪৫ জন হেলথ প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) কর্মরত আছেন। উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের বাশুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি মানবিক কাজল দাস বলেন, প্রতিটি ক্লিনিকে প্রতি দিন ৫০- ৬০ জন সাধারণ রোগীকে ওষুধ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। ৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতি দিন ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৫ শত জন রোগীকে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। প্রসবপূর্ববর্তী-পরবর্তীসহ শিশুদেরও চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়ে থাকে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৌড় গোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌছে দিতে ১৯৯৬ সালে এই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ মানব সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীরা (সিএইচসিপি) বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। হচ্ছে না এই ঈদে পরিবারের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করার সুযোগও।

কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অপারেশন প্লানের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ সাল হতে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বিগত ৯ মানুষ ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে অসহোনীয় মানবেতর কালাতিপাত করছি আমরা। তিনি দ্রুত বেতন-ভাতাসহ সব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবি জানান।

NEW AGE MONDAY, MARCH 17, 2025,

WAGES, ALLOWANCES BEFORE EID

Industrial Police says 200 RMG units may not pay

Saddam Hossain

UNCERTAINTY loomed over the payment of wages and bonuses of readymade garment workers in 200 factories ahead of Eid-ul-Fitr, one of the biggest religious festivals of the Muslims to be held at the end of March, according to the Industrial Police.

However, the sector's manufacturers said that they were intensively monitoring the risky factories and would take sufficient measures if necessary.

The sector people said that the wage situation was complex this year as the manufacturers must pay February wages, Eid bonuses and half of March wages by Ramadan 20 or March 19.

Moreover, they also have to pay the rest of the March wages by April 7, just after the factories reopen after the Eid holidays.

Talking to New Age, Hashibul Alam, additional DIG (operation and crime) of the Industrial Police, said that they had completed a primary list of the risky factories ahead of Eid.

'However, the number of the factories may vary in the final list. So far, about 200 factories are at risk of not paying wages and bonuses in time to their workers at major eight industrial hubs and export processing zones,' he added.

Meanwhile, the Ministry of Labour and Employment has instructed the factory authorities to pay all outstanding wages, bonuses and dues to workers by Ramadan 20 in a tripartite consultative council meeting held on March 12.

Based on their financial capacity, they also urged the entrepreneurs to pay at least 15 days' wages for March.

According to the Industrial Police data, among the risky factories, 128 are members of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, 16 are affiliated with the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association and four are listed with the Bangladesh Textile Mills Association.

Moreover, nine units are under the Bangladesh Export Processing Zones Authority while the rest are not listed with any.

As of Sunday, of the 2,107 active factories across the country, only six factories were closed where three were laid-off, two were on general holiday and another one was operational under no work, no pay guideline as per the Bangladesh Labour Act section 13/1 according to data from a BGMEA source.

The data also said that as of Sunday, 124 BGMEA factories were yet to pay their February wages and 5 still had not paid January wages.

Talking to New Age, Mohammad Hatem, president of the BKMEA, said that businesses were under pressure and they urged the government to clear the debt of Tk 7,000 crore as an export subsidy or cash incentives.

'Banks are not assisting us. If we get at the money, we will be able to pay the wages,' he added.

He also said that the BKMEA had 16-17 risky members and they were working on monitoring these factories closely.

Regarding the ministry's directive of paying wages by Ramadan 20, he said that it would not be realistic as they always paid wages and allowances before the start of the Eid holidays and they thought that they would also move in the same way.

Khairul Mamun Mintu, organising secretary of Garment Workers' Trade Union Centre, told New Age that the government must take action about risky factories.

'The government and the manufacturers should work sincerely as the situation is more complex this year. The factory owners must pay February wages, half of March and bonus by this month and the rest of March by April 7,' he added.

সময়ের আলো বুধবার। ১৯ মার্চ ২০২৫।

শ্রমিকদের চলতি মাসের ১৫ দিনের বেতন দেওয়ার আহ্বান বিজিএমইএর

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের আগে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের বোনাস ছাড়াও চলতি মাসের কমপক্ষে ১৫ দিনের বেতন দিতে হবে বলে কারখানার মালিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। একই সঙ্গে সুযোগ থাকলে ঈদের দুই-তিন দিন আগে ছুটি দিতে কারখানার মালিকদের অনুরোধ করেছে সংগঠনটি।

বিজিএমইএর মহাসচিব মো. ফয়জুর রহমান গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনের সদস্য কারখানার মালিকদের এক নোটিসে জানিয়েছেন, পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে শ্রম পরিস্থিতি এবং শিল্প খাতের শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস ও ছুটিসংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য ৬ মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ৮৫তম সভা হয়। মালিক, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিসহ সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ঈদের আগে পোশাকশিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের কমপক্ষে ১৫ দিনের মজুরি দিতে হবে। ফলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে কারখানার মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান সংগঠনের মহাসচিব।

বিজিএমইএর মহাসচিব পৃথক আরেকটি নোটিসে জানিয়েছেন, ঈদের ছুটিতে সড়ক, রেল ও লঞ্চযাত্রায় একই দিন বাড়তি যাত্রীর চাপ কমানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে ধাপে ধাপে শ্রমিকদের ঈদের ছুটি দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফলে পণ্য জাহাজীকরণ (শিপমেন্ট), ক্রয়াদেশ ও উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বয় করে সুযোগ থাকলে ঈদের দুই-তিন দিন আগে শ্রমিকদের ছুটি দেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। শেষ কর্মদিবসে শ্রমিকরা যাতে পণ্যবোঝাই ট্রাকে যাতায়াত না করেন, অতিরিক্ত যাত্রী না হন, অপরিচিত লোকের কাছ থেকে কিছু না খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন করতে কারখানা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে কাজের চাপ কম থাকলে ঈদের শেষ কর্মদিবসের আগেই ছুটি দিতে কারখানার মালিকদের পরামর্শ দিয়েছেন নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। তিনি বলেন, ঈদের ছুটির আগে রফতানি পণ্য জাহাজীকরণের (শিপমেন্ট) চাপ থাকে। সে জন্য অধিকাংশ কারখানা শেষ কর্মদিবসে ছুটি দেয়। তবে কারও সুযোগ থাকলে আগেই শ্রমিকদের ছুটি দেওয়ার অনুরোধ করেছি। পাশাপাশি ছুটির আগে ঈদ বোনাস এবং চলতি মাসের মজুরি শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পরিশোধ করতে মালিকদের পরামর্শ দিয়েছি আমরা। ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমইবি) ডিজিটাল মানচিত্র অনুযায়ী, দেশে ৩ হাজার ৫৫৫টি রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় ৩০ লাখ ৫৩ হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ৩১ মার্চ পবিত্র ঈদুল ফিতর হতে পারে। সম্ভাব্য এই তারিখ ধরেই পাঁচ দিনের ছুটির তারিখ নির্ধারণ করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এই হিসাবে ২৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ঈদুল ফিতরের পাঁচ দিনের ছুটি। অর্থাৎ ২৯, ৩০, ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল থাকবে এই ছুটি। এর মধ্যে ঈদের দিন সাধারণ ছুটি। আর ঈদের আগের দুদিন এবং পরের দুদিন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মার্চ ২১, ২০২৫ ■ চৈত্র ৭, ১৪৩১

আট শিল্প এলাকায় বেতন দেয়া হয়েছে ৭৪% কারখানায়

পোশাক শিল্পে বোনাস পরিশোধ করেছে প্রায় ২৫ শতাংশ কারখানা

- ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ মোট চালু কারখানা **২,১০৭টি**
- ফেব্রুয়ারির বেতন দিয়েছে **২,০৪৩টি** (৯৬.৯৬%)
- ফেব্রুয়ারির বেতন হয়নি **৬৪টি** (৩.০৪%)
- ঈদ বোনাস দিয়েছে **৫২৫টি** (২৪.৯৪%)

সূত্র : বিজিএমইএ

শিল্প-কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধের চিত্র

সূত্র : শিল্প পুলিশ

মোট কারখানা	বেতন পরিশোধকৃত কারখানা	হার (%)	বেতন অপরিশোধকৃত কারখানা	হার (%)
৯,৬৯৫	৭,২১৮	৭৪.৪৫	২,৪৭৭	২৫.৫৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ৯ হাজার ৬৯৫। এর মধ্যে ৭৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ বা ৭ হাজার ২১৮টি কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে বলে শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শিল্প এলাকায় এ খাতের মোট সচল কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১০৭। এর মধ্যে গতকাল দুপুর পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে ২ হাজার ৪৩টি কারখানায়। আর ঈদ বোনাস দেয়া হয়েছে ৫২৫টিতে।

ঈদের আগে প্রতি বছরই শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়। গত ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী শিল্প এলাকাগুলোয় অসন্তোষ অন্যান্যবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কেননা অভ্যুত্থানের আগে থেকেই নিয়মিত বিরতিতে নানা ইস্যুতে আন্দোলনে নামতে দেখা যায় শ্রমিকদের, যা এখনো চলমান। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অসন্তোষ হচ্ছে পোশাক শিল্পে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এ খাতসহ শিল্প এলাকার সব খাতের কারখানাগুলোকে নিবিড় পর্যালোচনায় রেখেছে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শিল্প পুলিশ ও খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠন। বিজিএমইএ সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সচল কারখানার মধ্যে ১৩-এর ১ ধারায় বন্ধ রয়েছে একটি কারখানা। খোলার পর কাজ

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে ২ হাজার ৪৩টি পোশাক কারখানায় ছবি : ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মার্চ ২০, ২০২৫

ঈদের সময় শ্রমিক বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হোক

ঈদুল ফিতর সামনে রেখে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী শিল্প এলাকাগুলোর অসন্তোষের ঝুঁকি অন্যান্যবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কারণ অভ্যুত্থানের আগে থেকেই নিয়মিত বিরতিতে দেখা মিলেছে শ্রম অসন্তোষের, যা এখনো চলমান। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে শিল্প এলাকাগুলোয় অবস্থিত কারখানাগুলোকে নিবিড় পর্যালোচনায় রেখেছে শিল্প পুলিশ। যথাসময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধ করা না হলে দেখা দিতে পারে শ্রম অসন্তোষ। মালিক পক্ষকে সঠিক সময়ে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গাজীপুর সদর উপজেলার হোতাপাড়া এলাকায় একটি খাদ্য উৎপাদকারী কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। চলতি মাসের ১৭ দিন পার হলেও তাদের ফেব্রুয়ারির বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়নি। একই উপজেলার বানিয়ারচালা এলাকার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঈদুল ফিতরের ছুটি ১১ দিন এবং কারখানার মহাব্যবস্থাপকের (জিএম) পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা কয়েক দিন ধরে গাজীপুর ও সাভারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন করে আসছেন। কখনো কারখানা বন্ধ করে, কখনো মহাসড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন করছেন।

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, ঈদের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক সভা এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬ মার্চ সরকার-শ্রমিক-মালিকের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২০ রমজানের মধ্যে ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের শিল্প পরিস্থিতি ভিন্ন বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন বছরের তথ্য ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে ২০৩টি কারখানাকে সমস্যাসংকুল কারখানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এজন্য চিহ্নিত কারখানাগুলোর প্রতি মাসে বেতন পরিশোধযোগ্যতাসহ বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছে শিল্প পুলিশ। এর মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএসহ বিভিন্ন খাতের কারখানা রয়েছে। চিহ্নিত সমস্যাসংকুল কারখানার তথ্য ৬ মার্চের সভায় সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে জানানো হয়েছে। খাতভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমেও এ ২০৩ কারখানার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে শিল্প পুলিশ। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য সমস্যাসংকুল কারখানা সংখ্যা ৮৭ আর বিকেএমইএর সদস্য কারখানা ১৭টি। সুতা-কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সদস্য কারখানাগুলোর মধ্যে সমস্যাসংকুল ২০টি। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজার) আওতাধীন সমস্যাসংকুল কারখানা চিহ্নিত হয়েছে ১৮টি। কোনো সংগঠনের আওতায় নেই এমন সমস্যাসংকুল কারখানার সংখ্যা ৬১। শিল্প পুলিশের পর্যালোচনা অনুযায়ী শিল্প এলাকাগুলোয় সমস্যাসংকুল কারখানা সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক খাতের।

ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা এবং বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ঈদের আগে নির্ধারিত সময়ে কিছু পোশাক কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ না হওয়ার বিষয়টি পুরনো। সরকার-মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তারিখ নির্ধারিত হলেও কিছু কারখানা তা পরিপালন করে না। যদিও ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত কারণ রয়েছে। এর জন্য অবশ্য দায়ী তদারকির দুর্বলতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়ার প্রবণতা। এক্ষেত্রে ঈদের আগেই সব পোশাক কারখানায় বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং যথাযথ ভাতা ও বোনাসের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখা দরকার, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষ লেগেই আছে। বকেয়া-বোনাস পরিশোধ নিয়ে যেন শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় সেদিকে মালিক পক্ষকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। আমরা আশা করি, মালিকদের সংগঠনগুলো বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

আসন্ন ঈদে যেসব শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সেগুলোয় বেতন-বোনাস দ্রুত পরিশোধ করা উচিত। ত্রিপক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ রমজানের মধ্যে ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করার। আজ ১৯ রমজান। কিন্তু এসময়েও খাদ্য উৎপাদনকারী একটি কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে রাস্তায় নামতে হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধে মালিকদের আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। শ্রমিকরা যেন সঠিক সময়ে তাদের বেতন বুঝে নিতে পারেন সেজন্য মালিকদের সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট কারখানার উদ্যোক্তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে নিয়মিত তাগাদা দিতে পারে। ঈদের আগে যেন সব কারখানায় বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ হয় সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে কয়েক দশকের পথপরিক্রমায় দেশের শিল্প খাত আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যেকোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে সে দেশের শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তাই নিশ্চিত করতে হবে শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও বেতনের নিশ্চয়তা। বেতন-বোনাস সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে আবারো শ্রমিক অসন্তোষ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে শ্রমিকদের ব্যয় বাড়লেও আয় বাড়ছে না। ফলে তারা নানামুখী চাপে রয়েছেন। এ সময়ে পরিবার নিয়ে জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই সঠিক সময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় তাদের পরিবার নিয়ে জীবনযাপন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। যথাসময়ে বেতন-বোনাস দেয়ার ব্যর্থতায় ঘটে যেতে পারে শ্রম অসন্তোষ।

আইন অনুযায়ী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে আগের মাসের বেতন পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদিও তা কখনই যথাযথভাবে পরিপালন হতে দেখা যায় না। ঈদের আগে শিল্প মালিকরা সাধারণত ছুটির আগের দিন পর্যন্ত বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শিল্পের প্রাণ যে শ্রমিক, তাকে বঞ্চিত রেখে আমরা কোনোভাবেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিল্পের উন্নতি ঘটাতে পারব না। তাই শ্রমিকের স্বার্থ বিবেচনা করে ঈদের আগে তাদের বেতন-বোনাস সঠিক সময়ে দিতে হবে। ঈদ ও উৎসবে সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বোনাস ও উৎসব ভাতা পাচ্ছেন। সরকারির সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোক্তারাও তাদের কর্মীদের উৎসব ভাতা দিচ্ছেন। গার্মেন্টসসহ সব শিল্পে এটি চালু হয়েছে। তবে শ্রমিকদের একটা অংশ তাদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের বেতন-বোনাস নিয়ে হেলাফেলা কাম্য নয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন। সরকারকেও শ্রমিকদের পাওনা পেতে সহযোগী হওয়া উচিত।

কেউ যাতে শ্রমিকদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে। ঈদের আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার ও মালিক পক্ষের সংগঠনগুলোকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। ঈদের আগে যাতে সব কারখানা মালিক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করেন সেই নিশ্চয়তা থাকতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয় এবং শিল্পাঞ্চলেও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে না।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ ২০২৫

৮ মাস বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় মানবেতর জীবন

মো. জুয়েল রানা, কুড়িগ্রাম

আট মাস ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন কুড়িগ্রামের ২৯৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার। অন্যদিকে ক্লিনিকগুলোতে কমে গেছে ওষুধের সরবরাহ। এদিকে বেতন-ভাতার বিষয়টি মানবিক হওয়ায় বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রতিদিন সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা নিতে আসছেন। সমস্যার কথা শুনে পরামর্শের পাশাপাশি ওষুধ দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। জেলার চরাঞ্চলসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা হয় ২৯৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক। নিয়োগ দেওয়া হয় একজন করে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার। এরপর থেকে ক্লিনিকগুলোতে সাধারণ রোগের চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করছেন তারা। আর বাড়ির পাশে স্বাস্থ্যসেবাসহ ওষুধ পেয়ে খুশি স্থানীয়রাও।

স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৯ উপজেলায় ২৯৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে চরাঞ্চলে রয়েছে ১১০টি। ক্লিনিকগুলোতে আগে ২৭ প্রকারের ওষুধ দেওয়া হলেও এখন দেওয়া হচ্ছে ২২ প্রকারের।

সদরের পাঁচগাছী ইউনিয়নের সিতাইঝাড় কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার রনজিনা বেগম বলেন, 'কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো প্রকল্প থেকে ট্রাস্টের আওতায় নেওয়ায় ২০২৪ সালের জুলাই থেকে বেতন-ভাতা বন্ধ। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর দিন কাটছে আমাদের। ছেলে-মেয়েদের স্কুলের খরচ চালাতে পারছি না। বেতন না পাওয়ায় কী যে কষ্ট আছি বলার ভাষা নেই। ঈদের আগে বেতন-বোনাস পেলে, ঈদটা পরিবার-পরিজন নিয়ে ভালোভাবে করতে পারব।'

শাকিল আহমেদ নামের আরও এক কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বেতন বন্ধ থাকার কারণে মানসিকভাবে আমরা ভেঙে পড়েছি। তারপরেও স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রেখেছি আমরা। আগে যা হয়েছে হোক, ঈদের আগে বেতন-বোনাসটা পেলে পরিবার নিয়ে ঈদ করতে পারব আমরা।'

কুড়িগ্রামের ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. গোলাম মোহাইমেন বলেন, 'ক্লিনিকগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া সব ওষুধ সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন-ভাতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, দ্রুত তারা বেতন-ভাতা পাবেন।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৫ মার্চ ২০২৫

২৮-২৯ মার্চ ব্যাংক খোলা

পোশাক শ্রমিকদের বেতন পরিশোধে

নিজস্ব প্রতিবেদক

পোশাক শ্রমিকদের বেতন, ঈদ বোনাস, ভাতা ও রপ্তানি বিল পরিশোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ২৮ ও ২৯ মার্চ তফসিলি ব্যাংকের শাখা খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন-এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২৮ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। বেলা ১টা থেকে ২টা জুমার নামাজের বিরতি। ২৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। ১টা ১৫ মিনিট হতে ১টা ৩০ মিনিট জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে। এতে ঢাকা মহানগরী, আশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, ভালুকা ও নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত ব্যাংকের শিল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ মার্চ ২০২৫

গার্মেন্টে অস্থিরতার শঙ্কা

রাশেদ হোসাইন

২০ রোজার মধ্যে বেতন বোনাস দাবি

প্রতি বছরের মতো এবারও ঈদের আগে গার্মেন্টে অস্থিরতার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় আর্থিক সংকটে থাকা কারখানাগুলোতে এ ধরনের ঝুঁকির আশঙ্কা করছে শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত শিল্প পুলিশ।

আলোচনার মাধ্যমে কারখানায় সমস্যা সমাধান করা যায়। তাই গার্মেন্ট মালিকদের সঙ্গে বারবার বসা হয়েছে। ২০ রোজার আগেই শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে। ঈদের আগে রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন কোনোভাবেই মেনে নেবে না পুলিশ। শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর উপকণ্ঠে তিন পাশে শিল্পাঞ্চল রয়েছে। এই পথ ধরেই ঈদে ঘরমুখী মানুষ গ্রামে যাবেন। ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ না করলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হবে। এতে করে সড়ক অবরোধসহ সহিংসতা হতে পারে। শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে দুর্ভোগে পড়তে হবে ঘরমুখো মানুষকে। তবে সে শঙ্কা থেকে এবার আগ থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ বলেন, ঈদের আগে গার্মেন্টে অস্থিরতার শঙ্কা সব সময় থাকে। এবারও শঙ্কা আছে। আমরা এবার রাস্তায় কাউকে দাঁড়াতে দেব না। অনেক কারখানা আছে যারা এখনো বেতন দিতে পারছে না। মালিকদের সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়ার জন্য বলছি আবার শ্রমিকদের বলছি কোনোভাবেই রাস্তা বন্ধ করা যাবে না।

তিনি বলেন, রাস্তা বন্ধকে আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। রাস্তা বন্ধ করলে ঘরে ফেরা অসংখ্য মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। সরকারের সিদ্ধান্ত রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করবে। কারখানার মালিককে আমরা দ্রুত বেতন দেওয়ার জন্য প্রেসার দিচ্ছি। এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২০ রমজানের মধ্যে সব কারখানার বেতন পরিশোধ করার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি রাস্তা অবরোধ করলে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

জানা যায়, ঈদ সামনে রেখে গার্মেন্ট সেক্টরে অসন্তোষ এড়াতে এবার রমজানের আগে থেকেই কাজ করছে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও শিল্প পুলিশ। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২ হাজার ১০৭টি কারখানার মধ্যে এখনো জানুয়ারি মাসের বেতন দিতে পারেনি চারটি কারখানা আর ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেয়নি ১০৬টি কারখানা। জানুয়ারি মাসে বিজিএমইএর মোট

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] কারখানার ৯৯ শতাংশের বেশি কারখানা বেতন পরিশোধ করছে। আর ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করছে ৯৪ শতাংশের বেশি। শ্রমিক নেতারা বলেন, সরকারের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা নিতে রোজা-ঈদ এলে শ্রমিকদের জিম্মি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন শিল্পের মালিকরা। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে ৭ হাজার কোটি টাকা বিশেষ তহবিল ছাড়ের দাবি জানিয়েছেন এ খাতের একটি সংগঠন। অথচ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার জন্য আন্দোলন করা লাগে।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বাড্ডা-রামপুরা-খিলগাঁও আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহীন আলম বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার জন্য প্রতিবছর রাস্তায় নামতে হয়। ঈদ এলেই আমরা দেখি শ্রমিকরা বেতন বোনাসের জন্য আন্দোলন করছে। গার্মেন্ট শিল্পে শ্রমিকের এত অবদানের পর তাদের বকেয়া বেতন বোনাসের জন্য রাস্তায় নামা একটা বিরাট প্রশ্ন। কেন তাদের বকেয়া বেতনের জন্য ঈদ বোনাসের জন্য রাস্তায় নামতে হবে। কোনো সরকার শ্রমিকের পক্ষের সরকার ছিল না। কোনো সরকার শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেনি। আমরা গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র দাবি জানিয়েছি, ২০ রমজানের মধ্যে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস দিতে হবে। মার্চ মাসের পূর্ণ বেতন দিতে হবে। কোনো শ্রমিক হয়রানি নির্যাতন চলবে না, এসব বন্ধ করতে হবে। মালিক পক্ষের কোনো অজুহাত আমরা শুনব না।

সমকাল মঙ্গলবার। ১৮ মার্চ ২০২৫।

ঈদযাত্রায় ভোগাতে পারেন শ্রমিকরা

ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক

■ ইজাজ আহ্‌মেদ মিলন, গাজীপুর

গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে উন্নয়নকাজ চলায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হয়নি। সেসব কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সব রাস্তা ও ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এবারও ঈদযাত্রায় স্বস্তির আশা নেই। গ্রামে যাওয়ার পথে ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে গাজীপুরের শিল্পকারখানার শ্রমিকরা। ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে, সেই আশঙ্কা তত বাড়ছে।

ঢাকার সঙ্গে উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের সড়ক যোগাযোগ হয় গাজীপুরের মধ্য দিয়ে। ঈদে ৩৬টি জেলার মানুষকে

ঈদের আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চের বেতন ও বোনাস দাবি

ফেব্রুয়ারির বেতন দেয়নি প্রায় ৬০০ কারখানা

মার্চের অর্ধেক বেতন-বোনাস দিয়েছে ৩৫ কারখানা

বাড়ি যেতে হয় এই জেলার ওপর দিয়ে। ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে এরই মধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ। তবে তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ এনে দিচ্ছেন শিল্পকারখানার মালিক ও শ্রমিকরা।

ফেব্রুয়ারি-মার্চের বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ২৫ রোজা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। ঈদের আগে এ দাবি কারখানা মালিকরা কতটা পূরণ করতে পারবেন, এর ওপর মহাসড়কের পরিস্থিতি নির্ভর করছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার ভোগড়া বাইপাসে বেতন-বোনাসের দাবিতে একটি কারখানার শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসেন। তাৎক্ষণিকভাবে আশপাশের ১২টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শ্রীপুরে দুই মাসের বকেয়া বেতন, বোনাস ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা।

গত এক সপ্তাহে অন্তত ১২টি কারখানার শ্রমিক ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন। আর বকেয়া বেতনসহ নানা দাবি নিয়ে গত সাত মাসে (৫ আগস্টের পর) অন্তত ১০০ বার শ্রমিকরা এ দুই মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় টিএনজেড গ্রুপের পাঁচটি ও কলম্বিয়ার দুটি কারখানা রয়েছে। প্রতি মাসে এসব কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে আন্দোলন করার পর বেতন পরিশোধ করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কয়েকটি কারখানার শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যে কোনো উপায়ে তারা ফেব্রুয়ারির পুরো বেতন, মার্চের অর্ধেক বেতন ও ঈদ বোনাস পুরোটা নিয়ে বাড়ি যাবেন। এর ব্যত্যয় হলে আন্দোলন হবে।

টিএনজেড গ্রুপের একটি কারখানার শ্রমিক জাহেদুল ইসলাম গতকাল বলেন, 'আমার বেতন-বোনাসের টাকার ওপর কতগুলো মানুষ নির্ভর করে জানেন? স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, বাসার মালিক, বাকিতে যে দোকানি মালপত্র দেন তিনি। এবার বলুন, বেতন ও বোনাস না দিলে রাস্তায় নামা ছাড়া আর কী করার থাকে?' তিনি আরও বলেন, 'আশা করছি, ঝামেলা ছাড়াই বেতন ও বোনাস পাব। এবার আমরাও যানজটমুক্ত সড়ক দিয়ে গ্রামে যাব।'

চান্দনা চৌরাস্তার অটোরিকশার চালক আবুল কাশেম জানান, সব রাস্তা ভালো। তবে এই মোড়ের অবস্থা ভয়ংকর। এ অংশ সংস্কার হয়নি। খানাখন্দে ভরা। এ জন্য চারটি রাস্তায় ভয়াবহ যানজট তৈরি হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ট্রাফিক পুলিশ সদস্য বলেন, গাজীপুরে যানজটের অন্যতম কারণ ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ঈদের আগে মহাসড়কে তিন চাকার যান চলাচল বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া তাকওয়া পরিবহনের অন্তত ৩০০ অবৈধ মিনিবাস চলাচল বন্ধ করলে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হতে পারে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর সুপার (এসপি) এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা চাই, মহাসড়ক যানজটমুক্ত থাকুক। ঈদে স্বস্তি নিয়ে যাতে মানুষ বাড়ি ফিরতে পারে, সে জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু যানজটের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না। শ্রমিকরা যদি রাস্তায় নেমে পড়ে, তাহলে তা স্বস্তির হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'ঈদের আগে শ্রমিকদের তিনটি দাবি। ফেব্রুয়ারির পুরো ও মার্চের অর্ধেক বেতন এবং পুরো ঈদ বোনাস। গাজীপুরে ২ হাজার ১৭৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। গত সাত মাসে অর্থনৈতিক সংকটে ৫০ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। টিকে থাকাগুলোর মধ্যে যদি ১ শতাংশ কারখানায় ঝামেলা হয়, তবু তো ২১টিতে ঝামেলা হবে। সে ক্ষেত্রে পুরোপুরি বলা যাচ্ছে না যে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে।'

তিনি জানান, গতকাল পর্যন্ত ৭২ শতাংশ কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি রয়েছে ২৮ শতাংশ (প্রায় ৬০০) কারখানা। এর ওপর মার্চের অর্ধেক বেতন ও বোনাসের দাবি রয়েছে। মালিকরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেন, তাহলে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হতে পারে।

শিল্প পুলিশের আরেকজন কর্মকর্তা জানান, এরই মধ্যে বোনাস পুরোটা ও মার্চের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৩৫টি কারখানা। তাদের মতো যদি সব কারখানা শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিয়ে দেয়, তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই। স্বস্তির ঈদ হতে পারে সবার জন্য।

সার্বিক বিষয়ে গাজীপুরের এসপি চৌধুরী মো. যাবের সাদেক বলেন, ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক করার জন্য আমরা সব প্রস্তুতি নিয়েছি। কোনো কারখানার শ্রমিক সড়কে নেমে আন্দোলন যাতে না করে, সেটাও নজরদারি করছি। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের বেতন দ্রুত পরিশোধ করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কারখানা মালিককে বারবার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। কোনোভাবে যেন শ্রমিকরা ঈদের আগে রাস্তায় না নামে, সেটা বোঝানো হচ্ছে। ২৫ রমজানের মধ্যে তাদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা পুলিশ, মহানগর পুলিশ ও শিল্প পুলিশ দফায় দফায় মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলছে।

তবে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর হিসাব বলছে, গতকাল পর্যন্ত গাজীপুরের ১২৪ কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। বাকি দুই হাজার কারখানায় ইতোমধ্যে মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে। জানতে চাইলে বিজিএমইএ সহায়ক কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের সাবেক সহসভাপতি শহীদ উল্লাহ আজিম সমকালকে বলেন, 'বাকি কারখানাগুলোও যাতে দু-এক দিনের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে পারে, এ ব্যাপারে সহায়তা করছে বিজিএমইএ।' শ্রম আইন অনুযায়ী, সমাপ্ত মাসের মজুরি পরের মাসের প্রথম ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার কথা। ১৭ তারিখেও কেন এত কারখানা মজুরি পরিশোধ করেনি– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সব কারখানার সামর্থ্য সমান নয়। ছোট অনেক কারখানার পরিস্থিতি ভালো যাচ্ছে না। এ কারণে মজুরি পরিশোধে কিছুটা সময় লাগছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার ৮ চৈত্র ১৪৩১, ২২ মার্চ ২০২৫

শিশুশ্রম বন্ধ করা জরুরি

মোছা. মিথিলা খাতুন

বাংলাদেশ শিশু শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের যে কোনো ধরনের শ্রম নিষিদ্ধ এবং ১৮ বছরের কম বয়সি কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইনের বিধান সত্ত্বেও শিশু শ্রমের ভয়াবহ চিত্র আমাদের সমাজে প্রকট। শহরের অলিগলি থেকে গ্রামের কৃষি মাঠ পর্যন্ত শিশুশ্রমের করুণ দৃশ্য দেখা যায়, যা আইন বাস্তবায়নের ব্যর্থতাকে স্পষ্ট করে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে প্রায় ৩৪ লাখ শিশুশ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৪ লাখ গ্রামাঞ্চলে এবং ১০ লাখ শহরাঞ্চলে কাজ করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মতে, বাংলাদেশে মোট ৩৪ লাখ শিশুশ্রমিকের মধ্যে ১৩ লাখের বেশি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। ILO ও ইউনিসেফের যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫-১৭ বছর বয়সি শিশুশ্রমিকদের বেশির ভাগই এমন কাজে যুক্ত, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব ও পারিবারিক অসচেতনতা এসবের প্রধান কারণ। বিশেষত, গ্রামীণ পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানদের শিক্ষার খরচ বহনে অসমর্থ থাকায় বাধ্য হয়ে তাদের কাজে পাঠান। এতে শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। প্রথমত, শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। মানসম্পন্ন ও বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে। গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যেন অভিভাবকরা শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানেন। তৃতীয়ত, দরিদ্র পরিবারের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, যাতে শিশুরা কাজে না গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়। শিশু শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই শিশুদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এখনই।

শিক্ষার্থী, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ ২০২৫

পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা বেড়ে ২৪০

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইকোটেক্স, এলিট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ ও ইউরো নিট স্পিন নতুন করে সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে

বাংলাদেশের আরও তিনটি পোশাক কারখানাকে সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। কারখানাগুলো হলো– ইকোটেক্স লিমিটেড, এলিট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ইউরো নিট স্পিন লিমিটেড। তিনটি কারখানাই গাজীপুরে অবস্থিত। আর এর মাধ্যমে দেশে পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক ও বস্ত্র কারখানার সংখ্যা বেড়ে ২৪০টিতে দাঁড়িয়েছে। নতুন সনদ পাওয়া কারখানা তিনটির মধ্যে ইকোটেক্স লিমিটেড ৯০ নম্বর নিয়ে প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে। এলিট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ইউরো নিট স্পিন লিমিটেডও প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে। এ দুটি কারখানাই নম্বর পেয়েছে ৮৫।

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ পরিবেশবান্ধব কারখানার ৬৬টি বাংলাদেশে অবস্থিত।

বিজিএমইএর তথ্য অনুসারে, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা বেড়ে হয়েছে ২৪০টি। এর মধ্যে ৯৮টিই লিড প্লাটিনাম সনদধারী। এ ছাড়া ১২৮টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। ইউএসজিবিসি থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি শর্ত পরিপালন করতে হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' ও ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়।

পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা সাজ্জাদুর রহমান মৃধার হাত ধরে ২০১২ সালে প্রথম পরিবেশবান্ধব কারখানার যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে। পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে তিনি স্থাপন করেন ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। তার দেখানো পথ ধরেই দেশে একটার পর একটা পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা গড়ে উঠছে। উজ্জ্বল হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। ২০১৪ সালে সবুজ কারখানা স্থাপন করা হয় তিনটি। ২০১৫ সালে ১১টি। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে স্থাপন করা হয় যথাক্রমে ১৬, ১৮ ও ২৪টি। ২০১৯ সালে আরও ২৮টি সবুজ পোশাক কারখানা স্থাপন করেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। ২০২০ ও ২০২১ সালে ২৪টি করে আরও ৪৮টি কারখানা গড়ে ওঠে দেশে। ২০২২ সালে আরও ৩০টি সবুজ পোশাক কারখানা স্থাপন করেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। ২০২৩ সালে ২৪টি 'গ্রিন' কারখানা গড়ে উঠেছে দেশে। ২০২৪ সালে 'গ্রিন' কারখানার সনদ পায় ২৬টি। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৮টি কারখানা সবুজ কারখানার সনদ পেয়েছে। এভাবে সব মিলিয়ে দেশে মোট পরিবেশবান্ধব সবুজ পোশাক কারখানার সংখ্যা এখন ২৪০টিতে দাঁড়িয়েছে।

এ ছাড়া ৫৫০টি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সনদ পেতে ইউএসজিবিসির অধীনে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ। বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল-ইউএসজিবিসি। তারা 'লিড' নামে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দেয়। লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ 'লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন'।

সনদটি পেতে একটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ থেকে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে হয়। ভবন নির্মাণ শেষ হলে কিংবা পুরনো ভবন সংস্কার করেও আবেদন করা যায়।

১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউএসজিবিসি। সংস্থাটির অধীনে কলকারখানার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভবন, স্কুল, হাসপাতাল, বাড়ি, বিক্রয়কেন্দ্র, প্রার্থনাকেন্দ্র ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব স্থাপনা হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

সাধারণত অন্য স্থাপনার চেয়ে পরিবেশবান্ধব স্থাপনায় ৫-২০ শতাংশ খরচ বেশি হয়। তবে বাড়তি খরচ করলেও দীর্ঘমেয়াদি সুফল মেলে। ইউএসজিবিসি লিড সনদ পেতে স্থাপনা নির্মাণে ৯টি শর্ত পরিপালন করতে হয়। এর মধ্যে আছে– এমন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, যাতে কার্বন নিঃসরণ কম হয়। এজন্য পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি ইট, সিমেন্ট ও ইস্পাত লাগে। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সূর্যের আলো, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি পানি সাশ্রয়ী কল ও ব্যবহৃত পানি প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে হয়।

স্থাপনায় পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। সব মিলিয়ে পরিবেশবান্ধব স্থাপনায় ২৪-৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ, ৩৩-৩৯ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ ও ৪০ শতাংশ পানি ব্যবহার কমানো সম্ভব। তার মানে দেশে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই তা পরিবেশের ওপর চাপ কমাবে।

সমকাল
সোমবার । ২৪ মার্চ ২০২৫

সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ছয় মাস বেতন বন্ধ আনসার ও আউটসোর্সিং কর্মীদের

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

ঠিকাদারের মামলার কারণে ছয় মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩০ জন আনসার ও ১৬০ জন আউটসোর্সিং কর্মী। এতে কর্তৃপক্ষের কাছে সম্মিলিতভাবে তাদের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

১৯০ কর্মীর বকেয়া পাওনা দুই কোটি টাকার বেশি

ঠিকাদারের মামলায় জটিলতার সৃষ্টি

বেতন আটকে যাওয়ায় হতাশা

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই হাসপাতালে আউটসোর্সিং লোকবল নিয়োগের ঠিকাদারি পেয়েছিল গালফ সিকিউরিটি সার্ভিসেস (প্রা. লি.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ৩১ ডিসেম্বর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালের পক্ষ থেকে নতুন করে ঠিকাদার নিয়োগের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে গালফ সিকিউরিটি আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে একটি মামলা করে। মামলায় বিবাদী করা হয়েছে সরকার, স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে। শুনানি শেষে হাইকোর্ট থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের টেন্ডারের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। মামলার কারণে হাসপাতালের আনসার ও আউটসোর্সিং কর্মীদের বেতন আটকে যায়।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. হেলিশ রঞ্জন সরকার জানান, হাসপাতালে দায়িত্বপালনরত ৩০ আনসারের বকেয়া বেতনের পরিমাণ ৪১ লাখ ১৩ হাজার ৭৫০ টাকা। আর ১৬০ জন আউটসোর্সিং কর্মীর সম্মিলিত বেতন পাওনা ১ কোটি ৬২ লাখ ৯৮ হাজার ২৩২ টাকা।

হাসপাতালের হিসাবরক্ষণ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতালে ড্রাইভার, ইলেকট্রেশিয়ান, লিফট অপারেটর, প্লাম্বার ও পাম্প অপারেটর রয়েছেন ১৫ জন। এ ছাড়া দু'জন বাবুর্চি, ৪০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ২০ জন ওয়ার্ডবয়, ২০ জন আয়া, ১৫ জন নিরাপত্তা কর্মী, ১০ জন স্ট্রেচার বেয়ারার, ১০ জন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ১০ জন সহকারী বাবুর্চি, ১০ জন ওটি বয়, ছয়জন ইমার্জেন্সি অ্যাটেন্ডান্ট ও দু'জন মালি কর্মরত। ঠিকাদারের কমিশন, ভ্যাট ও আয়কর বাদ দিয়ে এই ১৬০ আউটসোর্সিং কর্মীর মাসিক বেতন ২৭ লাখ ১৬ হাজার ৩৭২ টাকা।

টুটুল আহমেদ নামে হাসপাতালে কর্মরত এক আনসার সদস্য জানান, হাসপাতালে ৬৩ জন আনসার দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু তিন মাস আগে ৩৩ জন কমিয়ে এখন ৩০ জন রাখা হয়েছে। যে কারণে তাদের কাজের চাপ বেড়ে গেছে। এর ওপর বেতন আটকে যাওয়ায় তারা হতাশায় ভুগছেন।

নিরাপত্তা কর্মী করিমগঞ্জের নিয়ামতপুর গ্রামের সজিব মিয়া বলেন, তিনি বেতন পান ১৬ হাজার ১৩০ টাকা। অন্যান্য আউটসোর্সিং কর্মীর সঙ্গে তাঁর বেতনও আটকে গেছে। এমনিতেই দরিদ্র পরিবার। তার ওপর চলছে রমজান। সামনে ঈদ। সময়মতো বেতন না পেলে কী করে ঈদ করবেন– এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন।

কর্মরত আনসার ও আউটসোর্সিং কর্মীদের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের বেতন একসঙ্গে ছাড়ের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে জানিয়ে ড. হেলিশ রঞ্জন সরকার বলেন, তিনি নিজ উদ্যোগে ১৬ মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে টাকা চেয়ে আবেদন করেছেন। ওই দিনই অর্থ মন্ত্রণালয় বেতন ছাড়ের সুপারিশ করে চিঠি গেছে। ঈদের আগেই আনসার ও আউটসোর্সিং কর্মীরা বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন বলে তিনি আশাবাদী।

শোভন কাজ

NEW AGE

...turday, March 22, 2025, Chaitra 8, 1431 BS ■ Regd No. DA...

1,659 factories discharge waste to Dhaka rivers

World Water Day today

Rashad Ahamad

AT LEAST 1,659 industrial units in a recent count have been found discharging untreated wastewater into canals, rivers and other open waterbodies, aggravating the condition of the already heavily polluted waterbodies.

According to the Department of Environment, all these polluting factories are situated in and around Dhaka city and in different districts under the Dhaka division.

Pollution of waterbodies concentrate in the Dhaka division, experts said, adding that substantial information and data on water pollution outside this division is not much available so far.

Green activists allege that pollution of river water particularly intensifies around Dhaka city as the authorities have miserably failed to stop older sources of pollution, while new more sources have been added to the old ones.

The rivers around Dhaka city are so extremely polluted people of the riverbanks can neither use the water for meeting their daily necessities nor can the aquatic lives survive there.

Amid the reality, Bangladesh is set to celebrate World Water Day 2025 today.

Regarding the source of water pollution, Waterkeepers Bangladesh coordinator Sharif Jamil said that industrial waste and domestic waste are the main sources of pollution of the country's rivers and other open waterbodies.

The Department of Environment officials recently said that they served final notice to the 1,659 errant industrial units they had listed releasing wastewater in the open waterbodies.

All these units would be shut down if they failed to stop the pollution, said DoE officials.

As for the causes of pollution, the officials said that while some factories did not have effluent treatment plants, some others did not run their ETPs regularly mainly to save money.

'Many factories pollute water even after having ETPs to save cost,' said DoE director general Md Kamruzzaman, adding that they would take tougher punitive actions against them.

DoE statistics show that of the water polluting factories, 128 are located under the Dhaka metropolitan area and the rest 1,531 are in Dhaka division.

Of them, 499 factories are in Dhaka district, 380

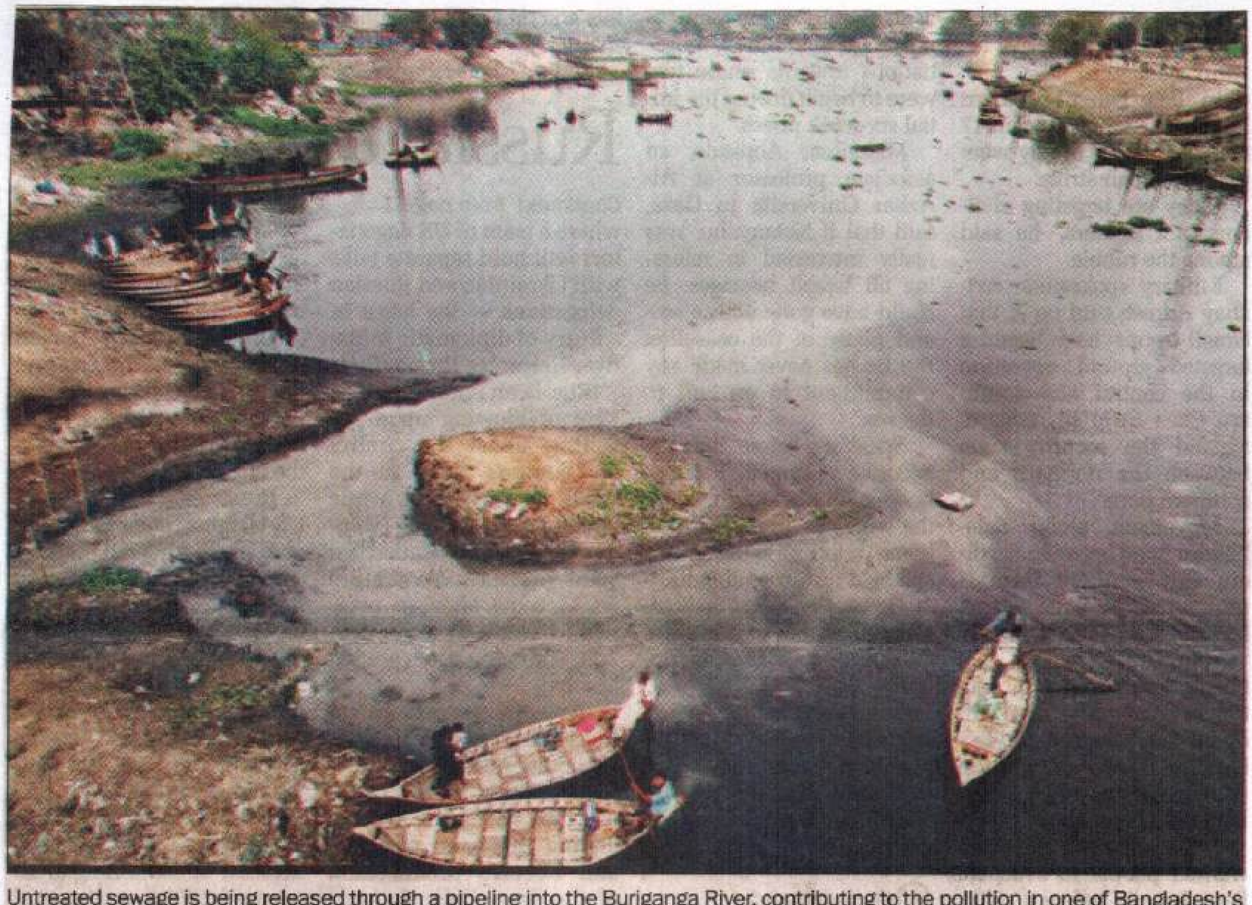

Untreated sewage is being released through a pipeline into the Buriganga River, contributing to the pollution in one of Bangladesh's most contaminated rivers, in Islambagh's Beribadh area of Dhaka. The photo is taken on Friday. — Md Saurav

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

1,659 factories discharge waste

Continued from page 1

in Narayanganj, 519 are in Gazipur, 129 are in Narshingdi, one each in Tangail and Gopalganj districts.

DoE officials said that they had particularly identified textiles, washing and dyeing, and pharmaceuticals factory units and hospitals and clinics to lack ETPs.

Enamul Haque Shimul, director of Mita Fabrics Limited at Rupganj upazila in Narayanganj, said that like many other factories they also received the DoE notice.

'We have an effluent treatment plant at the factory and no-objection certificate also. But the DoE, even it finds small anomalies, it serves notices. It's a regular thing,' he said.

Municipal solid waste and sewage waste are two other major sources of river pollution, green activists said.

They allege that river pollution has worsened over the years as the authorities have failed to take effective measures to curb it although they are very much aware of the situation.

A study conducted conducted in December 2024 by the DoE and the River and Delta Research Centre, a private research institution, using satellite imagery and field surveys has identified the extent of pollution in the Buriganga, Turag, Shitalakkhya and Balu rivers that surround the Dhaka city.

The study report, published in January this year, identified 1,024 pollution points, mainly linked to industrial waste discharge, municipal waste dumping, sewerage outlets, connecting canals and solid waste dumping stations.

In 2020, the number of identified pollution points was 608, the report mentioned.

In 2022, however, the National River Conservation Commission identified 693 pollution sources.

According to the DoE and River and Delta Research Centre study, 102 industrial waste release points discharge untreated pollutants into the rivers, while 75 municipal sewerage lines and 216 private sewerage outlets contribute to the contamination.

The study also highlights 38 sluice gates and 62 service canals acting as pollutant conduits. Additionally, 144 large waste dump stations and 297 smaller dumping points have been identified as major contributors to indiscriminate waste disposal. Also 12 dockyards along with 46 factory units and 36 kitchen markets have also been cited as key pollution sources.

Environmentalist Syeda Rizwana Hasan, also adviser for the ministry of environment, forest and climate change to the interim government, said that inaction of government agencies over the years resulted in the intense pollution of the rivers surrounding the capital.

The interim government undertook initiatives to stop the rampant pollution, she said, adding that revival of the city canals was part of the plan.

In the first phase, 19 canals were targeted for restoration, protection from pollution and encroachment, Rizwana said.

'The government is preparing an action plan to restore the Buriganga and other rivers with the Asian Development Bank support. Over time, the rivers will regenerate,' she further said.

The DoE and River and Delta Research Centre study identified 525 pollution sources in the Buriganga, 97 in the Turag, 173 in the Shitalakkhya, and 33 in the Balu River.

Although the government relocated the heavily polluting tannery industry from Hazaribagh to Harindhara in Savar in 2017, the pollution level now remains higher than it was in 2010.

The relocation project, which aimed to free the Buriganga from pollution, cost Tk 1,078.71 crore.

Under the Buriganga revival project, the Bangladesh Water Development Board has so far spent over Tk 1,100 crore since 2010, but all the initiatives have borne hardly any fruit.

Sharif Jamil alleges that the government's piecemeal measures have been marred by corruption failed to bring any tangible results.

According to the DoE's latest 2024 Surface and Ground Water Quality Report, the water quality in Dhaka's rivers remained 'alarming' for 11 months of the year, except for July, the peak monsoon period.

The DoE monitors water pollution at 102 points across 29 rivers and three lakes nationwide.

The report has also found dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, and chemical oxygen demand levels at critically low level, sometimes dropping to 0.0 milligrams per litre, far below the acceptable levels for most of the year.

Joshadhan Pramanik, founder and coordinator of the Project for Ensuring Food and Shelter for Birds in Banpara, Natore, alleges that the entire drainage networks in the country, discharge sewerage and other waste into rivers, posing severe public health risks.

He said that since 2017, he has been urging the authorities to stop connecting sewer lines to rivers, but his appeals have been ignored outright.

কালের কণ্ঠ ঢাকা । সোমবার । ২৪ মার্চ ২০২৫ ।

বেতন-বোনাস পরিশোধ করুন

উত্তপ্ত শিল্পাঞ্চল

নানামুখী সংকটে নিমজ্জিত দেশের শিল্প খাত। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রয়েছে ডলার সংকট। কমছে ঋণপত্র খোলা এবং নিষ্পত্তির হার। কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েক শ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ধুঁকছে অনেক কারখানা। অনেক কারখানা নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে পারছে না। ফলে বাড়ছে শ্রম অসন্তোষ। এরই মধ্যে চলে এসেছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা সবাই বেতন-বোনাসের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, কিন্তু অনেক কারখানাই এখনো তা দিতে পারেনি। ফলে বাড়ছে আরো অসন্তোষ।

গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঈদে বেতন-বোনাস, ছুটি ও বিভিন্ন দাবিতে শিল্পাঞ্চলগুলোতে রীতিমতো উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। বরং প্রতিদিনই আন্দোলন, বিক্ষোভ, কর্মবিরতিতে সোচ্চার আছেন কর্মীরা। সরকারের ত্রিপক্ষীয় কমিটির (মালিক-শ্রমিক এবং সরকারের) বৈঠকে সমন্বিত উদ্যোগের ফলে মজুরি ও বোনাস নিয়ে সংকট কিছুটা প্রশমন হলেও এখনো কয়েকটি কারখানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ নিয়ে গত শনিবার কয়েকটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষও ছিল। জানা যায়, শনিবার বকেয়া বেতনের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। নগরের ফ্রিপোর্ট এলাকায় বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। পরে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সমঝোতার পর দুপুর ১টার দিকে সড়ক থেকে অবরোধকারীরা সরে গেলে যান চলাচল শুরু হয়। কারখানাটি চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) অবস্থিত। ওদিকে গাজীপুর মহানগরীর বাসন এলাকার জায়ান্ট নিট ফ্যাশন কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় শনিবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। ফলে সকাল থেকেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে দুই ঘণ্টা পর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামীম কালের কণ্ঠকে বলেন, শনিবার ছিল তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ঈদ বোনাস ও মজুরি প্রদানের শেষ দিন। কিন্তু শনিবার বন্ধের দিন হওয়ায় কিছু সমস্যা হয়েছে। তাঁদের ধারণা, এরই মধ্যে ৬০ শতাংশ শ্রমিকের মজুরি হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি হয়েছে ৮০ শতাংশ আর মার্চের বেতন খুব একটা পাননি শ্রমিকরা। বিজিএমইএর সাবেক জ্যেষ্ঠ সভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব কালের কণ্ঠকে বলেন, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০ রোজার মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস ৮০ শতাংশের বেশি কারখানার মালিকরা পরিশোধ করেছেন। বাকিগুলো নিয়েও সংকটের আশঙ্কা করছেন না তিনি।

আমরা চাই না সারা বছর কাজ করার পর ঈদের আগে শ্রমিকরা বেতন-বোনাসের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসুন। এর আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন, এমনটাই প্রত্যাশিত।

সমকাল

২৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ৯ চৈত্র ১৪৩১

ঘরে-বাইরে কর্মজীবী নারীর বৈষম্য

■ আসাদুজ্জামান

শত বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নারী ঘর সামলানোর পাশাপাশি নিজের ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এর চতুর্থ প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশে কর্মক্ষম জনশক্তি ৭ কোটি ১১ লাখ। এর মধ্যে কর্মজীবী পুরুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৬৪ লাখ আর কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ২ কোটি ৪৬ লাখ। পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে ভোগান্তিতে পড়তে হয় নারীকে। এ যুগে এসেও নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়।

অফিস, সংসার ও সন্তান– সব সামলানোর পর নারীর মনে অনুশোচনা, অপরাধবোধের কমতি নেই। মা হিসেবে সন্তানকে আরেকটু সময় দেওয়া, স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে এবং সন্তান হিসেবে বাবা-মার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন নিয়েও আছে চিন্তা। তবে সদ্যোজাত সন্তান ও শিশুদের নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অভাব নেই– সন্তান কোথায়, কীভাবে কার কাছে থাকবে, কেমন থাকবে! সব ব্যবস্থা হলেও একজন করপোরেট মা অফিস থেকে টেলিফোন করে বারবার খোঁজখবর নিতে থাকেন সন্তানের। নুর নীসা রীমা নামে এমন এক করপোরেট মায়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, 'আমার ছেলের বয়স দুই বছর। সন্তান জন্মের আগে থেকে এখন পর্যন্ত সময়টা কত চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। সন্তান আসার খবরটা সবার জন্য সুখের হলেও আমার জন্য ছিল কষ্টের। সন্তান হবে, এমন খবরে একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি স্থায়ী হওয়ার পরও আমাকে বিনা দোষে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। প্রায় দুই বছর পর নানা সংকট ছাপিয়ে আবার যখন কাজ শুরু করি তখন সন্তান কোথায় রাখব, এই চিন্তায় আমার ঘুম হারাম হয়। অবশেষে অফিসের কাছাকাছি একটি চাইল্ড কেয়ারে সন্তানকে ভর্তি করি। এখন কিছুটা স্বস্তি এলেও ওকে সময়মতো আনা-নেওয়া করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অফিস মা হিসেবে আমাকে কিছু ছাড় দিলেও সময়মতো বেড়ে যাওয়ায় জটিলতা কাটাতে আরেকজনকে ঠিক করতে হয়েছে। ফলে যে আয় আসে তার অধিকাংশই চলে যায় এসবে। তবুও আমি কাজ চালিয়ে যেতে চাই, নিজেকে নিজের উপার্জনে চালাতে চাই।'

স্থপতি সালমা হোসেন বেশ কয়েক বছর ধরে নিজ যোগ্যতায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন ছবি:: ইউএন উইমেন

কথা হয় এই কিডস লিভজ প্রিস্কুল ডে কেয়ার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউটের স্বত্বাধিকারী লীনা ফেরদৌসের সঙ্গে। তিনি বলেন, '১৫ বছর আগে আমি এই প্রতিষ্ঠান চালু করি। আমি করপোরেট অফিসে চাকরি করতাম। একটা সময় আমার সন্তানকে রাখা নিয়ে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। কর্মজীবী মায়েদের এমন কষ্ট আমি বেশ অনুভব করতাম। তখন মায়েরা যেন সন্তানকে কোথাও নিশ্চিন্তে রেখে কাজ করতে পারে, এমন চিন্তা থেকেই আমার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এখানে যেসব শিশু আসে, তাদের অধিকাংশের বাবা-মাই কর্মজীবী। সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের বিকল্প নেই তবে আমরা চেষ্টা করি যতক্ষণ তাদের সন্তান থাকে যেন ঘরোয়া পরিবেশে সুস্থ ও নিরাপদে থাকে।' মানসিক ও শারীরিক বিকাশের বিষয়টি প্রাধান্য দেই।'

অনেকে মনে করেন, 'কর্মজীবী নারীর সন্তান বখে যায়। তারা মানুষ হয় না।' কিন্তু হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, কর্মজীবী মায়েদের মেয়েরা জীবনে তুলনামূলক বেশি সফল হয়। আর এসব মায়ের ছেলেসন্তান হয় নারীর প্রতি অনেক যত্নশীল। গবেষণাপত্রে বলা হয়, যেসব মা শুধু গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকেন, তাদের মেয়ের চেয়ে কর্মজীবী মায়ের মেয়েদের চাকরি করতে বা স্বনির্ভর হতে বেশি দেখা যায়। এমনকি কর্মজীবী মায়ের মেয়েরা অন্যদের চেয়ে বেশি উপার্জনও করেন। কর্মজীবী মা তাঁর বাড়িতে সন্তানদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখেন। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে যে কার কতটুকু দায়িত্ব।'

তবে এসব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় বাসস্থান সংকট, নারীবান্ধব পরিবহন, ডে-কেয়ার সেন্টারের অপর্যাপ্ত, যৌন হয়রানির ভয়, বেতন-বৈষম্য ইত্যাদি। তবে সব সংকট ও চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে এ দেশের কর্মজীবী নারীরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে– এটা সবার প্রত্যাশা। ❖

Sunday • March 23, 2025

Large industries see double-digit growth in Dec riding on RMG

JASIM UDDIN HAROON

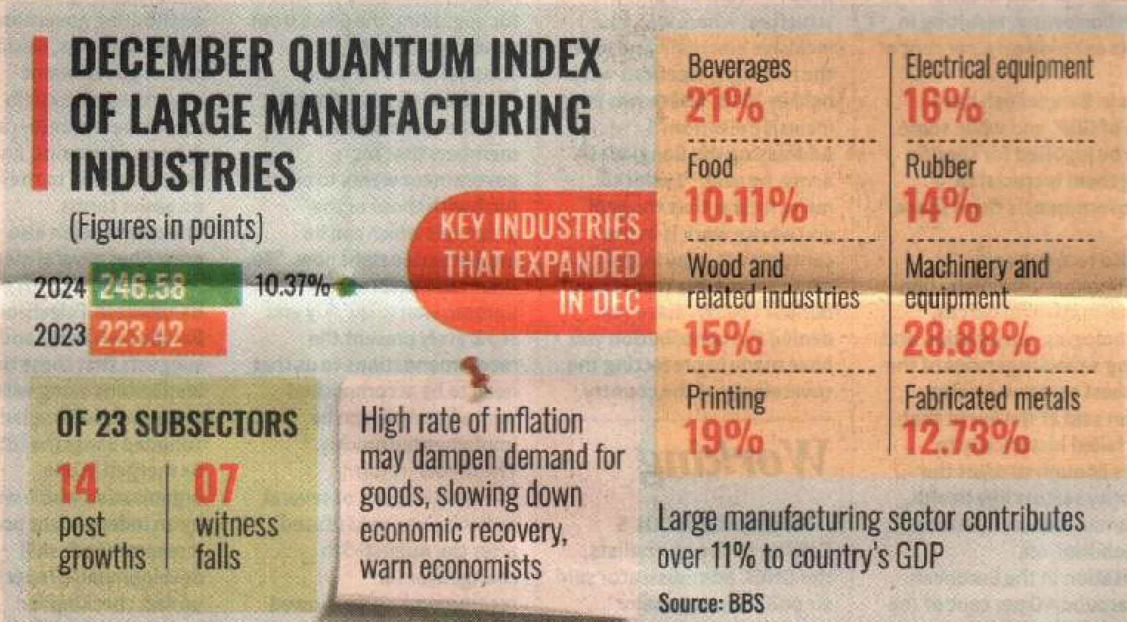

Country's large-scale manufacturing sector recorded a double-digit growth of 10.37 per cent in December last year, rising from the same period in 2023, according to data released last week by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Large-scale manufacturing contributes over 11 per cent to the country's GDP and serves as a key indicator of industrial performance.

The quantum index of large manufacturing industries reached 246.58 points in December 2024, up from 223.42 in December 2023.

Of the 23 manufacturing subsectors, 14 posted growth, while seven saw declines.

Sectors that contracted during the months included tobacco products, textiles, leather, chemicals, paper, computer-related industries, and "other manufacturing" sectors.

However, the large industries registered sluggish growth earlier in the current fiscal year (FY 2024-25), with the index rising by only 3.85 per cent in July-September quarter (Q1).

The December rebound was, however, largely driven by the ready-made garments (RMG) sector that holds the largest weight in the index at 61 out of 100. Any fluctuation in RMG significantly impacts the overall manufacturing index.

Other key industries that expanded in December last included: beverages 21 per cent, food 10.11 per cent, wood and related industries 15 per cent, printing 19 per cent, electrical equipment 16 per cent, rubber 14 per cent, fabricated metals 12.73 per cent, machinery and equipment 28.88 per cent, pharmaceuticals and furniture 4.0 per cent each during the period under review.

The strong performance in manufacturing aligns with the Purchasing Managers' Index (PMI), which stood at 61.7 in December, indicating economic expansion.

Industry experts say political unrest-leading to the fall of the Awami League government-weighed on growth in the Q1 of this FY.

Mr. Anwar-ul Alam Chowdhury (Parvez), president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), identified high lending rates as a major barrier to business expansion further.

The lending rate is a barrier to further expansion of business which was also associated with poor buying orders, he said.

Mr. Syed Nazrul Islam, a former leader of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and managing director of Well Dress, said that clothing orders increased after the Q1, although some orders had previously shifted to India and Pakistan.

Economists believe that the economic activity is gradually recovering, driven by a stabilised foreign exchange market and rising domestic demand.

Dr. Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office, said that the student-led uprising in mid-July caused temporary setbacks, He, however, expressed optimism about economic recovery.

"Inflation remains a challenge for industrial expansion but it is gradually easing," he said, adding that the improvement is also reflected in the country's export earnings.

The export earnings were up by 10.41 per cent to US$32.93 billion in July-February period of this FY.

Dr. M. Masrur Reaz, Chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh, attributed the growth in the manufacturing sector to seasonal factors and a strong rebound in RMG.

He said that with the RMG sector making up over 60 per cent of the index and growing over 16 per cent in December, it has been the key driver of overall industrial growth.

He expected continued improvements in the clothing sector in the coming months.

The economist also predicted that climate change could boost beverage production in the coming months as seen during last summer.

However, economists have warned that the high rate of inflation could dampen demand for goods and services, potentially slowing down broader economic recovery.

jasimharoon@yahoo.com

শোভন কাজ

বণিক বার্তা
সোমবার, মার্চ ২৪, ২০২৫ ■ চৈত্র ১০, ১৪৩১

দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির গড় হার ১.৫% কর্মসংস্থানে ০.২ শতাংশ

২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এক দশকে দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেড়েছে গড়ে দেড় শতাংশ হারে। যদিও একই সময়ে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যেকোনো দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে, নতুন কর্মসংস্থান বেড়েছে তার তুলনায় একেবারেই সামান্য। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের এক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এক দশকে দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেড়েছে গড়ে দেড় শতাংশ হারে। যদিও একই সময়ে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ২ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতি বছর দেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ কর্মক্ষম হয়ে উঠলেও তাদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়নি। এমনকি বিভিন্ন খাতের সবচেয়ে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান বা ফ্রন্টিয়ার ফার্মগুলোও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা দুর্বিপাকে চাকরি হারিয়েছেন অনেকে। এতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ও নতুন কর্মসংস্থানের গড় প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে কর্মহীনতা বৃদ্ধির গড় হার।

বিশ্বব্যাংকের ভাষ্যমতে, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রকৃত জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে (৬ দশমিক ৪ শতাংশ) বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশি। এমনকি দারিদ্র্যের হার নব্বইয়ের দশকের ৩০ শতাংশের বেশি হার থেকে কমিয়ে এনে ২০২২ সালে ৫ শতাংশ দেখানো হয়েছে। এসব পরিসংখ্যান কাজে লাগিয়ে ২০২৬ সালে বাংলাদেশকে অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু এসব পরিসংখ্যানের প্রতিফলন দেশে নতুন কর্মসৃজনের তথ্যে দেখা যাচ্ছে না।

ব্রেটন উডস সংস্থাটির গত মাসে প্রকাশিত 'ফ্রন্টিয়ার ফার্মস অ্যান্ড জব ক্রিয়েশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন পর্যালোচনা উঠে আসে। প্রতিবেদনের ভাষ্যমতে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার বেড়েছে গড়ে দেড় শতাংশ করে। যদিও নতুন কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র দশমিক ২ শতাংশ।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সূচক (২০১৩-২০২২)

	প্রবৃদ্ধি*
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী**	১.৫%
কর্মসংস্থান	০.২%
কর্মহীনতা	২.০%

*গড় হার
**১৫-৬৪ বছর

শোভন কর্মসংস্থানের অনুপস্থিতি দেশে কর্মহীনতার সংকটকে ক্রমেই প্রকট করে তুলছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে যতই সময় যাবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে। আবার অর্থনীতির নানা বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির ধারার ওপর নির্ভর করছে কর্মসংস্থান কোন পথে বাড়বে। দুটো পরিসংখ্যান সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণে দেখা যাবে কর্মক্ষমদের একটি অংশ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারেননি। আমাদের এখানে সমস্যা হলো শোভন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র গড়ে ওঠেনি, খুব কম। প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক খাতগুলোয় কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট কর্মসংস্থানের বড় অংশটিই হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক। এসব খাতে মজুরি খুব কম। সবকিছু ছাপিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের ঘাটতি একটা বড় কারণ। এটা অর্থনীতির একটা কাঠামোগত সমস্যা। এর কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটিই এখন পর্যন্ত বড়। আবার প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের খাতও বাড়তে পারছে না। শুধু আমাদের না, বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিক্য রয়ে গেছে। এসব কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় শোভন কর্মসংস্থান অনুপস্থিত।'

বিগত বছরগুলো দেশে তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকলেও সংকুচিত হয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হারে। এতে দেশে তরুণ বেকারত্বের হার ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে পৌঁছেছে ১৬ শতাংশে।

পেশা নির্বাচনে সামাজিক অগ্রাধিকারে পরিবর্তনকে তরুণ বেকারত্বের হার বৃদ্ধির বড় কারণ হিসেবে দেখছেন বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) একেএম ফাহিম মাসরুর। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'স্বাভাবিকভাবে বছরে নতুন যে ২৪-২৫ লাখ শ্রমশক্তি বাজারে আসে, তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট; বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে পাস করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেকারত্ব খুবই বেশি। কারণ তারা গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কৃষি, কারখানাসহ নিম্ন আয়ের কাজ করতে চায় না। আগে মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট ছিল; এখন তা ১০ শতাংশ। গ্র্যাজুয়েশন করে তারা অন্যান্য কাজে আগ্রহী হচ্ছে না। আমাদের কৃষি ও শিল্প কারখানায় গ্র্যাজুয়েটের চাহিদার চেয়ে নন-গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা বেশি। ফলে এখানে পেশা নির্বাচনে সামাজিক অগ্রাধিকারে পরিবর্তন আসছে, যা তরুণ ও সামগ্রিক বেকারত্বের একটা বড় কারণ।'

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তখন জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল বেশি। দেশের শ্রমশক্তিও ছিল মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গত অর্ধশতকে দেশের অর্থনীতির কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। কৃষিনির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পের দিকে এগিয়েছে দেশ। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান এখন কৃষিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না শ্রমবাজারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর

এজন্য ব্যবসার নানা প্রতিকূলতার পাশাপাশি কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করতে না পারাকে দায়ী করছেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি আরদাশীর কবির। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনকে গুরুত্বসহকারে নিতে হবে। এছাড়া দক্ষতার উন্নয়নকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। দিনমজুর আর নির্মাণ শ্রমিক বিদেশে পাঠিয়ে বাংলাদেশের কোনো লাভ আদতে হচ্ছে না। আমাদের প্রশিক্ষিত নার্সের মতো প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের জোগান নিশ্চিত করবে কে? সুদহার এখন ১৩ শতাংশের বেশি। কথায় কথায় বলা হচ্ছে তিন মাস টাকা দিতে না পারলে আপনি খেলাপি। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ বড় হয় না। ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে দিতে হবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে চুরি করতে দিতে হবে। এতদিন তো চুরি করতে দেয়া হয়েছে। আবার শ্রমিকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে। আমাদের কৃষি খাতকে যথাযথ গুরুত্ব আমরা দিতে পারিনি। যদিও এত উর্বর ভূমি বিশ্বের আর কোথাও নেই। বিশ্বের অনেকে কৃষিজাত পণ্য রফতানি করছে, কিন্তু আমরা করছি না। সরকারকে অনেক গভীরে যেতে হবে।'

শিল্প খাতের মোট আয় ও অবদানে এখন ফ্রন্টিয়ার ফার্মগুলোরই আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এসব ফ্রন্টিয়ার ফার্মও এখন মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না বলে বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের ফ্রন্টিয়ার ফার্মগুলো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি উদ্ভাবনমুখী। এদিক থেকে তারা তাদের প্রতিযোগীদেরও ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এসব ফ্রন্টিয়ার ফার্ম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকেও বেশ এগিয়ে ছিল। বর্তমানে দেশের মোট পণ্য ও সেবা বিক্রির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ফ্রন্টিয়ার ফার্মগুলোর দখলে। যদিও দেশের মোট প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে এসব ফ্রন্টিয়ার ফার্মের অবদান মাত্র ১৫ শতাংশ। দেশের প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাক খাতে (আরএমজি) প্রাতিষ্ঠানিক আয় ও নতুন কর্মসৃজনের হারে ব্যবধান অত্যন্ত বেশি। দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মোট আয়ের প্রায় অর্ধেকই আরএমজি খাতের ফ্রন্টিয়ার ফার্মগুলোর দখলে। যদিও বেসরকারি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে এসব প্রতিষ্ঠানের অবদান প্রতি ১২টিতে মাত্র একটি।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের অন্যতম বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা আমাদের মূল কর্মশক্তি। নানাবিধ কারণে এদের জন্য আমরা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারছি না। অন্যতম কারণ হলো আমাদের প্রকৃত উদ্যোক্তা যারা রয়েছেন, তারা সেভাবে বড় হতে পারেননি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যারা প্রতারণা করেছে, তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বেশি। আমরা শিল্পায়নকে যথাযথ সহায়তা করিনি। আমরা শিল্প প্রবৃদ্ধিরও রাজনৈতিকীকরণ করেছি। আমরা অবাধ প্রবৃদ্ধি হতে দিইনি। আমরা সংকোচন করেছি, মাফিয়া চক্র বানিয়েছি। দেশের এমন একটি পরিস্থিতিতে অবাধ প্রবৃদ্ধি কীভাবে হবে? তাছাড়া সরকার তো কর্মসংস্থান করে না। কর্মসংস্থান করে সিভিল খাত। সরকার চাকরিদাতা না। সরকার একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যা লাগে, তাই করে। আজকের দুনিয়ায় কোনো কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। উদাহরণস্বরূপ আমাদের পর্যটন খাতের কথা বলা যায়। খাতটিকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে এখানে হাজার হাজার তরুণের কর্মসংস্থান হতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশেই এটা হচ্ছে। কিন্তু আমরা খাতটিকে বিকশিত করতে পারিনি। এটা করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো ধরনের উদ্যোগও আমরা নিতে পারিনি।'

এছাড়া শিল্প খাতের কেন্দ্রীভবনকেও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অন্যতম দায়ী কারণ হিসেবে দেখছেন তিনি। বণিক বার্তাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা শুধু বস্ত্র খাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছি। খাতটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে দেখা গেছে। এদিকে শিল্প বসে গেছে। আমার আট মাসের অভিজ্ঞতায় দেখলাম, আমরা সবকিছু কুক্ষিগত করে রেখেছি। ফলে তরুণদের কর্মসংস্থানসংশ্লিষ্ট সব খাতে অসম প্রবৃদ্ধি থাকারই কথা। এতে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। যদিও তারা সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের চেয়েও কষ্টে থাকছে। এসব বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি। বর্তমান সরকারে আমিসহ যারা রয়েছেন, তাদের কারোরই কোনো "কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট" নেই যে আমরা শ্রমিকদের তাদের ন্যূনতম প্রাপ্য দেব না।'

NEW AGE

TUESDAY, MARCH 25, 2025

Govt should ensure timely payment of worker dues

DESPITE promises from all apparel sector stakeholders, some factories are yet to clear the workers' monthly wage and the festival allowance for the forthcoming Eid-ul-Fitr. The Industrial Police and the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters' Association report that 2,069 factories among 2,107 units in operation have already paid the February wages and are now in the process of making partial payment for March and the festival allowance. Workers of several factories in Gazipur and Chattogram, meanwhile, took to the streets demanding due wages. Giant Knit Fashions Ltd in Gazipur declared closure without paying workers their wages. For the past two days, several hundred workers of at least five factories have sat in in front of the Department of Labour building in Dhaka demanding due wages. An agitating worker of Stylecrafts Limited reportedly suffered a heart attack at the sit-in and died when he was taken to the nearest hospital. It is unacceptable that workers would have to take to the streets, even die untimely death, in demanding their wages.

Every year, the management of a number of factories dilly-dallies in paying the festival allowance, prompting labour unrest. This year too, workers have already taken to the streets. While the owners try to justify the delay, citing liquidity crisis or other similar constraints, workers allege that the factory management intentionally withholds the payment until the last minute, fearing that they would take leave, without making the product shipment deadlines, for their families in outlying areas. Whatever may be the reason for this dilly-dallying of the payment, the labour ministry should already have had a mechanism in place to ensure that workers were paid their dues in time. It is not just the festival allowance. The apparel industry has a tendency to delay the payment of monthly wages. Earlier this month, an apparel worker reportedly died in a factory as his supervisor denied her sick leave. Women workers regularly complain that instead of granting them a maternity leave with due benefits, they are often forced to resign. Labour organisers blame the ministry for the recurring failure of the factory management in paying dues before Eid or the denial of other employment benefits as they have no leverage over the owners' association.

Industry owners' violation of labour law regarding the timely payment of wages has become a common practice. There has, however, hardly been any instance of holding the factory management to account for failing to perform their duties as employers. This bias is detrimental to resolving the crisis at hand as well as any long-term improvement in industrial relations. In immediate terms, the government should take early steps to ensure the payment of due wages and festival allowance.

প্রথম আলো ● মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ ২০২৫,

পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও ছুটির টাকাসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে গাজীপুরের টি এন জেড গ্রুপের শ্রমিকেরা সড়কে বসে বিক্ষোভ করেন। গতকাল রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

সব শ্রমিক এখনো ঈদ বোনাস পাননি

তৈরি পোশাকশিল্প

বিজিএমইএর সচল ২ হাজার ১০৭টি কারখানার মধ্যে ১৬ শতাংশ গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকের ঈদ বোনাস দেয়নি।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

প্রতিবারের মতো এবারও নির্ধারিত সময়, অর্থাৎ ২০ রমজানের মধ্যে রপ্তানিমুখী সব তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ঈদ বোনাস পাননি। সময়সীমা না থাকায় চলতি মাসের অর্ধেক বেতন এখনো দেয়নি অধিকাংশ কারখানা। শুধু তা-ই নয়, গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনও বাকি কিছু কারখানায়।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য ১৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ঈদ বোনাস গতকাল সোমবার পর্যন্ত দেয়নি। আর নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক কারখানা শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এখনো দেয়নি।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে শ্রম পরিস্থিতির পাশাপাশি শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটিসংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) সভা হয়। শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-বোনাসসহ সব পাওনা ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া মালিকপক্ষকে চলতি মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতনও দিতে হবে।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, সংগঠনের সচল তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১০৭। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ১ হাজার ৭৬৩টি বা ৮৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ কারখানা শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দিয়েছে। চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকা অঞ্চলের কারখানার বোনাস পরিশোধের হার বেশি। ঢাকার ১ হাজার ৭৬৯টি সচল কারখানার মধ্যে ৮৭ শতাংশ বোনাস দিয়েছে। তার বিপরীতে চট্টগ্রামের সচল ৩৩৮টি কারখানার মধ্যে বোনাস দিয়েছে ৬৫ শতাংশ।

এদিকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৪ শতাংশ বা ৮৪টি তৈরি পোশাক কারখানা চলতি মাসের বেতন দিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার ৪১ ও চট্টগ্রামের ৪৩টি কারখানা রয়েছে। আর গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখনো পরিশোধ করেনি ৩১টি কারখানা। এর মধ্যে ঢাকার ২২টি ও চট্টগ্রামের ৯টি কারখানা রয়েছে।

> **প্রতিবছরই ঈদের আগে শ্রম মন্ত্রণালয় সভা করে বেতন-বোনাস দেওয়ার দিনক্ষণ বেঁধে দেয়। তবে শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই হয় না, তদারক করতে হয়। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে কারখানামালিকেরাও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেন না।**
>
> **সালাউদ্দিন স্বপন**, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল

এদিকে ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে, বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাও বাড়ছে। বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে দুই দিন ধরে ঢাকার উত্তরায় বিজিএমইএর ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন ভালুকার রোর ফ্যাশনের শ্রমিকেরা। গতকাল শ্রমিকেরা ভবনটির ফটক অবরুদ্ধ করলে বিজিএমইএ কার্যালয়ের অনেক কর্মকর্তাই কার্যালয়ে ঢুকতে পারেননি। সে কারণে সংগঠনের দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ঈদে অতিরিক্ত ছুটি দাবি করে আশুলিয়ার চান্তিক গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা গতকাল কাজ বন্ধ করে দেন। শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে একই এলাকার জন রন সোয়েটার্স কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল সড়ক অবরোধ করেন।

পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস, ছুটির টাকাসহ অন্যান্য পাওনার দাবিতে গাজীপুরের টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকেরা গতকাল বিজয়নগর এলাকায় সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন। এর আগের দিন অর্থাৎ রোববার বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার একপর্যায়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ানসের কর্মী রাম প্রসাদ সিং। গত মঙ্গলবার থেকে গাজীপুরের কারখানা দুটির শ্রমিক-কর্মচারীরা আন্দোলনে ছিলেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিজিএমইএর সাবেক এক নেতা *প্রথম আলো*কে বলেন, টিএনজেড গ্রুপ, রোর ফ্যাশনসহ সাত-আটটি কারখানার বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা আছে।

নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সচল কারখানার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৭৫০। গতকাল পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে। এমন তথ্য দিয়ে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, আপাতত বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা নেই। কিছু কারখানার শ্রমিকেরা অযৌক্তিকভাবে মূল বেতনের শতভাগ বোনাস, সরকারি ছুটির মতো ৯-১০ দিন ছুটি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, ছুটির আগেই সব কারখানা বেতন-ভাতা পরিশোধ করে দেবে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ঈদের ছুটি দিতে শুরু করবে কারখানাগুলো।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ঈদুল ফিতরের আগে বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধ নিয়ে প্রায় ৫০০টি তৈরি পোশাক কারখানায় অস্থিরতার কথা জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে ৩৬টি কারখানাকে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে ঈদ বোনাস না দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিবছরই ঈদের আগে শ্রম মন্ত্রণালয় সভা করে বেতন-বোনাস দেওয়ার দিনক্ষণ বেঁধে দেয়। তবে শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই হয় না, তদারক করতে হয়। অথচ কেন দেওয়া হচ্ছে না, সেটি জবাবদিহির আওতায় আনার দায়িত্বটা সরকার ভুলে যায়। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে কারখানামালিকেরাও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেন না।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, ইতিমধ্যে বেতন-ভাতা নিয়ে শ্রম অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এখনই দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার শঙ্কা আছে।

শোভন কাজ

সমকাল

মঙ্গলবার। ২৫ মার্চ ২০২৫।

বেড়েছে দারিদ্র্যের হার কমেছে খাদ্য নিরাপত্তা

বিআইডিএসের ধারণা জরিপ

সমকাল প্রতিবেদক

দেশে দারিদ্র্যের হার এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আগের চেয়ে বেড়েছে। গত বছর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পরিচালিত এক ধারণা জরিপ বা পারসেপশন সার্ভেতে এমন চিত্র উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার বিআইডিএসের নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত সেমিনারে আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। বিআইডিএসের ধারণা জরিপে এ হার হয়েছে ২৩ দশমিক ১১ শতাংশ। যদিও বিবিএসের খানা আয় ও

বেড়েছে দারিদ্র্যের হার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ব্যয় জরিপ দেশব্যাপী অনেক বড় নমুনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর বিআইডিএস পাঁচটি জেলার ওপর ধারণা জরিপ করেছে। বিআইডিএস বলেছে, তাদের জরিপটি খানা আয় ও ব্যয় জরিপের সঙ্গে তুলনা করার জন্য নয়। তবে ধারণা জরিপে এটি ফুটে উঠেছে যে, দুই বছর আগের চেয়ে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) সহায়তায় জরিপটি পরিচালিত হয়। ঢাকা, বান্দরবান, খুলনা, রংপুর ও সিলেট জেলা জরিপের জন্য নির্ধারণ করা হয়। মোট ৩ হাজার ১৫০টি খানা বা পরিবারের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে শহরের খানা ১ হাজার ৯৯০টি এবং গ্রামীণ খানা ১ হাজার ১১৬টি। সবচেয়ে বেশি ৭৫০টি খানা ঢাকার।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডব্লিউএফপির অফিসার ইনচার্জ সিসেমানি পারসেসমেন্ট। জরিপের ফল তুলে ধরেন সংস্থার গবেষণা পরিচালক ড. মোহাম্মদ ইউনূস। বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন এবং ড. মোহাম্মদ ইউনূস যৌথভাবে জরিপ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ড. মোহাম্মদ ইউনূস বলেন, বর্তমানে মানুষের অবস্থা যে আরও খারাপ হয়েছে, তা জরিপে উঠে এসেছে এবং বাস্তবতার সঙ্গে যার মিল রয়েছে।

বিবিএসের জরিপে ২০২২ সালে গ্রামে দরিদ্র মানুষের হার ছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। বিআইডিএসের জরিপে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ। বিবিএসের জরিপে শহরে দরিদ্র মানুষের হার ছিল ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। বিআইডিএসের জরিপে এসেছে ২০ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

বিবিএসের জরিপে ঢাকা জেলায় ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। বিআইডিএসের জরিপে ২০২৪ সালে যা বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ। খুলনা জেলায় দারিদ্র্যের হার ২০২২ সালে বিবিএসের জরিপে ছিল ১০ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২৪ সালে বিআইডিএসের জরিপে যা দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০২২ সালে বিবিএসের জরিপে সিলেট শহরে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৬ শতাংশ। বিআইডিএসের ধারণা জরিপে যা ২০২৪ সালে হয়েছে ২৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। রংপুর জেলায় বিবিএসের ২০২২ সালের জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ২১ শতাংশ। ২০২৪ সালে বিআইডিএসের জরিপে যা হয়েছে ২৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। বান্দরবান জেলায় ২০২২ সালে বিবিএসের জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৫ শতাংশ। বিআইডিএসের জরিপে যা হয়েছে ২৪ দশমিক ৫০ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জরিপে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে ২০২২ সালে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত ৩৮ দশমিক ০৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে ড. এ কে এনামুল হক বলেন, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে বিআইডিএসের জরিপটি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নীতিনির্ধারণে এসব তথ্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন– রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়া, দেশে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক কারণ ইত্যাদি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিসেমানি পারসেসমেন্ট বলেন, এটি বিবিএসের সঙ্গে তুলনা না করলেও বর্তমান পরিস্থিতি বোঝাতে বেশ কাজে দেবে। এর ফলে সরকারের যে কোনো নীতিনির্ধারণ অনেক বেশি সঠিক হবে।

জানতে চাইলে এ ধারণা প্রতিবেদনের লেখক এবং বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনূস সমকালকে বলেন, তাদের জরিপটা খানা আয় ও ব্যয়ের মতো নয়। তারা পাঁচটি জেলায় একটি ধারণা জরিপ করেছেন। তাতে দেখা গেছে, সার্বিকভাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মূলত ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য কতটা বাড়ল কিংবা কমলো, তা পর্যালোচনা করেছেন তারা। এতে দেখা গেছে, আগের তুলনায় ২০২৪ সালে দারিদ্র্যের হার বেশি। বিশেষ করে রাজধানীতে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। এ জন্য তিনি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর চাপের অভিঘাতকে দায়ী করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৪ মার্চ ২০২৫

ঈদের আগেই বেতন-ভাতা পরিশোধ করবেন পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা

শাহেদ আলী ইরশাদ

ঈদুল ফিতরের আগেই শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশের তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। শিল্প পুলিশ এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) মতে, বেশির ভাগ কারখানা ইতোমধ্যেই ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে এবং এখন মার্চ মাসের ১৫ দিনের মজুরি বিতরণ করছে।

বেশির ভাগ কারখানায় ফেব্রুয়ারির মজুরি পরিশোধ

তারা আরও বলেছেন, তৈরি পোশাক কারখানার একটি বড় অংশ ইতোমধ্যেই ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে এবং বাকিরা শিগগিরই পরিশোধ করবে। ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগেই সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। এখন পর্যন্ত ২ হাজার ১০৭টি চালু কারখানার মধ্যে ২ হাজার ৬৯টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে। তাছাড়া, প্রায় ৩০টি কারখানা ইতোমধ্যেই মার্চ মাসের ১৫ দিন বা পুরো মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে এবং মোট পোশাক কারখানার অর্ধেকেরও বেশি ইতোমধ্যেই ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে।

শিল্প পুলিশ, উৎপাদনকারী এবং শ্রমিক নেতারা আশাবাদ করছেন, মজুরি, বোনাস এবং ঈদ পরিবহনের পরিস্থিতি গত বছরের তুলনায় অনেক ভালো হবে। এ বিষয়ে শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন অ্যান্ড ক্রাইম) হাসিবুল আলম বলেন, ঈদের আগে বেশ কিছু কারখানা মজুরি এবং উৎসব ভাতা বিতরণ শুরু করেছে। তিনি আরও

ঈদের আগেই বেতন-ভাতা

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বলেন, সাধারণত, কারখানা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তারিখে মজুরি এবং বোনাস বিতরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কারখানা কর্তৃপক্ষ ২৫ মার্চ মজুরি এবং ২৯ মার্চ ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগে শেষ কর্মদিবসে বোনাস প্রদান করতে পারে। ঈদের আগে বেতন বিতরণ নিয়ে তারা কোনো উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছেন না এবং শ্রমিকদের সময়মতো বেতন দেওয়া হবে বলেও তিনি আশাবাদী। তবে গত শনিবার গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় পোশাক খাতে অস্থিরতা দেখা দেয়, যার ফলে প্রায় ৩০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিক মজুরি, ভাতা এবং ঈদের ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় নামেন। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের আশঙ্কায় প্রায় ৩০টি কারখানার কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ বিষয়ে শিল্প পুলিশের-২ (গাজীপুর) পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, জায়ান্ট নিট ফ্যাশনের শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিরোধের কারণে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দেয়। একই কারণে অন্যান্য পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষও তাদের কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পর, বেশির ভাগ কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের শ্রমিকদের কাজে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিল। গাজীপুর অঞ্চলের কারখানাগুলোর বেতন-ভাতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ধীরে ধীরে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করছে। আমরা আশা করি ২৭ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগ কারখানা তাদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করবে। আমরা এ বিষয়ে কোনো উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আরও জানিয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে গত শনিবার সকালে চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা। পরে পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ বিষয়ে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ব্যাংকগুলো সপ্তাহ শেষের কারণে গত বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি কারখানা বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। আমরা আশা করছি ২৫ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগ কারখানার উৎসব ভাতা পরিশোধ করা হবে এবং ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগে মার্চ মাসের অর্ধেক মজুরি এবং অন্যান্য ভাতাও পরিশোধ করা হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি বাবুল আক্তার বলেন, এই খাতের পরিস্থিতি বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো। বেশির ভাগ পোশাক কারখানা ইতোমধ্যেই তাদের বোনাস পরিশোধ করেছে এবং শিগগিরই মার্চ মাসের অর্ধেক মজুরি পরিশোধ করবে। তিনি আরও বলেন, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কারণে পরিস্থিতি জটিল বলে মনে হচ্ছে। তবে আমরা আশা করছি ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শুক্রবার এবং শনিবারের কারণে, বোনাস বিতরণে ধীরগতি দেখা দিয়েছে, যা চলতি সপ্তাহের মধ্যে সমাধান হবে। চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ৩১ মার্চ অথবা ১ এপ্রিল ঈদুল ফিতর উদযাপিত হতে পারে।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ২৪ মার্চ ২০২৫।

গৃহকর্মী হত্যা মামলায় সাবেক এসআইয়ের সাত বছর জেল

খুলনা অফিস ▷

খুলনার আলোচিত গৃহকর্মী সীমা হত্যা মামলায় কেএমপির বরখাস্ত এসআই শাহ আলমকে সাত বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল খুলনা বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ১৬১ দণ্ডবিধিতে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও তিন হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় চার বছর কারাদণ্ড ও চার হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শাহ আলমের বিরুদ্ধে নগরীর খালিশপুর থানাধীন মুজগুন্নী আবাসিক এলাকায় মিল্কি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক মাসুদ হাসানের বাসায় গৃহকর্মী সীমা হত্যার নাটক সাজিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঘুষ হয়রানির অভিযোগে দুদকের করা মামলায় এ রায় দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার সময় শাহ আলম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ ২০২৫,

শ্রমিকেরা শখ করে রাস্তায় নামেননি, তাঁরা প্রতারিত

সমাবেশে আনু মুহাম্মদ

গতকাল রাজধানীতে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি আয়োজিত এক সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলনে নামা তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ওপর আগের সরকারের মতো আক্রমণ করা হচ্ছে। তাঁরা শখ করে আন্দোলনে নামেননি। তাঁদের এখন ঘরে থাকার কথা ছিল। মালিকেরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করেছেন বলে শ্রমিকেরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাজধানীর বিজয়নগরে এক সমাবেশে এ কথাগুলো বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে 'মাছ, মাংস, চাল, মজুরির স্বাধীনতা চাই' শীর্ষক ওই সমাবেশের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। সমাবেশের সভাপতি ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা, শ্রম অধিকারকর্মী, আইনজীবী, শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রসংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে আনু মুহাম্মদ বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত এই সরকার বলছে, তারা একটি নতুন ব্যবস্থা চায়, নতুন বন্দোবস্ত চায়। তারা নতুন বাংলাদেশ করার কথা বলছে, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ করার কথা বলছে। কিন্তু সে নতুনের কোনো কিছুই আমরা দেখতে পারছি না।'

বকেয়া বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটার ঘটনা উল্লেখ করে আনু মুহাম্মদ বলেন, 'আমরা দেখেছি, হাসিনার আমলে পুলিশ যেভাবে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করেছে, এ সরকারের সময়ও পুলিশের আক্রমণে কোনো পরিবর্তন নেই। সেই সময়ে পুলিশ যেভাবে অন্যায়-অত্যাচার করেছে, তার কোনো রকম পার্থক্য আমরা এই সরকারের সময় দেখি না। সেই সময়ের মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলত, এখনকার শ্রম উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের মুখেও আমরা একই রকম কথা শুনছি।'

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের উদ্দেশে আনু মুহাম্মদ বলেন, 'শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছে বলেই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আর সরকার পরিবর্তন হয়েছে বলেই আপনারা উপদেষ্টা হয়েছেন। সে জন্য আপনাদের প্রতিদিন সকালে শ্রমিক ও আন্দোলনকারীদের সালাম দেওয়া উচিত।'

'শ্রমিকদের আন্দোলনে উসকানি দেওয়া হচ্ছে' বলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, তার নিন্দা জানান আনু মুহাম্মদ। বলেন, 'আন্দোলনে উসকানি দেওয়া মানে কী? আন্দোলনে উসকানি তো দিচ্ছে মালিকেরা। এখানে যারা আন্দোলন করছে, তারা শখ করে আন্দোলন করছে না, তাদের এখন ঘরে থাকার কথা ছিল, তাদের সঙ্গে মালিকেরা প্রতারণা করেছে, জালিয়াতি করেছে। এ জন্যই তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে।' শ্রমিকদের সব বকেয়া পরিশোধ, হামলার বিচার ও জড়িতদের শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান তিনি।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক শামীম ইমাম, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সভাপতি মোশাহিদা সুলতানা, গার্মেন্টস শ্রমিক নেত্রী জলি তালুকদার, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, লেখক-গবেষক শিক্ষক মাহা মির্জা ও কল্লোল মোস্তফা।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, মার্চ ২৫, ২০২৫

দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধির গড় হার ১.৫%, কর্মসংস্থানে ০.২ শতাংশ

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়া আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা আনয়ন সম্ভব নয়

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে, বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা সংকট চলছে। ডলার সংকট ও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদের ওপর আর্থিক চাপ বেড়েছে। উল্লেখযোগ্য হারে ঋণ ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি হয়নি। বিদেশী বিনিয়োগও খুব বেশি বাড়ছে না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানের ওপর, সেভাবে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না। যদিও প্রতি বছর শেষে কর্মক্ষম বিপুলসংখ্যক মানুষ চাকরির বাজারে যুক্ত হচ্ছে। তাদের একটি বড় অংশই কাজ না পেয়ে বেকার থাকছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে, গত বছরের শুরুতে বেকার মানুষ কম থাকলেও বছরের শেষে ধারাবাহিকভাবে এ সংখ্যা বেড়েছে। ওই জরিপ অনুযায়ী, দেশে ২৬ লাখ ৬০ হাজার বেকার আছেন। ২০২৩ সালের একই সময়ে গড় বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৯০ হাজার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার। এদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৩-২২ সাল পর্যন্ত এক দশকে দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেড়েছে গড়ে দেড় শতাংশ হারে। যদিও একই সময়ে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

বর্তমানে বেকারত্বও বড় ধরনের সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতির জন্য। মূলত অর্থনীতির প্রতিটি খাত এভাবে চক্রাকারে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। তাই একটা সমস্যার সমাধান ছাড়া অন্য সংকট থেকে উত্তরণ কঠিন হয়ে পড়ে। বেকারত্ব দূর করতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান। নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতে বিনিয়োগ আবশ্যক। আর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে প্রয়োজন এর প্রতিবন্ধকতাগুলো, যেমন জ্বালানি সংকট, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করা। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের বিষয়টি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত।

গত দেড় দশকে সেভাবে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হয়নি। এমনকি তথাকথিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়েও জিডিপির অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি। আবার শ্রমবাজারে শোভন চাকরির অভাব রয়েছে। কর্মে নিয়োজিতদের সিংহভাগই রয়েছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। ঋণ প্রবৃদ্ধি না হওয়া, বিনিয়োগস্বল্পতা, জ্বালানির অভাব ইত্যাদি কারণে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলেও সরকারি খাতেও খুব বেশি কর্মসংস্থান সৃজন হয়নি। এদিকে দেশের অর্থনীতির বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক হওয়ায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ তারা উৎপাদন খাত ও কারখানা পর্যায়ে কাজ করতে সেভাবে আগ্রহী নন। আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মে নিশ্চয়তা নিয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং মজুরিও তুলনামূলক কম থাকায় এ খাতে উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা যুক্ত হতে চান না। যদিও সরকারি চাকরিতে পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় একসময় মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আবার বেসরকারি ও সরকারি চাকরিতে সুযোগ-সুবিধাজনিত ব্যবধান বাড়ায় তরুণরা ঝুঁকেছেন সরকারি চাকরির প্রতি। যদিও বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৩ অনুযায়ী, কেবল ৫ শতাংশ কর্মরত সরকারি চাকরিতে। যেখানে দেশে কোনো না কোনো কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন সাত কোটির বেশি মানুষ, সেখানে সরকারি চাকরিতে জনবলের সংখ্যাও খুবই নগণ্য। মূলত এটি নির্দেশ করে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অভাবকে। বিবিএসের ওই জরিপ বলছে, দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত শ্রমজীবীর হার ৮৪ শতাংশ। আর প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন মাত্র ১৬ শতাংশ। এ বাস্তবতায় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বেকার সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এর জন্য শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন খাতে জনবল নিয়োগ পরিকল্পনা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদেরও মত, দেশে সরকারি চাকরিজীবীর হারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। তাই এ খাতে আরো বেশি লোকবল প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন-শৃঙ্খলার মতো জায়গায়ও আরো জনবল প্রয়োজন। তাছাড়া সরকারি খাতে জনবল কম থাকার বেশকিছু জটিলতা রয়েছে। বিভিন্ন খাতে সেবা প্রদান ও নীতিমালা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারি খাতে পর্যাপ্ত জনবল না থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোয় সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাড়াতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোও অপরিহার্য। উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিষয়গুলোকে যুক্ত করা গেলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভবপর। সেই সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাড়লে এটি শুধু সেবা প্রদানের মান বাড়বে না, বরং দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা জরুরি। কীভাবে তরুণদের সেসব খাতে চাকরির নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দেয়া যায় তা নিয়ে কাজ করার অবকাশ আছে। আবার বেসরকারি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলোর জন্য যেন দক্ষ শ্রমশক্তি পাওয়া যায়, সেজন্য স্নাতকধারীদের বিষয়ভিত্তিক বাস্তবিক জ্ঞান থাকা চাই। তবে বাস্তবতা হলো, দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার বিচারে সবার জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই অধিকসংখ্যক উদ্যোক্তা তৈরির দিকেও নজর দিতে হবে। এজন্য অন্যতম সম্ভাবনাময় হতে পারে কৃষি খাত। একসময় জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল বেশি। দেশের শ্রমশক্তিও ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গত অর্ধশতকে দেশের অর্থনীতির কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। কৃষিনির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পের দিকে এগিয়েছে দেশ। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান কৃষিকে ছাড়িয়ে গেলেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না শ্রমবাজারে। এ পরিস্থিতিতে কৃষিতে আধুনিকায়ন, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদনের সুযোগ থাকলে এ খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৭ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে ৯৪ শতাংশ কারখানায় বেতন হয়েছে, বোনাস আজ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে আন্দোলনের মুখে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৯৪ শতাংশ কারখানার শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন আদায় করতে পেরেছেন। বাকি কারখানাগুলোর আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধ করার কথা রয়েছে। বেতন পেয়ে শ্রমিকদের অনেকে ঈদ উপলক্ষে গ্রামে ফিরতে শুরু করেছেন।

গাজীপুর জেলা ও মহানগরে নিবন্ধিত ২ হাজার ১৭৬টি শিল্পকারখানা রয়েছে। এর মধ্যে গতকাল বুধবার পর্যন্ত ২৭টি কারখানায় ঈদের আগে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ হয়নি।

গাজীপুর জেলা শিল্পপুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, 'জেলা ও মহানগরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৯৪ শতাংশ কারখানায় গত মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ হয়েছে। চলতি মাসের অর্ধেক বেতন ও ঈদ বোনাস দেওয়া হয়েছে ৪৬ শতাংশ কারখানায়। বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রায় সব কারখানার শ্রমিকরা বেতন-বোনাস পেয়ে যাবেন।'

তিনি বলেন, '২৭টি কারখানার মালিক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিতে পারবেন না বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করছি। যদিও ঈদের আগ মুহূর্তে এসব কারখানার কয়েকটিতে বেতন-বোনাস দেওয়া হবে আশা করছি।'

গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক জানান, ঈদে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে তারা প্রস্তুত রয়েছেন। পিছিয়ে থাকা কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হচ্ছে। মালিকরা ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার চেষ্টা করছেন জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের একাধিক গোয়েন্দা টিম কাজ করছে। কেউ শ্রমিকদের ইন্ধন বা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করলে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, ঈদে যানজট নিরসন ও ঘরমুখী মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর থানার চন্দ্রা এলাকায় ৬০০ সদস্য মোতায়েন রয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জয়দেবপুর ও শ্রীপুর থানা এলাকায় এবং কাপাসিয়া থানা ও কালীগঞ্জ থানা এলাকায় আরও ২২০ পুলিশ সদস্য দায়িত্বে আছেন।

52 subcontract RMG factories in Ctg shut over order slump

MD NAZRUL ISLAM, *Chattogram*

At least 52 garment factories, both small and large, have closed in the past six months in Chattogram thanks to a 25 percent drop in work orders amid political instability, according to Industrial Police sources.

This has left thousands of apparel workers jobless.

Besides, 44 more factories are struggling to pay worker wages and bonuses ahead of the Eid. The Industrial Police has labelled these factories "at-risk", a claim disputed by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Of the 611 registered garment factories in Chattogram, the BGMEA says only 350 are currently operational. Of them, some 180 are fulfilling foreign orders, while 170 working as subcontractors.

However, statistics from Chattogram Industrial Police-3 show 528 out of 580 garment factories associated with the BGMEA, the Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA) and the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) are operational in the port city.

Sources say at least 52 of these factories have closed in the past six months due to a lack of orders and turmoil related to the political changeover.

"The closures were due not only to declining orders, but also political issues and banking complexities," Rakibul Alam Chowdhury, former vice-president of BGMEA Chattogram, told The Daily Star.

He said most of the affected factories were non-bonded enterprises.

The owner of a closed garment factory in the Mohra area of Chattogram, speaking to The Daily Star on condition of anonymity, said, "Since August 5, our factory has been looted repeatedly. Therefore, we were forced to shut down the factory."

This echoed the BGMEA leader's assessment.

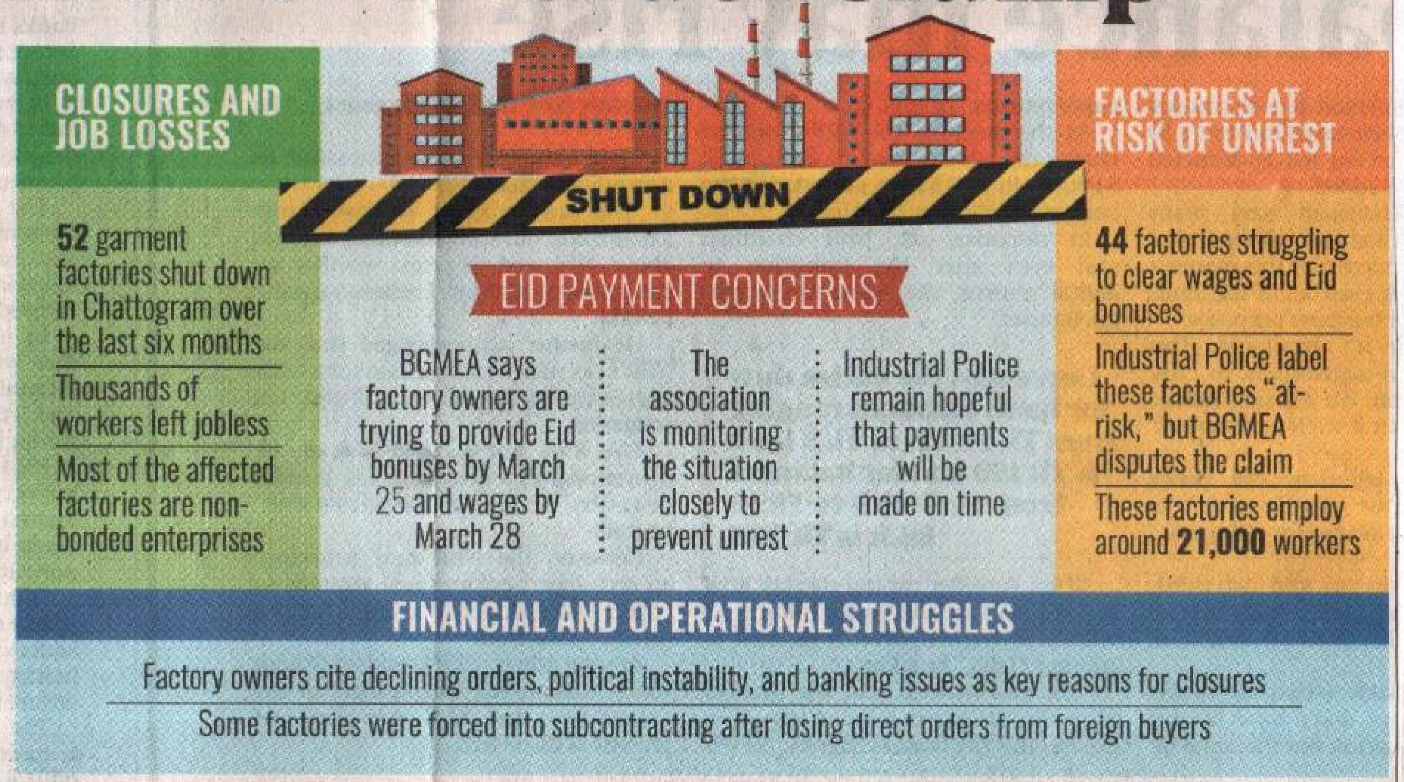

The BGMEA leader said they did not support the "at-risk" label assigned by the Industrial Police to some garment factories.

"No factory owner deliberately withholds wages and benefits from workers, and there is still time to clear dues," the leader said. "Factory owners are trying to provide Eid bonuses by March 25 and wages by March 28, with the BGMEA closely monitoring the development."

According to Industrial Police, concerns have been raised about payments before Eid in 44 garment factories in Chattogram. Police said many of these factories had faced protests over wage issues in the past.

The 44 factories employ around 21,000 workers. These include eight in Kalurghat BSCIC, six in CEPZ, six in Double Mooring, five in Pahartali, three in KEPZ, three in Bayezid, and 13 in urban and suburban areas.

Factories face severe financial crises due to delayed shipments, reduced orders, and unpaid wages from previous months, heightening worker dissatisfaction.

Some previously worked directly with foreign buyers but were forced into subcontracting, only to face further order shortages. Internal worker conflicts have worsened the situation.

Santosh Mondal, a worker from a recently closed factory in Pahartali, said he had been struggling to find a job for two months as factories were no longer hiring.

MDM Mohiuddin Chowdhury, a BGMEA administrative committee member, said order declines and financial struggles from delayed shipments had forced many closures. New regulations requiring employers to pay earned leave, two months' wages, and bonuses simultaneously had further strained them.

"No factory owner wants to stop paying wages. Even with fewer orders, they want to retain workers. We are working to prevent unrest during Eid," he said, adding that political instability had pushed foreign buyers toward alternative countries.

Md Jasim Uddin, senior assistant superintendent of Chattogram Industrial Police, said, "We have identified 44 at-risk factories, but this does not mean they won't pay. These factories have faced similar issues before, and we are hopeful the crisis will be resolved."

DHAKA TUESDAY MARCH 25, 2025
CHAITRA 11, 1431 BS
The Daily Star

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৭,

শিল্প শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন

যথাসময়ে পারিশ্রমিক পরিশোধ ছাড়া শিল্পাঞ্চলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে

যথাসময়ে পারিশ্রমিক পাওয়া সব কর্মজীবী মানুষের অধিকার। সেই সঙ্গে মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে আগের মাসের বেতন পরিশোধের বাধ্যবাধকতার কথাও আইনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন হয় কদাচিৎ, বিশেষত শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন বকেয়া রেখে দেন শিল্প মালিক পক্ষ। ফলে প্রতি বছরই ঈদের আগে শ্রমিকদের আন্দোলনে নামতে হয় বকেয়া-বেতন, বোনাস ও ছুটিসহ নানা দাবিতে। বণিক বার্তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা গাজীপুর ও সাভারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন করে আসছেন। কখনো কারখানা বন্ধ করে, কখনো মহাসড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন করছেন। আবার সম্প্রতি বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস, ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়া পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো এসব ঘটনা নতুন নয়, বছরের পর বছর ধরে শিল্পাঞ্চলে ঈদের আগে একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ প্রতি বছরই সরকার একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয় বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধের। এবারো ৬ মার্চ সরকার-শ্রমিক-মালিকের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভায় ২০ রমজানের মধ্যে ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পাশাপাশি মার্চের ১৫ দিনের বেতনও পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু ২৫ রমজান পেরিয়ে গেলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। এদিকে সম্প্রতি শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় ১২টি পোশাক কারখানার মালিকদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তারা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগে, মালিকদের কতজন বর্তমানে দেশে আছেন এবং এতে আদৌ শ্রমিকদের লাভ হবে কতটা?

এদিকে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষে এ বছর কেবল ঈদুল ফিতর ঘিরে নয়। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে পরবর্তী সময়েও নিয়মিত বিরতিতে দেখা মিলেছে শ্রম অসন্তোষের। বিভিন্ন কারখানার মালিক বিগত সরকার পতনের পর পালিয়েছেন দেশ থেকে। ফলে সেসব কারখানার শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রয়ে গেছে। সেই সময়ও বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। সামনে ঈদ ঘিরে আবারো সেই বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মালিক পক্ষ সঠিক সময়ে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঈদের আগে শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এজন্য মালিক-শ্রমিক উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। ঈদের ছুটি শুরুর আগে যাতে সব কারখানার মালিক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেন, সেই নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আবার কোন কারখানা অপারগতা থেকে সব বকেয়া পরিশোধ করতে পারছে না, তাদের সঙ্গে সংলাপে যেতে হবে এবং সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে কখনো শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না।

দেশের শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকার ২০৩টি কারখানায় ঈদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির কথা জানিয়েছিল শিল্প পুলিশ। সংস্থাটি খাতভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমেও এ ২০৩ কারখানার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। শিল্প পুলিশের পর্যালোচনা অনুযায়ী শিল্প এলাকাগুলোয় সমস্যাসংকুল কারখানা সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক খাতের। এ খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ ধরনের সমস্যাসংকুল কারখানা সবসময়ই ছিল, এবারো আছে। এ ধরনের কারখানাগুলোকে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর মাধ্যমে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। আশুলিয়া, গাজীপুরের মতো এলাকাগুলোকে ১৫টি ক্লাস্টারে ভাগ করে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ হটলাইন নাম্বারও কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু খুব বেশি ইতিবাচক পরিবর্তন না আসায় এসব তদারকি কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাচ্ছে। শিল্প পুলিশের পর্যালোচনা বলছে, সমস্যাসংকুল ২০৩টি কারখানার মধ্যে গত তিন বছরে ঈদের বেতন-বোনাস ও ছুটি নিয়ে অসন্তোষের ইতিহাস রয়েছে ৮৯টি কারখানার। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ৪২টি। বিকেএমইএর সদস্য ১১টি। বিটিএমএর সদস্য চারটি, বেপজার অধীন কারখানা সাতটি এবং কোনো সংগঠনের সদস্য নয় এমন কারখানা ২৫টি।

উল্লিখিত ৮৯টি কারখানার পাশাপাশি মূলত সব কারখানার মালিকদের বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধে আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। শ্রমিকরা যেন সঠিক সময়ে তাদের বেতন বুঝে নিতে পারেন সেজন্য মালিকদের সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট কারখানার উদ্যোক্তাদের নিয়মিত তাগাদা দিতে পারে। এটি কেবল শ্রমিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, শিল্প খাতের বিকাশও এখানে প্রাসঙ্গিক। কয়েক দশকের পথপরিক্রমায় দেশের শিল্প খাত আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এর পেছনের কারিগর প্রধানত শ্রমিকরা, যাদের পরিশ্রমে একেকটি পণ্য উৎপাদন হয়। তাই শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও বেতনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। উৎসব পালনের আগে এমন শ্রমিক অসন্তোষের নজির বর্তমানে পৃথিবীতে বিরল। একদিকে বেতন নেই, অন্যদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে শ্রমিকদের ব্যয় বেড়েছে। ফলে তাদের ওপর আর্থিক চাপ আরো বেড়েছে। এ সময়ে পরিবার নিয়ে জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই সঠিক সময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধ করা প্রয়োজন।

শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে যে শ্রমিক রয়েছেন, তাকে বঞ্চিত রেখে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। শ্রমিকদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বেতন-বোনাস না দেয়ার মতো শোষণ কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। ঈদের আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হোক। এজন্য সরকার ও মালিক পক্ষের সংগঠনগুলোকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং সারা বছর এটা নিয়ে সজাগ থাকা আবশ্যক। শিল্পাঞ্চলের কোনো কারখানায় শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখার যে চর্চা তা অব্যাহত থাকুক—সেটা একেবারেরই অপ্রত্যাশিত। সরকারের তাই দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথেও হাঁটতে হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ ২০২৫,

অর্ধেক বেতন পরিশোধেও পিছিয়ে অনেক কারখানা

তৈরি পোশাকশিল্প

গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভারসহ কয়েকটি জেলার অন্তত ৪৩ তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের বেতন ও ভাতা পরিশোধ নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্পের সব কারখানা শ্রমিকের ঈদ বোনাস দেয়নি। চলতি মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধেও পিছিয়ে আছে অনেক কারখানা। এর বাইরে বন্ধ থাকা কয়েকটি কারখানার বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ নিয়ে আগে থেকেই সমস্যা চলছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানা গেছে।

ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতির পাশাপাশি শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটি-সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য ১২ মার্চ সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, বোনাসসহ সব পাওনা ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মালিকপক্ষকে চলতি মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতনও দিতে হবে। এর পাশাপাশি রপ্তানি প্রণোদনার দুই হাজার কোটি টাকা ছাড় করেছে সরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইলসহ কয়েকটি জেলার অন্তত ৪৩টি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের বেতন ও ভাতা পরিশোধ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি কারখানার সংকট পুরোনো। এই কারখানাগুলোর শ্রমিকেরা দাবি আদায়ে কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। ঈদের ছুটি ও বোনাস বাড়ানোর জন্যও আন্দোলনে নেমেছেন কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে বকেয়া টাকার দাবিতে মানববন্ধন করেন মাহমুদ জিনস কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীরা। তাঁরা বলেন, মাসের পর মাস তারিখ দিয়েও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করছে না মালিকপক্ষ। ঈদের আগে তাঁদের বকেয়া এক মাসের বেতন ও বার্ষিক ছুটির অর্থ পরিশোধের কথা। এই কারখানা দিয়ে মালিক আরও ৪-৫টি কারখানা করেছেন, তাহলে তাঁরা কেন বকেয়া অর্থ পাবেন না—এই প্রশ্ন করেন শ্রমিকেরা।

অবশ্য ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নির্বিঘ্ন করতে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। চলতি সপ্তাহে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান, সড়ক অবরোধ ও বিজিএমইএ ভবন অবরুদ্ধ করার মতো ঘটনা ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না করায় গত মঙ্গলবার বন্ধ থাকা ১২টি তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকার। এগুলো হলো রোর ফ্যাশন, স্টাইলক্রাফট ও ইয়াং ওয়ান্স, ভার্ড গ্রুপের তিনটি প্রতিষ্ঠান, মাহমুদ গ্রুপের দুটি প্রতিষ্ঠান, টিএনজেড গ্রুপের চারটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু স্টাইলক্রাফট চালু রয়েছে।

শ্রমিকনেতা বাবুল আখতার বলেন, সরকারের আগে থেকে কঠোর হওয়া উচিত ছিল। বর্তমানে মালিকের সম্পত্তি বিক্রি বা বন্ধক কিংবা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর তহবিল থেকে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করা প্রয়োজন। সম্ভব না হলে বেক্সিমকোকে যেভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেভাবেই সমস্যাযুক্ত কারখানার শ্রমিকদের পাওনা মেটানো উচিত।

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের কামরাঙ্গীচালায়। ছবি : প্রথম আলো

বিজিএমইএ

- সদস্য সচল কারখানা ২ হাজার ১০৭।
- গতকাল পর্যন্ত ৯২% কারখানা বোনাস দিয়েছে।
- মার্চের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৩৬% কারখানা।

বিকেএমইএ

- সচল সদস্য কারখানা ৬১৩টি।
- গতকাল পর্যন্ত ৮০% কারখানা বোনাস দিয়েছে।
- চলতি মাসের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৫০% কারখানা।

সূত্র : বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ

বেতন-ভাতা পরিস্থিতি

ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) ডিজিটাল মানচিত্র অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা আছে ৩ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১০৭। গতকাল পর্যন্ত ১ হাজার ৯৪৪টি (৯২ শতাংশ) কারখানা শ্রমিকের ঈদ বোনাস দিয়েছে। আর মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৭৬১টি (৩৬ শতাংশ) কারখানা। এখন পর্যন্ত ১৬টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেয়নি।

অন্যদিকে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সচল সদস্য কারখানা ৬১৩টি। তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ৮০ শতাংশ কারখানা ঈদ বোনাস দিয়েছে। চলতি মাসের অর্ধেক বেতন প্রায় ৫০ শতাংশ কারখানা দিয়েছে। এখনো ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেয়নি দুটি কারখানা।

জানতে চাইলে বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, ২-৩টি কারখানা ছাড়া সমস্যা নেই। সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে। অধিকাংশ কারখানাই বৃহস্পতিবার (আজ) শ্রমিকদের পাওনা দিয়ে ঈদের ছুটি দেবে বলে জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেলার ১৩টি বস্ত্র ও তৈরি পোশাক কারখানার ঈদ বোনাস অথবা চলতি মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। এসব কারখানায় কাজ করেন ৮ হাজার ৮৮৮ শ্রমিক। কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে এসিএস টেক্সটাইল, টোটাল ফ্যাশন, অবন্তি কালার টেক্স, ফ্রেনি অ্যাপারেলস, তোহা নিট ফ্যাশন, ইউরো নিট সোসিং, জননী নিট ফ্যাশন, এশিয়ান টেক্সটাইল, স্টারলেট কম্পোজিট, স্টারলেট অ্যাপারেলস, ফোর ডিজাইন, ইয়াংগ্রি ফ্যাশন ও এক্সাল্ট অ্যাপারেলস।

গাজীপুরের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক কারখানা নিয়েও শিল্প পুলিশ প্রতিবেদন দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২৫টি কারখানা বেতন বা ঈদের বোনাস পরিশোধ করতে পারে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। কারখানাগুলোতে কাজ করেন ১৭ হাজার শ্রমিক। এসব কারখানার মধ্যে রয়েছে হংকং ফ্যাশন, এনআর ফ্যাশন, আলমা নিটওয়্যার, বেসিক ক্লোথিং, ইন্ট্রামেক্স, স্বাধীন গার্মেন্টস, সোয়ান সোয়েটার, হোম টেক্সটাইল, ন্যাশনাল ফ্যাশন, এইচডিএফ অ্যাপারেলস, জারা কম্পোজিট, আর জে নিটওয়্যার ইত্যাদি।

সাভার-আশুলিয়া এলাকায় ১ হাজার ৮৬৩ শিল্পকারখানা রয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই তৈরি পোশাক। গতকাল পর্যন্ত অর্ধেক কারখানার বোনাস বাকি। চলতি মাসের অর্ধেক বেতন বাকি ৮ শতাংশ কারখানার। এখনো ফেব্রুয়ারির বেতন বকেয়া ৯ শতাংশ কারখানার।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া আশা প্রকাশ করে বলেন, কালকের দিনই (আজ বৃহস্পতিবার) অনেক কারখানা বোনাস ও বেতন দেবে। এটা শুক্রবার পর্যন্ত চলবে।

সংকট বাড়িয়েছে বন্ধ কারখানা

ময়মনসিংহের ভালুকার রোর ফ্যাশন কর্তৃপক্ষ গত জানুয়ারিতে কারখানা লে-অফ করে। এই কারখানার শ্রমিকসংখ্যা ১ হাজার ৩৭৬। গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে বেতন-ভাতা বাবদ এই কারখানার শ্রমিকের পাওনা ৭০ লাখ টাকা। জানুয়ারি মাসের বেতন ও লে-অফের ক্ষতিপূরণ পাবেন তাঁরা।

দাবি আদায়ে গত রোববার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনের সামনে অবস্থান নেন রোর ফ্যাশনের শ্রমিকেরা। পরদিন সারা দিন বিজিএমইএ ভবনের ফটক অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। পরে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। রোর ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুনুল ইসলাম। যদিও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুরের একই মালিকের স্টাইলক্রাফট লিমিটেড ও ইয়াং ওয়ান্স (বিডি) লিমিটেড দুই বছর আগে আর্থিক সংকটে পড়ে। তখন শ্রমিক ছাঁটাই করে কর্তৃপক্ষ। বন্ধ করা হয় ইয়াং ওয়ান্স। অল্প শ্রমিক দিয়ে স্টাইলক্রাফট চলছে। তবে প্রায় ২ হাজার শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা রয়েছে ২১ কোটি টাকা। তার মধ্যে বকেয়া বেতন ৬ কোটি টাকা। চলতি মাসের শুরুতে ত্রিপক্ষীয় সভায় ঈদের আগে বকেয়া বেতনের ২৫ শতাংশ অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেন মালিক। তবে শ্রমিকেরা সেটি প্রত্যাখ্যান করেন।

বকেয়া পাওনা আদায়ে স্টাইলক্রাফট লিমিটেড ও ইয়াং ওয়ান্স (বিডি) লিমিটেডের শ্রমিকেরা গত রোববার শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে অসুস্থ হয়ে রাম প্রসাদ সিং (৪০) নামের একজনের মৃত্যু হয়। এই কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস আলমাস রহমান।

গাজীপুরের টিএনজেড গ্রুপ আর্থিক সংকটে পড়ে গত বছর থেকে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করছে না। এখনো ডিসেম্বর মাসের ২০ শতাংশ এবং জানুয়ারি মাসের অর্ধেক বেতন বাকি। গত ফেব্রুয়ারির বেতন ২০ মার্চ ও ঈদ বোনাস ২৩ মার্চ দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়নি কর্তৃপক্ষ। বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চলতি সপ্তাহে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন শ্রমিকেরা। এই গ্রুপের শ্রমিকসংখ্যা ৪ হাজার। গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহদাৎ হোসেন শামীম।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন পর্যন্ত বিজিএমইএর সদস্য চার-পাঁচটি কারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধে সমস্যা রয়েছে। সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন *প্রথম আলোর* **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সাভার*; **প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর*]

THURSDAY MARCH 27, 2025

The Daily Star

FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Workers must be paid their dues before Eid

We must find a mechanism to resolve workers' issues systematically

It's quite troubling to see ready-made garment (RMG) workers still protesting over unpaid wages and Eid bonuses. While most people are preparing for celebrations with Eid-ul-Fitr only days away, many workers are being forced to take to the streets. Over the past few days, there have been reports of protests and sit-ins in several areas, including central Dhaka, Gazipur, and Savar. On Tuesday, a clash broke out between police and workers marching from Shram Bhaban towards the Secretariat, leaving dozens injured amid baton charges by police. On Sunday, while staging a sit-in in front of Shram Bhaban, an employee of a factory with 14 months of unpaid wages fell ill and died.

Ideally, under the interim government, one would have expected an end to this almost routine scenario that plays out every Eid. To be fair, this government has done reasonably well compared to previous administrations. The central bank, as per the BGMEA, has already disbursed Tk 2,250 crore in loans to RMG exporters to facilitate payments ahead of Eid. So far, more than 99 percent of factories have reportedly paid February's salaries, while more than 95 percent have paid Eid bonuses. But the fact that some factories have yet to fulfil their financial obligations despite a February 12 decision—that all outstanding wages, bonuses, and dues of workers must be paid by the 20th of Ramadan, along with at least 15 days' salary for March—is a failure as much on their part as on the government's. The issue is not so much its lack of sincerity as its lack of enforcement.

On Tuesday, the government imposed a travel ban on 12 RMG factory owners who defaulted on payments. The ban will be lifted if they can pay owed salaries and bonuses by March 27—a condition that many are unlikely to fulfil. This means many workers of these and other factories will head into the holiday unpaid, deepening their woes. For an industry that generates billions in export revenue, this is unacceptable. After the July uprising, in which a large number of workers participated, many expected that these trends would no longer persist. However, old habits and injustices die hard. Just like before, there is still no institutional mechanism to systematically resolve workers' issues, forcing them to take to the streets repeatedly. And when they do so out of desperation, they are met with assaults and baton charges.

This must change. Factory owners must take responsibility for meeting their obligations on time, and the government must ensure they do so. Factories with a history of frequent wage delays should also be held accountable.

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ২৭ মার্চ ২০২৫।

বেতন-বোনাস পরিশোধ করুন

ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প। এর মধ্যেও বেশির ভাগ কারখানায় শ্রমিকদের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কারখানা এখনো বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। সড়ক অবরোধ করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। ঈদে ঘরমুখো হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি চরমে উঠছে। বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে গত মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব ও সচিবালয়ের লিংক রোডের সামনে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ৪০ জন শ্রমিক এবং ১১ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

প্রতিবছরই ঈদের আগে আগে কমবেশি এ ধরনের দৃশ্য আমাদের দেখতে হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, এবারও ১০ শতাংশ কারখানায় এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জানা যায়, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় ১২টি কারখানার মালিকের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ২৭ মার্চের মধ্যে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাঁরা বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস না দিয়ে একটি কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে কারখানায় তালা দেখে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে ওই মহাসড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় এবং যাত্রীরা বিপাকে পড়ে। সাভারে ঈদের ছুটি বৃদ্ধি, বন্ধ কারখানা খুলে দিয়ে শ্রমিকদের ওভারটাইম পরিশোধ এবং দাবি আদায়ে আন্দোলনের ঘটনায় আটক ছয় শ্রমিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় জিন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি লিমিটেড কারখানার দুই হাজার শ্রমিক। আরো অনেক স্থান থেকেই এ ধরনের অসন্তোষের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

অতীতে এমনও ঘটেছে, বেতন-বোনাস না পেয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঈদের দিন সড়কের ওপর ঈদের নামাজ পড়ে সেখানেই অবস্থান করেছেন। এমন দুঃখজনক ঘটনা যেন আর না ঘটে সে জন্য স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেসব কারখানায় নির্ধারিত সময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হবে না, সেসব কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেই হবে।

শুক্রবার

শ্রমিকদের পাওনা শোধে তিন কারখানাকে সোয়া ১২ কোটি টাকা সহায়তা : শ্রম উপদেষ্টা

টিএনজেড কারখানার গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের পাওনা দেওয়া হয়েছে ● সাইফুজ্জামান শিখরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে তিনটি পোশাক কারখানাকে ১২ কোটি ২৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩৪ টাকা দিয়েছে সরকার। আর শ্রমিক অসন্তোষ থাকা টিএনজেড কারখানার গাড়ি বিক্রি করে ঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। রোজার ঈদে শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধের বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন এই তথ্য জানান। শ্রম উপদেষ্টা বলেন, শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য রোয়ার ফ্যাশনের অনুকূলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলের আপৎকালীন হিসাব থেকে ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে এ উদ্যোগ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসারিত করা যাবে না। উপদেষ্টা জানান, গত ২৫ মার্চের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেলস ইকো লিমিটেডের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। এটা এর আগে বাংলাদেশে হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। মালিক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। এছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাহমুদ গ্রুপের দুটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ সহায়তা বাবদ ১১ কোটি টাকা ছাড় করেছে। উপদেষ্টা জানান, স্টাইল ক্রাফট অ্যান্ড ইয়াংওয়ান বিডি লিমিটেডের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ে সভায় পাওনা পরিশোধের

শ্রমিকদের পাওনা শোধে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে।

পোশাক শ্রমিকদের উদ্দেশে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, যার যা পাওনা পেয়ে যাবেন। প্রায় সবগুলো সমস্যাই সমাধান হয়ে গেছে। যারা পাবেন না, সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। অসন্তোষ থাকা পোশাক কারখানার শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে সরকারের দেওয়া টাকা আটকে রেখেছে বেসরকারি প্রিমিয়ার ব্যাংক। এই টাকা পরিশোধ না করলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছেন ধরে নিয়ে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি) শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম উপদেষ্টা। প্রিমিয়ার ব্যাংকের এমডির উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, এই টাকাটা আপনাকে ছাড় করতে হবে। আপনি যদি টাকা ছাড় না করেন, আপনি এর দায়-দায়িত্ব নেবেন। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। এখন লোন অ্যাডজাস্টের কোনো সুযোগ নেই। এই টাকাটা আমরা সরকারিভাবে বের করে দিয়েছি। টাকা লোন দিয়েছেন তখন মনে ছিল না, এই টাকা শ্রমিকদের টাকা। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের কাছেই টাকা দেবেন, যদি টাকা না দেন আপনিও আছেন আমিও আছি। যদি বেঁচে থাকি ব্যাংক, শাখা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

শিখরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ব্যবস্থা : শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শ্রম উপদেষ্টা। তিনি বলেন, রোয়ার ফ্যাশন নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তাদের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক (সাইফুজ্জামান শিখর) পলাতক আছে। তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৮ মার্চ ২০২৫,

অনেক কারখানার শ্রমিকদের বেতন ভাতা এখনো বাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তৈরি পোশাকশিল্পের অনেক কারখানা এখনো শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করেনি। তবে আন্দোলনে থাকা ছয় কারখানার শ্রমিকের পাওনার একটা অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়েছে, এমনটা জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দপ্তর।

শ্রমিকদের বেতন-ভাতা এখনো বাকি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। শিল্প পুলিশ বলেছে, গতকাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের ১৯ শতাংশ কারখানা ঈদের বোনাস এবং ৭৯ শতাংশ কারখানা মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দেয়নি। যদিও তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর দাবি, তাদের সচল প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানার বোনাস দেওয়া শেষ। আর নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ বলছে, ৮০ শতাংশ কারখানা বোনাস দিয়েছে। উভয় সংগঠনের দাবি, আজ শুক্র ও আগামীকাল শনিবার সব কারখানা বেতন-বোনাস দেবে।

বকেয়া বেতন-বোনাস ও অন্যান্য পাওনার দাবিতে গতকাল পঞ্চম দিনের মতো শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেল প্লাস ইকো, টি অ্যান্ড জেড অ্যাপারেলস ও অ্যাপারেল আর্ট কারখানার শ্রমিকেরা। পাশাপাশি স্টাইলক্রাফট ও ইয়াং ওয়ান্স কারখানার শ্রমিকেরাও ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবস্থান করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দপ্তর গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেলস ইকো লিমিটেডের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। স্টাইলক্রাফট এবং ইয়াং ওয়ান্সের বকেয়া ক্ষতিপূরণ দিতে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। সভায় শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে।

এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে বন্ধ থাকা গাজীপুরের মাহমুদ গ্রুপ ও ময়মনসিংহের ভালুকার রোর ফ্যাশনের শ্রমিকদের পাওনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, মাহমুদ গ্রুপের দুটি কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ সহায়তার ১১ কোটি টাকা ছাড় করেছে। রোর ফ্যাশনের মালিক পলাতক থাকায় শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেল প্লাস ইকোর শ্রমিক রেখা আক্তার মোবাইল ফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকেরা এখনো পাওনা বুঝে পাননি। যতক্ষণ তাঁরা বকেয়া পাবেন না, ততক্ষণ শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান করবেন। তিনি জানান, গত জানুয়ারি মাসের আংশিক বেতনের পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ (অর্ধেক) মাসের বেতন, ঈদ বোনাস এবং দুই বছরের ছুটির টাকা তাঁদের পাওনা রয়েছে। ২২ মার্চ পর্যন্ত কারখানায় কাজ করেছেন শ্রমিকেরা।

একাধিক শ্রমিকনেতা বলেন, ঈদের আগে শেষ মুহূর্তে পোশাকশ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য কারখানায় সমস্যা তুলনামূলক কম হলেও সাবকন্ট্রাক্টিং বা ঠিকায় কাজ করে, এমন ছোট ছোট কারখানায় বেতন-ভাতা পরিশোধের অবস্থা নাজুক। বেশির ভাগই ৫০০-১০০০ টাকা ঈদ বোনাস দিচ্ছে। মার্চের বেতন না দেওয়া কারখানার সংখ্যাই বেশি। এসব কারখানা নজরদারি করার দায়িত্ব সরকারের।

ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতির পাশাপাশি শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটি-সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য ১২ মার্চ সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, বোনাসসহ সব পাওনা ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মালিকপক্ষকে চলতি মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতনও দিতে হবে। ঈদ সামনে রেখে প্রণোদনা বাবদ দুই হাজার কোটি টাকা ছাড় করেছে সরকার।

পোশাকশিল্পের বেতন-ভাতা পরিস্থিতি

ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) ডিজিটাল মানচিত্র অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা আছে ৩ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১০৭। বিকেএমইএর সচল সদস্য কারখানা ৬১৩টি।

বিজিএমইএ দাবি করেছে, প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দিয়েছে। আর মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৮৩ শতাংশ কারখানা। এখন পর্যন্ত ১০টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেয়নি।

যদিও বিজিএমইএর ১ হাজার ৫৫৫ কারখানা তদারক করে শিল্প পুলিশ বলছে, প্রায় ১৬ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত বোনাস দেয়নি। বেতন বকেয়া আছে ৮০ শতাংশ কারখানার।

শিল্প পুলিশের পরিসংখ্যান সঠিক নয় উল্লেখ করে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, কাল (আজ) শুক্রবার ও পরশু (কাল) শনিবার সব কারখানা মার্চের অর্ধেক বেতন দিয়ে ছুটি দেবে। আপাতত বেতন-ভাতা নিয়ে কোনো সংকট নেই। বন্ধ কারখানাগুলোর সমস্যাও সমাধান করা হয়েছে।

বিকেএমইএ দাবি করেছে, ৪৯০ কারখানা গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বোনাস পরিশোধ করেছে। আর মার্চের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেছে ৩৬৭ কারখানা। অবশ্য বিকেএমইএর ৫৮১ কারখানা তদারক করে শিল্প পুলিশ বলছে, ৯০ শতাংশ কারখানার বেতন এখনো বাকি। বোনাস দিয়েছে ৩৪ শতাংশ কারখানা।

শিল্প পুলিশের তথ্য ঠিক নয় বলে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমও দাবি করেছেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, একটি কারখানার বেতন-ভাতা পরিশোধে সমস্যা ছিল। কয়েকজন মালিক মিলে ৩৫ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে কারখানাটির সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। কাল-পরশুর (আজ ও কাল) মধ্যে সব কারখানা বেতন-ভাতা দিয়ে শ্রমিকদের ছুটি দেবে।

পিছিয়ে অন্য শিল্পকারখানাও

তৈরি পোশাকশিল্পের বাইরে অন্য শিল্পকারখানার বেতন-ভাতা পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে শিল্প পুলিশ। সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটের বিভিন্ন খাতের ৬ হাজার ৮০৫ কারখানা তদারক করে শিল্প পুলিশ বলেছে, ১ হাজার ৯২৪ বা ২৮ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত ঈদ বোনাস দেয়নি। এখনো মার্চের বেতন দেয়নি ৪ হাজার ৯৪২টি বা ৭৩ শতাংশ কারখানা।

জানতে চাইলে শ্রমিক সংগঠনগুলোর আন্তর্জাতিক জোট ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সালাউদ্দিন স্বপন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় ভরপুর ক্রয়াদেশ রয়েছে। এরপরও বেতন-ভাতা নিয়ে যা হচ্ছে, তা দুঃখজনক। ভবিষ্যতে ঈদের আগে তৈরি পোশাকসহ অন্য খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। কোনো কারখানার মালিক সময়মতো শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

খোলা কাগজ
শুক্রবার ২৮ মার্চ ২০২৫ | ১৪ চৈত্র ১৪৩১

ড. সোহেল মিয়া

ঈদ-পূর্ববর্তী শ্রমিক অসন্তোষ : সমাধানের কৌশল

দেশের শিল্প খাতে শ্রমিক অসন্তোষ একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা, যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বিশেষত ঈদ উৎসবের প্রাক্কালে শ্রমিকরা বেতন, বোনাস, ওভারটাইম এবং উৎসব ভাতা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েন। ঈদের সময় পরিবার-পরিজনের জন্য কেনাকাটা এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাড়ানোর কারণে শ্রমিকদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। তবে অনেক সময় মালিকপক্ষ সময়মতো বেতন ও বোনাস পরিশোধে ব্যর্থ হয়, যা শ্রমিক অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। এর ফলে শিল্প খাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। সরকারের কার্যকর ভূমিকা এবং শ্রম আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। দ্রুত ও কার্যকর সমাধানের জন্য শ্রমিক, মালিক ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। কেবল পারস্পরিক আস্থা, সময়মতো বেতন ও বোনাস পরিশোধ এবং শ্রম আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমেই এ ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ

শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সময়মতো বেতন ও বোনাস পরিশোধ না করা। দেশে এ সমস্যা নিয়মিত দেখা যায়, বিশেষ করে উৎসবের সময়, যেমন ঈদের আগে। মালিকপক্ষ আর্থিক সংকট বা নগদ অর্থের অভাব দেখিয়ে বেতন পরিশোধে বিলম্ব করে, যা শ্রমিকদের আর্থিক দুর্ভোগ এবং পারিবারিক সমস্যায় ফেলতে পারে। এ বিলম্ব শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, যা বিক্ষোভ বা আন্দোলনে রূপ নিতে পারে এবং এর ফলে কর্মস্থলে অস্থিরতা ও উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে, যা শিল্প খাত ও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত উৎসব-ছুটি নিশ্চিত না করা শ্রমিক অসন্তোষের আরেকটি বড় কারণ। বাংলাদেশ শ্রম আইনে উৎসবের জন্য ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু অনেক সময় উৎপাদন লক্ষ্য ও জনবল সংকটের কারণে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বিশেষ করে ঈদের আগে অতিরিক্ত ওভারটাইমের চাপ শ্রমিকদের ক্লান্ত করে এবং পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ না পাওয়ায় পারিবারিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অপর্যাপ্ত ছুটি কর্মস্থলে অনীহা সৃষ্টি করে এবং শিল্প খাতে অস্থিরতা বাড়ায়।

ঈদের আগে কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয় বা শ্রমিকদের লে-অফে পাঠায়, যার ফলে শ্রমিকদের আয় কমে যায় এবং আর্থিক দুর্দশা সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও কাঁচামালের সংকট দেখিয়ে ছুটিতে পাঠানো হয়, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক চাপ বাড়ায়। এ পরিস্থিতি শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন, ওভারটাইম, ছুটি ও বোনাস পাওয়ার অধিকার থাকলেও অনেক মালিকপক্ষ আইন মানতে গড়িমসি করে। শ্রমিকরা আইন সম্পর্কে অবগত না থাকায় তাদের অধিকার চেপে রাখা হয় এবং প্রশাসনের দুর্বল তদারকির কারণে মালিকরা আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের পাওনা আটকে রাখে। এ পরিস্থিতি শ্রমিকদের বিক্ষোভ বা ধর্মঘটে অংশগ্রহণে বাধ্য করে, যা শিল্প খাতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

শ্রমিকদের অভিযোগ ও দাবি সমাধানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা একটি বড় বাধা। শ্রম পরিদর্শকদের দুর্বল মনিটরিং ও শিল্পপুলিশের অপর্যাপ্ত ভূমিকার কারণে সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় না। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপও পরিস্থিতি জটিল করে তোলে, ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক প্রভাব শ্রমিক অসন্তোষের বড় কারণ হতে পারে। হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের মতো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি শিল্প উৎপাদন ব্যাহত করে এবং শ্রমিকদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক বাজারের সংকট বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে চাকরির অনিশ্চয়তা বাড়ে, যা উদ্বেগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কিছু গোষ্ঠী শ্রমিক আন্দোলনকে উসকে দিলে তা শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র করে।

শ্রমিকদের দাবি ও অভিযোগের দীর্ঘদিন সমাধান না হলে তাদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। প্রশাসন ও মালিকপক্ষের উদাসীনতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বলতার কারণে সমস্যার সমাধান হয় না। এতে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পেশাদার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অভাবে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা কম থাকে, যা তাদের কর্মজীবনে উন্নতির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। মালিকপক্ষ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে যোগাযোগের অভাব, শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা এবং মতামত গ্রহণের অভাব অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এর ফলে চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা ও আন্দোলনের সম্ভাবনা বাড়ে, যা উৎপাদনশীলতা কমিয়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি করতে পারে।

> শ্রমিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মালিকপক্ষকে খোলামেলা আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যদি আর্থিক সংকটের কারণে বেতন ও বোনাস প্রদানে সমস্যা হয়, তবে শ্রমিকদের সঙ্গে স্বচ্ছভাবে আলোচনা করা জরুরি। প্রয়োজনে আংশিক পরিশোধের মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিরাপদে ঈদে বাড়ি ফিরতে পারে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের অভাব শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। নিরাপত্তা, বিশ্রামের সুযোগ, পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্যানিটেশন সুবিধার অভাব তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, যা তাদের কর্মবিরতি বা ধর্মঘটের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

দ্রুত সমাধানের কৌশল

মালিক-শ্রমিক সমঝোতা বাড়ানোর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। নিয়মিত আলোচনা সভা এবং বিশেষ করে ঈদের আগে বেতন-বোনাস নিয়ে আলোচনা করা শ্রমিকদের উদ্বেগ কমাতে এবং কর্মক্ষেত্রে একটি সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে। বেতন ও বোনাস প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমা নিশ্চিত করা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের উচিত, ঈদের অন্তত ৭ দিন আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কারখানা মালিকদের জন্য নির্দিষ্ট কঠোর নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন, যাতে তারা সময়মতো শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে।

শিল্পপুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা শ্রমিক অসন্তোষ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পপুলিশকে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে হবে এবং যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনও শ্রমিকদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি হটলাইন চালু করতে পারে, যাতে শ্রমিকরা সহজেই তাদের সমস্যা ও দাবি জানাতে পারেন।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি একটি কার্যকর কৌশল, যা দ্রুত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান আনতে পারে। মালিকপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা ও মধ্যস্থতা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্বে শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে, যা তাদের আর্থিক সংকট, স্বাস্থ্যসেবা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা দ্রুত সমাধান পাবে এবং নিরাপত্তা ও আস্থার অনুভূতি তৈরি হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। এতে শ্রমিক নেতারা শ্রম আইন, আলোচনা কৌশল ও দ্বন্দ্ব নিরসন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন। কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক অসন্তোষ ও সংঘর্ষ এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

শ্রম আইন কার্যকর করতে কঠোর মনিটরিং ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ে বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি কোনো মালিকপক্ষ অর্থ সংকটের অজুহাত দেখায়, তবে আলোচনার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে অন্তত আংশিক পরিশোধ নিশ্চিত করা উচিত, যাতে শ্রমিকরা ঈদে বাড়ি যেতে পারেন। পাশাপাশি, শিল্পপুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করে শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা জরুরি।

শ্রমিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মালিকপক্ষকে খোলামেলা আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যদি আর্থিক সংকটের কারণে বেতন ও বোনাস প্রদানে সমস্যা হয়, তবে শ্রমিকদের সঙ্গে স্বচ্ছভাবে আলোচনা করা জরুরি। প্রয়োজনে আংশিক পরিশোধের মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিরাপদে ঈদে বাড়ি ফিরতে পারে।

শ্রমিকদের উচিত অহেতুক উত্তেজনা বা সহিংসতার পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করা। উৎপাদন ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশের সম্পদ, প্রতিষ্ঠান বাঁচলে শ্রমিকরাও নিরাপদ থাকবে এবং জাতীয় অর্থনীতি এগিয়ে যাবে।

ঈদ-পূর্ববর্তী শ্রমিক অসন্তোষ সমাধানে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্প খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। এজন্য দ্রুত কার্যকর কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

ড. সোহেল মিয়া : *শ্রম সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ*

NEWAGE BUSINE
FRIDAY, MARCH 28, 2025,

2,282 apparel units yet to pay March wages

Staff Correspondent

ACCORDING to the latest report of Industrial Police, 2,282 readymade garment and textile factories are yet to clear half or full wages for March.

The report said that, so far, only 608 or 21 per cent of the total 2,890 operational factories had cleared half or full wages for March.

Moreover, 2,349 factories or 81 per cent of the total have already cleared payment of festival allowances for Eid-ul-Fitr, while 541 factory units have yet to do so.

Eid-ul-Fitr, on the biggest religious festivals of the Muslims, is expected to be held at the end of March subject to moon-sighting.

Among the operational factories, 122 RMG and textile units are yet to clear their workers' wages for February, according to a report from the Industrial Police on Thursday.

The IP said that there were currently 2,890 operational factories under the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, the Bangladesh Textile Mills Association and the Bangladesh Export Processing Zones Authority.

According to the IP report, 2,768 factories have paid February wages to their workers.

Meanwhile, the IP data said that the country had 9,695 factories, including jute mills and others.

According to Industrial Police data, 7,230 factories or 74.57 per cent of the total have cleared festival allowances and 2,471 or 25 per cent factories have cleared the wages for March.

According to the Bangladesh Labour Law, 2006, workers' wages from the previous month must be paid within the first seven working days of the following month.

Meanwhile, according to the BGMEA Factory Monitoring Report, about 1,997 units or 95 per cent of the 2,207 operational RMG factories in the Dhaka and Chattogram zones' member factories have cleared their disbursement of Eid allowances.

Moreover, 99.53 per cent or 2,097 factories have cleared their February wages.

Workers of TNZ Group continued their sit-in protest for the fifth consecutive day on Thursday in front of Shrama Bhaban at Bijoynagar in the capital Dhaka, demanding two months' due wages and festival allowance.

Labour leaders said that despite government claims of payment through asset sales, most workers had not received their dues, with some only getting Tk 6,000-7,000. Workers of TNZ Apparels Limited and Apparel Plus Eco Limited have been protesting since March 23, while Apparel Art Limited's employees joined them on Thursday.

Shaheen Alam, labour leader from Apparel Plus, said that they were demanding wages for January, February and March, along with festival allowances. TNZ Apparels' Towhidul Islam warned of hard movements, even on Eid, if their demands remained unmet.

On Thursday afternoon, workers marched from Shrama Bhaban through Paltan and Press Club.

On Tuesday, police used batons, sound grenades and teargas near the Secretariat, injuring at least 40 protesters.

Meanwhile, the Ministry of Labour and Employment has taken proactive steps to address payment of wages and festival allowances for industrial sector workers.

In a press conference on Thursday, labour adviser Brigadier General (retired) M Shakhawat Hossain said that considering the plight of workers at ROARE Fashion, the ministry had disbursed Tk 12.33 crore from its central emergency fund. However, this support is a one-time intervention and will not be extended to other companies, he said.

Regarding TNZ Group's Apparel Eco Limited, he said that following a decision made in the ministry's labour dispute resolution meeting on March 25, TNZ Group's Apparel Eco Limited had settled its workers' wages and allowances by selling company assets, including vehicles.

Moreover, the Bangladesh Bank disbursed Tk 11 crore for Mahmud Group workers.

He also said that the issues of Stylecraft and Youngone BD Limited would be resolved through negotiation.

ঢাকা : শনিবার ১৫ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Saturday 29 March 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের বিষয়ে সরকার-মালিকপক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সরকার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তৈরি পোশাকশিল্পের অনেক কারখানা এখনো শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করেনি। তবে আন্দোলনে থাকা ছয় কারখানার শ্রমিকের পাওনার একটা অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়েছে, এমনটা জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দপ্তর।

শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। শিল্প পুলিশ বলেছে, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের ১৯ শতাংশ কারখানা ঈদের বোনাস এবং ৭৯ শতাংশে কারখানা মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দেয়নি। যদিও তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর দাবি, তাদের সচল প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানার বোনাস দেওয়া শেষ। আর নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ বলছে, ৮০ শতাংশ কারখানা বোনাস দিয়েছে। উভয় সংগঠনের দাবি, শুক্র (গতকাল) ও আজকের সব কারখানা বেতন-বোনাস দেবে।

বকেয়া বেতন-বোনাস ও অন্যান্য পাওনার দাবিতে গত বৃহস্পতিবার পঞ্চম দিনের মতো শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেল প্লাস ইকো, টি অ্যান্ড জেড অ্যাপারেলস ও অ্যাপারেল আর্ট কারখানার শ্রমিকেরা। পাশাপাশি স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়াস কারখানার শ্রমিকেরাও ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবস্থান করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেলস ইকো লিমিটেডের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। স্টাইলক্রাফট এবং ইয়াং ওয়াসের বকেয়া ক্ষতিপূরণ দিতে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। সভায় শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের বিষয়টি নিস্পত্তি হয়েছে।

এ ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে বন্ধ থাকা গাজীপুরের মাহমুদ গ্রুপ ও ময়মনসিংহের ভালুকার রোর ফ্যাশনের শ্রমিকদের পাওনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, মাহমুদ গ্রুপের দুটি কারখানার শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধে বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ সহায়তার ১১ কোটি টাকা ছাড় করেছে। রোর ফ্যাশনের মালিক পলাতক থাকায় শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে।

> শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার দুই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। শিল্প পুলিশ বলেছে, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের ১৯ শতাংশ কারখানা ঈদের বোনাস এবং ৭৯ শতাংশ কারখানা মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দেয়নি। যদিও তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর দাবি, তাদের সচল প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানার বোনাস দেওয়া শেষ

একাধিক শ্রমিকনেতা বলেন, ঈদের আগে শেষ মুহূর্তে পোশাকশ্রমিকের বেতন-ভাতা নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য কারখানায় সমস্যা তুলনামূলক কম হলেও সাব কন্ট্রাকটিং বা ঠিকায় কাজ করে, এমন ছোট ছোট কারখানায় বেতন-ভাতা পরিশোধের অবস্থা নাজুক। বেশির ভাগই ৫০০-১০০ টাকা ঈদ বোনাস দিচ্ছে। মার্চের বেতন না দেওয়ার কারখানার সংখ্যাই বেশি। এসব কারখানা নজরদারি করার দায়িত্ব সরকারের।

ঈদের আগে শ্রম পরিস্থিতির পাশাপাশি শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটি-সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য ১২ মার্চ সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, বোনাসসহ সব পাওনা ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

মালিকপক্ষকে চলতি মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতনও দিতে হবে। ঈদ সামনে রেখে প্রণোদনা বাবদ দুই হাজার কোটি টাকা ছাড় করেছে সরকার।

ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) ডিজিটাল মানচিত্র অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা আছে ৩ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য সচল কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১০৭। বিকেএমইএর সচল সদস্য কারখানা ৬১৩টি।

বিজিএমইএ দাবি করেছে, প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানা গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রমিকের ঈদ বোনাস দিয়েছে। আর মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দিয়েছে ৮৩ শতাংশ কারখানা। এখন পর্যন্ত ১০টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেয়নি। যদিও বিজিএমইএর ১ হাজার ৫৫৫ কারখানা তদারকি করে শিল্প পুলিশ বলছে, প্রায় ১৬ শতাংশ কারখানা গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বোনাস দেয়নি। বেতন বকেয়া আছে ৮০ শতাংশ কারখানার।

শিল্প পুলিশের পরিসংখ্যান সঠিক নয় উল্লেখ করে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'কাল (গতকাল) শুক্রবার ও পরশু (আজ) শনিবার সব কারখানা মার্চের অর্ধেক বেতন দিয়ে ছুটি দেবে। আপাতত বেতন-ভাতা নিয়ে কোনো সংকট নেই। বন্ধ কারখানাগুলোর সমস্যাও সমাধান করা হয়েছে।'

বিকেএমইএ দাবি করেছে, ৪৯০ কারখানা গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকের বোনাস পরিশোধ করেছে। আর মার্চের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেছে ৩৬৭ কারখানা। অবশ্য বিকেএমইএর ৫৮১ কারখানা তদারকি করে শিল্প পুলিশ বলছে, ৯০ শতাংশ কারখানার বেতন এখনো বাকি। বোনাস দিয়েছে ৩৪ শতাংশ কারখানা।

তৈরি পোশাকশিল্পের বাইরে অন্য শিল্পকারখানার বেতন-ভাতা পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে শিল্প পুলিশ। সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটের বিভিন্ন খাতের ৬ হাজার ৮০৫ কারখানা তদারকি করে শিল্প পুলিশ বলেছে, ১ হাজার ৯২৪ বা ২৮ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত ঈদ বোনাস দেয়নি। এখনো মার্চের বেতন দেয়নি ৪ হাজার ৯৪২টি বা ৭৩ শতাংশ কারখানা।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ৩০ মার্চ ২০২৫।

প্রায় শতভাগ কারখানার বেতন-বোনাস পরিশোধ

বিজিএমইএ ও শিল্প পুলিশের দাবি

- টিএনজেডের তিন মালিক শ্রম ভবনে হেফাজতে
- ঈদের পর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস শ্রমসচিবের
- গাজীপুরে বেতন-বোনাস পাননি ৫ কারখানার শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আন্দোলনের মুখে ঈদের আগে টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের তিন কোটি টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান। তবে তা মানেননি সাধারণ শ্রমিকরা। গতকাল শনিবারও শ্রম ভবনের সামনে শ্রমিকরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে তাঁদের প্রাপ্য বেতন-বোনাসের দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু গতকাল রাত ৮টা পর্যন্ত টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৮ এপ্রিল আবারও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রমসচিব।

এদিকে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ ও শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় শতভাগ কারখানার মালিক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করেছেন। আর টিএনজেডসহ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কাজ করছে সরকার। এদিকে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শ্রমসচিব জানিয়েছেন, শ্রমিকদের বেতন-বোনাস সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত টিএনজেডের তিন মালিক শ্রম ভবনে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকবেন। এই সংকট সমাধানের পর তাঁরা ছাড়া পাবেন।

বিজিএমইএর তথ্যানুসারে ঈদের আগেই প্রায় শতভাগ কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিজিএমইএর সদস্য কারখানা দুই হাজার ১০৭টির মধ্যে দুই হাজার ৯৮টি কারখানা ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে, যা প্রায় ৯৯.৫৭ শতাংশ। এ ছাড়া মার্চ মাসের বেতন (১৫-৩০ দিনের) পরিশোধ করেছে—এমন কারখানা দুই হাজার ৭৯টি, যা ৯৮ শংতাশের বেশি।

এদিকে শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদের বোনাস, মার্চ মাসের বেতন বিজিএমইএসহ অন্য সংগঠনের প্রায় সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করেছে।

তবে টিএনজেডসহ সাতটি কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি। এই বেতন-বোনাস পরিশোধে বিজিএমইএ, শ্রম মন্ত্রণালয় ও শিল্পাঞ্চল পুলিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসাধারণ সম্পাদক মন্তুর মঙ্গল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'টিএনজেডসহ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি টাকা দরকার। শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান ঈদের আগে তিন কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সেটা মানেননি। ফলে এর কোনো সুরাহা হয়নি। আমরা আশা করছি সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।'

এ প্রসঙ্গে শ্রমসচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মালিকপক্ষের তিনজনকে হেফাজতে রাখা হচ্ছে। কারখানার যন্ত্রপাতি বিক্রি করে আপাতত শ্রমিকদের পাওনা তিন কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে। আগামী ৮ এপ্রিল অফিস খোলার পর এ বিষয়ে পূর্ণ সমাধান দেওয়া হবে।'

বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'টিএনজেড ও এসসেইন অ্যাপারেলস—এ দুই কারখানার বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা হয়েছে। টিএনজেডের পরিচালক শনিবার বিকেলের মধ্যে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসসেইন অ্যাপারেলসের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এর বাইরে যেসব কারখানা বেতন বা বোনাস দেয়নি, তারা ছুটির আগেই দেবে।' বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'দুটি কারখানায় বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা আছে। সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে। ৯০ শতাংশ কারখানা ছুটি দিয়ে দিয়েছে। বাকিরা বেতন-ভাতা পরিশোধ করে শনিবার ছুটি দিয়ে দেবে।'

গাজীপুরে বেতন-বোনাস পাননি ৫ কারখানার শ্রমিকরা : নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর জানান, গাজীপুরে বেতন-বোনাস পাননি পাঁচ কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক। ফলে এই শ্রমিকদের ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের জারা কম্পোজিট, মোগরখাল এলাকার এএনজেড অ্যাপারেলস, তিন সড়ক এলাকার স্টাইল ক্রাফট, শ্রীপুরের জৈনা বাজার এলাকার এইচডিএফ অ্যাপারেলস এবং কালিয়াকৈর উপজেলার কামরাঙ্গাচালা এলাকার হ্যাগ নিটওয়্যার গতকাল শনিবার দুপুর পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করেনি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, জারা নিট কম্পোজিট ও হ্যাগ নিটওয়্যার কারখানার মালিক লাপাত্তা। এতে বেতন ও ঈদ বোনাস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন জারার ৪০০ এবং হ্যাগ নিটওয়্যারের ৩০০ শ্রমিক। এইচডিএফ অ্যাপারেলসের দুই হাজার ৩০০ শ্রমিকও বেতন-বোনাস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়েছে, ঈদের পর বেতন-বোনাস পরিশোধ করবে। শ্রমিকরা বিষয়টি মেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

সময়ের আলো শনিবার। ২৯ মার্চ ২০২৫

অসংখ্য কারখানায় বেতন-বোনাস হয়নি এখনও

শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হোক

প্রতি বছরের মতো এবারও ঈদ সামনে রেখে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ঈদের আগের শেষ কর্মদিবসেও বেশ কিছু কারখানার শ্রমিকরা মার্চের অর্ধেক বেতন ও বোনাস পাননি। ফলে তাদের ঈদ উদযাপন অনিশ্চিত। ঈদের আগে এটা শ্রমিকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বলা যায়। যে শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে কারখানা সচল রাখেন, সেই শ্রমিকদের যদি বেতন ও বোনাসের দাবিতে প্রতি বছর আন্দোলন করতে হয়, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। শুক্রবার সময়ের আলোতে প্রকাশিত শিল্প পুলিশের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ এবং বেপজার অধীন মোট ২ হাজার ৮৯০টি পোশাক কারখানা বর্তমানে চালু রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করেছে ২ হাজার ৭৬৮টি প্রতিষ্ঠান। আরও ৩০টি কারখানার শ্রমিকদের জানুয়ারি বা তার পূর্ববর্তী মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। চলতি মার্চের জন্য ৪২২টি কারখানা শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন অগ্রিম পরিশোধ করেছে। শ্রমিকদের বেতন পরবর্তী মাসের প্রথম সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধের কথা থাকলেও এখনও কিছু কারখানা তা মানতে পারেনি।

যদিও শ্রম আইন অনুযায়ীই এ বিধি রয়েছে। এখনও ৭২৩টি কারখানা ঈদ বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি, যা মোট কারখানার প্রায় ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় ১২টি কারখানার মালিকের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। এসব কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিদেশ যেতে পারবেন না।

শ্রমিকদের বেতন জন্য ৪টি ব্যাংকের শাখা খোলা রাখা হয়েছিল। এদিকে বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা কয়েক দিন ধরে গাজীপুর ও সাভারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে আন্দোলন করে আসছেন। কখনো কারখানা বন্ধ করে, কখনো মহাসড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন করছেন। গাজীপুর ও আশুলিয়া এলাকার কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ বেশি।

শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন নতুন কোনো দাবিতে নয়, বকেয়া বেতন ও ঈদের বোনাস পাওয়ার জন্য। অনেক কারখানায় শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনও পাননি। মার্চ মাসের শেষে ঈদের ছুটি। তার আগে মার্চের অর্ধেক বেতন দেওয়ার কথা বলেছেন মালিকরা। এটা শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার নয়। শ্রমিক আন্দোলনের কারণে কেবল উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে না, সড়ক-মহাসড়ক অবরুদ্ধ থাকার কারণে রোজার দিনে যাত্রীদেরও চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। ঈদের আগে শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে মালিক-শ্রমিক উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। ঈদের আগে যাতে সব কারখানার মালিক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করেন, সেই নিশ্চয়তা থাকতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে কখনো শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৯ মার্চ ২০২৫.

নির্ধারিত সময়ে বেতন ভাতা দেয়নি অনেক পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে পাওনা বুঝে না পাওয়ায় রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন গাজীপুরের টিএনজেড গ্রুপের পোশাকশ্রমিকেরা।

শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধে গতকাল শুক্রবার গ্রুপের পরিচালক শরীফুল ইসলামকে থানা-পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। তিনি পরে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছে কারখানার যন্ত্রপাতি, আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করে আজ শনিবার পাওনা পরিশোধ করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে ঈদের বাকি আর এক-দুই দিন। বেতন-ভাতা পরিশোধে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা ইতিমধ্যে পার হয়েছে। তবে এখনো অনেক কারখানা উৎসব ভাতা বা বোনাস ও মার্চের অর্ধেক বেতন দেয়নি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নির্ধারিত সময়ে বেতন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যদিও বেতন-ভাতা পরিশোধের সুবিধার্থে শিল্পাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা বিশেষ ব্যবস্থায় আজ খোলা থাকবে। লেনদেন চলবে তিন ঘণ্টা, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে গতকালও দুই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। শিল্প পুলিশ বলেছে, গতকাল বেলা তিনটা পর্যন্ত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের ২ হাজার ৮৮৬ কারখানার মধ্যে ১০ শতাংশ ঈদের বোনাস ও ৫৯ শতাংশ মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন দেয়নি। এসব কারখানার মধ্যে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন কারখানা রয়েছে। অবশ্য তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর দাবি, তাদের সচল ৯৭ শতাংশ কারখানা বোনাস ও ৯৩ শতাংশ বেতন দিয়েছে। আর নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ বলছে, দুটি কারখানা ছাড়া অন্যগুলোয় বেতন-ভাতা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে গত রাতে বলেন, টিএনজেড ও এসসেইন অ্যাপারেলস—এই দুই কারখানার বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। টিএনজেডের পরিচালক শনিবার বিকেলের মধ্যে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসসেইন অ্যাপারেলসের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এর বাইরে যেসব কারখানা বেতন বা বোনাস দেয়নি, তারা ছুটির আগেই দেবে।

অন্যদিকে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, দুটি কারখানায় বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা আছে, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে। ৯০ শতাংশ কারখানা ছুটি দিয়ে দিয়েছে। বাকিরা বেতন-ভাতা দিল শনিবার ছুটি দিয়ে দেবে।

তৈরি পোশাকের বাইরে অন্য শিল্পকারখানাতেও শ্রমিকদের বেতন-বোনাস বাকি। সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটের বিভিন্ন খাতের ৬ হাজার ৮০৫ কারখানা তদারক করে শিল্প পুলিশ বলেছে, গতকাল পর্যন্ত ২০ শতাংশ কারখানা বোনাস দেয়নি। এখনো মার্চের বেতন দেয়নি ৪৭ শতাংশ কারখানা।

জানতে চাইলে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি জলি তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, সরকার আগে থেকে কঠোর হলে শ্রমিকের পাওনা নিয়ে সমস্যা কম হতো। শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় করেও মালিকেরা পার পেয়ে যাচ্ছেন, এমন অভিযোগ করেন তিনি।

শ্রম ভবনের সামনে টিএনজেড শ্রমিকেরা

পাওনা বেতনসহ বোনাসের দাবিতে টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেল প্লাস ইকো, টি এন জেড অ্যাপারেলস ও অ্যাপারেল আর্ট কারখানার শ্রমিকেরা গতকাল ষষ্ঠ দিনের মতো রাজধানীর বিজয়নগরের শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। শ্রমিকদের আন্দোলনে সংহতি জানান গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

বেলা সাড়ে ১১টায় সেখানেই সংবাদ সম্মেলন করেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন টিএনজেড অ্যাপারেলসের শ্রমিক শহিদুল ইসলাম। তিনি 'মালিকের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হয়েছে' বলে দেওয়া বক্তব্যকে মিথ্যা অভিহিত করে বলেন, টিএনজেড গ্রুপের একটি কারখানার (অ্যাপারেল প্লাস ইকো) শ্রমিকদের সামান্য টাকা দেওয়া হয়েছে। এভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চক্রান্ত চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, টিএনজেড অ্যাপারেলসে কর্মরত ২ হাজার ১০০ শ্রমিকের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের বেতন, ঈদ বোনাসসহ পাওনা প্রায় ৯ কোটি টাকা। অ্যাপারেল প্লাস ইকো কারখানার ৮২৬ শ্রমিকের জানুয়ারি-মার্চ মাসের বেতন, ঈদ বোনাসসহ অন্যান্য পাওনা ৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা, যার মধ্যে গতকাল দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা। অ্যাপারেল আর্ট কারখানার ২৪০ শ্রমিকের ডিসেম্বর-মার্চ পর্যন্ত বেতন-বোনাসসহ অন্যান্য পাওনা ২ কোটি ৪ লাখ টাকা, যা এখনো পরিশোধ করা হয়নি।

জানতে চাইলে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন গতকাল বিকেলে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, কারখানার মালিক থানায় আছেন। বেতন-ভাতা পরিশোধের চেষ্টা চলছে। মালিক টাকা না দিতে পারলে কারখানা ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করে টাকা দেওয়া হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মালিকের পাওনা মালিককেই দিতে হবে। সরকারের পক্ষে টাকা দেওয়ার সুযোগ নেই।

DHAKA FRIDAY MARCH 28, 2025
CHAITRA 14, 1431 BS
The Daily Star

75% factories yet to pay March wages, say Industrial Police

74.57% clear Eid bonus

REFAYET ULLAH MIRDHA

Nearly 75 percent of the 9,596 garment and non-garment factories across Bangladesh were yet to pay workers their March wages till yesterday, according to Industrial Police, as Eid holidays are just around the corner.

The figures, compiled until 3pm yesterday, also show that 74.57 percent of the factories have so far paid Eid bonuses.

Of the total, 2,890 factories are affiliated with major trade bodies, including the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), and the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza).

Of them, 2,282 (78.96 percent) have yet to settle March wages.

The data also shows stark disparities among industry groups. Only 331 out of 1,555 BGMEA-affiliated factories have paid March wages, while just 53 of 581 BKMEA members have done so.

The BTMA fares similarly, with only 30 of its 330 mills settling wages.

Factories under Bepza performed slightly better, with 214 out of 424 paying workers.

In the jute sector, 47 out of 86 mills have cleared March wages, but workers at 72.97 percent (6,719) of factories in other sectors remain unpaid.

Bonus payments paint a marginally brighter picture.

Among BGMEA members, 1,309 out of 1,555 factories have disbursed bonuses, while 383 of 581 BKMEA-affiliated units have done the same.

The BTMA saw 238 of its 330 members paying bonuses, and Bepza factories nearly swept the board with 419 out of 424 complying.

In the jute industry, 65 of 86 mills paid bonuses, while 4,816 out of 6,719 factories in other sectors met their obligations.

BGMEA administrator Anwar Hossain said most factories would likely pay wages in the next two days before the holiday, as is customary.

"Paying earlier risks workers leaving before the official holiday, disrupting urgent production and shipments," he added.

75% factories yet to pay Ma

FROM PAGE B1

Hossain said that while 94.78 percent of factories had paid bonuses, liquidity pressures were high due to the dual burden of salaries and bonuses.

To ease it, the Bangladesh Bank has released Tk 2,250 crore from export cash incentives to help facilitate payments before Eid.

At a press conference in Dhaka yesterday, Labour and Employment Adviser Brig Gen (Retd) M Sakhawat Hussain assured that "almost all factories" would clear payments as Eid approaches.

According to the adviser, the government has barred 12 garment factory owners from travelling abroad over unpaid wages.

As the owner of Roar Fashion Saifuzzaman Shikhor, a former Awami League lawmaker, is now absconding, labour agitation prompted authorities to disburse Tk 1.23 crore in loans to cover unpaid wages.

The labour ministry has also urged the home ministry to file a

বণিকবার্তা রোববার, মার্চ ৩০, ২০২৫

প্রায় শতভাগ বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি শিল্প পুলিশের

শ্রম ভবনের সামনে শ্রমিকদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঈদের আগে প্রায় শতভাগ কারখানায় শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে শিল্প পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় শিল্প পুলিশের দেয়া হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির বেতন পরিশোধ করা হয়েছে ৯৭ দশমিক ১৬ শতাংশ কারখানায়। বকেয়া রয়েছে ২ দশমিক ৮৪ শতাংশের। মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে ৮৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ কারখানায়। বকেয়া রয়েছে ১৫ দশমিক ৪৭ শতাংশের। ঈদুল ফিতরের বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে ৯৭ দশমিক শূন্য ৬ কারখানায়। আর বকেয়া রয়েছে ২ দশমিক ৯৪ শতাংশের। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ ও বেপজা থেকে পাওয়া তথ্য থেকে শিল্প পুলিশ এ হিসাব দেয়।

শ্রম সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামানও প্রায় শতভাগ কারখানার বেতন-বোনাস পরিশোধের কথা জানিয়েছেন। তিনি গতকাল শ্রমভবনে এক বৈঠক শেষে বলেন, 'এবার সরকার ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের বেতন বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে, যেটি নজিরবিহীন।'

ঈদের আগে বেতন, ভাতা ও বোনাসের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে সাতদিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে টিএনজেড গ্রুপের তিনটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা। গতকালও তাদের কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আন্দোলনরত শ্রমিকদের জন্য আপাতত ২ কোটি টাকা ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন তারা। তাদের দাবি, শ্রমিকদের প্রাপ্য সব বকেয়া ঈদের আগে পরিশোধ করতে হবে। দাবি মানা না হলে ঈদের দিনও শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান করার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

এদিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন বাইমাইল এলাকায় একটি কারখানার শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে চাকরিচ্যুতরা। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি কারখানার শ্রমিকরা।

গতকাল শ্রম ভবনে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২৭ মার্চ টিএনজেড গ্রুপের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা

শিল্প পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ ও বেপজার আওতাভুক্ত কারখানাগুলোয় প্রায় শতভাগ বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে

ফেব্রুয়ারির বেতন	মার্চের বেতন	ঈদুল ফিতরের বোনাস
পরিশোধ ৯৭.১৬%	পরিশোধ ৮৪.৫৩%	পরিশোধ ৯৭.০৬%
বকেয়া ২.৮৪%	বকেয়া ১৫.৪৭%	বকেয়া ২.৯৪%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রম ভবনের সামনে

১ম পৃষ্ঠার পর

দেয়া হয়েছে, এমন মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়লেও এখনো কোনো শ্রমিককে বেতন দেয়া হয়নি। তাদের অভিযোগ শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন এবং ঈদের বোনাস পাওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা দেয়া হয়নি।

আন্দোলন চলার সময় গতকাল দুপুরে শ্রম ভবনে বৈঠক করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান। সেখানে বিজিএমইএ প্রতিনিধি, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, টিএনজেড গ্রুপের পরিচালক শরীফুল ইসলাম শাহীনসহ তিন প্রতিনিধি, অ্যাপারেলস প্লাস ইকো লিমিটেডের শ্রমিক নেতা শহিদুল, রেখা আক্তার তিন্নি, শিউলিসহ ১৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে টিএনজেড গ্রুপের মেশিন বিক্রি করে আপাতত ২ কোটি টাকা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন সচিব ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এছাড়া ঈদের পর ৮ এপ্রিল টিএনজেড কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করে মে দিবসের আগেই সব বিষয় সমাধানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে পর্যন্ত টিএনজেড গ্রুপের পরিচালক শাহীনসহ তিন কর্মকর্তা শ্রম অধিদপ্তরের হেফাজতে থাকবেন। তবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা।

বৈঠক শেষে শ্রম সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, 'এ মাসের শুরুতেই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেয়ার জন্য আমরা সব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বলে দিয়েছি। ২৭ মার্চ শেষ কর্মদিবসেও যারা বেতন-ভাতা দিতে পারেনি তারা বিদেশে যেতে পারবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। ২৭ মার্চের মধ্যে প্রায় সবগুলোর সমাধান করেছি। অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টিএনজেডের আংশিক সমাধান আমরা করেছি। ১ কোটি ৫ লাখ টাকা ২৭ তারিখে ব্যাংক পেমেন্ট দিয়েছে। তাদের সমস্যা শুনে তাদেরকে আমরা ১৬ কোটি টাকা দিয়েছি। এখন শুনছি আরো ১৭ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এভাবে তো চলতে পারে না। নিচে শ্রমিকরা আন্দোলন করছে। আপাতত আমরা যে সমাধানে আসছি শ্রমিকরা যাতে বাড়ি যেতে পারে সেজন্য ২ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ঈদের পর মে দিবসের আগে সবটা সমাধান করব। এ সময়ে পরিচালকসহ তিনজন আমাদের হেফাজতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, 'এবার সরকার ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের বেতন বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে, যেটি নজিরবিহীন। বাকি দশমিক ৫ শতাংশে এ টিএনজেড আছে। দুই-একটি জায়গায় যে সমাধান হয়নি সেটার জন্য আজকের এ ব্যবস্থা। আশা করছি শ্রমিকরা এটি মেনে নেবে।'

তবে সচিবের এমন ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা। শহিদুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক নেতা বলেন, 'আজকের ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিকরা পাবে ৬ হাজার টাকা করে। এ সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। আমাদের পাওনা যদি পরিশোধ না হবে ততদিন শ্রম ভবনের সামনে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। ঈদের দিনও এটি চলবে। আমরা আজকের কঠোর কর্মসূচিতে যাব। প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন বরাবর পদযাত্রা করব।'

শিল্প পুলিশ জানিয়েছেন শ্রমিকদের ঈদের বোনাস, মার্চের বেতন বিজিএমইএসহ অন্যান্য সংগঠনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রায় সবাই পরিশোধ করেছে। শিল্পাঞ্চল পুলিশের সহযোগিতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা ও নিবিড় তদারকিতে এবারের ঈদের বোনাস ও মার্চের বেতন পরিশোধে শিল্প-সেক্টরে শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। টিএনজেডসহ কিছু ফ্যাক্টরি বোনাসসহ বেতন পরিশোধ করতে পারে নাই।

এদিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন বাইমাইল এলাকায় একটি কারখানার শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে চাকরিচ্যুতরা। গতকাল সকালে স্ট্যান্ডার্ড ইস্টিস ওভেন কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন বলে গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কোনাবাড়ী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম জানান।

পুলিশ ও স্থানীয়রা বলেন, ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ওই কারখানার শ্রমিকরা শনিবার সকালে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় প্রায় আধাঘণ্টা ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন আর আর স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিল কারখানার শ্রমিকরা। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে সেনাবাহিনীর আশ্বাসে মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী এলাকায় আর আর স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিল কারখানার সামনে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা।

বগুড়া সেনানিবাসের ১১ পদাতিক ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জুনায়েদ বিন কবির বলেন, মহাসড়কে নিরাপত্তা ও যানজট নিরসনে কাজ করছে সেনাবাহিনী। ঈদে ঘরমুখী মানুষ যেন দুর্ভোগে না পড়ে, এজন্য সব চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ জানান, আর আর স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিলের শ্রমিকরা বেতন ও ঈদ বোনাস না পেয়ে মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছিলেন। এরপর হাইওয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আর আর স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আব্দুল মান্নান বলেন, 'কারখানায় চার শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তাদের কারো বেতন বকেয়া নেই। কিন্তু চলতি মাসের বেতন না দেয়ায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

যুগান্তর | রোববার ৩০ মার্চ ২০২৫, ১৬ চৈত্র ১৪৩১

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড

দুই যুগেও ৬৭ কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী হয়নি

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ৬৭ কর্মচারীর চাকরি দুই যুগেও স্থায়ী হয়নি। ৬৭ জনের মধ্যে ৩৬ জনের চাকরি স্থায়ী করার জন্য আদালতের আদেশ থাকলেও তা আমলে নেয়নি বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অতিকষ্টে জীবনযাপন করছেন ভুক্তভোগী কর্মচারীরা। এরই মধ্যে মারা গেছেন চারজন।

অস্থায়ী কর্মচারীরা বলছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সনদ, মার্কশিট, সংশোধনী, ব্যবহারিক পরীক্ষা, নিবন্ধন ও পুনঃনিরীক্ষণ থেকে পাওয়া বিলের সম্মানীর একটি অংশ স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে বণ্টন করা হয়। অস্থায়ী কর্মচারীরা স্থায়ী হলে তারাও এই সম্মানী পাবেন। এ কারণে বোর্ডের কর্মকর্তাদের একটি চক্র অস্থায়ীদের চাকরি স্থায়ী হোক চায় না। এছাড়া স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করে একটি চক্রের বাণিজ্যের পরিকল্পনা এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডে কিছু পদে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এখন বোর্ডে অস্থায়ী কর্মচারী ৬৭ জন। এদের মধ্যে ৩৬ জন চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য ২০১৪ সালে হাইকোর্টে যান। হাইকোর্ট ৯০ দিনের মধ্যে তাদের চাকরি স্থায়ী করার নির্দেশ দেন। এরপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ আপিল করে। তবে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেই নিয়োগ দিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রেও অস্থায়ী কর্মচারীদের বয়স শিথিল করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দিতে হবে। ২০১৭ সালের ৯ আগস্ট দেওয়া এ রায় এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। এ অবস্থায় ৪ অক্টোবর কর্মচারীরা প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিলেও কোনো কাজ হয়নি। নথিপত্রে দেখা গেছে, আপিল বিভাগের রায় পাওয়ার পর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দুজন আইন উপদেষ্টার মতামত নিয়েছে। আইন উপদেষ্টা মো. ইয়াহিয়া লিখেছেন, ৭ বছর পরও আপিল বিভাগের রায় বাস্তবায়ন হয়নি। এটি না করা কোর্ট অবমাননা হিসাবে গণ্য হয়। ওই কর্মচারীদের স্থায়ী করতে আইনগত কোনো বাধা নেই। আরেক উপদেষ্টা এজাজুল হক মানু লিখেছেন, আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমন অহেতুক বিলম্ব আদালতের নির্দেশনা অবজ্ঞার শামিল। তিনি দ্রুত অস্থায়ীদের স্থায়ী করার পরামর্শ দেন। রিট আবেদন করা ৩৬ জনের বাইরে আরও যেসব অস্থায়ী কর্মচারী আছেন, তাদের ক্ষেত্রেও আদালতের ওই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও তিনি মত দেন।

কালের কণ্ঠ | ঢাকা। শনিবার। ২৯ মার্চ ২০২৫

২৯৯ পোশাক কারখানা এখনো ঈদ বোনাস দেয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আসন্ন ঈদুল ফিতর সামনে রেখে দেশের পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন ও উৎসব ভাতা বেশির ভাগ কারখানায় পরিশোধ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে যেমন স্বস্তি ফিরে এসেছে, উদ্যোক্তারাও চাপমুক্ত হয়েছেন। তবে দুই হাজার ৫৯১টি কারখানা শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দিলেও ২৯৯টি কারখানা এখনো বোনাস দেয়নি।

শিল্প পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে পাটকল, অন্যান্য কারখানাসহ মোট ৯ হাজার ৬৯৫টি কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে আট হাজার ৩৯টি ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। তবে চার হাজার ৩৫২টি এখনো মার্চ মাসের বেতন দেয়নি, যা মোট কারখানার ৪৫ শতাংশ। বিজিএমইএর মহাসচিব মো. ফয়জুর রহমান জানান, ২৭ মার্চ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ৯৯.৫৩ শতাংশ কারখানা। মার্চ মাসের ১৫ বা ৩০ দিনের বেতন পরিশোধ করেছে ৮৩.২০ শতাংশ কারখানা। ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে ৯৪.৭৮ শতাংশ কারখানা। ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ০.৪৭ শতাংশ কারখানায় প্রক্রিয়াধীন।

ধাপে ধাপে ঈদের ছুটি : বিজিএমইএর নির্দেশ অনুযায়ী, ২৬ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে ধাপে ধাপে শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হচ্ছে, যাতে মহাসড়কে যানজটের চাপ কমে।

বেতন-বোনাস না পেলে ভুখা মিছিল : আজ শনিবারও বেতন-বোনাস না পেলে ঈদের দিনে ভুখা মিছিল করবেন এসব পোশাক শ্রমিক। তবে শনিবারও সব শ্রমিক বেতন-ভাতা না পেলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ ব্যাংক বন্ধ হলে ঈদের আগে বেতন-ভাতা পরিশোধের সুযোগ থাকবে না।

গাজীপুরের টিএনজেড গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা ঈদের আগে বেতন-বোনাসের দাবিতে ঢাকায় শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান করছেন কয়েক দিন ধরে। মালিকপক্ষ তাঁদের সবাইকে এক কোটি টাকা ভাগ করে দেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু তাঁদের পাওনা সাত কোটি টাকার বেশি। তাঁরা যদি তাঁদের পাওনা না পান, তাহলে অবস্থান চালিয়ে যাবেন এবং ঈদের দিন ভুখা মিছিল করবেন। বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন বলেন, পরিদর্শক কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের উৎসব ভাতা দেওয়া কারখানার সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার ৯৯৭, যা মোট কারখানার ৯৪.৭৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ৯৯.৫৩ শতাংশ বা দুই হাজার ১৭টি।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার বলেন, 'সরকার বলছে প্রায় শতভাগ কারখানায় বেতন-বোনাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে যে হিসাব রয়েছে, তাতে ১০ শতাংশেরও বেশি কারখানায় বেতন-বোনাস হয়নি। শনিবারও দেওয়ার কথা আছে। শনিবার বিকেল নাগাদ বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। কারণ এরপর তো আর বেতন-বোনাস দেওয়ার সুযোগ নেই।' তিনি মনে করেন, শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের স্বার্থে যথাযথ উদ্যোগ নিলে এমন পরিস্থিতি হতো না। তিনি আরো বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে কাজ করছে না। তারা মালিকের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। আর বেতন-বোনাসের হিসাব করা হচ্ছে চালু কারখানার হিসাব করে। কিন্তু বাস্তবে বেশ কিছু কারখানা বন্ধ আছে। কয়েক দিন আগেও তিনটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গার্মেন্টস মুক্তি আন্দোলনের ইকবাল কবির বলেন, 'টিএনজেড গ্রুপেরই তিনটি কারখানা। তারা পাঁচ দিন ধরে শ্রম ভবনের সামনে বেতন-ভাতার দাবিতে অবস্থান করছে। গাজীপুর, আশুলিয়া ও সাভারে আরো বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানায় বেতন-বোনাস হয়নি। তাদের শনিবারের আশায় রাখা হয়েছে। শনিবার যদি তারা শেষ পর্যন্ত বেতন-বোনাস না পায়, তাহলে কী হবে?' বিজিএমইএর সদস্য নয় এ রকম আরো কারখানা আছে। সেগুলোতেও সমস্যা আছে বলে জানান তিনি।

গাজীপুর জেলায় পোশাক কারখানাসহ মোট শিল্প-কারখানা আছে দুই হাজার ১৭৬টি। এর মধ্যে পোশাক কারখানার সংখ্যা ৭৭৬। গাজীপুর শিল্প পুলিশের এসপি এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, মোট শিল্পের মধ্যে ১২১টি কারখানা এখনো বোনাস দেয়নি। তারা শনিবারের মধ্যে দেবে আশা করি। তারা শনিবার কাজ করিয়ে বন্ধ দেবে। তবে মার্চ মাসের বেতন দিয়েছে ৮০ শতাংশ কারখানা। এক হাজার ৪৮৯টি কারখানা শুক্রবার থেকে ছুটি হয়েছে। বাকিগুলো শনিবার কাজ করিয়ে ছুটি দেবে।

mic@gmail.com বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা : শনিবার ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Saturday 1 March 2025

বেক্সিমকোর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে ৫২৫ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে সরকার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বেক্সিমকো শিল্পপার্কের ১৪টি লে-অফ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা দিচ্ছে সরকার। পাওনা পরিশোধে কোম্পানিটিকে ঋণ হিসেবে এই অর্থ দেওয়া হচ্ছে, যা পরে বেক্সিমকো গ্রুপকে পরিশোধ করতে হবে। পাওনাদারদের মধ্যে শ্রমিক রয়েছেন ৩১ হাজার ৬৭৯ জন, আর কর্মচারী ১ হাজার ৫৬৫ জন। আগামী ৯ মার্চ থেকে এই পাওনা পরিশোধ শুরু হবে। রমজানের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধাপে ধাপে এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে।

সচিবালয়ে গত বৃহস্পতিবার বেক্সিমকো শিল্পপার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন এসব তথ্য জানান।

এ সময় আরও জানানো হয়, গতকাল থেকে বেক্সিমকো শিল্পপার্কের ১৪টি প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ এসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ দেবে ৩২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। বাকি ২০০ কোটি টাকা নেওয়া হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে। ৯ মার্চ থেকে বেক্সিমকো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বেক্সিমকো শিল্পপার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও সাংবাদিকদের জানানো হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী ছয় সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে একজন করে সদস্য থাকবেন কমিটিতে। আর থাকবেন বেক্সিমকো লিমিটেডে নিযুক্ত রিসিভার। কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান।

'বেক্সিমকো শিল্পপার্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ২০০৮-২০২৪ সময়ে জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনিয়মের ভিত্তিতে এসব ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসির কর্মকর্তাদেরও দায় আছে। এসব কথা উল্লেখ করে শ্রম উপদেষ্টা জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর ঋণ দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেন দেশের বাইরে যেতে না পারেন, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট সরকার বদলের পর বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গত ১৩ আগস্ট থেকে কারাগারে রয়েছেন। ২৯ আগস্ট সালমান এফ রহমান, তার ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, পুত্রবধূ শাজরেহ রহমানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুরুতে বেক্সিমকো গ্রুপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করে শ্রমিকদের পাওনা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা কমিটি। পরে শেয়ার বিক্রিতে জটিলতা দেখা দেওয়ায় সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে না। কোনো শ্রমিকের চাকরি চলে যাক, তা আমরা চাই না। কারণ, তাঁদেরও পরিবার আছে।' বেক্সিমকোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এমন কিছু করবেন না, যাতে সরকারকে কঠোর হতে হয়-এমন হুঁশিয়ারও করেন সাখাওয়াত হোসেন।

এদিকে উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তের আগে গত বুধবার বেক্সিমকো গ্রুপের পক্ষ থেকে ১৪টি কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কাজ না থাকায় এসব কোম্পানি ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপরও কাজের কোনো সংস্থান না হওয়ায় আজ শুক্রবার থেকে কারখানাগুলোর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের শ্রম আইন মেনে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে গত মঙ্গলবার বক্তব্য দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। রাজধানীর রাওয়া কনভেনশন হলে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সেদিন সেনাপ্রধান যে বক্তব্য দেন, তা নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে শ্রম উপদেষ্টার বক্তব্য জানতে চান সাংবাদিকেরা। জবাবে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সেনাপ্রধান আমার জন্য অনেক উঁচু স্তরের লোক। তিনি একটি বাহিনী চালাচ্ছেন। কোনো কথা তিনি না বুঝে বলেননি। এর ইন্টারপ্রিটেশন (ব্যাখ্যা) কী, আপনারা জানেন।'

সেনাপ্রধান প্রসঙ্গে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'আমি যতটুকু চিনি, তিনি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যান (সোজাসাপ্টা কথা বলার লোক)। ভেরি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যান (খুবই সোজাসাপ্টা কথা বলার লোক)।

যা বলার মানুষের মুখের ওপর বলেন, বলার মতো লোক। সো আই হ্যাভ লট অব রেসপেক্ট ফর হিম (তাঁর প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা)।' উনি কী বলেছেন, না বলেছেন, সেটার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না, উনিই দিতে পারবেন।'

ইত্তেফাক
শুক্রবার
২২ ফাল্গুন ১৪৩১, ৭ মার্চ ২০২৫

বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধে ৫২৫ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের লে-অফকৃত ১৪ প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার শ্রম ও কর্মসংস্থান ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন অভিপ্রায় অনুসারে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বাংলাদেশ এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান কায়সার চৌধুরীর নিকট চেক হস্তান্তর করেন। আগামী ৯ মার্চ থেকে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের লে-অফকৃত ১৪টি প্রতিষ্ঠানসমূহের সব শ্রমিক ও কর্মচারীর পাওনাদি পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের লে-অফকৃত ১৪টি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের লক্ষ্যে সরকার ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা মঞ্জুর করে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, মার্চ ৪, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১৯, ১৪৩১

L

ফেব্রুয়ারিতে ভোগ্যপণ্য আমদানি বেড়েছে, কমেছে ভারী শিল্প কাঁচামালের

রাশেদ এইচ চৌধুরী ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

পরিমাণগত ও আর্থিক মূল্য বিবেচনায় গত ফেব্রুয়ারিতে আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এ সময়ে কিছু ভোগ্যপণ্যের আমদানি বাড়লেও উৎপাদনমুখী ভারী শিল্পে কমেছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমে যাওয়ার অর্থ হলো দেশে শিল্প খাতের উৎপাদনে ধাক্কা লেগেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআরের) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারিতে দেশে মোট পণ্য আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ টন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ আমদানির পরিমাণ ছিল এক কোটি নয় লাখ টন।

শুধু পরিমাণে নয়, শুল্কায়ন মূল্য বিবেচনায় নিলে এ প্রবৃদ্ধির অংকটা আরো বড়। ফেব্রুয়ারিতে দেশে আমদানি হওয়া সব ধরনের পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য ছিল ৫৯ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ হাজার ৫৯৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হয়েছিল। এ হিসেবে শুল্কায়ন মূল্যের দিক থেকে আমদানি বেড়েছে প্রায় ২৪ শতাংশ।

ভোগ্যপণ্যের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভোজ্যতেলের আমদানি বেড়েছে। পাম ও সয়াবিন মিলে এ মাসে ভোজ্যতেল আমদানির পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার হাজার টন, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশে ১ লাখ ৫৪ হাজার টন ভোজ্যতেল আমদানি হয়েছিল।

এছাড়া চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ২ লাখ ১৬ হাজার টন সয়াবিনবীজ আমদানি হয়েছে। ২০২৪ সালের একই সময় আমদানি হয়েছিল ১ লাখ ৮২ হাজার টন। এসব সয়াবিনবীজ মাড়াই করে সয়াবিন তেল উৎপাদন করে পাঁচটি শিল্প গ্রুপ।

অন্যদিকে রমজানে চাহিদা কমে যাওয়ায় গমের আমদানি ব্যাপকভাবে কমেছে। ফেব্রুয়ারিতে গম আমদানি হয়েছে চার লাখ টন, যা ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম। গত বছরের একই সময় দেশে গম আমদানি হয়েছিল ছয় লাখ টন।

ভোগ্যপণ্যের শীর্ষ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'রোজার চাহিদা অনুযায়ী এবার যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্যতেল আমদানি হয়েছে। ফেব্রুয়ারির আমদানিতে সে চিত্রই উঠে এসেছে। কিন্তু একই সময় গম আমদানি কমার কারণ হলো রোজায় ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদা কমে যায়। মানুষ এ সময় গমের তৈরি খাবার অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এছাড়া এর আগে গমের যে আমদানি হয়েছিল, তারও একটা ভালো সরবরাহ এখনো বাজারে রয়ে গেছে।' তবে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমে যাওয়ার পেছনে নির্মাণকাজের স্থবিরতাকেই দায়ী করেছেন এ ব্যবসায়ী।

আমদানি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারিতে শিল্প খাতের কাঁচামালের আমদানি কমেছে। এর মধ্যে নির্মাণ খাতের অন্যতম উপাদান সিমেন্ট তৈরির প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকার আমদানি প্রায় ১১ শতাংশ কমে হয়েছে ১৮ লাখ ৬৯ হাজার টন। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ২০ লাখ ৯২ হাজার টন।

এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেডের (ক্রাউন সিমেন্ট) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আলমগীর কবির *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'সরকারি প্রকল্পে স্থবিরতা থাকলেও জাইকার মতো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাজ চলমান রয়েছে। রেমিট্যান্সের কারণে প্রাইভেট সেক্টরেও কিছু কাজ হয়েছে।'

'তবে সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানি কম হওয়ার মূল কারণ ঋণের উচ্চ সুদ' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এ কারণে আমদানিকারকরা স্টক কমিয়ে রাখছে। আবার অনেক কোম্পানি আছে, যারা চাহিদামতো এলসি খুলতে পারেনি।'

দেশে ভারী শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে ইস্পাত খাতের নাম। ফেব্রুয়ারিতে এ খাতের প্রধান কাঁচামাল পুরনো লোহার টুকরো আমদানি হয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার টন। আগের বছর একই সময় এ আমদানির পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮০ হাজার টন। অর্থাৎ ইস্পাত খাতে আমদানি কমেছে ৬ শতাংশ।

নির্মাণ মৌসুমেও ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদার ভাটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে উদ্যোক্তাদের। এর মধ্যে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে বড় বিনিয়োগেও গেছেন কেউ কেউ। ফলে তাদের উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে। এ খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, স্থানীয় ইস্পাতের চাহিদার বড় অংশই ব্যবহার হয় সরকারি নির্মাণ ও মেগা প্রকল্পে। কিন্তু এ ধরনের প্রকল্পের কাজ কমে গিয়ে এ খাতে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে কারখানায় উৎপাদন সক্ষমতার কাছাকাছিও পণ্য প্রস্তুত করতে পারছেন না উদ্যোক্তারা।

ফেব্রুয়ারিতে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নতুন কারখানা চালু করেছে দেশের ইস্পাত শিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম। ২০২২ সালে নির্মাণকাজ শুরু হওয়া নতুন এ কারখানার আওতায় দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে মেল্টিং সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অন্যটিতে নতুন করে রি-রোলিং মিল স্থাপন করা হয়েছে। নতুন এ দুই ইউনিট চালুর ফলে বছরে পাঁচ লাখ টন রাবার, এক লাখ টন রড ও আড়াই লাখ টন এক্সপান্ড বিলেট উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

বিএসআরএম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমীর আলীহোসেন এ প্রসঙ্গে *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'ইস্পাত খাতে নির্মাণ মৌসুমের যে সুবিধা, সেটা মিলছে না। বর্তমানে রমজান ও সামনে ঈদ, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আগামী মাসগুলোয় এ শিল্পের কাঁচামালের আমদানি কম হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে মার্কেটে যে স্পন্দন ছিল, সেটা আবার এখন নেই। সরকারিভাবেও যেহেতু নতুন নতুন প্রজেক্ট রিলিজ হচ্ছে না, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর প্রভাবে কাঁচামাল আমদানি কমছে।'

সোমবার
৩ মার্চ ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স আয় ২৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসীরা ২৫২ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। যা বিদায়ি বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আয় এসেছিল ২১৬ কোটি ডলার। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। আগস্ট থেকে টানা সাত মাস ধরে প্রতি মাসে ২০০ কোটি ডলারের বেশি পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

এর আগে জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছিলেন। ফলে আগের মাসের চেয়েও রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে।

ফলে সব মিলিয়ে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি ৮ মাসে প্রবাসীরা দেশে ১ হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন; যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে আয় এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার। গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রতি মাসেই ২০০ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে। প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি এমন সময়ে এল, যখন দেশের বাজারে ডলার সরবরাহে ঘাটতি রয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রার এই ঘাটতি মোকাবিলায় রেমিট্যান্স আয় বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশে রেমিট্যান্স আয়ের প্রবাহ জোরালো হতে শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় গত নভেম্বরে রেমিট্যান্স আয় আসে ২২০ কোটি ডলার। এর আগের বছরের নভেম্বরে এসেছিল ১৯৩ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। সেই হিসাবে গত নভেম্বরে রেমিট্যান্স আয় বাড়ে প্রায় ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া গত অক্টোবরে দেশে ২৩৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল, যা আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ২১ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া গত আগস্টে ২২২ কোটি, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ও অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আসে।

রেমিট্যান্স আয় হলো দেশে ডলার জোগানের একমাত্র দায়বিহীন উৎস। কারণ, এই আয়ের বিপরীতে কোনো বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে হয় না, অথবা কোনো দায়ও পরিশোধ করতে হয় না। রপ্তানি আয়ের বিপরীতে দেশে ডলার এলেও তার জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে আবার বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে হয়। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতেও ডলারের প্রয়োজন হয়। ফলে রেমিট্যান্স বাড়লে দেশে ডলারের মজুত দ্রুত বাড়ে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১২ মার্চ ২০২৫,

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ৪৬% বাড়ল

অটেক্সার প্রতিবেদন

বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অনেক দিন পর পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ। গত জানুয়ারিতে এই বাজারে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এই রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। প্রবৃদ্ধির এই হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা গত জানুয়ারিতে ৭২০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের জানুয়ারিতে তারা আমদানি করেছিল ৬০৩ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে গত বছরের শেষের দিক থেকে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। যদিও শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালে বড় প্রবৃদ্ধি হয়নি। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ওই বছর রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

> চীনের ওপর শুল্ক বাড়ানোর পর মার্কিন ক্রেতারা বাংলাদেশের কারখানার খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছে। আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে সেটির প্রতিফলন রপ্তানিতে দেখা যাবে।
>
> **ফজলুল হক**, সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেন। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে নতুন করে আশাবাদী হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাংলাদেশের বাড়তি ক্রয়াদেশ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলছেন, শুল্ক আরোপের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছিল। তার কারণে দেশটির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পর নতুন নতুন মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি কারখানার সঙ্গে ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা করছে। কিছু কিছু ক্রয়াদেশও আসছে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৬০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চীন। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনাম ১৪৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন বরাবরই শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। চতুর্থ শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে ভারত। গত জানুয়ারিতে ভারত ৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানিকারক ইন্দোনেশিয়া গত জানুয়ারিতে ৪২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪১ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক প্রথম আলোকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজার ভালো হচ্ছে, সে কারণে গত জানুয়ারিতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। চীনের ওপর শুল্ক বাড়ানোর পর মার্কিন ক্রেতারা বাংলাদেশের কারখানার খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছে। আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে সেটির প্রতিফলন রপ্তানিতে দেখা যাবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৫ মার্চ ২০২৫,

সাত মাসে বন্ধ ৯৫ কারখানা

তিন শিল্প এলাকা

গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে বন্ধ হওয়া ৯৫ কারখানায় কাজ করতেন প্রায় ৬২ হাজার শ্রমিক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিগত সাত মাসে গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর ৯৫টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। এর বাইরে কয়েকটি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৬২ হাজার-কর্মচারী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। অধিকাংশ শ্রমিক এখনো তাঁদের বকেয়া মজুরি এবং সার্ভিস বেনিফিট (চাকরির অবসায়নের পর প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা) বুঝে পাননি।

কারখানা বন্ধের কারণ মোটাদাগে তিনটি। প্রথমত, বেশির ভাগ মালিক আর্থিক সংকট ও ক্রয়াদেশ না থাকায় কারখানা বন্ধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মালিকদের কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। সেগুলো বন্ধ হয়েছে। তৃতীয়ত, ক্ষমতাচ্যুত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ী আত্মগোপনে থাকায় তাঁদের কারখানা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে।

শিল্প পুলিশ জানায়, বন্ধ হওয়া কারখানার মধ্যে গাজীপুরে রয়েছে ৫৪টি, নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদীতে ২৩টি ও সাভার-আশুলিয়ায় ১৮টি। এসব কারখানায় ৬১ হাজার ৮৮১ জন শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করতেন। বেকার শ্রমিকেরা প্রায়ই কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া পাওনার দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা জোগাড় করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। প্রায় সব কটির কারখানার শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাকি আছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেকার হওয়া শ্রমিকদের কেউ কেউ চাকরি পাচ্ছেন। কেউ কেউ গ্রামে চলে যাচ্ছেন। অনেকে বেকার থাকছেন।

বন্ধ কারখানার সংখ্যা বাড়ছে

রাজধানীর পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় প্রায় ২ হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে ২৩ প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। এসব শিল্পকারখানার প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী চাকরি হারিয়েছেন।

শিল্প এলাকা	বন্ধ কারখানা	বেকার শ্রমিক
গাজীপুর	৫৪	৪৫,৭৩২
নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী	২৩	৬,০২২
সাভার-ধামরাই	১৮	১০,১২৭
মোট	৯৫	৬১,৮৮১

শিল্প পুলিশ-৪-এর কর্মকর্তারা জানান, গত সাত মাসে গ্রিন বাংলা হোম টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এশিয়ান ফ্যালকন গার্মেন্টস, জিএল ফ্যাশন, মাস্টার টেক্সটাইল, ওয়েস্ট বেস্ট অ্যাটায়ার্স, স্টার কাটিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ২১টি কারখানা বন্ধ হয়। সব কারখানাই ছোট ও মাঝারি। আর্থিক সংকট ও পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশের অভাবে কারখানা বন্ধ হয়েছে।

এর বাইরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর মালিকানাধীন গাজী গ্রুপের দুই কারখানার কয়েকটি ইউনিট বন্ধ রয়েছে। নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত কারাখানা দুটিতে কাজ করতেন চার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এক দফা ও গোলাম দস্তগীর গাজীকে গ্রেপ্তারের পর আরেক দফায় দুষ্কৃতকারীদের লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে কারখানা দুটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

গাজীপুরে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট নিবন্ধিত কারখানা ২ হাজার ১৭৬টি। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি তৈরি পোশাক কারখানা, সংখ্যা ১ হাজার ১৫৪টি। গত আগস্টের পর জেলার ৫৪টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হওয়া কারখানার প্রায় সব কটিই তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের।

গাজীপুরে বন্ধ হওয়া কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিএমএস অ্যাপারেলস, নায়াগ্রা টেক্সটাইল, মাহমুদ জিন্‌স, হার্ডি টু এক্সেল, পলিকন লিমিটেড, অ্যাপারেল প্লাস, মাহমুদ জিন্‌স অ্যাপারেলস, টিআরজেড ও দি ডেল্টা নিট।

মাহমুদ জিন্‌স অ্যাপারেলসের শ্রমিক শাহিন আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেকার হয়ে বসে আছি। নতুন চাকরি পাচ্ছি না। এখন মাঝে মাঝে অটোরিকশা চালাই।'

গাজীপুরে বন্ধ হওয়া ৫৪ কারখানার ৪৫ হাজার ৭৩২ শ্রমিক-কর্মচারী চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে বেক্সিমকোর ৩৩ হাজার ২৪৪ জন শ্রমিক রয়েছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের সারাবো ও কাশিমপুরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৪ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার ৯ মার্চ থেকে বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ শুরু করবে। পাওনার পরিমাণ ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

অন্যদিকে ঢাকার নিকটবর্তী সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে শিল্পকারখানা রয়েছে ১ হাজার ৮৬৩টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা ৭৪৫টি। গত সাত মাসে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ১৮টি তৈরি পোশাক কারখানা। এতে বেকার হয়েছেন ১০ হাজার ১২৭ জন শ্রমিক-কর্মচারী।

শিল্প পুলিশ-১-এর কর্মকর্তারা জানান, গত সাত মাসে সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাই অঞ্চলের জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন, বেস্ট ওয়ান সোয়েটার, এমএস সোয়েটার, সাভার স্পোর্টসওয়্যার, বার্ডা গ্রুপ, র‍্যামস ফ্যাশন অ্যান্ড এমব্রয়ডারি, প্রিয়াঙ্কা ফ্যাশন, জাভান টেক্স নিটওয়্যার ইত্যাদি কারখানা বন্ধ হয়।

আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের ধনাইদ এলাকার জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন গত আগস্টে বন্ধ হয়। কারখানাটিতে কাজ করতেন সাড়ে চার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। গত বৃহস্পতিবার কারখানাটিতে গিয়ে দেখা যায়, তালাবদ্ধ ফটকে নোটিশ ঝুলছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ছয় কিস্তিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া হবে। ২০ মার্চ প্রথম কিস্তিতে সার্ভিস বেনিফিট বাবদ ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা পরিশোধ করবে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ কী হবে

চাকরি হারানো শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ দরকার বলে মনে করেন শ্রমিকনেতা বাবুল আক্তার। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, গত সাত মাসে বন্ধ হওয়া অধিকাংশ কারখানা শ্রমিকেরা ক্ষতিপূরণ পাননি। কিছু শ্রমিক যাঁরা ক্ষতিপূরর্ণ পেয়েছেন, সেটিও নামছাম (যৎসামান্য)। তিনি বলেন, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার কারণে বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা হয়তো ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। এমনভাবে অন্য কারখানার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে সরকারের উচ্চপর্যায়ে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি করা দরকার।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করছেন *প্রথম আলো*র সাভারের **নিজস্ব প্রতিবেদক** এবং **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ*]

প্রথম আলো - ১২ এপ্রিল ২০২৫

বেক্সিমকোর আরও ১১ হাজার শ্রমিক পেলেন ৫২ কোটি টাকা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে বেক্সিমকো শিল্পপার্কের বন্ধ ঘোষণা করা ১৪টি কারখানার আরও ১১ হাজার ২৯৩ শ্রমিককে পাওনা বাবদ ৫১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওনা পরিশোধের তৃতীয় দিনে গতকাল মঙ্গলবার এ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ নিয়ে গত তিন দিনে ২৭ হাজার ৬৮০ জন শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে।

বেক্সিমকোর মানবসম্পদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সব শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

বেক্সিমকো শিল্পপার্কে গতকাল দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা দলে দলে কারখানায় প্রবেশ করে তাঁদের পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিচ্ছেন। এরপর হিসাব শাখায় গিয়ে তাঁদের বকেয়া পাওনার হিসাব করছেন। পরে সেই হিসাব অনুযায়ী টাকা তাঁদের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে। বকেয়া পাওনা পেয়ে অনেক শ্রমিক খুশি। আবার অনেকে অভিযোগ করেছেন, তাঁরা যে পাওনা পাওয়ার কথা, সে অনুযায়ী পাচ্ছেন না। বেক্সিমকোর বন্ধ এক কারখানার অপারেটর হাবিবুর রহমান বলেন, তিনি সোমবার ব্যাংক হিসাবে টাকা পেয়েছেন। তাঁর পাওয়ার কথা ছিল ৮২ হাজার টাকা; কিন্তু পেয়েছেন ৬৮ হাজার ৯০০ টাকা।

বেক্সিমকো কর্তৃপক্ষ ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিল্পপার্কের বন্ধ ঘোষণা করা ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকসংখ্যা ৩১ হাজার ৬৭৯। আর কর্মচারীর সংখ্যা ১ হাজার ৫৬৫। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসব কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 5 March 2025

রূপগঞ্জে ভালো নেই জামদানি শিল্পের কারিগররা

প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরও দুর্দশা কাটেনি জামদানি শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরদের। ভালো নেই নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জামদানি শিল্পের কারিগররা। ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় তাঁতিরা, ঝুঁকছেন অন্য পেশায়। এর মধ্যে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে উঠেছে ভারতীয় নকল জামদানির বিক্রি।

জানা গেছে, জামদানি শাড়ি পছন্দ করেন না এমন নারী বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই চাহিদাকেই পুঁজি করে সস্তার নকল জামদানিতে বাজার ভরে গিয়েছে। সাধারণের চেনার উপায় নেই-কোনটি আসল আর কোনটি নকল জামদানি। দাম কম হওয়ায় ক্রেতারাও নকল জামদানি কিনছেন। নিজে যেমন প্রতারিত হচ্ছেন, প্রতারণা করছেন সেই সব খেটে খাওয়া দক্ষ কারিগরদের সঙ্গে।

জামদানি ব্যবসায়ী কাজী আব্দুল হাসেম মিয়া বলেন, যেখানে একটি জামদানি শাড়ির দাম হওয়ার কথা ২০ হাজার টাকা, তা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ২ থেকে ৫ হাজার টাকায়। তাহলে কি এটা আসল জামদানি?

জামদানি শাড়ি বিক্রেতা শাহ আলম বলেন, আসল-নকল জামদানির পার্থক্য তো দামেই। তিনি বলেন, 'আমাদের ক্রেতাদের জামদানির প্রতি দুর্বলতা আছে। আর এটাকেই পুঁজি করে টাঙ্গাইল ও রাজশাহীর শাড়িতে জামদানির নকশা করে তা জামদানি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভারত থেকেও এ ধরনের শাড়ি প্রচুর আসছে। এগুলো আসলে নকল জামদানি। তবে দাম কম হওয়ায় ক্রেতাদের কাছে এর চাহিদা রয়েছে। এই পলিয়েস্টার জামদানি দীর্ঘক্ষণ পরে থাকলে অস্বস্তি বোধ হয়। এছাড়া ত্বকের নানা সমস্যা হতে পারে।

জামদানি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ বলেন, ঐতিহ্যের জামদানির পরিবর্তে এখন নকল জামদানির ছড়াছড়ি। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কম দামে নকল জামদানি কিনে তাকে আসল জামদানি বলে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। নকল জামদানির মান ভালো না হওয়ায় ক্রেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। নকলের ভিড়ে আসল হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আসল জামদানি গুলো তাঁতিরা হাতে ও তাঁতে তৈরি করে বলে এগুলো অনেক কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাধ্য। এগুলোর দামও বেশি। ফলে কম দামে নকল জামদানি কিনে নিচ্ছে ভোক্তারা।

জামদানি উৎপাদনকারীদের মতে, জামদানি শাড়ি হাতে তৈরি হয়। এতে উন্নতমানের কটন, হাফ সিল্ক ও টাইডাই সুতা এবং নিজস্ব রঙের সমন্বয় করা হয়। উভয় পিঠে দৃষ্টিনন্দন অসংখ্য নকশা থাকে এবং সেটি মসৃণ হয়। আঁচলেও কাজ থাকে বেশি। সবচেয়ে কম নকশার কাজের একটি জামদানি তৈরিতে সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। ভালোমানের একটি জামদানি তৈরি করতে এক মাসের বেশি সময় চলে যায়। এর দামও বেশি। অন্যদিকে নকল জামদানি মেশিনে তৈরি হচ্ছে। নিম্নমানের শাড়িতে জামদানির অনুকরণে হুবহু নকশা সেঁটে দেয়া হচ্ছে। সাধারণত কাপড়ের একপিঠে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহারে খসখসে ও 'বটে ওপরের দিকে উঠে যাবে। তুলনামূলক এর দামও কম।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাঁতি মো. ইসমাইল হোসেন, কাকলী বেগম, লোকমান হোসেন, আমান উল্লাহ বলেন, আসল-নকল চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জামদানির দাম। আসল জামদানিতে কারুকাজ যতই কম থাকুক না কেন-তার দাম এখনকার বাজার মূল্যে ৬ হাজার টাকার কম হবে না। এর ওপরে মানভেদে জামদানি শাড়ির দাম ১ লাখ টাকার ওপরেও হয়ে থাকে। মানসম্মত জামদানির মূল্য হবে ১০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। কম দামের জামদানিতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বিসিক জামদানি শিল্পপল্লীর জামদানি কারিগর কবির হোসেন বলেন, ত্রিশ বছর আগে যখন তাঁতের কাজ শুরু করি তখন সারাদেশে জামদানির চাহিদা ছিল অনেক বেশি। এখন চাহিদা আগের থেকে বাড়লেও তাঁতিদের দুর্দশা কাটেনি। কারণ, বেশির ভাগ ক্রেতাই কম দামে ভারতীয় জামদানি কিনছেন। জামদানি প্রিয় ক্রেতাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অসাধু বিক্রেতারা বাহারি নকশার এসব ভারতীয় শাড়ি গছিয়ে দিয়ে বলছেন এটাই 'আসল' জামদানি। কম দামে পেয়ে তুষ্ট হয়ে কিনে পরে ক্রেতারা বুঝতে পেরে আমাদের গালমন্দ করেন। সোহাগ জামদানি হাউসের মালিক নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা সুতা কেনার টাকাই পাই না। ৫ হাজার টাকা দামের শাড়ি তৈরিতে খরচ পড়ে ৪ হাজার ৬০০ টাকা।

এ প্রসঙ্গে জামদানি ব্যবসায়ী গোলাম মাওলা বলেন, ভারত তাদের উপ্পাদা জামদানিকে 'আসল জামদানি' বলে বিক্রি করছে। এটা গায়ের জোরে করলে তো হবে না। ভারতের 'উপ্পাদা জামদানি' জামদানিই না। বাজার নকল জামদানিতে ভরে গেছে। টাঙ্গাইলের শাড়িতে কিছু বুটিক করেই জামদানি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ভারত থেকে দেদারসে এ ধরনের শাড়ি আসছে- যা জামদানি বলে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, যেখানে একটি জামদানি শাড়ির দাম হওয়ার কথা ২০ হাজার টাকা, তা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ২ হাজার টাকায়। তাহলে কি এটা আসল জামদানি

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জামদানি শাড়ি বিক্রেতা বলেন, আসল-নকল জামদানির পার্থক্যতো দামেই। ৬/৭ হাজার টাকার নিচে তো কোনো জামদানিই হবে না। অথচ ২ হাজার টাকাতেও জামদানি পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের ক্রেতাদের জামদানির প্রতি দুর্বলতা আছে। আর এটাকেই পুঁজি করে টাঙ্গাইল ও রাজশাহীর শাড়িতে জামদানির নকশা করে তা জামদানি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভারত থেকেও এ ধরনের শাড়ি প্রচুর আসছে। এগুলো আসলে নকল জামদানি। তবে দাম কম হওয়ায় ক্রেতাদের কাছে এর চাহিদা রয়েছে। এই পলিস্টার জামদানি দীর্ঘক্ষন পরে থাকলে অস্বস্তি বোধ হয়। এছাড়া ত্বকের নানা সমস্যা হতে পারে।

জামদানি ব্যবসায়ী মতিন মিয়া বলেন, বর্তমানে জামদানি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ৬৮ হাজারেরও বেশি মানুষ সম্পৃক্ত। জামদানির চাহিদা থাকার পরও ভালো নেই এ শিল্পের কারিগররা। কারণ নকল জামদানিতে বাজার ভরে যাওয়ায় হাতের তৈরি জামদানির আসল কারিগররা মার খাচ্ছেন। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পাওয়ার লুম দিয়ে পলিস্টার সুতায় জামদানি তৈরি করছেন। এতে ঐতিহ্য হারাচ্ছে জামদানি। অথচ হাতে একটি জামদানি তৈরি করতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগে। রূপগঞ্জে যেসব জামদানি তৈরি হচ্ছে সেগুলো আসল জামদানি। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় হাতে বোনা আসল জামদানি কম চলে। তিনি বলেন, ক্রেতারা তো বুঝতে চান না। তারা ১৫শ-১৬শ টাকায় নকল জামদানি কেনেন। এত কম টাকায় তো জামদানি শাড়ি হবে না।

নোয়াপাড়ার বিসিক জামদানি শিল্প নগরীর জামদানি প্রস্তুতকারক এবং জামদানি অ্যাসোসিয়েশনের নেতা জহিরুল ইসলাম বলেন, জামদানি তৈরির একমাত্র পল্লী হচ্ছে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ। পার্শ্ববর্তী থানা সোনারগাঁওয়ে কিছু জামদানির প্রস্তুতকারক রয়েছেন। বিসিকের জামদানি পল্লীতে প্রত্যেকের ছোট-বড় প্লট রয়েছে। দেশের তৈরি জামদানিতে বিশ্বব্যাপী যে ঐতিহ্য, মূলত তারাই আদি ব্যবসা হিসেবে এটি ধরে রেখেছেন। এখান থেকে দেশব্যাপী জামদানি সরবরাহ হচ্ছে। নকল জামদানি তৈরি ও সরবরাহের কোনো সুযোগ বিসিক জামদানি পল্লীতে নেই।

এ ব্যাপারে বিসিক জামদানি শিল্প নগরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক কর্মকর্তা বলেন, সব শ্রেণীর ক্রেতাকে ধরতে জামদানি ঘিরে এ ধরনের প্রতারণা হতে পারে। তবে আদি জামদানিকারক কেউ-ই এ অনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত নয়। এখানে যাদের প্লট রয়েছে তারা সবাই বিসিকের তত্ত্বাবধানে জামদানি তৈরি করছে। নিজস্ব নকশা ও রঙের সমন্বয় করে জামদানি তৈরি করছে। পাশাপাশি বিসিকের নকশা অনুযায়ী জামদানি তৈরি করছে। এক্ষেত্রে রঙ, সুতা ও গুণগতমানে কোথায়ও গলদ থাকছে বলে আমি মনে করি না। জামদানি শাড়িটা মূলত দৃষ্টিনন্দন নিখুঁত হাতে তৈরি কারুকার্যের কারণেই প্রসিদ্ধ। এটি তৈরি বেশ সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই প্রকৃত জামদানির সঙ্গে দামের সম্পর্কটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, জামদানি শিল্প রক্ষায় সরকার আন্তরিক। এ শিল্প রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মার্চ ১১, ২০২৫

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)
সভাপতি, বিসিআই

কামরান টি. রহমান
সভাপতি
এমসিসিআই

তাসকীন আহমেদ
সভাপতি
ডিসিসিআই

বিইআরসির গণশুনানিতে প্রতি ঘনফুট গ্যাসের দাম ৩০ টাকা থেকে একলাফে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। শুরু থেকেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আসছেন ব্যবসায়ীরা। সর্বশেষ গত রোববার গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের জন্য বিইআরসিতে চিঠি দিয়েছে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, উত্তরা মোটর করপোরেশন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ১১টি ব্যবসায়ী সংগঠন

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
সভাপতি
এলএফএমইএবি

মোস্তফা কামাল
চেয়ারম্যান ও এমডি
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

মো. হাসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সিটি গ্রুপ

বিইআরসিতে মেঘনা, সিটি গ্রুপ, উত্তরা মোটর ও ১১ সংগঠনের চিঠি

গ্যাসের মূল্য না বাড়াতে শিল্পোদ্যোক্তাদের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্প খাতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি গণশুনানি আয়োজন করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। গণশুনানিতে প্রতি ঘনফুট গ্যাসের দাম ৩০ টাকা থেকে একলাফে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। শুরু থেকেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আসছেন ব্যবসায়ীরা। সর্বশেষ গত রোববার গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের জন্য বিইআরসিতে চিঠি দিয়েছে মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, উত্তরা মোটর করপোরেশন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ১১টি ব্যবসায়ী সংগঠন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবে আপত্তি তুলে শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে নতুন বিনিয়োগ আসবে না। একই সঙ্গে ব্যাহত হবে রফতানি ও কর্মসংস্থান। এরই মধ্যে শিল্প খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস নিশ্চিত করতে না পারায় বৈদেশিক বিনিয়োগসহ শিল্পের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এর মধ্যে শুধু আমদানীকৃত এলএনজির ওপর ভিত্তি করে শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণীর দাম বাড়ানো হলে শিল্প খাতকে বাঁচানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়বে। বেসরকারি খাতকে বাঁচাতে শিল্প খাতে মিশ্রিত (ব্লেন্ডেড) প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা উচিত ২৪ টাকা ৩৯ পয়সা।

বিইআরসির গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত শুনানির শুরুতে পেট্রোবাংলা ও ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির পক্ষ থেকে আলাদাভাবে প্রায় অভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। শুনানিতে গ্যাস কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বিইআরসি গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি। আলাদা করে মূল্যবৃদ্ধির কোনো সুপারিশ না করলেও পেট্রোবাংলার রাজস্ব চাহিদা হিসাবের ভিত্তিতে কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, প্রতি ইউনিট এলএনজি কিনতে পেট্রোবাংলার খরচ হবে ৭৯ টাকা ৩৪ পয়সা।

এরপর শিল্পের জন্য প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম প্রস্তাব করা হয় ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা। এ প্রস্তাবে শুনানিতে হট্টোগোল সৃষ্টি হলে ব্যবসায়ীদের গণশুনানি-পরবর্তী মতামতের সুযোগ দেয় বিইআরসি।

পেট্রোবাংলা ও ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে পুরো গ্যাস বিল হবে নতুন দামে। পুরনো গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের বাড়তি ব্যবহৃত গ্যাসের বিল হবে বাড়তি দামে। যেসব শিল্প-কারখানা নতুন সংযোগের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আগের দাম হবে। এর বাইরে বাকিটুকুর জন্য নতুন দাম কার্যকর করতে হবে।

এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ব্যবসায়ীরা চিঠিতে বলছেন, 'গ্যাস আইন, ২০১০-এর প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাসের নতুন সংযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা কোনোভাবেই আগে সংযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবেন না। তাই প্রস্তাবটি মূল্য নির্ধারণের মূলনীতির পরিপন্থী।'

গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের জন্য বিইআরসির চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী ব্যবসায়ীরা হলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসেন, বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান টি রহমান, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই)

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 11 March 2025

সংবাদ

e-mail : sangbadec

মার্চে ৮ দিনেই রেমিট্যান্স এলো ৯ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পরই বেড়ে যায় রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের গতি। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ (প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার) রেমিট্যান্স আসে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে গত ফেব্রুয়ারিতে (প্রায় ২৫৩ কোটি ডলার)। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে (মার্চ) নতুন রেকর্ড গড়তে পারে রেমিট্যান্স। ভাঙতে পারে অতীতের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহের রেকর্ড।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, চলতি মার্চের প্রথম ৮ দিনে ৮১ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ ৯ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা। এসময়ে প্রতিদিন গড়ে আসছে ১০ কোটি ডলারের (১২৪১ কোটি টাকা) বেশি। রেমিট্যান্স প্রবাহের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মার্চের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স আসতে পারে তিন বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থপাচার কমেছে। একই সঙ্গে কমেছে হুন্ডি কারবারির দৌরাত্ম্যও। অন্যদিকে, খোলাবাজারের মতো ব্যাংকেও রেমিট্যান্সের ডলারের দাম পাওয়া যাচ্ছে। এসব কারণে প্রবাসীরা বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এছাড়া আসন্ন ঈদুল ফিতর ঘিরেও বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আলোচিত সময়ে (মার্চের প্রথম ৮ দিন) রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ২৩ কোটি ১৩ লাখ ডলারের বেশি, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (কৃষি ব্যাংক) মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৬ কোটি ৮৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৫১ কোটি ২৯ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার।

এ সময়ে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি এমন ব্যাংকের সংখ্যা ৯টি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে সিটিজেনস ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক। এছাড়া বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং উরি ব্যাংক।

চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ (প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার) রেমিট্যান্স আসে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে গত ফেব্রুয়ারিতে (প্রায় ২৫৩ কোটি ডলার)। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে (মার্চ) নতুন রেকর্ড গড়তে পারে রেমিট্যান্স

চলতি অর্থবছরের আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এসেছিল এক হাজার ৪৯৪ কোটি ডলার। সে হিসাবে গত অর্থবছরের প্রথম আট মাসের চেয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩৫৫ কোটি ডলার।

এর আগে গত ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে দেশে। এ নিয়ে অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্ট থেকে টানা সাত মাস দুই বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার, আগস্টে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ ডলার, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার, নভেম্বরে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে রেকর্ড ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার এবং ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

গত ডিসেম্বরে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, একক মাস হিসেবে আগে কখনোই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে করোনাকালীন ২০২০ সালের জুলাইয়ে ২ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এবার সেই রেকর্ড ভাঙলো ২০২৪ সালের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর।

২০২৪ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার বেশি। গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ১৯৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাদে বাকি ১১ মাসই দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক ধারায় বেড়েছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ। সবশেষ তথ্য বলছে, দেশের রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার। দেশের গ্রস রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ১৩ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৬১৩ কোটি ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৯০ কোটি ডলার।

তবে এ দুই হিসাবের বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের আরও একটি হিসাব রয়েছে, সেটি ব্যয়যোগ্য রিজার্ভ। এ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু আইএমএফকে প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ হিসাবে আইএমএফের এসডিআর খাতে থাকা ডলার, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা এবং আকুর বিল বাদ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের হিসাব করা হয়।

সে হিসাবে দেশের ব্যয়যোগ্য প্রকৃত রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা উপরে। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। আমাদের দেশে সে পরিমাণ রিজার্ভ রয়েছে। আর নিট রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের 'বিপিএম-৬' পরিমাপ অনুসারে। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বাদ দিলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।

NEWAGE
www.newagebd.net Dhaka, Thursday, March 6, 2025, Phalgun 21, 1431 BS

Female labour migration continues to drop

Rashad Ahamad

FEMALE migration from Bangladesh to other countries continued to decrease significantly mainly due to the lack of workers' language barriers, skills and safety issues.

Female migration continued to decline gradually for the past three years but the total number of labour migrants – both male and female – from Bangladesh increased during the period, said the Bureau of Manpower, Employment and Training statistics.

According to the BMET, female workers' migration from Bangladesh has declined by 42 per cent in the past two years. Of them, 20 per cent declined in 2024 in comparison with the number in 2023 and 28 per cent in 2023 in comparison with the number in 2022.

The government data showed that 105,466 women migrated from Bangladesh in 2022. The number decreased to 76,108 in 2023 and it dropped further to 61,158 in 2024.

The sector insiders said that the migration of Bangladeshi female workers dropped as they failed to compete with the workers from alternative sources like the Philippines, Sri Lanka, India, African countries, and Nepal in terms of working skills for their poor knowledge of languages in the destination countries.

Though the number of female migrants from Bangladesh declined significantly over the years, there was no fact-finding research in this regard.

The recruiting agents, however, said that they had lost interest in sending female workers abroad because of high migration costs and rights activists' allegations of an increasing number of rights violations.

Bangladeshi women mostly migrate as domestic workers and garment sector workers while some migrate as cleaners, tailors, housekeepers, labours, caregivers, and staff of healthcare and other sectors.

The research and policy wing joint secretary for the expatriates' welfare and overseas employment, Ayesha Haq, admitted that the ministry did not have information about the reasons for the declining number of female migrants.

Bangladeshi Ovibashi Mahila Sromik Association general secretary Sheikh Rumana said that the government had failed to control the migration cost over the past couple of years.

'Many women lost interest in migrating from Bangladesh since the migration cost was high. Families want to invest for boys rather than girls,' she said.

She also said that political instability in Bangladesh and other countries also impacted negatively on female labour migration.

Bangladesh Nari Sramik Kendra executive director Sumaiya Islam said that the Kingdom of Saudi Arabia was the top destination for Bangladeshi women over the years but the country was now hiring female workers from African countries like South Africa and Sudan.

KSA is the top employer of Bangladeshi female workers which employed 5,24,788 female workers since 2004. In percentage, the country alone employed 45 per cent of the total migrated female workers from Bangladesh during the period.

At least 11,62,791 women migrated from Bangladesh to around 90 countries in 20 years between 2004 and 2024. The total number of labour migrants from Bangladesh – both male and female – during the period was 1,25,24,298.

Of them, five countries— Lebanon, KSA, Jordan, UAE and Oman— hired over one lakh female workers each.

Migration experts said that Bangladesh saw a boom in female migration in 2017 when the highest 1,21,925 women migrated from Bangladesh. Since then, it was above one lakh until Covid-19 outbreak in 2019.

Rights activists observed that the number of aspirant female migrants was still high but they were not skilled. They suggested the government to review the training module to make it more effective.

Presently, every female worker must have two months of training to secure any overseas job.

Over the past years, a number of destination countries including Oman, Bahrain and Mauritius have suspended hiring workers from Bangladesh while Lebanon and KSA have reduced hiring Bangladeshi female workers significantly.

The BMET additional director general for employment, Mohammad Abdul Hi, said that though they had no research on this, his personal observation was that they could not open new markets.

He said that they were working to ensure skilled training based on global demand.

Labour rights activists urged the authorities to provide training on need-based skills and safety for women in destination countries to boost female migration.

DHAKA SATURDAY MARCH 15, 2025
CHAITRA 1, 1431 BS
The Daily Star

Workers' migration drops by 36pc in February

Says BMET monthly data

STAFF CORRESPONDENT

The migration of Bangladeshi workers abroad for jobs declined by 36 percent last month compared to the previous month, with a sharp fall in migration to top destination Saudi Arabia, according to the latest data from the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

BMET's "Monthly Overseas Employment" data, recently published on its website, shows that 62,436 workers migrated abroad in February, down from 97,867 in January. This brings the total overseas employment for the first two months of this year to 1,60,303.

Last year, 10.11 lakh workers migrated abroad for jobs. Of them, 1,62,158 left in the first two months, including 74,306 in February.

Ali Haider Chowdhury, secretary general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), attributed last month's decline to several factors.

He said Saudi Arabia is currently the only large market open to Bangladeshi migrant workers, but job demand from the Gulf nation, including for female workers, has recently decreased.

Additionally, the Bangladesh government has tightened the attestation process for workers' documents required for Saudi Arabia, which has also impacted overall migration, he said.

Speaking to this newspaper recently, the Baira leader urged the government to handle issues related to the Saudi job market carefully, warning that

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Workers' migration drops

FROM PAGE 3

ineffective decisions could further slow the flow of workers to the country.

He also called on the government to work towards reopening major job markets like Malaysia, which are closed now, and exploring new opportunities.

According to BMET statistics, out of the total migration this year, 1,20,876 workers, or 75.4 percent, have gone to Saudi Arabia, which remains the primary destination for low-paid Bangladeshi workers.

However, migration to Saudi Arabia fell sharply in February, with only 44,258 workers heading there, compared to 76,618 in January.

Qatar was the second-highest destination for Bangladeshi workers last month, with 7,150 migrating there, followed by Singapore (3,735), Kuwait (2,084), and Jordan (873).

Continued restrictions on hiring new workers from Bangladesh in key destinations like Oman and Malaysia also contributed to the overall decline in worker migration last month.

Oman has maintained restrictions on the migration of fresh low-paid workers from Bangladesh since October 2023, while Malaysia implemented a similar restriction on all labour sourcing countries, including Bangladesh, in June last year.

However, BMET data shows that 301 workers migrated to Malaysia in February and 1,286 in January, as the country, according to the Bangladesh government, has been hiring Bangladeshi workers only for its plantation sector in recent months.

Similarly, six workers migrated to Oman in February, following 18 in January.

According to government officials, Bangladesh sends workers to more than 160 countries worldwide. However, the majority migrate to a handful of destinations the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries, Malaysia, and Singapore.

Although Bangladeshi workers migrate under various categories, such as professionals and skilled labourers, most seek employment as low-paid workers.

ঢাকা : বুধবার ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 12 March 2025

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় চমক, প্রবৃদ্ধি ৪৬ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অনেক দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ। গত জানুয়ারিতে এ বাজারে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এ রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। প্রবৃদ্ধির এ হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা ৭২০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের জানুয়ারিতে তারা আমদানি করেছিল ৬০৩ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ।

বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এ বাজারে গত বছর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ। ২০২৪ সাল শেষে বড় প্রবৃদ্ধি না হলেও ইতিবাচক ধারায় ফেরে। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের

গত জানুয়ারিতে এ বাজারে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এ রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি

তুলনায় শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করায় বাজারটি নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনার কথা বলেন বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বাংলাদেশের জন্য। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। বিনিয়োগের সেই সুযোগ বাংলাদেশও নিতে পারে। অবশ্য বর্তমানে পোশাক রপ্তানিতে যে প্রবৃদ্ধি, তা মূলত দেশটির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর বাড়তি ক্রয়াদেশের প্রভাব।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৬০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চীন। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ১৪৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি।

সংবাদ

ঢাকা : রোববার ২ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Sunday 16 March 2025

'বনের পাতা খেয়ে পোকা দেয় সোনার টাকা'

সুদিনের অপেক্ষায় রাজশাহীর রেশম শিল্প

জেলা বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

প্রাচীনকাল থেকেই রাজশাহী রেশম সিল্কের জন্য বিখ্যাত। দেশে-বিদেশে রয়েছে রাজশাহীর রেশমশিল্পের সুনাম। রাজশাহী ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি করা যায় তেমনি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এ শিল্পই হতে পারে বাংলাদেশেকে বিশ্বে পরিচিত করার মাধ্যম। সেই প্রাচীনকাল থেকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে রাজশাহীর রেশম শিল্প। রাজশাহীর সিল্কের শাড়ি দেশে-বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

প্রতিটি উৎসবে সিল্ক কাপড়ের যেন জুড়ি মেলে না। অন্যান্য কাপড় যত দামিই হোক না কেন, তার সঙ্গে একটা সিল্ক কাপড় থাকলে সেটিই আগে পছন্দের তালিকায় রাখেন বাঙালি বধূরা। ফলে ইদ এলে সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় আরও কয়েক গুণ। বিশেষ করে যারা সামর্থ্যবান পরিবার এবং সিল্ক কাপড়ের প্রতি যাদের আগ্রহ বরাবর থাকে, তাদের মধ্যে ইদের সময় এই কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। ফলে এবার ইদকে ঘিরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

তবে সিল্কের কাপড়ের উৎপাদন হয় সরকারিভাবে তাহলে তো কথায় নেই। এর চাহিদা যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনই বাড়ছে বিক্রিও। শুধু রাজশাহী নয়, এর চাহিদা এখন দেশজুড়ে।

রাজশাহী রেশম কারখানা থেকে সরাসরি করা হচ্ছে কাপড়ের উৎপাদন। বিক্রি করা হচ্ছে নিজস্ব শোরুমে। এখান থেকে অনেক ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কাপড়। ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকেও আসছেন এখানে কাপড় কিনতে।

'বনের পাতা খেয়ে পোকা দেয় সোনার টাকা'-সিল্কের জন্য সবচেয়ে প্রচলিত প্রবাদ এটি। রাজশাহী অঞ্চলে সরকারি তত্ত্বাবধানে ১৯৫২ সালে রাজশাহী সিল্কের যাত্রা শুরু হয় যা বাংলাদেশে প্রথম। রাজশাহী রেশম কারখানা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা যা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের পর এই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পটি রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে। লোকসানের মুখে একপর্যায়ে ২০০২ সালের ৩০ নভেম্বর এ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৬ বছরের মাথায় ২০১৭ সালের শেষ দিকে পরীক্ষামূলক পুনরায় এটি চালু করা হয়। রাজশাহী রেশম কারখানার তৈরি শাড়ি এবং অন্যান্য পণ্য দেশ-বিদেশে জনপ্রিয়। আগে এই কারখানাটি চালুর পর এর ৪২টি লুম মেরামত করা হয়। বর্তমানে এর ১৯টি লুমে ৪১ জন শ্রমিক ও তাঁতি কাপড় উৎপাদন করছেন। চালু হয়েছে বন্ধ শোরুমও। এই শোরুমে বিক্রি হচ্ছে সরকারি কারখানার পোশাক।

রেশমের গুটি থেকে বের করা হচ্ছে সুতা। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিবছর এই গুটি চাষের মাধ্যমে উৎপাদন করছে। বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেশম গুটি উৎপাদন করা হয়েছে ১৩৪ দশমিক ৬২ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯১ দশমিক ৯০, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৬৬ দশমিক ১৭, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৮৬ দশমিক ৩২, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৪৫, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২১৫, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২২৪ দশমিক ৬৪, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৪৯ দশমিক ১৬ মেট্রিক টন গুটি উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৩ দশমিক ২০ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে।

রেশম চাষিদের উৎপাদিত গুটি ক্রয় করে মিনিফিলেচার কেন্দ্রে করা হয় সুতার উৎপাদন। বোর্ড থেকে এই তথ্যও দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সুতা উৎপাদন করা হয়েছে ৭৯৩ কেজি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯৩১ কেজি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১ এক হাজার ৫৯ কেজি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১ হাজার ৪৩৮ কেজি, ২০২০-২১ অর্থ বছরে এক হাজার ৮৫ কেজি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে এক হাজার ২৬৬ কেজি, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এক হাজার ২৫৪ কেজি, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৭৮৯ কেজি সুতা উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬২০ কেজি সুতা উৎপাদন হয়েছে। এই সুতা থেকে তৈরি হয়েছে রেশনের কাপড়।

সরেজমিনে রাজশাহী রেশম কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে, শ্রমিকরা ব্যস্ত সময় পার করেছে। প্রথমে গুটি থেকে সুতা উৎপাদন করছেন। সেই সুতা থেকে তাঁতযন্ত্রে (লুম) গিয়ে বোনা হচ্ছে কাপড়। তারপর এই কাপড় বিভিন্ন রঙে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপর করা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্রিন্ট। আকার ঠিক করে শোরুমে যাচ্ছে বিক্রির জন্য। এই কারখানা থেকে প্রতি মাসে ২৫০ মিটার কাপড় উৎপাদন করা হচ্ছে।

এই শোরুমও কারখানার সঙ্গে লাগোয়া। রাজশাহী নগরীর শিরোইল এলাকায় রেল স্টেশন সংলগ্ন বিশাল জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে এই কারখানা। শোরুমে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে পোশাক। গরদের শাড়ি বিক্রি হচ্ছে সাড়ে আট হাজার টাকায়। টাইয়ের কাপড় এক হাজার ৫২০ টাকা গজ। ২/২ গ্রে থান ৭৫০ টাকা গজ। প্রিন্টেড শাড়ি বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৫ হাজার টাকায়। নারীদের টুপিস ৩ হাজার ৮৯০ টাকায়। ওড়না বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৯২৫ টাকায়। স্কার্ফ বা হিজাব প্রতিটির দাম ৯৬০ টাকা।

এছাড়াও গজ হিসেবে কাপড় বিক্রি করা হয়। যা থেকে শার্ট, পাঞ্জাবি, নারীদের ওয়ানপিসও তৈরি করা যায়। স্ট্রাইপ সুপার বলাকা বিক্রি করা হচ্ছে এক হাজার টাকা গজ, সুপার বলাকা ৯৫০ টাকা গজ, ডুপিয়ন সাটিন (টাইডাই) প্রতি গজ ৯০০ টাকা, ডুপিয়ন সাটিন ৮৫০ টাকা, ২/৪ গ্রে থান ৯৫০ টাকা, মটকা থান ৯৩৮ টাকা গজে বিক্রি করা হচ্ছে।

২০০৫ সালে এক কেজি সুতার দাম ছিল এক হাজার টাকা। বর্তমানে সেই সুতার দাম কেজিপ্রতি সাড়ে ৭ হাজার টাকা। বর্তমানে রেশম উন্নয়ন বোর্ড নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা কেজি দরে দেশি সুতা বিক্রি করছে বেসরকারি কারখানা মালিকদের কাছে।

বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মো. লিয়াকত আলী। তিনি সংবাদকে বলেন, রেশম শিল্পের দুইটি অংশ। একটি গুটি থেকে সুতা উৎপাদন, আরেকটি হচ্ছে বস্ত্রখাত । বস্ত্রখাতের মাধ্যমে পোশাক তৈরি করা হয়।

বর্তমানে রেশম কারখানা আগের চেয়ে বিদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে রাজশাহীতে কারখানার সংখ্যা ২৫টি । আশা করছি আগামী দিন গুলোতে আরো বিদ্ধি পাবে ।

রাজশাহী অঞ্চলে রেশম সিল্ক কারখানা গুলিতে অত্যন্ত উন্নত ডিজাইন এবং বিভিন্ন দেশের উন্নত কারিগরি প্রযুক্তির সাথে সাথে কাজ করছে, এবং তাদের সফলতায় ক্রেতাদের কাছে আনছে । ব্যবসায়ীরা জানান, সপুরার পুরো সিল্কপল্লীর ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের কদর রয়েছে সারা বছরই। বাঙালির বিভিন্ন উৎসবে সেই কদর আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব শ্রেণির মানুষের উৎসবেই এক অন্যরকম আমেজ আনে রাজশাহীর সিল্কের পোশাক। রাজশাহী রেশম সিল্ক সৃজনশীল ডিজাইন এবং সুন্দর রঙের সিল্কের জন্য পরিচিত। এই সিল্ক প্রযুক্তির ব্যবহার পুরানো ও নতুন কাপড়ের ডিজাইনে একটি নতুন জীবন আনে। উৎসব-পার্বনে রাজশাহী সিল্কের চাহিদা ছিল আকাশচুম্বি।

বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক আব্দুল কাদের মুন্না সংবাদকে বলেন, এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন। বেসরকারী রেশম কারখানা গুলোকে সহযোগীতা প্রশিক্ষন নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা। . এজন্য রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে এগিয়ে আসতে হবে।

রেশম খাতকে আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নত করলে রেশম শিল্প আরো উন্নত এবং কারখানার সংখ্যা বিদ্ধি পাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে । এই বরেন্দ্র অঞ্চলের অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে।

বুধবার। ১২ মার্চ ২০২৫। ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ সময়ের আলো

জনশক্তি রফতানির নামে ১১২৮ কোটি আত্মসাৎ

■ কামাল ও নিজামসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানিতে সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ৫ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে ১২টি রিক্রুটিং এজেন্সির ৩২ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় আসামি হয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল ও সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম হাজারী। মঙ্গলবার দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন (প্রতিরোধ) এ তথ্য জানান।

এ মামলায় ১২ এজেন্সির ৩২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৬৭ হাজার ৩৮০ জন শ্রমিকের ১ হাজার ১২৮ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে এজাহারে বলা হয়েছে। শ্রমিকপ্রতি এসব প্রতিষ্ঠান ১ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা বেশি নিয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়।

আসামিরা হলেন–মেসার্স ওরবিটাল এন্টারপ্রাইজের মালিক আ হ ম মোস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামাল ও তার স্ত্রী কাশমিরি কামাল। প্রতিষ্ঠানটি ৬ হাজার ২৯ কর্মীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ১০০ কোটি ৯৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা নিয়েছে। আর আ হ ম মোস্তফা কামাল ও তার মেয়ে নাফিসা কামালের আরেক প্রতিষ্ঠান ওরবিটাল ইন্টারন্যাশনাল অর্থ আত্মসাৎ করেছে। তারাও পৃথকভাবে আসামি হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৯৯৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৫০ কোটি ১৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে।

স্নিগ্ধা ওভারসিজের মালিক ফেনী-২ আসনের সাবেক এমপি নিজাম উদ্দিন হাজারী, তার স্ত্রী নুরজাহান বেগমকেও আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ, জাহাঙ্গীর আলম, এম. আমিরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন ও জিয়াউর রহমান ভুঁইয়া। প্রতিষ্ঠানটি ৬ হাজার ৬৫৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বেশি আদায় করেছে।

বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের মালিক আবদুস সোবহান ভুঁইয়া (চৌদ্দগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান) ও তার স্ত্রী তাসলিমা আক্তার। প্রতিষ্ঠানটি ৫ হাজার ৪৫৮ ব্যক্তির কাছ থেকে ৯১ কোটি ৪২ লাখ টাকার অর্থ বেশি আদায় করেছে।

ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ও ফেনী-৩ আসনের এমপি লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও তার

জনশক্তি রফতানির

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেয়ে তাসনিয়া মাসুদও আসামি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল মুকিত, মেহবুবা আফতাব সাথি আসামি হয়েছেন। তারা ৭ হাজার ১২৪ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১১৯ কোটি ৩২ লাখ টাকা বেশি অর্থ আদায় করেছেন।

মেসার্স ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী নুর আলী ও তার স্ত্রী সেলিনা আলী ও মেয়ে নাবিলা আলী ছাড়াও আসামি হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন আহমেদ ও খোন্দকার শওকত হোসেন। প্রতিষ্ঠানটি ৩ হাজার ৭৮৮ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৬৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।

ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের মালিক মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও তার স্ত্রী লুৎফুর নেছা শেলী মামলায় আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৭ হাজার ৭৮৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।

ঢাকা-২০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেসার্স আহমদ ইন্টারন্যাশনালের মালিক বেনজীর আহমদ আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৮ হাজার ৫৯২ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৪৩ কোটি ৯১ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে।

বিএম ট্রাভেলস লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ও বাড্ডার সাবেক কাউন্সিলর শফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মৌসুমি আক্তার আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৮ হাজার ৯৩ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৩৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।

বি এন এস ওভারসিজ লিমিটেডের মালিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইশতিয়াক আহমেদ সৈকত যিনি সাবেক যুবলীগ নেতা আবুল বাশারের পুত্র আসামি হয়েছেন। সৈকতের স্ত্রী মিসেস নসরুন নেছা হয়েছেন আসামি। প্রতিষ্ঠানটি ৪ হাজার ২১৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৭০ কোটি ৬০ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। এ ছাড়া রুবেল বাংলাদেশের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মাদ মজিবুল হক রুবেল ও তার স্ত্রী কামরুন নাহার হীরামনি আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ২ হাজার ৮৪৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৪৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।

দি ইফতি ওভারসিজের স্বত্বাধিকারী রুবেল ও বোরহান উদ্দিনও (পান্না) আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৩ হাজার ৭৯৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৬৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে।

এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাবেক মন্ত্রী, এমপি, উপজেলার চেয়ারম্যান কিংবা কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বায়রার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে সিন্ডিকেট করে বিএমইটি ও বায়রার রেজিস্ট্রেশনের শর্ত ভঙ্গ করে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার চেয়ে ৫ গুণ অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেছে শ্রমিকদের কাছ থেকে।

মালয়েশিয়া শ্রমিক রিক্রুটের জন্য এজেন্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে রিক্রুটেড শ্রমিকদের অবৈধভাবে ক্ষতিসাধন করে বিভিন্ন ধাপে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করেছে আসামিরা। প্রভাব খাটিয়ে চুক্তিবদ্ধ আইনসংগত পারিশ্রমিক ব্যতীত এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক কর্মকাণ্ড না করে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অবৈধ পারিতোষিক গ্রহণ করে মালয়েশিয়ায় প্রেরিত কর্মীর কাছ থেকে পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রতি কর্মীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করেছেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৯ মার্চ ২০২৫,

জমি বিক্রি করে বিদেশে যান ২৫ শতাংশ শ্রমিক

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া

জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন ও আধুনিক দাসত্ব নিয়ে করা ওকাপের গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে।

- অভিবাসীদের ১৮ শতাংশ চড়া সুদে ঋণ নিয়েছেন।
- গবেষণায় আধুনিক দাসত্বের নমুনা পাওয়া গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকে এলাকা ছেড়ে যান। দেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় চলে যান কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ বিদেশে যান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে। বিদেশে অভিবাসনের ক্ষেত্রে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার মানুষ গড়ে খরচ করেছেন ৪ লাখ ৬১ হাজার ২২০ টাকা। তাঁদের মধ্যে ২৫ শতাংশ টাকা সংগ্রহ করেছেন জমি বিক্রি করে আর ১৮ শতাংশ নিয়েছেন চড়া সুদে ঋণ।

জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন ও আধুনিক দাসত্ব নিয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থাপন করা গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনটি গত মাসে অনলাইনে প্রকাশ করা হলেও গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয়। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ইউকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের আর্থিক সহায়তায় গবেষণাটি করেছে অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ)। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন ওকাপের গবেষণা ম্যানেজার উর্মি জাহান।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুই জেলা পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া ও সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকায় মানুষের ওপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪৮ জনের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাদা করে ১৮টি বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে ২৭ জনের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধি ও জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ মিলে ১৭ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে গবেষণায়।

গবেষণা প্রতিবেদনে আধুনিক দাসত্বের নানা নমুনা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে শ্রমিকদের বেতন কম দেওয়া, বেতন বন্ধ রাখা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, চলাফেরায় বিধিনিষেধ দিয়ে রাখা। গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, দাসত্বের নমুনার মধ্যে অন্তত একটির মুখোমুখি হয়েছেন ৯৯ শতাংশ শ্রমিক। আর পাঁচটির বেশি মোকাবিলা করেছেন ৮১ শতাংশ শ্রমিক।

অনুষ্ঠানে অভিবাসন খাতের সাংবাদিকদের চারটি ফেলোশিপ পুরস্কারের ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। এতে সংবাদপত্রে (বাংলা) ফেলোশিপ পেয়েছেন *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. মহিউদ্দিন। এ ছাড়া সংবাদপত্রে (ইংরেজি) *ডেইলি স্টার*-এর স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল্লাহ মো. আব্বাস, টেলিভিশনের ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার তাহসিনা সাদেক আর অনলাইনে জাগোনিউজের স্টাফ রিপোর্টার রায়হান আহমেদ পেয়েছেন ফেলোশিপ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউএন উইং ইকোনমিক রিলেশন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও উইং প্রধান এ কে এম সোহেল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ফেলোশিপ জুরিবোর্ডের সদস্য মো. আবদুল মালেক, ওকাপের চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক ওমর ফারুক চৌধুরী প্রমুখ।

ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 18 March 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

সাড়ে ৮ মাসেই ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রেমিট্যান্স

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

রমজান মাসে পরিবার-পরিজনের বাড়তি খরচ মেটাতে বেশি বেশি অর্থ পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। এ কারণে অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় থাকা প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে ঢল নেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত রোববার রেমিট্যান্সের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, নতুন বছরের তৃতীয় মাস এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের নবম মাস মার্চের ১৫ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৬৫ কোটি ৬১ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন।

বর্তমান বিনিময় হার (রেমিট্যান্স প্রতি ডলার ১২৩ টাকা) হিসাবে এই অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ১১ কোটি শূন্য চার লাখ ডলার টাকার অঙ্কে যা ১ হাজার ৩৫৮ কোটি। মাসের বাকি ১৬ দিন (১৬ থেকে ৩১ মার্চ) এই হারে এলে মাস শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক প্রায় ৩৫০ কোটি (৩.৫ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে ঠেকবে, যা হবে একক মাসের হিসাবে সবচেয়ে বেশি। গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি (২.৬৪ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল এক মাসে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিবারের মতো এবারও ঈদ সামনে আরও বেশি রেমিটেন্স পাঠাবেন প্রবাসীরা। আর সেটা যদি হয়, তাহলে মার্চ মাসে রেমিটেন্স সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন তারা। এমনিতেই প্রবাসী আয়ে উর্ধ্বমুখী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আট মাসের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সাত মাসেই ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এমনটা দেখা যায়নি।

জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট ১ হাজার ৮৪৮ কোটি ৮৭ লাখ (১৮.৪৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। সব মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরের সাড়ে আট মাসে (২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ১৫ মার্চ) ২ হাজার ১৫ কোটি (২০.১৫ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বাকি সাড়ে তিন মাসে (১৬ মার্চ থেকে ৩০ জুন) এই হারে এলে এবার অর্থ বছর শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ২৮ বিলিয়ন (২ হাজার ৮০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে হিসাব বলছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা আশা করছেন, জুন মাসে দেশে কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। ওই ঈদকে ঘিরেও বেশি রেমিটেন্স পাঠাবেন প্রবাসীরা। সব মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক সাড়ে ২৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে যা হবে রেকর্ড। তবে রেমিটেন্সের উল্লম্ফনের

> বাকি সাড়ে তিন মাসে (১৬ মার্চ থেকে ৩০ জুন) এই হারে এলে এবার অর্থ বছর শেষে রেমিট্যান্সের অঙ্ক ২৮ বিলিয়ন (২ হাজার ৮০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে হিসাব বলছে

পরও বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাটছে না। আবারও ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে এই সূচক। গত সপ্তাহের শেষ দিন গত বৃহস্পতিবার বিপিএম-৬ হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার। গ্রস হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার।

গত ১০ মার্চ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) আমদানি বিল পরিশোধের পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) হিসাবে রিজার্ভ ১৯ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। গ্রস হিসাবে নামে ২৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে। আকুর বিল শোধের আগে বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার। গ্রস হিসাবে ছিল ২৬ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। আকু হলো এশিয়ার কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যকার একটি আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তার মূল্য প্রতি দুই মাস পরপর নিষ্পত্তি করা হয়।

অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়। আকুর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ। আকুর সদস্যদেশগুলোর মধ্যে ভারত পরিশোধ করা অর্থের তুলনায় অন্য দেশগুলো থেকে বেশি ডলার আয় করে। বেশিরভাগ দেশকেই আয়ের

তুলনায় আমদানি ব্যয় হিসেবে, অতিরিক্ত ডলার খরচ করতে হয়।

রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। ২০২৫ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ (২.১৮ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৭ কোটি ৪ লাখ ডলার। টাকার অঙ্কে ছিল ৮৬০ কোটি টাকা। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২৬৪ কোটি (২.৬৪ বিলিয়ন) ডলার দেশে এসেছিল। টাকার অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ ৩২ হাজার ২০৮ কোটি টাকা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৮ কোটি ৫১ লাখ ডলার। টাকায় ছিল এক হাজার ৩৯ কোটি টাকা।

চলতি অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। দ্বিতীয় মাস আগস্টে পাঠান ২২২ কোটি ৪১ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলার। তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে এসেছিল ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ (২.৪০ বিলিয়ন) ডলার। চতুর্থ মাস অক্টোবরে আসে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ (২.৩৯ বিলিয়ন) ডলার। পঞ্চম মাস নভেম্বরে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ (২ বিলিয়ন) ডলার। অর্থ বছরের সাত মাসের (জুলাই-জানুয়ারি) হিসাবে এক হাজার ৫৯৬ কোটি ৭১ লাখ (১৫.৯৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৩ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।

সব মিলিয়ে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ১ হাজার ৮৪৮ কোটি ৮৭ লাখ (১৮.৪৯ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২২ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পুরো সময়ে (জুলাই-জুন) এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এসেছিল ২২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসেছিল ২১ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আসে ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার যা ছিল অর্থ বছরের হিসাবে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এসেছিল ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে দেশজুড়ে সহিংসতা, মৃত্যু, ইন্টারনেট বন্ধ, কারফিউ, মামলা, গ্রেপ্তার ও প্রবাসীদের উৎকণ্ঠার প্রেক্ষাপটে জুলাই মাসে রেমিটেন্স কমেছিল। চলতি অর্থ বছরের আট মাসের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মধ্যে শুধু জুলাই মাসেই ২ বিলিয়ন ডলারের কম রেমিটেন্স এসেছিল। পরের সাত মাসেই (আগস্ট-ফেব্রুয়ারি) ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে টানা সাত মাস ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স কখনই আসেনি। জুলাইয়ের আন্দোলনকে ঘিরে সংঘাত-সহিংসতার জন্য সরকারকে দায়ী করে দেশে রেমিটেন্স না পাঠাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চলে মাত্র এক দিন। শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের মধ্যে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণে ১৯ জুলাই রাত থেকে কারফিউ জারি করে বিদায়ী সরকার। এরপর ২৩ জুলাই পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ ছিল। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ব্যাংকের অনলাইন লেনদেনও বন্ধ ছিল। কয়েক দিন লেনদেন বন্ধের পর ২৪ জুলাই ব্যাংক চালু হয়। ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ১৯ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই বৈধ পথে তথা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে কোনো প্রবাসী আয় আসেনি।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর রেমিটেন্স প্রবাহে আরও ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু হয় অন্তর্বর্তী সরকারের। রেমিটেন্স প্রবাহেও গতি ফেরে। দেশে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি মুদ্রার সংকট চলছে। কোভিড মহামারির সময়ে আমদানি তলানিতে নামায় একপর্যায়ে দেশে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্ব বাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানি খরচ অনেক বেড়ে যায়। একই সঙ্গে প্রবাসী আয় ও রপ্তানিতে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি না হওয়ায় রিজার্ভ দ্রুত কমতে থাকে। সঙ্কট কাটাতে ও রিজার্ভ বাড়াতে প্রবাসী আয়সহ বিদেশ থেকে অর্থ আনতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এসব পদক্ষেপের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এই সূচকে।

সমকাল মঙ্গলবার। ১৮ মার্চ ২০২৫

রেমিট্যান্সের নামে ৭৩০ কোটি টাকা এনেছেন এক ব্যক্তি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে করমুক্ত সুবিধার আইনি সুযোগ নিয়ে এক ব্যক্তি ৭৩০ কোটি টাকা দেশে এনেছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবনে এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান তিনি। ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় ও ঘটনার সময় উল্লেখ করেননি এনবিআর চেয়ারম্যান।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সঙ্গে কর কর্মকর্তাদের 'অর্থনীতি-আলাপন: রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও গণমাধ্যম' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাক্সেশন) অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকীর সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মহিদুল হাসান।

প্রত্যক্ষ কর বাড়লেও অর্থনৈতিক বৈষম্য না কমে বাড়ছে কেন– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অনুষ্ঠানে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, প্রবাসে যারা কঠোর পরিশ্রম করেন, বিদেশে টাকা উপার্জন করে ব্যাংকিং চ্যানেলে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। আইন অনুসারে তাদের উপার্জিত অর্থ আয়করমুক্ত। এটা করা হয়েছে প্রবাসী কর্মীদের উৎসাহিত করতে সবাই শুনে আশ্চর্য হবেন, এমন একজন করদাতা পাওয়া গেছে, যিনি ৭৩০ কোটি টাকা নিয়ে এসেছেন এবং ওই ব্যক্তি বলছেন, এটা ওয়েজ আর্নার্স ও করমুক্ত।

মতবিনিময় সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান

- রেমিট্যান্সে করমুক্ত সুবিধার সুযোগ নিয়ে এই অর্থ আনা হয়েছে
- ব্যবস্থা নেওয়ার পর ব্যক্তিটির নাম জানতে পারবেন সবাই

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'বৈষম্য না কমে উল্টো দিকে হাঁটছে, তার কারণ হচ্ছে এসব অনিয়ম। আগে এগুলো হয় দেখিনি অথবা বুঝিনি। অথবা দেখেও না দেখার ভান করছি। তাদের সুযোগ দিচ্ছি। এগুলোই বড় সমস্যা।' ওই ব্যক্তির নাম জানতে চাইলে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'নাম না বলাই ভালো। অ্যাকশন নেওয়ার পর আপনারা জানবেন।'

সভায় ইআরএফ সভাপতি দৌলত আক্তার মালা করদাতাদের ভয়ভীতি দূর করা, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং আমদানি-রপ্তানিসহ কর-সংক্রান্ত সব হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত অনলাইনে প্রকাশের অনুরোধ করেন।

এর আগে পুঁজিবাজার, বীমা ও আর্থিক খাতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। সভায় শেয়ার বিক্রি করে বছরে ৫০ লাখ টাকার বেশি মুনাফা হলে তার ওপর যে ১৫ শতাংশ হারে মূলধনি কর দিতে হয়, তা মওকুফ চায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। মন্দা বাজারকে টেনে তুলতে এই সুবিধা চান ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম।

এ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, এখন পর্যন্ত অনেক কর সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বাজারে দুর্বল কোম্পানির তালিকাভুক্তি আস্থাহীনতার মূল কারণ। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এসব দুর্বল কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে পুঁজি হারিয়েছেন। ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে হবে। এটা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর সুবিধা কাজে আসবে না।

পুঁজিবাজারের দুর্বলতা দূর করতে সুশাসনের ঘাটতি পূরণ করার পরামর্শ দেন এনবিআর চেয়ারম্যান। এ সময় তিনি অর্থনীতির অন্যতম এই ভিত ধ্বংসের জন্য ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকেও (আইসিবিকে) দায়ী করেন।

আলোচনায় বীমা খাতকে শক্তিশালী করতে নীতিসহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন (বিআইএ)। সংগঠনটির সভাপতি সাঈদ আহমেদ বলেন, 'এ খাত অবহেলিত– এটার জন্য আমরা যেমন দায়ী, তেমনি সরকারও দায়ী।'

এ প্রসঙ্গে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, বীমা খাতে কোনো সুনাম নেই। এ খাতে গভর্ন্যান্সের 'জি'ও নেই। বীমা কোম্পানি মনে করে, গ্রাহকের টাকাটা তাদের। মানুষের টাকা এনে তা মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত দিতে হবে, এটা বীমা কোম্পানিগুলো ভুলে যায়।

এ ছাড়া অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) তাদের বাজেট প্রস্তাবে ভ্যাট সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন, ঋণ অ্যাকাউন্ট ও ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টের ওপর আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার, মূসক নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির সময় সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব দিয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে এলসি বা ঋণপত্র খোলার ওপর আবগারি শুল্ক কমানোর আশ্বাস দেন এনবিআর চেয়ারম্যান।

সমকাল শনিবার। ২২ মার্চ ২০২৫।

মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা ৫১ বাংলাদেশি আটক

সমকাল ডেস্ক

হোটেল বুকিংয়ের ভুয়া নথিপত্র ব্যবহার করে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের সময় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫১ বাংলাদেশি আটক হয়েছেন। তাদের অনেকে ইমিগ্রেশন এড়ানোরও চেষ্টা করেছিলেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মালয়েশিয়ার বার্তা সংস্থা বারনামা গতকাল শুক্রবার মালয়েশিয়ান বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন এজেন্সির (একেপিএস) বিবৃতির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায়। তাতে বলা হয়েছে, টার্মিনালের অ্যারাইভাল হলরুমে ৬৭ বিদেশির কাগজপত্র যাচাই করার সময় ৫১ জনের নথিপত্রে বিভিন্ন অসংগতি ধরা পড়ে। তাদের দ্রুতই একসঙ্গে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, কিছু ব্যক্তিকে হলরুমে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের কাছে তারা নথিপত্র জমা দিতে দেরি করে। এমনকি কিছু ব্যক্তি ইমিগ্রেশন চেক এড়ানোর চেষ্টা করে। এতে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। নথিপত্র যাচাইয়ের সময় পালানোর চেষ্টাকালে একজনকে আটক করা হয়।

ভুয়া নথিপত্র

একেপিএস জানায়, ইমিগ্রেশন আইনের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৫১ জনকে মালয়েশিয়ায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ভুয়া নথিপত্র ব্যবহারের পাশাপাশি অনেকের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাছাড়া তারা নিজেদের পক্ষে যৌক্তিক কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, তারা মালয়েশিয়ায় কাজ খুঁজতে এসেছেন।

এর আগে গত ১৭ মার্চ ক্রিকেটার পরিচয়ে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করলে ১৫ বাংলাদেশিকে আটক করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

NEW AGE THURSDAY, MARCH 20, 2025,

Apparel exports to EU rise by 61pc in Jan

Moinul Haque

BANGLADESH'S apparel exports to the European Union have recorded significant growth in the beginning of 2025, rising by 60.9 per cent to 1.91 billion euros in January, compared with 1.19 billion euros in the same month of 2024.

In terms of quantity, the country's readymade garment exports to the EU also witnessed a substantial surge in the first month of 2025 increasing by 58.10 per cent to 126.86 million kilogram from 80.25 million kilogram in the same month of previous year, according to data from the Eurostat, the statistical office of the EU, released on Tuesday.

A file photo shows a woman works at a garments factory in the capital. — New Age photo

The country's knitwear exports to the 27-nation economic bloc in the first month of 2025 surged by 64.2 per cent to 1.15 billion euros, while woven apparel exports increased by 56.3 per cent to 765.97 million euros, data showed.

Exporters said that this substantial growth solidified Bangladesh's position as a key supplier to the European market, driven by competitive pricing, preferential trade facilities under Everything But Arms and improvements in production capacity.

They also said that overall apparel imports by the EU rose significantly in January 2025, as consumer demand for clothing increased with declining inflation and falling interest rates.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association former president Fazlul Hoque described the growth as 'encouraging,' saying that the industry was rebounding.

He said that, similar to the US market, the EU market was also improving after a prolonged period of weakness.

Fazlul Hoque explained that with the economy improving, consumers were purchasing more apparel, leading to increased demand in the EU market.

Data showed that the overall apparel imports by the EU from different countries in January 2025 witnessed a significant surge in January 2025, with total imports reaching 8.29 billion euros, up 31.9 per cent from 6.28 billion euros in January 2024.

Apparel exports

Continued from page 6

China, the largest apparel supplier to the EU, maintained strong growth, with total exports increasing by 40.9 per cent to 2.38 billion euros in January 2025.

The country's knitwear exports to the EU grew by 45.3 per cent to 1.23 billion euros, while woven exports rose by 36.4 per cent to 1.14 billion euros.

Bangladesh remained the second-largest apparel exporter to the EU after China.

The EU's apparel imports from Turkey in January 2025 increased by 5.4 per cent to 874.09 million euros from 829.21 million euros in the same month of 2024.

Cambodia's apparel exports to the EU in January 2025 surged by 72.5 per cent—the highest among major exporting countries—reaching 420.9 million euros. Knitwear exports rose by 71.6 per cent to 256.2 million euros, while woven apparel jumped by 73.9 per cent to 164.7 million euros.

The EU's apparel imports from India increased by 44.5 per cent year-on-year, reaching 397.7 million euros in January 2025.

Vietnam's apparel exports to the EU in January 2025 climbed by 34.3 per cent to 398.6 million euros, with knitwear rising by 26 per cent and woven apparel increasing by 40.7 per cent.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২১ মার্চ ২০২৫,

ব্যবসা বাড়াতে তৈরি পোশাক কারখানা কিনল ডিবিএল

মালিকানা বদল

ভালুকার এই কারখানা থেকে ১০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে চায় ডিবিএল গ্রুপ। ৪০০ কোটি টাকায় এ কারখানা কিনেছে গ্রুপটি।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ব্যবসা বাড়াতে ময়মনসিংহের ভালুকার গ্লোরি গ্রুপের গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলস নামের তৈরি পোশাক কারখানা কিনে নিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী ডিবিএল গ্রুপ। পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির পর তাদের তত্ত্বাবধানে কারখানাটিতে নতুন করে উৎপাদন শুরু হবে।

জানা যায়, ভালুকায় ৩৬ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে রুগ্‌ণ হয়ে পড়ায় কারখানাটি বিক্রির উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। পরে গ্লোরি গ্রুপের সঙ্গে দর-কষাকষির পর কারখানাটি কেনার সিদ্ধান্ত নেয় ডিবিএল গ্রুপ। গত সোমবার গ্লোরি গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে ডিবিএল কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানাটি হস্তান্তর করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলস নিট কম্পোজিট কারখানা। এখানে ৩৬ লাইনের তৈরি পোশাক কারখানা, নিটিং, ডায়িং, প্রিন্টিং ও এমব্রয়ডারি ইউনিট রয়েছে। এখানে আমরা নিট পোশাকই তৈরি করে রপ্তানি করব।' এম এ রহিম জানান, রুগ্‌ণ হলেও পোশাক কারখানাটি সচল ছিল। প্রায় ৪০০ কোটি টাকায় কারখানাটি কিনেছে ডিবিএল গ্রুপ।

মূলত গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের ব্যাংকঋণ অধিগ্রহণের মাধ্যমে কারখানাটির মালিকানায় যুক্ত হয়েছে ডিবিএল গ্রুপ। গ্রুপটির শীর্ষ কর্মকর্তারা জানান, গ্লোরি গ্রুপের অধীনে থাকার সময় কারখানায় ১ হাজার ১০০ কর্মী কাজ করতেন। তাঁদের নিয়েই আগামী মাসে কারখানাটির উৎপাদন শুরু করা হবে। তবে নতুন শ্রমিকও নিয়োগ করা হবে। পুরোদমে উৎপাদন চালু হলে কারখানাটিতে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।

২০১৭ সালে গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলস তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যপদ পায়। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ৪ লাখ ৮০ হাজার বর্গফুট আয়তনের এই কারখানায় দিনে গড়ে ১ লাখ পিস পোশাক তৈরি করা যায়। এর বাইরে দিনে ২০ টন কাপড় নিটিং, ৪০ টন কাপড় ডায়িং এবং ৩৫ হাজার পিস প্রিন্টিংয়ের সক্ষমতা রয়েছে। গ্লোরি গ্রুপ এই কারখানা বিক্রি করলেও তাদের নির্মাণ, বিদ্যুতের খুঁটি, পাট ও সুতার ব্যবসা রয়েছে।

জানতে চাইলে গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সদ্য সাবেক) মো. মনিরুজ্জামান শেখ *প্রথম আলোকে* বলেন, '২০২১ সালে আমরা রপ্তানি শুরু করেছিলাম। তবে বিভিন্ন কারণে আমরা কারখানাটি ঠিকঠাকমতো চালাতে পারছিলাম না। সে কারণেই বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তিন দশক আগে যুক্তরাজ্যে তিন হাজার পিস পোলো শার্ট রপ্তানির মধ্য দিয়ে ব্যবসায় হাতেখড়ি হয়েছিল দুলাল ব্রাদার্স লিমিটেড বা ডিবিএল গ্রুপের। আবদুল ওয়াহেদ, এম এ জব্বার, এম এ রহিম ও এম এ কাদের—এই চার ভাইয়ের গড়ে তোলা ডিবিএল গ্রুপ বর্তমানে বাংলাদেশের পঞ্চম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক। তারা গত ২০২৩-২৪ অর্থবছর ৪৬ কোটি ১৭ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শুরু করে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ৫৮টি দেশে পোশাক রপ্তানি করছে গ্রুপটি। তাদের হাত ধরে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে নাইকি, অ্যাডিডাস ও পুমার মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের সরাসরি পণ্য বিক্রি।

তৈরি পোশাক দিয়ে শুরু হলেও গত দুই যুগের ব্যবসায় টেক্সটাইল, ওয়াশিং, পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্যাকেজিং, সিরামিক টাইলস, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ, ড্রেজিং ও ওষুধের ব্যবসায় নাম লিখিয়েছে ডিবিএল। তাদের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, ডিবিএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ২৪। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ৪৭ হাজার কর্মী। গ্রুপের বার্ষিক লেনদেন প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার।

ডিবিএলের করপোরেট কার্যালয়ে গত সোমবার গ্লোরি টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের মালিকানা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ডিবিএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াহেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ জব্বার, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ কাদেরসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতেই কারখানাটি অধিগ্রহণ করেছে বলে জানালেন ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এম এ রহিম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অধিগ্রহণ করা নতুন কারখানায় চলতি বছর আমরা ৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করার পরিকল্পনা করছি। আগামী বছর সেটিকে ১০ কোটি ডলারে নিয়ে যেতে চাই।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাকের ভালো ক্রয়াদেশ আছে। ফলে আমাদের প্রত্যাশা, ডিবিএলের তৈরি পোশাক রপ্তানি চলতি অর্থবছর ৬০ কোটি ডলারের মাইলফলক ছাড়াবে।'

> **তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতেই কারখানাটি অধিগ্রহণ করেছি। অধিগ্রহণ করা কারখানা থেকে চলতি বছর আমরা ৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিকল্পনা করছি।**
>
> **এম এ রহিম**, ভাইস চেয়ারম্যান, ডিবিএল গ্রুপ

১৯ দিনে প্রবাসী আয় দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঈদের আগে বৈধ পথে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠাতে শুরু করেছেন প্রবাসীরা। ফলে চলতি রমজান মাসে প্রবাসী আয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এ মাসের প্রথম ১৯ দিনেই বৈধ পথে দেশে ২২৫ কোটি মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে ১৯ মার্চ এক দিনেই এসেছে ১৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাসের শেষে প্রবাসী আয় ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে ব্যাংকাররা আশা করছেন। প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলোতে ডলারের যে সংকট চলছিল, তা অনেকটা কেটে গেছে। ডলারের দাম নিয়ে যে অস্থিরতা ছিল, সেটিও কমে এসেছে। ব্যাংকগুলো এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ ১২৩ টাকার মধ্যেই প্রবাসী আয় কিনছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহের চেয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবাসী আয় বেশি এসেছে। যেমন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রথম সপ্তাহে ৮১ কোটি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। প্রথম ১৫ দিনে প্রবাসী আয় আসে ১৬৬ কোটি ডলার। পরের চার দিনে আসে ৫৯ কোটি ডলার।

২০২৪ সালের জুলাই থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ৭৪ কোটি ডলার, যা এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।

সাধারণত দুই ঈদের আগে প্রবাসী আয় বছরের অন্য যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি আসে। গত বছর পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে পাঁচ দিনে ৪৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল। তার মানে দিনে গড়ে ৯ কোটি ডলার এসেছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে গড়ে ১১ কোটি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে গড়ে ১২ কোটি ডলার করে এসেছে। আর পরের চার দিনে গড়ে প্রায় ১৫ কোটি ডলার করে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

দেশে গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে টানা সাত মাস ধরে প্রতি মাসে ২০০ কোটি ডলারের বেশি পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৫২ কোটি ৮০ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। এ বছরের জানুয়ারিতে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রবাসী আয় ৩ শতাংশ বেশি আসে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে প্রবাসীরা ১ হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার পাঠান, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার।

প্রবাসী আয় হলো দেশে ডলার জোগানের একমাত্র দায়বিহীন উৎস। কারণ, এই আয়ের বিপরীতে কোনো বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে হয় না, অথবা কোনো দায়ও পরিশোধ করতে হয় না। রপ্তানি আয়ের বিপরীতে দেশে ডলার এলেও তার জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে আবার বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে হয়। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতেও ডলারের প্রয়োজন হয়।

Dhaka • Thursday • March 20, 2025
Vol XXXII No. 130 • Regd No. DA 1589 • Chaitra 6, 1431 BS • Ramadan 19, 1446 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

Remittance up yet reserves static for meeting growing needs

Import picks up to support economy, bridges gap with export

SIDDIQUE ISLAM AND JUBAIR HASAN

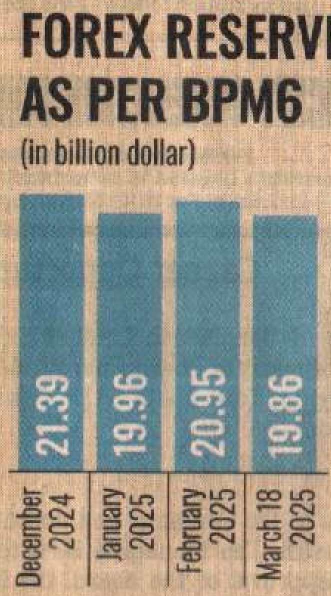

- BD forex reserves hover around $19.0b-$21.0b in IMF arithmetic
- Economists, BB officials feel good about situation

Foreign-exchange reserves of Bangladesh still stay almost static despite a record volume of remittance inflow in recent months as officials say necessary external expenditures are being met.

The Financial Express (FE) has observed the trends of the remittance and movement of the forex reserves in recent months. Despite the record inflows of foreign currencies sent by Bangladeshi citizens working abroad for the last several months, the volume of reserves in IMF arithmetic has been hovering in-between US$19.0 billion and $21.0 billion.

Sources at Bangladesh Bank (BB) have said the additional inflow of remittances helps stop forex bleeding by making the international reserves stable amid payment buildups over the years.

They say the increased remittance has been used to meet foreign- currency obligations of banks because of growing government imports, overdue payments by the banks, public debt-servicing and to minimise the gap between imports and exports.

"That's why you don't see significant jump in reserve stock. But it is stable and stays close to $20 billion even after clearing ACU (Asian Clearing Union) payments amounting to $1.75 billion early this month," said one BB official, on condition of anonymity.

In fact, the record inflow of remittance in recent times helps stop further depletion in the forex reserves, the central banker explains.

According to BB data, the forex-strapped country received $2.53 billion in February last, which was the third-largest monthly remittance earning in the country's history after December 2024 ($2.63 billion) and July 2020 ($2.60 billion).

In the first 18 days of this month, remitters sent foreign currencies equivalent to $2.12 billion. And the reserves stood at $19.86 billion in accordance with BPM6 until March 18, 2025. The reserve size was $20.95 billion, $19.96 billion and $21.39 billion by the end of February, January and December 2024 respectively.

Foreign commercial liabilities in private sector decreased significantly in February this calendar year following higher inflow of remittances alongside close monitoring by the central bank.

Payment overdue against foreign letters of credit (LCs) dropped more than 76 per cent to US$105 million by the end of February 2025

বণিকবার্তা শুক্রবার, মার্চ ২১, ২০২৫ ■ চৈত্র ৭, ১৪৩১

বড় প্রতিষ্ঠানের শুল্ক ১%, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ৩০%

শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কায়নে দ্বৈতনীতি পরিহার চায় বিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের করহারের বৈষম্য পরিহার চেয়েছে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)। সংগঠনটি জানিয়েছে, বর্তমানে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্লাস্টিক উৎপাদনের কমপ্লিট মোল্ড আমদানি করলে সেটি মূলধনি যন্ত্রপাতি হিসেবে গণ্য হয় এবং কেবল আমদানি শুল্ক (সিডি) ১শতাংশ দিতে হয়। অন্যদিকে, একই মোল্ড তৈরির জন্য কাঁচামাল আমদানি করলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আগাম কর (এটি), অগ্রিম আয়কর (এআইটি) ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক) মিলিয়ে প্রায় ৩০শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে এ করহারের পার্থক্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছে বিসিআই।

গ্রস-প্রফিট খাতভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়, যা যুক্তিসংগত নয়। আবার গ্রস-প্রফিট কমে গেলে বা ব্যবসায় ক্ষতি হলেও তা বিবেচনায় নেয়া হয় না। এমনকি আগের বছরের তুলনায় বিক্রি কমলেও কর কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেয় না। এটি সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্যবসায় ক্ষতি হলেও টার্নওভার কর নির্ধারণ করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাড়তি বোঝা

গতকাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবনে প্রাক-বাজেট আলোচনায় বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) এ প্রস্তাব তুলে ধরেন। সংগঠনটি শর্তহীনভাবে করহার ২.৫শতাংশ কমিয়ে প্রাইভেট কোম্পানির জন্য ২৫শতাংশ এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য ২০শতাংশ করার প্রস্তাব করেছে। পাশাপাশি ব্যক্তি-শ্রেণীর করদাতাদের বার্ষিক করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ টাকা করা, সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে কর কমানো, রফতানি আয়ের উৎসে কর ১শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫শতাংশ করা এবং রফতানির ক্ষেত্রে এইচএস কোড-সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার প্রস্তাবও দিয়েছে বিসিআই।

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী বলেন, 'গ্রস-প্রফিট খাতভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়, যা যুক্তিসংগত নয়। আবার গ্রস-প্রফিট কমে গেলে বা ব্যবসায় ক্ষতি হলেও তা বিবেচনায় নেয়া হয় না। এমনকি আগের বছরের তুলনায় বিক্রি কমলেও কর কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেয় না। এটি সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্যবসায় ক্ষতি হলেও টার্নওভার কর নির্ধারণ করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাড়তি বোঝা।'

বিসিআইয়ের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে অনুন্নত এলাকার শিল্পে বিশেষ কর অবকাশ, নিম্নতম শুল্কহারে কাঁচামাল, উপকরণ ও মেশিনারিজ আমদানির সুযোগ দেয়া ইত্যাদি।

একই দিন বাংলাদেশ পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবসা উন্নয়ন ও রফতানি-সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বাজেট প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি প্রেসপ্রুফ পেপার, গ্লাসিন পেপার, থারমাল পেপার ও লাইনার পেপার আমদানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হারে কাস্টমস ডিউটি (সিডি) ও রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি) এবং ৩০শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেন।

এছাড়া ছাপা কাগজ আমদানিতে সিডি ও আরডি মওকুফের সিদ্ধান্ত বাতিল করা, রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনাশুল্কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাগজ ও বোর্ড আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং খোলাবাজারে বিক্রি বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানান।

এদিন নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পাইকারি ব্যবসায়ীদের লেনদেনে ১.৫শতাংশের পরিবর্তে শূন্য দশমিক ৫শতাংশ মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের প্রস্তাবসহ বিভিন্ন সুতায় করহার কমানো এবং আগাম কর প্রত্যাহারের দাবিও জানায়।

আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। তিনি বলেন, 'অব্যাহতি দিলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, মিসইউজ হয়। ৫০ বছর পরও (পোশাক শিল্পকে) অব্যাহতি দিতে হবে কেন? সাধারণ হারে আসুন। আপনারা (বিসিআই) কেন বিশেষ করহার চান? মিথ্যার সঙ্গে বসবাস থেকে আমাদের বের হতে হবে। আপনারা তথ্য লুকান, আমরাও চাপিয়ে (কর) দিই। কমপ্লায়েন্ট ট্যাক্সপেয়ার হলে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না। হিসাব ঠিক রাখুন, তাহলেই হলো। ভ্যাট আদায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতা করে না।'

কালের কণ্ঠ । শুক্রবার । ২১ মার্চ ২০২৫

১৯ দিনে এলো
২২৫ কোটি ডলার

প্রতিদিন গড়ে রেমিট্যান্স আসছে প্রায়
১২ কোটি ডলার

এই ধারা অব্যাহত থাকলে মার্চে প্রবাস আয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা সাত মাস দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে

চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ২৫৩ কোটি ডলার

ঈদ ঘিরে রেমিট্যান্সে জোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পবিত্র রমজান মাস পার করে কয়দিন পরই ঈদ। ফলে আনন্দঘন ঈদ উদযাপনে কেনাকাটা করছেন বাংলাদেশের মুসলিমরা। ছোট-বড় সবার নতুন জামা চাই। তাই পরিবার-পরিজনের বাড়তি খরচের কথা মাথায় রেখে বেশি বেশি অর্থ পাঠাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এতে দেশে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বৃদ্ধিতে নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি মার্চ মাসের প্রথম ১৯ দিনে ২২৫ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার হিসাব (প্রতি ডলার ১২২ টাকা) ধরে এই অঙ্ক ২৭ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকার বেশি। এই ১৯ দিনের হিসাবে প্রতিদিন গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১২ কোটি ডলার বা এক হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। এই ধারা অব্যাহত থাকলে মার্চে প্রবাসআয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মার্চ মাসের ১৯ দিনে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৮ শতাংশ রেমিট্যান্স বেড়েছে। গত বছরের মার্চ মাসের প্রথম ১৯ দিনে ১২৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এ ছাড়া চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত দুই হাজার ৭৪ কোটি মার্কিন ডলার এসেছে; যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরে একই সময় রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ৬৩৪ কোটি মার্কিন ডলার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বৈধ পথে ২৫২ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৯৪ কোটি টাকা। দৈনিক গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৯ কোটি ডলার বা এক হাজার ১১০ কোটি টাকা।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে এবং আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার এবং নভেম্বর মাসে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫২ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা সাত মাস দুই বিলিয়নের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে।

মূলত গত বছরের আগস্টে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে বাড়তে শুরু করে প্রবাসআয়ের গতি। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের ডিসেম্বরে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ২৫৩ কোটি ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থপাচার কমেছে। একই সঙ্গে কমেছে হুন্ডি কারবারিদের দৌরাত্ম্যও। অন্যদিকে খোলাবাজারের মতোই ব্যাংকে রেমিট্যান্সের ডলারের দাম পাওয়া যাচ্ছে। এসব কারণে প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ ছাড়া আসন্ন ঈদুল ফিতর ঘিরে আরো বেড়েছে রেমিট্যান্সপ্রবাহ।

সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৭ মার্চ ২০২৫। ১৩ চৈত্র ১৪৩১। ২৬ রমজান ১৪৪৬

শুল্কমুক্ত সুবিধা শতভাগ কাজে লাগাতে চান ব্যবসায়ীরা

জনশক্তি রপ্তানিতে সম্ভাবনা চীন

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা

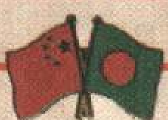

» চীনের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু করা গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বিদেশ যেতে হবে না

» বাংলাদেশের শতভাগ পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় চীনা সরকার

» দেশটিতে বাংলাদেশ রপ্তানি করে মাত্র ৪১ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য, যা মোট রপ্তানির মাত্র ১ শতাংশ

চীনে ২০-২৫ বছরের মধ্যে তরুণ শ্রম শক্তির ঘাটতি দেখা দেবে

দেশটির প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের দক্ষ তরুণদের যুক্ত করা যায়

শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার পরও চীনে রপ্তানি বাড়াতে পারছে না বাংলাদেশ। বেড়েই চলেছে বাণিজ্য ঘাটতি। অথচ চীন হচ্ছে বাংলাদেশের ভোগ্য পণ্য, কল-কারখানার কাঁচামালের অন্যতম জোগানদাতা। দেশের সব ধরনের কল-কারখানার কাঁচামাল, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ চীন থেকেই আসে। অর্থাৎ চীন থেকে আমদানি বাড়ছে। রপ্তানি কিন্তু সামান্য। এ জন্য চীনা বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে আনার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের। প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, চীনের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা দেশে বিনিয়োগ ও শ্রমবাজারের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ তাঁদের।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। এর সাত মাস পরে গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস চার দিনের সফরে চীন যান। প্রধান উপদেষ্টার বেইজিং সফরে বেশ কিছু ঘোষণা আসতে পারে বলে বাংলাদেশ সরকার ও চীনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আমদানি করা চীনা পণ্যের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল বাংলাদেশের অর্থনীতি। গত অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি ব্যয় ছাড়িয়েছে এক হাজার ৬৬৪ কোটি ডলার, যা মোট আমদানি ব্যয়ের ২৬.৩১ শতাংশ। বিপরীতে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৪১ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য, যা মোট রপ্তানির কেবল ১ শতাংশ।

২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় দেশটি। ২০২২ সালে এসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যসহ ৯৮ শতাংশ বাংলাদেশি পণ্যকে দেওয়া হয় এই সুবিধা। পরের বছর যুক্ত হয় আরো ৩৮৩টি পণ্য। ২০২৩ সালের আগস্টে নতুন করে ১ শতাংশ; আর গত ডিসেম্বর থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শতভাগ পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় চীনা সরকার। এ অবস্থায় প্রধান উপদেষ্টার এবারের চীন সফরে শুল্কমুক্ত সুবিধা বাস্তবায়নে দর-কষাকষির তাগিদ দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল আলম সুজন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ কোটি। অথচ আমরা চীনের এই বিশাল বাজার ধরতে পারছি না। অথচ চীন থেকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ ভোগ্য পণ্য, কল-কারখানার কাঁচামাল, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজসহ নানান পণ্য আমদানি করেন। সে অনুপাতে রপ্তানি হচ্ছে না। বলা যায়, সামান্য রপ্তানি হচ্ছে। বিশাল এই বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হবে। চীনের ব্যবসায়ীদের এখানে বিনিয়োগ করার জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এ ছাড়া চীনের চিকিৎসাব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত। আমাদের দেশে মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। এখন চীনের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা যদি বাংলাদেশে চালু করা যায়, তাহলে সুলভ মূল্যে এ দেশের মানুষ উন্নত চিকিৎসা নিতে পারবে। দেশ থেকে তখন ডলারও আর বাইরে যাবে না। যদি সম্ভব হয়, চীনের ব্যবসায়ীরা এখানে বড় পরিসরে হাসপাতাল তৈরি করে চিকিৎসা খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। আর চীনে আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে তরুণ শ্রম শক্তির ঘাটতি দেখা দেবে। তাদের এরই মধ্যে তরুণ শ্রমশক্তি কমে এসেছে। দেশের তরুণরা এখন অনেক বেশি শিক্ষিত ও দক্ষ। চীনের শ্রম বাজারে আমাদের দক্ষ তরুণদের যুক্ত করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন আসবে, তেমনি দেশে বেকারের সংখ্যাও কমবে। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার নজর দিতে হবে।'

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সদস্য শেখ মুহাম্মদ হামিদুল হক প্রত্যাশা করেন, বাংলাদেশে চায়নার অনেক বড় বড় প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পে তারা বিনিয়োগ করেছে। চায়না বিনিয়োগকারীকে আরো বড় প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করাতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী বলেন, 'চট্টগ্রামের সরকারি তিনটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল রয়েছে, যা দেশের অন্যতম ব্যবসায়ী হাব। একই সঙ্গে বেসরকারিভাবে হালকা ও ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে ৭৫০টি। এসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাঁচামাল চীন থেকেই আনতে হয়। অনেক সময় সামান্য গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ প্রয়োজন হলে সরাসরি চীন থেকে কার্গোর মাধ্যমে চট্টগ্রামে আনা যায় না। ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে চট্টগ্রামে আনতে হয়। সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সঙ্গে সরাসরি চীনে ফ্লাইট যোগাযোগ চালু করতে হবে। চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানা ও পোশাক শিল্প কারখানার মালিকদের দীর্ঘদিনের দাবি, চীন-চট্টগ্রাম ফ্লাইট যোগাযোগ। বিশেষ করে, কার্গো পরিবহনের জন্য এমনটা চান ব্যবসায়ীরা।'

THURSDAY MARCH 27, 2025
CHAITRA 13, 1431 BS
The Daily Star

Bangladesh's share in US apparel market declines

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's share in the US apparel market declined slightly in 2024 as shipments fell due to high inflation in American markets.

Last year, Bangladesh held an 8.85 percent share of the US apparel market, down from 8.89 percent in 2023 and 9.33 percent in 2022, according to data from the International Trade Centre (ITC).

Bangladesh exported garments worth $9.82 billion in 2022, $7.25 billion in 2023, and $7.40 billion in 2024 to the US, ITC data shows.

In the same years, the US imported garments worth $105.35 billion, $81.59 billion, and $83.71 billion globally.

However, with the continuation of the Trump-era tariff policies, Bangladesh's garment exports to the US have been on the rise, as work orders are rebounding.

The bounce back of Bangladesh's garment exports to the US is also noticed as the country has outperformed competitor countries to attain the highest year-on-year growth in apparel shipments to the US market in January, as American retailers and brands are placing large volumes of work orders here to capitalise on the favourable tariff regime.

In January, garment exports to the US from Bangladesh increased by 45.93 percent year-on-year to $799.65 million, according to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) of the US.

Exporters said this happened as the Trump administration raised tariffs on imports from China and Mexico, creating an advantage for Bangladesh in the US market.

In the run-up to the presidential election, Trump had declared that he would impose high tariffs on goods imported from China, Mexico, and other countries if elected.

Right after taking office, he increased the tariff on Chinese goods from 25 percent, which he had set during his last tenure as US president, to 35 percent.

On the other hand, Bangladeshi exporters have long faced a 15.62 percent duty on exports to the US. Under the current circumstances, Bangladesh has the opportunity to increase exports to the US.

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 21.03.2025

RMG exports to EU jump by 61% to €1.91b in January

RMG exports to EU bouncing back

Order shifting from China benefits Bangladesh

RMG exports to US also improving

Law and order seen remains a concern

RMG - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Bangladesh remains second-largest apparel exporter to EU after China

Bangladesh's apparel exports to the European Union began 2025 with a remarkable 60.9% increase, reaching €1.91 billion (equivalent to Tk25,178 crore) in January, compared to €1.19 billion in the same month a year ago.

Of these, knitwear exports surged by 64.2%, while woven apparel exports increased by 56.3%, according to data from Eurostat, the statistical office of the EU, released on Tuesday.

In terms of quantity, Bangladesh's readymade garment exports to the 27-nation economic bloc also witnessed a substantial surge in January 2025, increasing by 58.1% to 126.86 million kilograms from 80.25 million kilograms in the same month of the previous year.

This strong growth solidifies Bangladesh's position as a key supplier to the European market, driven by competitive pricing, preferential trade facilities under Everything But Arms, and improvements in production capacity.

The president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, Mohammad Hatem, told TBS that this growth is encouraging for exporters, as it indicates that the market is bouncing back to a positive trend.

"The overall growth has been driven by increased capacity, efficiency, and productivity," he said.

Hatem also said a good number of work orders are shifting from China to other countries, with Bangladesh being one of the key beneficiaries.

He, however, expressed concerns over the slow progress in improving the law and order situation, which he fears can affect buyers' and investors' confidence.

The business leader called on the government to ensure an adequate supply of utilities including gas and electricity and make it prices at affordable levels to increase exporters' competitiveness.

The BKMEA president further noted that not only the EU market but also the US market is improving after a prolonged period of slowdown in business.

Hatem explained that thanks to economic improvements in major markets, consumers are purchasing more apparel items.

The Eurostat data shows that the EU's overall apparel imports from different countries witnessed a significant surge in January 2025, with total imports reaching €8.29 billion, up 31.9% from €6.28 billion in January 2024.

China, the largest apparel supplier to the EU, maintained strong growth, with total exports increasing by 40.9% to €2.38 billion in January 2025.

The country's knitwear exports to the EU grew by 45.3% to €1.23 billion, while woven exports rose by 36.4% to €1.14 billion.

Bangladesh remained the second-largest apparel exporter to the EU after China.

The EU's apparel imports from Turkey in January 2025 increased by 5.4% to €874.09 million from €829.21 million in the same month of 2024.

Cambodia's apparel exports to the EU in January 2025 surged by 72.5% — the highest among major exporting countries — reaching €420.9 million. Knitwear exports rose by 71.6% to €256.2 million, while woven apparel jumped by 73.9% to €164.7 million.

The EU's apparel imports from India increased by 44.5% year-on-year, reaching €397.7 million in January 2025. Vietnam's apparel exports to the EU in January 2025 climbed by 34.3% to €398.6 million, with knitwear rising by 26% and woven apparel increasing by 40.7%.

Exporters stated that Vietnam's steady expansion underscores its appeal as a reliable sourcing hub, benefiting from a well-developed supply chain and FTAs such as the EU-Vietnam FTA, which offers preferential tariffs on many textile products.

Pakistan's apparel exports to the EU grew by 31.9%, reaching €347.7 million in January 2025. Pakistan's woven apparel exports to the EU increased by 42.8% to €175.6 million, while knitwear grew by 22.5% to €172.1 million.

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 27.03.2025

RMG exporters struggle as rise in 'open costing' by buyers cuts profits

RMG MAKERS' TROUBLES WITH OPEN COSTING METHOD

- Buyers set prices based on production cost breakdown
- Open costing is used for large bulk orders
- Doesn't account for supply chain disruptions, uncertainties
- Buyers often push for lower prices
- Open costing rose from **10%** to **60%** in a decade
- Low-cost items like T-shirts, denim most affected
- Profit margin just **1%-4%**
- Major buyers of Bangladesh RMG: H&M, Inditex, Primark, Walmart

BANGLADESH'S APPAREL PRICES LOWER THAN COMPETITORS

- 21.39% lower than China
- 32% lower than Turkey
- 26.75% lower than India

TBS Insights by IPDC

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Bangladesh's RMG exporters are seeing profits shrink as buyers increasingly control pricing through open costing, which has grown from 10% to 60% of total exports over the last decade. This pricing method is making it harder for factory owners to stay profitable, with some even facing financial losses.

What is open costing?

Under open costing, buyers determine product prices based on a transparent breakdown of production costs, including raw materials, labour, overhead, and profit margins. This system gives buyers greater control, but factory owners say it does not account for unexpected costs, such as sudden supply chain disruptions, delays in raw material supply, being forced into underhand dealings, or unexpected labour unrest that shuts down factories – all of

PTO

RMG exporters struggle

CONTINUED FROM PAGE 1

which increase production costs.

Factory owners speak out

Inamul Haq Khan Bablu, Managing Director of Ananta Garments, said due to open costing, profit margins have completely decreased. Even a slight deviation here and there leads to losses, because since buyers nominate factories for most of the raw materials, there is no way to deviate from that.

He said that in 2023, his company lost Tk4.5 crore due to vandalism and arson during labour unrest at their Gazipur factory. More factory closures in Ashulia added to the losses.

Shovon Islam, Managing Director of Sparrow Group, which exports $300 million worth of garments annually, said 70% of their orders are priced through open costing. He described it as "walking a tightrope", as it assumes stable production conditions – something that is often unpredictable in Bangladesh.

Low profit margins and competitive pressure

Garment exporters say intense competition among factories in Bangladesh is further weakening their ability to negotiate prices.

They say they are currently only given a profit margin based on the cost of making, which ranges from 1% to 4%.

They further add that in open costing, buyers also factor in various tax and cash incentive benefits provided by the government to RMGs, meaning these benefits are not reaching the exporters but are instead ending up in the buyers' pockets.

The other method of price determination is known as Freight on Board (FOB) pricing where prices include different cost factors; open costing does not allow extra profit from raw materials and accessories.

While open costing is used globally, factory owners argue that in India, Vietnam, Thailand, and Cambodia, it works better because these countries have higher profit margins and fewer disruptions.

Shovon Islam says, "In most cases, around 60% of the product's inputs must be sourced from the buyer's nominated suppliers. The remaining costs also need to be disclosed to the buyer. On this, a maximum of 3% profit margin can be made."

Open costing involves large bulk orders

Entrepreneurs say large bulk orders are primarily priced using this method. Major brands that source large quantities from Bangladesh include Inditex, H&M, Marks & Spencer, Primark, C&A, Walmart, Gap Inc, and Uniqlo.

In FY24, Bangladesh exported nearly $36 billion worth of apparel products, including home textiles. Among these, H&M stands out as the largest single brand, sourcing nearly $3 billion annually from Bangladesh.

Shovon Islam said, "Typically, orders over 1 lakh pieces are priced using open costing. Since large buyers place large-scale orders, they adopt this approach."

He further mentioned that at least 120 large factories in the country supply orders based on the open costing method.

He also pointed out that it is not high-value or specialised apparel, but rather low-cost basic items like basic denim, T-shirts, polo shirts, etc, that are most commonly priced using open costing. "Since Bangladesh primarily produces basic items, we are at a disadvantage when it comes to pricing."

Do buyers lower prices even further?

Several exporters say sometimes buyers do not even want to pay the price determined through open costing.

Fazlee Shamim Ehsan, chief executive officer of Fatullah Apparels Limited, told TBS, "Let's say, under open costing, the price for a T-shirt is $1. However, instead of placing the order at this price, the buyer will then approach four more suppliers, asking if they are willing to accept a lower price through a tender process.

"Some may agree to take the order at $0.98, others at $0.96, and ultimately, the lowest bidder will win the order."

This race to the bottom puts more pressure on exporters. Explaining why they accept orders at such lower prices, he said, "Some factories have excessive capacity. When there is little work, the risk of losses due to wages, overhead costs, and other expenses increases. To reduce these losses, factories may take orders at break-even points or even at a loss."

The Fair Wear Foundation, an organisation focused on ethical garment production, says brands must take responsibility for fair pricing and improve transparency in open costing.

TBS reached out via email to H&M, Walmart, and Gap Inc to inquire about the percentage of sourcing from Bangladesh and the allegations of low pricing on Bangladeshi garments. While H&M responded to the email, the brand declined to share the information due to business confidentiality.

"The open costing method is in place in all our sourcing markets. Bangladesh is one of our largest production markets and we are committed to developing responsible purchasing practices in place that ensure we are a fair business partner to our suppliers," H&M Group replied.

Can exporters unite to raise prices?

Factory owners say "unhealthy competition" among local exporters is making it easier for buyers to push prices down. They see setting standards for price increases and maintaining unity among suppliers as a solution.

An RMG company's managing director, speaking on condition of anonymity, told TBS, "If all factories decide to raise prices by 10%, buyers would not leave Bangladesh."

He added that despite rising costs, Bangladesh remains one of the cheapest garment suppliers – but exporters still accept orders at a loss.

Data from UK Trade Info indicates that during the January-October period of 2023, the average price of apparel products exported from Bangladesh was 21.39% lower than those from China, 32% lower than those from Turkey, and 26.75% lower than those from India.

বণিকবার্তা শনিবার, মার্চ ২৯, ২০২৫

ছবি : সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা (বিলিয়ন ডলার)

বিবরণ	২০২২	২০২৩	২০২৪
মোট আমদানি	১০৫.৩৫	৮১.৫৯	৮৩.৭১
বাংলাদেশ থেকে আমদানি	৯.৮২	৭.২৫	৭.৪০
বাংলাদেশের হিস্যা	৯.৩৩%	৮.৮৯%	৮.৮৫%

তিন বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যথাক্রমে ৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার, ৭ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার এবং ৭ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। এ সময় দেশটির বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের হিস্যা যথাক্রমে ২০২২ সালে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ২০২৩ সালে ৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ ছিল

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পোশাকের আমদানি বাড়লেও কমছে বাজার হিস্যা

তোফাজ্জল হোসেন ■

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের আমদানি বাড়লেও কমছে মার্কেট শেয়ার বা বাজার হিস্যা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (আইটিসি) গত তিন বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

আইটিসির তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০৫ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করে। ২০২৩ সালে এ অংক কমে দাঁড়ায় ৮১ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারে। ২০২৪ সালে কিছুটা বেড়ে হয় ৮৩ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার। ওই তিন বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যথাক্রমে ৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার, ৭ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার এবং ৭ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। এ সময় দেশটির বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের হিস্যা যথাক্রমে ২০২২ সালে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ২০২৩ সালে ৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ ছিল।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'কভিড, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিরতার কারণে বিগত তিন বছর ক্রেতারা বিপদের মধ্যে ছিলেন। তাদের বিক্রি কমে যাওয়ায় আমাদেরও রফতানি কমেছিল। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা নীতি ও আন্তর্জাতিকভাবে কিছুটা স্ট্যাবল পরিস্থিতির কারণে বাজার ফিরতে শুরু করেছে। ফলে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রফতানি কিছুটা বেড়েছে, সামনে আরো বাড়বে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সুবিধা আমরা কতটুকু নিতে পারব সেটিই এখন দেখার বিষয়।'

এখানে পলিসিগত নানা সমস্যা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ব্যাংক খাতে সমস্যা রয়েছে। এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও কাঁচামাল আমদানিসংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা সুবিধা ততটুকুই নিতে পারব, যতটুকুর জন্য নিজেরা প্রস্তুত।'

দেশের তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের জন্য নানা সম্ভাবনা তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু পদক্ষেপ। দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহের মাথায় তিনি কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেন। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে কিছুটা এগিয়ে থাকছে বাংলাদেশ। চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বাংলাদেশের জন্য। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। বিনিয়োগের সেই সুযোগ বাংলাদেশও নিতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়। ২০১৯ সাল থেকে চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরতে থাকে, যার একটি অংশ বাংলাদেশেও আসে। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রে সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে কভিডের কারণে রফতানি কমলেও ২০২২ সালে অবস্থান ধরে রাখার লড়াইয়ে টিকে থাকে বাংলাদেশ। যদিও পরের বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রফতানি আবারো কমে যায়। তবে এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে গেলে বাংলাদেশকে ভারত ও ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তাকে বলেন, 'কভিড-পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে নানা জটিলতার কারণে তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রফতানির এ চিত্র বিশ্লেষণে বোঝা যাচ্ছে, দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্য এখনো পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে বাংলাদেশের পোশাকের চাহিদা আরো বাড়বে বলে মনে করেন বিজিএমইএর সাবেক এ পরিচালক। তিনি বলেন, 'এটি বাংলাদেশকে সংকট থেকে পুনরুদ্ধার করার সক্ষমতা প্রদর্শন করে, শ্রমিকদের বিষয়, নিরাপত্তা, সম্মতি, উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যকরণের প্রতি দেশের অঙ্গীকার তুলে ধরে। বাংলাদেশ এখনো আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলোর জন্য একটি ভালো পছন্দ হিসেবে রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, মার্কিন অর্থনীতি উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবণতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।'

অন্যদিকে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রফতানিতে বরাবরের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চীন। দেশটি ২০২৪ সালে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। এতে প্রবৃদ্ধি দশমিক ৭৯ শতাংশ হয়েছে। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৪৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করে ভিয়েতনাম, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। মার্কিন বাজারে ভিয়েতনামের পর তৃতীয় শীর্ষ রফতানিকারক দেশ বাংলাদেশ।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৮ মার্চ ২০২৫,

প্রবাসী আয়ে নতুন রেকর্ড, ৩০০ কোটি ডলার ছুঁই ছুঁই

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

এ মাসের প্রথম ২৬ দিনে ২৯৪ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। গত মার্চের চেয়ে তা সাড়ে ৮২% বেশি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রবাসী আয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। মার্চ মাসের প্রথম ২৬ দিনে দেশে এসেছে ২৯৪ কোটি মার্কিন ডলার। এর আগে কোনো একক মাসে দেশে এত প্রবাসী আয় আসেনি। প্রবাসী আয়ের রেকর্ডের এই হিসাব গত বুধবার পর্যন্ত। এরপরের কয়েক দিনের প্রবাসী আয়ের হিসাব যুক্ত হলে মার্চ শেষে প্রবাসী আয় ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মার্চের শুরু থেকে প্রবাসী আয়ের যে ধারা, সেটিকে বিবেচনায় নিলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মাস শেষে চূড়ান্ত হিসাবে তা ৩০০ কোটি বা ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। সেটি হলে দেশের ইতিহাসে প্রবাসী আয় ৩০০ কোটি ডলারের মাইলফলকে পৌঁছাবে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৫২ কোটি ডলার। মার্চে প্রতিদিন গড়ে ১১ কোটি ৩২ লাখ ডলার করে প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রথম ঈদ সমাগত। এই ঈদ সামনে রেখে বিদেশ থেকে প্রবাসীরা বৈধ পথে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় দেশে পাঠাচ্ছেন। ব্যাংকাররা বলছেন, মূলত অর্থ পাচার কমে যাওয়ায় প্রবাসীরা তাঁদের আয় পাঠাতে বৈধ পথ বেছে নিয়েছেন। প্রবাসী আয়ের পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ, ডলারের বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক চলতি ও আর্থিক হিসাবেরও উন্নতি হয়েছে।

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলোয় ডলারের যে সংকট চলছিল, তা অনেকটা কেটে গেছে বলে ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান। তাঁরা বলছেন, ডলারের দাম নিয়ে অস্থিরতা কমেছে। ব্যাংকগুলো এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ ১২৩ টাকার মধ্যেই প্রবাসী আয় কিনছে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান প্রথম আলোকে বলেন, প্রবাসী আয়ের গতিধারা অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রবাসী আয় বেশি আসায় রিজার্ভের পতনের ধারা ঠেকানো গেছে। তবে রিজার্ভ এখনো স্বস্তির জায়গায় নেই। প্রবাসী আয়ের এই প্রবাহ ধরে রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ। ঈদের পরও যেন বর্তমান ধারা ঠিক থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য বৈধ পথে প্রবাসী আয় আসার বাধাগুলো দূর করতে হবে।

মার্চ মাসের প্রবাসী আয়ের প্রবাহ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ১৬৬ কোটি ডলার। চার দিন পর অর্থাৎ ১৯ মার্চ ব্যাংকিং চ্যানেল তথা বৈধ পথে আসা প্রবাসী আয় দাঁড়ায় ২২৫ কোটি ডলার। এর মধ্যে শুধু ১৯ মার্চ এক দিনেই এসেছে ১৩ কোটি ডলার। আবার ১ থেকে ২২ মার্চ তথা মাসের প্রথম ২২ দিনে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৩ কোটি ডলার, যা ২৪ মার্চ বেড়ে ২৭০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। আর ২৬ দিনে আয় বেড়ে হয় ২৯৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে গড়ে ১১ কোটি ও দ্বিতীয় সপ্তাহে গড়ে ১২ কোটি ডলার করে প্রবাসী আয় দেশে এসেছে।

সাধারণত দুই ঈদের আগে প্রবাসী আয় বছরের অন্য যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি আসে। গত বছর পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে পাঁচ দিনেই ৪৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল। অর্থাৎ দিনে গড়ে ৯ কোটি ডলার করে এসেছিল। পরের চার দিনে প্রবাসীরা অর্থ পাঠানো আরও বাড়িয়ে দেন।

চলতি মার্চের প্রথম ২৬ দিনে যে প্রবাসী আয় এসেছে, তা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৩৩ কোটি ডলার বা প্রায় সাড়ে ৮২ শতাংশ বেশি। গত বছরের মার্চের প্রথম ২৬ দিনে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৬১ কোটি ডলার।

আগস্টের পর প্রবাসী আয় বেড়েছে

দেশে গত বছরের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে সাত মাস ধরে প্রতি মাসে গড়ে ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি আয় পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন প্রায় ২৫৩ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। এ বছরের জানুয়ারিতে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রবাসী আয় ৩ শতাংশ বেশি আসে। সব মিলিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) প্রবাসীরা দেশে ১ হাজার ৮৪৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার।

গত ৬৯ মাসের চিত্র

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যভান্ডার ঘেঁটে গত ৫ বছর ৯ মাসের মাসওয়ারি প্রবাসী আয়ের চিত্র পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা গেছে, চলতি মার্চ মাসেই সর্বোচ্চ ২৯৪ কোটি ডলার এসেছে। এর আগে গত ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ ২৬৩ কোটি ডলার এসেছিল। ২০১৯-২০ সালের পর মোট ২৪ মাস ২০০ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে।

জানা গেছে, ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা করে প্রবাসী আয়ের ডলার কেনা এখন অনেকটা কমেছে। এর ফলে ডলারের দাম ১২৩ টাকার মধ্যেই রয়েছে। এতে পণ্য আমদানিতেও ডলারের দাম কম পড়ছে। ফলে আমদানি খাদ্যপণ্যের দাম সেভাবে বাড়েনি। আগে একসময় প্রতি ডলারের দাম ১২৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

প্রবাসে কর্মী যাওয়া বেড়েছে কি

সরকারি সংস্থা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গত ২০ বছরে বিদেশে সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন ২০২৩ সালে। ওই বছর দেশ থেকে ১৩ লাখের বেশি কর্মী কাজের সন্ধানে বিদেশে গেছেন। এই ২০ বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মী বিদেশে গেছেন ২০২২ সালে। ওই বছর ১১ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন কর্মসংস্থানের আশায়। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০ লাখের বেশি কর্মী গেছেন গত বছর। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে বিদেশে কর্মী গেছেন ১ লাখ ৬০ হাজার। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বিদেশে যেসব কর্মী গেছেন, তাঁদের বড় অংশই এখন দেশে আয় পাঠাতে শুরু করেছে। এ কারণে প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

হুন্ডি ও অর্থ পাচার বন্ধের প্রভাব কী

গত আগস্টে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অর্থ পাচার ও হুন্ডি কমেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলছেন, এ কারণে বৈধ পথে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। পাশাপাশি ডলারের বাজারের অস্থিতিশীলতাও কমে গেছে। জানতে চাইলে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রবাসী আয়ের উৎস দেশের ক্ষেত্রে আমরা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পারছি। মধ্যপ্রাচ্যের বদলে এখন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যপ্রবাসী আয় প্রেরণকারী শীর্ষ দেশে পরিণত হয়েছে। উৎস দেশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের এই পরিবর্তনের বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। তবে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হারের ক্ষেত্রে আমরা কয়েক মাস ধরে স্থিতিশীলতা দেখতে পাচ্ছি, এটি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। সাধারণত ঈদের আগে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পায়। তার সঙ্গে এখন অর্থ পাচার ও হুন্ডির চাহিদা কিছুটা কম থাকায় বৈধ পথে আয় আসা বেড়ে থাকতে পারে।'

রিজার্ভ ও লেনদেন ভারসাম্যে প্রভাব

এদিকে প্রবাসী ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ফলে রিজার্ভ পরিস্থিতির মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। যদিও এ সময়ে আমদানি বেড়েছে। বাড়তি এই আমদানির জন্য ডলার জোগান দেওয়ার পরও গত মঙ্গলবার দিন শেষে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ ছিল ২০ বিলিয়ন বা ২ হাজার কোটি ডলারের ওপরে রয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক চলতি ও আর্থিক হিসাবের উন্নতি হয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক হিসাব ইতিবাচক ধারায় আছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি ছিল ৫৬ কোটি ডলার। ফেব্রুয়ারি শেষে সেটি ১৪২ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারিতে চলতি হিসাবে ৪০৭ কোটি ডলার ঘাটতি ছিল। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে সেই ঘাটতি কমে ১২৭ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মার্চ ২৮, ২০২৫

আট শিল্পাঞ্চল

ঈদ বোনাস পরিশোধ ৭৭.৭০ শতাংশে, মার্চের বেতন দিয়েছে ৩১.৬৬% কারখানা

শিল্পাঞ্চল	কারখানা	বেতন পরিশোধের হার (%)	বোনাস পরিশোধের হার (%)
আশুলিয়া	১,৮৬৩	১৭.০৭	৬৫.০০
গাজীপুর	২,১৭৬	২০.৭৩	৮৫.৩৪
চট্টগ্রাম	১,৭৩৫	৩৮.৬২	৯২.৯৭
নারায়ণগঞ্জ	১,৮০৬	২৭.১৯	৫৩.৭৭
ময়মনসিংহ	২৮৪	১৫.১৪	৮৩.৮০
খুলনা	৭৬৭	৮০.৪৪	৮৮.৫৩
কুমিল্লা	৩১৬	১৫.১৯	৯৯.৩৭
সিলেট	৭৪৮	৫৭.৬২	৮৬.৯০

সূত্র : শিল্প পুলিশ

আট শিল্প এলাকায় মোট কারখানা সংখ্যা ৯ হাজার ৬৯৫। এর মধ্যে ৭ হাজার ২৩০টি বা ৭৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত তাদের কর্মীদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেট—দেশের শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা। এগুলোয় মোট কারখানার সংখ্যা ৯ হাজার ৬৯৫। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫৩৩টি বা ৭৭ দশমিক ৭০ শতাংশ কারখানা গতকাল পর্যন্ত তাদের কর্মীদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে। মালিক-শ্রমিক সমঝোতা অনুযায়ী মার্চের আংশিক কিংবা পূর্ণ মাসের বেতন পরিশোধ করেছে ৩১ দশমিক ৬৬ শতাংশ কারখানা। শিল্প পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ঈদের আগে বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে প্রতি বছরই শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয় শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। গণ-অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর অসন্তোষের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। অনেক কারখানা বন্ধও করে দেয়া হয়। এর মধ্যে পোশাক শিল্পের কারখানাই বেশি। এ পরিস্থিতিতে বকেয়া বেতনের দাবিতে মিছিল করা শ্রমিকদের পুলিশের লাঠিপেটাও মোকাবেলা করতে হয়েছে। এমনকি আন্দোলনরত অবস্থায় কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঈদের পূর্বপ্রস্তুতি ও শিল্প-কারখানায় শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ মার্চ ছিল সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, ২০ রমজানের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন, ঈদ বোনাস ও মার্চের অন্তত ১৫ দিনের বেতনসহ শ্রমিকের সব প্রাপ্য পরিশোধ করার। তবে গতকাল রাত ৯টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এখনো মার্চের বেতন পরিশোধ হয়নি ৬৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ কারখানার। আর ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়নি ২২ দশমিক ৩০ শতাংশ কারখানার কর্মীদের।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিক দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। ঈদের ছুটি ও বোনাস বাড়ানোর জন্যও আন্দোলনে নেমেছেন কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা। তবে অন্যায্য ও অযৌক্তিক দাবির নামে গার্মেন্টস শিল্পে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ঈদ বোনাস পরিশোধ ৭৭.৭০ শতাংশে

১ম পৃষ্ঠার পর

অস্থিরতা সৃষ্টি, অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ, নৈরাজ্য ও সহিংসতা কোনোভাবেই মেনে নেয়া হবে না বলে জানিয়েছে সরকার। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে মালিক পক্ষ ও বিজিএমইএকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের কর্মকাণ্ড মনিটর করা হচ্ছে। তবে অন্যায্য ও অযৌক্তিক দাবির নামে গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি, অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ, নৈরাজ্য ও সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং তা কখনই মেনে নেয়া হবে না।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় সরকার তা কঠোরভাবে প্রতিহত করবে জানিয়ে মন্ত্রণালয় আরো জানায়, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে সরকার এ বিষয়ে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ের সহযোগিতা কামনা করছে।

দেশের শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকায় পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সদস্য কারখানা রয়েছে ১ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে মালিক-শ্রমিকের সমঝোতা অনুযায়ী মার্চের বেতন দিয়েছে ২৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ, বোনাস পরিশোধ করেছে ৮৫ দশমিক ২৭ শতাংশ কারখানা। এ খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএর ৫৮১টি সদস্য কারখানার মধ্যে ২২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ তাদের কর্মীদের বেতন দিয়েছে। বোনাস পরিশোধ করেছে ৮০ দশমিক ২১ শতাংশ কারখানা।

বিজিএমইএ গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য দাবি করে, পোশাক খাতে তাদের ২ হাজার ১০৭ সদস্য কারখানার (ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনসহ) প্রায় ৯৫ শতাংশই বোনাস পরিশোধ করেছে। এছাড়া ফেব্রুয়ারির ৯৯ দশমিক ৫৩ ও মার্চের আংশিক বা পূর্ণ বেতন দিয়েছে ৮৩ দশমিক ২০ শতাংশ কারখানা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকার আগাম প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাংকগুলোকে প্রণোদনার অর্থ ছাড়ের নির্দেশ দেয়ায় উদ্যোক্তারা নির্বিঘ্নে বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে ছাড়ের অর্থ প্রথমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলোকে এবং পরে বড় কারখানাগুলোকে দেয়ার কারণে এ বছর পোশাক খাতে বেতন-ভাতা পরিশোধকে ঘিরে তেমন কোনো সংকট সৃষ্টি হয়নি।

বিজিএমইএ জানিয়েছে, জরুরি শিপমেন্টের কাজের জন্য ব্যস্ততার কারণে কিছু কারখানা আজ এবং কিছু আগামীকাল বেতন-ভাতা পরিশোধ করবে। সে হিসাবে আগামীকালের মধ্যেই প্রায় শতভাগ পোশাক কারখানায় মার্চের আংশিক বা পূর্ণ বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ঈদের ছুটিতে মহাসড়কগুলোয় যানজট কমানোর জন্য বিজিএমইএর নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানাগুলো তাদের শ্রমিকদের ধাপে ধাপে ছুটি দিচ্ছে, যা গত বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে সব শ্রমিক ঈদের ছুটিতে চলে যাবেন বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ।

এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শ্রম অসন্তোষ নিরসনে ২৫ মার্চের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, টিএনজেড গ্রুপের অ্যাপারেলস ইকো লিমিটেড নিজেদের গাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে। মাহমুদ গ্রুপের দুটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নগদ সহায়তা বাবদ ১১ কোটি টাকা ছাড় করেছে। স্টাইলক্রাফট অ্যান্ড ইয়াংওয়ান বিডির বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্যও মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গতকাল একটি সভা করেছে। সেখানে সব পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া রোয়ার ফ্যাশন নামে পোশাক খাতের একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য এরই মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলের আপৎকালীন হিসাব থেকে ১ কোটি ২৩ লাখের বেশি টাকা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পলাতক মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হচ্ছে এবং ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বস্ত্র খাতের সংগঠন বিটিএমএর ৩৩০টি সদস্যের মধ্যে মার্চের আংশিক বা পূর্ণ বেতন পরিশোধ করেছে ১৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ কারখানা। আর ৭৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ কারখানায় বোনাস দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজার) আওতাধীন ৪২৪টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ৫১ দশমিক ৪২ শতাংশ, বোনাস পরিশোধ করেছে ৯৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ কারখানা।

শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আশুলিয়া এলাকায় মোট ১ হাজার ৮৬৩টির মধ্যে বেতন পরিশোধ করেছে ১৭ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ কারখানা। বোনাস দিয়েছে ৬৫ শতাংশ। গাজীপুর এলাকার ২ হাজার ১৭৬টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ২০ দশমিক ৭৩ শতাংশ, বোনাস পরিশোধ করেছে ৮৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ কারখানা। চট্টগ্রামের মোট কারখানা রয়েছে ১ হাজার ৭৩৫টি। এর মধ্যে বেতন দিয়েছে ৩৮ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং ৯২ দশমিক ৯৭ শতাংশ কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে।

নারায়ণগঞ্জে মোট ১ হাজার ৮০৬টির মধ্যে মার্চের আংশিক বেতন দিয়েছে ২৭ দশমিক ১৯ শতাংশ কারখানা। আর ৫৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ তাদের কর্মীদের বোনাস পরিশোধ করেছে। ময়মনসিংহের মোট ২৮৪টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ১৫ দশমিক ১৪ শতাংশ কারখানা। ৮৩ দশমিক ৮০ শতাংশ কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে।

এছাড়া খুলনা এলাকায় শিল্প-কারখানা রয়েছে ৭৬৭টি। এর মধ্যে মালিক-শ্রমিক সমঝোতা অনুযায়ী মার্চের আংশিক বা পূর্ণ বেতন পরিশোধ করেছে ৮০ দশমিক ৪৪ শতাংশ কারখানা। বোনাস দেয়া হয়েছে ৮৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ কারখানায়। কুমিল্লা এলাকার মোট ৩১৬টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ১৫ দশমিক ১৯ শতাংশ, বোনাস পরিশোধ করেছে ৯৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ কারখানা। সিলেটের ৭৮৪টির মধ্যে ৫৭ দশমিক ৬২ শতাংশ বেতন এবং ৮৬ দশমিক ৯০ শতাংশ কারখানা বোনাস পরিশোধ করেছে।

৫৮

Set up factories in Bangladesh, sell products globally

THE FINANCIAL EXPRESS
Sunday • March 30, 2025

Dr Yunus tells Chinese businesses

Beijing (China), Mar 29 (UNB): Chief Adviser Dr Muhammad Yunus on Friday invited the Chinese business leaders to be part of new Bangladesh and its transformation engaging extensively in terms of doing business for mutual benefit.

Dr Yunus invited top Chinese companies to invest in Bangladesh and make the country a manufacturing hub to export their products to the West and Asia.

"Bangladesh is the hub (for doing business)... we could be the production hub of this entire region. Set up your factories in Bangladesh, sell to the whole region and sell to the whole world," he said, describing Bangladesh's advantage and position with huge access to the world market.

The Chief Adviser said the amazing location of Bangladesh makes it a very exciting country for the investors.

He said Bangladesh is strategically located and it is the doorway for landlocked countries of Nepal and Bhutan and seven northeastern states of India.

Dr Yunus participated in an event called "Investment Dialogue" with Chinese business leaders to inform the Chinese investors about the business-friendly environment in Bangladesh and attract Chinese investment in Bangladesh.

The Chief Adviser said Bangladesh has an advantage of a huge young population full of energy, creativity and aspirations. "That's the exciting part of Bangladesh."

He said there is no shortage of young people, both men and women, and they are very oriented to the new world, new way of thinking and new way of doing things.

"They are very quick to adopt, very quick to learn if you are making assembly plants, or if you are making any technologically oriented businesses. I think it would be good to consider Bangladesh," Dr Yunus said.

He said Bangladesh oversees the whole Bay of Bengal as its practical point with huge access to the world through Bay of Bengal.

"So, Bangladesh is your path, not only for Bangladesh itself, but the three other major regions. You can have this advantage of having businesses in this whole region through Bangladesh. That's the most exciting part of it," Dr Yunus said.

The Chief Adviser hosted four interactive meetings with more than 100 leading entrepreneurs and CEOs of China to share how Bangladesh is now open for business, Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam told UNB.

He also described the benefits of relocating their factories to Bangladesh, saying the country faces no trade restrictions and it offers some of the best competitive advantages and opportunities to foreign direct investors.

Prior to his speech, Ashik Chowdhury, Executive Chairman for BIDA and BEZA presented the case for the country titled 'Bangladesh 2.0: Gateway to Growth.'

Chowdhury focused on data and shared sectoral heatmaps, demand landscape and factors of production competitiveness.

He also shared some of the investment climate reforms the interim government is undertaking such as AEO, collocation of agencies, relationship management model etc.

"Xiànzài jèng shì shíhòu," he told the audience, meaning the time is now. This call comes on the back of the significant progress being made recently on the Chinese Special Economic Zone project initiated by BEZA.

Chowdhury also shared that he is already seeing clear synergy in merging organisations like BIDA and BEZA as one works to build and other promotes.

Li Qingshuang, the Vice Chairperson of CCPIT, the Chinese chamber of commerce and industry, also spoke at the Bangladesh investment dialogue. She said Chinese investors were going global and many of them were interested in investing in Bangladesh.

Li also asked Bangladesh authorities to host more investment promotion events in China as many investors were still not aware of the benefits of setting up factories in the South Asian country.

The CCPIT Vice Chairperson said her organisation would facilitate more Chinese investment in Bangladesh, and pledged to create a platform to promote investment to Bangladesh.

দেশ রূপান্তর শনিবার, ১ মার্চ ২০২৫,

পাঁচ জেলায় নিহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর দক্ষিণখান থানার ময়নারটেক এলাকায় অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা মুত্তাকিম ইসলাম মুগ্ধ (১৪) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ ছাড়া ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা, মুন্সীগঞ্জে বিকল ট্রাকের পেছনে অন্য ট্রাকের ধাক্কায় চালক, লালমনিরহাটে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী চাচা-ভাতিজি নিহত হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঢাকা : গতকাল সকালে দক্ষিণখান থানার ময়নারটেক এলাকায় একটি অটোরিকশা মুত্তাকিম ইসলাম মুগ্ধর মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল ৯টায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে ট্রাকচাপায় সব্যসাচী রায় (৩০) নামের এক এনজিও কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনা

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালী বাজারে এই সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত সব্যসাচী রায় যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের বিমল কুমার রায়ের ছেলে।

বারোবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মহসিন হোসেন জানান, এনজিও কর্মকর্তা সব্যসাচী রায় কর্মস্থল রাজশাহী থেকে মোটরসাইকেল যোগে যশোরে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের বিষয়খালী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মালবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ফলে সব্যসাচী ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে একটি বিকল ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে অন্য ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক চালক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ট্রাকের হেলপার। নিহতের নাম হাফিজুর রহমান (৪০)। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জেলার লৌহজং উপজেলার খানবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় হেলপার আবুল কালামকে (৪৫) শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

লালমনিরহাট : আদিতমারীতে একটি বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা চাচা-ভাতিজি নিহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্বর্ণামতি ব্রিজ এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দলগ্রাম ইউনিয়নের শ্রীখাতা গ্রামের রমজান আলী (৪৫) এবং তার ভাতিজি খাদিজাতুল কোবরা (২৬)। খাদিজা লালমনিরহাট জেলা জজ আদালতের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছিলেন।

শরীয়তপুর : শরীয়তপুরের জাজিরায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে গৌতম হাওলাদার (১৮) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার মনিরুদ্দিন সরদার কান্দি এলাকায় জাজিরা-নড়িয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গৌতম হাওলাদার চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার সন্তোষপুর গ্রামের সঞ্জয় হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গৌতম শরীয়তপুরের নড়িয়ায় তার ফুফুর বাড়িতে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যাচ্ছিলেন। পথে জাজিরা উপজেলার মনিরুদ্দিন সরদার কান্দি এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশার চাকা পাংচার হয়ে উল্টে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ১ মার্চ ২০২৫,

এসি বিস্ফোরণে একজন নিহত

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে একটি ভবনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরিত হয়ে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে বিয়াম কার্যালয় ভবনের পঞ্চম তলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আবদুল মালেক খান (৪০)। তিনি ওই কার্যালয়ের অফিস সহকারী ছিলেন। বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায়। এ ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছেন মো. ফারুক (৪০) নামের এক গাড়িচালক। ফায়ার সার্ভিসের কর্তব্যরত কর্মকর্তা লিমা খান প্রথম আলোকে বলেন, এসি বিস্ফোরিত হয়ে ওই কার্যালয়ে আগুন লেগে যায়। পরে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মনিরুজ্জামান জানান, এসি বিস্ফোরিত হয়ে গুরুতর আহত আবদুল মালেককে শুক্রবার (গতকাল) সকাল সাতটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আবদুল মালেকের ছোট ভাই সোহেল খান বলেন, তাঁর ভাই ওই ভবনের ৫০৪ নম্বর কক্ষে ঘুমাতেন। ওই দিন রাতে তিনি ৫০৭ নম্বর কক্ষে গাড়িচালকের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ১ মার্চ ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার পদ্মা সেতু উত্তর থানার সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাসচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে সেতুর ওজন স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, যান্ত্রিক ত্রুটি সারাতে মহাসড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী ট্রাককে পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক হাফিজুর রহমান নিহত হন। দুর্ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন ওসি আব্দুল কাদের জিলানী।

আদিতমারী (লালমনিরহাট) সংবাদদাতা জানান, আদিতমারীতে একটি বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রমজান আলী (৫০)। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা খুশী (২৭) নামের তার ভাতিজি গুরুতর

আহত হয়েছেন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের উপজেলার স্বর্ণামতিব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আদিতমারী থানার ওসি আলী আকবর দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে।

বণিক বার্তা শনিবার, মার্চ ১, ২০২৫।

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে লালমনিরহাটে দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, রাজধানীর দক্ষিণখান, গাজীপুর ও শরীয়তপুরে আরো ছয়জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মুন্সিগঞ্জ : লৌহজংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় হাফিজুর রহমান (৩০) নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার সহকারী। গতকাল সকাল ৬টার দিকে উপজেলার পদ্মা উত্তর থানাসংলগ্ন খানবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাফিজুর রহমান সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার কুশিডাংগা গ্রামের বাসিন্দা। আহত আবুল কালাম (৪৫) একই এলাকার বাসিন্দা।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবদুল কাদের জিলানী জানান, মালবোঝাই একটি ট্রাক ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু পার হয়ে গন্তব্যে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রাকটি খানবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে একটি চাকার হাওয়া কমে যায়। সকাল ৬টার দিকে ট্রাকটি সড়কের পাশে রেখে চাকার কাজ করছিলেন চালক হাফিজুর। ওই সময় আরেকটি ট্রাক এসে থেমে থাকা ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এ সময় থেমে থাকা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে হাফিজুর ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

মুন্সীগঞ্জে ভবনের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ সদরে একটি ভবনে কাজ করার সময় ছাদ থেকে রশি ছিঁড়ে নিচে পড়ে মো. এমরান (২৩) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরের দিকে সদর উপজেলার কোদালধোয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত এমরান লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চর জাঙ্গালিয়া গ্রামের মৃত হাফেজ আহমেদের ছেলে। তিনি ক্রাউন সিমেন্টের কংক্রিট রেডিমিক্স কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, ঐ গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছয় তলা ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করার সময় কোমরে রশি বেঁধে সিমেন্টের কংক্রিট সরবরাহের কাজ করছিলেন এমরান। আকস্মিক রশি ছিঁড়ে নিচে পড়ে যান তিনি। তাকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম জানান, আপাতত অপমৃত্যুর মামলা হবে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 2 March 2025

এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল ট্রাকে অন্য ট্রাকের ধাক্কা, চালক নিহত

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে থেমে থাকা বিকল ট্রাকে পেছন থেকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় এক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকচালকের সহযোগী আহত হয়েছেন। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের এ ঘটনা ঘটে।

গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের মাওয়া খানবাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত বিকল ট্রাকের চালক হাফিজুর রহমান সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার বাঘড়া গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, বিকল ট্রাকের চালক ও সহকারী মহাসড়কের পাশে ট্রাকের চাকা ঠিক করছিল। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক থেমে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দিলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে চালক হাফিজুর ঘটনাস্থলে নিহত হন। আহত হন তার সহযোগী আবুল কালাম। আহতকে উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৪ মার্চ ২০২৫
১৯ ফাল্গুন ১৪৩১

রাজশাহীতে ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহীতে ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় প্রাণ গেছে মায়ের আর আহত হয়েছে মেয়ে। এছাড়া নয় জেলায় আরও ১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তাদের মধ্যে বগুড়ার শাজাহানপুরে রিকশাচালক ও অজ্ঞাতনাম ব্যক্তি, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুই চা শ্রমিক, চট্টগ্রাম ও শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে দুই শিশু, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ট্রাকচালক, লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ব্যবসায়ী, দিনাজপুরের বিরামপুরে ছাত্র, মাদারীপুরে নারী, ফরিদপুরের মধুখালী ও ভাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রাজশাহী : রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কে গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাট এলাকায় ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছে। সোমবার ভোর ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—রাজশাহী নগরীর হোসনীগঞ্জ এলাকার জাফর হক, গোদাগাড়ী উপজেলার ঠাকুরযৌবন গ্রামের সুন্দরী ও একই গ্রামের আদরী। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আরও তিনজনকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

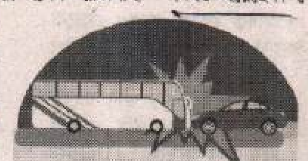

দামুড়হুদায় মা নিহত মেয়ে আহত

৯ জেলায় ঝরল আরও ১২ প্রাণ

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : দামুড়হুদায় আলমসাধুর ধাক্কায় চম্পা খাতুন নামের এক নারী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তার মেয়ে রোকসানা খাতুন। রোববার রাত ৮টার দিকে উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা বাঁধন এগ্রো ফার্মের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চম্পা উপজেলার হেমায়েতপুরের বুলু মিয়ার স্ত্রী।

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গলে চা-শ্রমিক বহনকারী পিকআপ ভ্যান উলটে দুজন চা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে উপজেলার ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সাতগাঁও চা-বাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ফিনলে টি কোম্পানির মালিকানাধীন আমরাইল চা-বাগানের সাধনের ছেলে বিশাল ও একই বাগানের রাম রবি দাসের ছেলে হৃদয় রবি দাস। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। এর মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামে কাভার্ডভ্যানের নিচে চাপা পড়ে মো. সোহাগ নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার দুপুর ২টার দিকে নগরীর বন্দর থানার সল্টগোলা ক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে কাভার্ডভ্যান চালক এবং গাড়িটিকে জব্দ করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। নিহত সোহাগ ভোলা জেলার মো. নুর আহমেদের ছেলে।

বগুড়া : শাজাহানপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভ ও অবরোধ করেছে এলাকাবাসী। সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটায় শুরু হওয়া এ কর্মসূচিতে মাঝিড়া বন্দর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ এবং আগুন জ্বালিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তারা।সকাল ৯টার দিকে মাঝিড়া বন্দর এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় সিরাজুল ইসলাম নামের রিকশাচালক নিহত হন। তিনি শাজাহানপুর উপজেলার গয়নাকুড়ি গ্রামের হাজেল মিয়ার ছেলে। একইদিনে মাঝিড়া বন্দর এলাকায় বেলা ৩টার দিকে সড়ক পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত হন।

শেরপুর : নালিতাবাড়ীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তায়িবা নামে ৩ বছর বয়সি এক মেয়েশিশু নিহত হয়েছে। রোববার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার নালিতাবাড়ী-কাকরকান্দি সড়কসংলগ্ন বিন্নিবাড়ী এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। তায়িবা ওই এলাকার হাসান আলীর মেয়ে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে সোহাগ নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোরে মধ্য বাউশিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহাগ নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোবারক আলীর ছেলে।

লক্ষ্মীপুর ও কমলনগর : কমলনগরে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় মনির হোসেন নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। সোমবার সকালে উপজেলার হাজিরহাট এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রামগতি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনির রামগতি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের খোরশেদ আলমের ছেলে ও পেশায় কাঁচা তরকারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : বিরামপুরে সোমবার বিকালে ট্রাকচাপায় অটোরিশার যাত্রী এসএসসি পরীক্ষার্থী ছায়েম ইসলাম নিহত ও অটোরিকশা চালক আহত হয়েছেন। ছায়েম বিরামপুর আদর্শ স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও তার রোল নম্বর ছিল ১।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : মাদারীপুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে এক নারী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। সোমবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মরিয়ম বেগম বাজিতপুরের আজিজ সরদারের স্ত্রী।

মধুখালী ও ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : মধুখালীতে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবাহী ট্রলির পেছনে ধাক্কা খেয়ে এক মোটরসাইকেল আরোহীর নিহতের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মধুখালী উপজেলার কামালদিয়া ইউনিয়নের ঝাউহাটি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এনামুল হক মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মহেশপুরের নজর আলী শেখের ছেলে। আহত কাউয়ুম মোল্যা একই উপজেলার কচুয়া গ্রামের আকবর মোল্যা ছেলে। সম্পর্কে তারা শ্যালক-দুলাভাই। এছাড়া ভাঙ্গায় পৃথক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত ও পিকআপভ্যানের চালকসহ তিনজন আহত হয়েছে।

বণিকবার্তা সোমবার, মার্চ ৩, ২০২৫

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

শেরপুরে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত ছয়জন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মুন্সিগঞ্জ : সিরাজদিখানে ইঞ্জিনচালিত নসিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে মো. আরিফ (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি নসিমনের হেলপার ছিলেন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লতব্দী-সিরাজদিখান সড়কের গয়াতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আরিফ গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর থানার মধ্য দামোদরপুর গ্রামের আব্দুল মজিদ মিয়ার ছেল।
সিরাজদিখান থানার ওসি শাহেদ আল মামুন জানান, লতব্দীর গোডাউন বাজার থেকে ইট নিয়ে নসিমনটি সিরাজদিখান বাজারের দিকে যাচ্ছিল।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ মার্চ ২০২৫,

রাজশাহী

ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার

রাজশাহীর পবা উপজেলায় বারনই নদ থেকে আলতাফ হোসেন (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি পবার বাগসারা নওদাপাড়া গ্রামে। গতকাল সকালে বারনই নদে আলতাফের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। রোববার রাত আটটা থেকে আলতাফের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। আলতাফের লাশ যেখানে পড়ে ছিল, সেখান থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে তাঁর ভ্যানটি পাওয়া গেছে। আলতাফের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করে বলা যাবে। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

যুগান্তর
রোববার ২ মার্চ ২০২৫
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১

গাজীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি

গাজীপুর শিববাড়ি মোড়ে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে রাজমিস্ত্রি বুলবুল আহমেদ সরকার (৬০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়ে হয়েছে।

নিহত বুলবুল আহমেদ গাজীপুর সিটির সদর মেট্রো থানার মধ্য ভুরুলিয়া এলাকার আবদুর রশিদ সরকারের ছেলে।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে ওই ছাদে ঢালাই পরবর্তী কাজ করতে গিয়ে পল্লী বিদ্যুতের ১১ হাজার ভোল্টের তারের সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারাত্মক আহত হন। সহকর্মীরা শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মেট্রো সদর থানার ওসি তদন্ত সিদ্দিকুর রহমান যুগান্তরকে জানান বিষয়টি খোঁজ নিয়েছি। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার
১৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ৪ মার্চ২০২৫

গাজীপুরে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে এক নারী পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় কারখানা ভাঙচুর, বিক্ষোভ ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছে শ্রমিকরা। এ সময় তারা কয়েকটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে। শ্রমিক অসন্তোষের মুখে আশপাশের অন্তত অর্ধশত কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। সোমবার সকালে মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকার প্যানারোমা অ্যাপারেলস কারখানায় চাকরি করতেন আফসানা আক্তার লাবনী (২৯)। তিনি ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার জাগির ভুগলী গ্রামের আফসার আলীর মেয়ে। জিএমপির বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ জানান, দাম্পত্য কলহের জেরে রবিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকায় প্যানারোমা অ্যাপারেলস কারখানার সাততলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন লাবনী। এ ঘটনায় আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ নিহতের স্বামী অভিযুক্ত হৃদয় খানকে গ্রেফতার করে। পরদিন কারখানার শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। এ সময় শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ঐ নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে দাবি করে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি কারখানায় কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন আফসানা। এ সময় তিনি ছুটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি। এতে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন আফসানা। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এই ঘটনায় কারখানায় ভাঙচুর করে। এ সময় তারা কারখানার বিভিন্ন মালামালে অগ্নিসংযোগ করে। একপর্যায়ে তারা কারখানা থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে। শ্রমিকরা কারখানা হতে একটি প্রাইভেটকার ও তিনটি মোটরসাইকেল মহাসড়কের ওপর এনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় তাদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য আশেপাশের কয়েকটি কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা যোগ দিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মহাসড়কের ওপর থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তিনি আরো জানান, ঐ কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণে ভাঙচুর এড়াতে আশেপাশের প্রায় অর্ধশত পোশাক কারখানা সোমবারের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। এদিকে, মহানগরীর জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপের নিট কম্পোজিট ডিভিশন ও এমপি সোয়েটারস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ, বন্ধ কারখানা চালু ও চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা। সোমবার সকালে কারখানার সামনে তারা বিক্ষোভ করেন।

মঙ্গলবার, মার্চ ৪, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১৯, ১৪৩১ বণিক বার্তা

রাজশাহীতে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১২

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রোগী নিয়ে রাজশাহীতে যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, বগুড়া, মাদারীপুর, ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর ও মুন্সিগঞ্জে আরো নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

দিনাজপুর: জেলার বিরামপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ইজিবাইকে থাকা শিক্ষার্থীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বিছকিনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন নবাবগঞ্জ উপজেলার আন্দোলগ্রামের আনোয়ারের ছেলে সায়েম ইসলাম (১৬) এবং একই উপজেলার সাঁকোপাড়া গ্রামের মজিবরের ছেলে ও ইজিবাইকচালক নুরুজ্জামান হোসেন (৩৫)। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক।

তিনি জানান, দুপুরে কোচিং শেষে ইজিবাইকে বাড়ি ফিরছিল শিক্ষার্থী সায়েম। পথে উপজেলার রেলঘুন্টি এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই সায়েম নিহত হয়। আহত অবস্থায় ইজিবাইকের চালককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান।

মৌলভীবাজার: শ্রীমঙ্গলে পিকআপের চাকা ফেটে হৃদয় রবিদাস (১৯) ও বিলাস দাস (১৮) নামে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার সাতগাঁও চা কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনই আমড়াইলছড়া চা বাগানের বাসিন্দা।

শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সকালে শ্রমিকরা ইটভাটায় কাজে যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ির চাকা ফেটে উল্টে যায়। এ সময় গাড়ি থেকে শ্রমিকরা ছিটকে পড়েন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় আরো আটজন আহত হয়েছেন।

NEW AGE TUESDAY, MARCH 4, 2025,

7 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST seven people were killed and four other injured in road accidents in Rajshahi, Munshiganj, Faridpur, Lakshmipur and Bogura on Monday.

New Age staff correspondent in Rajshahi reported that three people were killed and three others injured in a collision between an ambulance and a truck at Godagari in Rajshahi.

The deceased were ambulance driver Jafar Iqbal, 45, resident of Hoseniganj in Rajshahi city, Sundari Pahan, 60, of Thakur Joubon Para under Godgari and her sister Aduri Rani, 35.

Besides, Sundari's daughter Sumi Rani, son Wasim Murali and granddaughter Subed Murali were injured in the accident.

Subed Murali's father Hiralal Murali said that while transporting Sundari in a government ambulance to Rajshahi Medical College Hospital, the vehicle collided head-on with a truck near Rajabarihat in the upazila, leaving her mother-in-law Sundari, her sister Aduri and ambulance driver dead on the spot.

Godagari police station officer-in-charge Ruhul Amin said that they seized the truck but its driver managed to flee the spot.

The New Age correspondent in Munshiganj reported that a truck driver was killed in a collision between two trucks on the Dhaka-Chattogram highway at Gazaria in Munshiganj.

The deceased, Sohag, 29, was a resident of Senbagh in Noakhali.

Gazaria highway police outpost in-charge Shawkat Hossain said the body was kept in the police outpost.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a man was killed and another injured after a motorcycle hit a standing lorry on the Dhaka-Khulna highway in Sankhali area under Madhukhali of Faridpur.

The deceased, Abdul Matin, 32, was a resident of Sripur in Magura.

Karimpur highway police station OC Md Salauddin Chowdhury said that the injured was sent to Dhaka in critical condition.

The BSS reported that a man was killed after a pickup van collided with another pickup van on the Lakshmipur-Ramgati road in Hazirhat area of Lakshmipur Sadar.

The deceased, Monir Hossain, 45, was a raw material trader and a resident of Ramgati.

Kamalnagar police station OC Md Touhidul Islam said that the police sent the body to Lakshmipur Sadar Hospital morgue.

The BSS reported that a rickshaw puller was killed when a speeding truck hit a standing rickshaw on the Dhaka-Rangpur highway around in Majhira area under Shajahanpur of Bogura.

The deceased, Mirajul Islam, 25, was a resident of Gaynakuri village of the upazila.

In-charge of Sherpur highway police camp Azizul Islam said that a case was filed in this connection.

বণিক বার্তা
বুধবার, মার্চ ৫, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ২০, ১৪৩১

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জেলায় ১২ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে চাঁদপুর ও গোপালগঞ্জে চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর মালিবাগ, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, দিনাজপুর ও মানিকগঞ্জে আরো আটজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

চাঁদপুর : কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে চাঁদপুর পৌর এলাকার পুরান বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. অভি ও মো. নিলয়। অভি পুরান বাজার এলাকায় সালামের ছেলে। আর নিলয় একই এলাকার সেলিমের ছেলে।

গোপালগঞ্জ : নসিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে বিলের পানিতে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। সোমবার রাতে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কাজুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার ভোজেরগাতি গ্রামের কমল বালার ছেলে সদানন্দ বালা (৩৫) ও কোটালীপাড়া উপজেলার পোলসাইর গ্রামের হরষিত পাণ্ডের ছেলে নিরঞ্জন পাণ্ডে (৩৪)।

সদর থানার ওসি মির মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান জানান, একটি নসিমনে বাঁশ ও গাছের গুঁড়ি বোঝাই করে কয়েকজন শ্রমিক সদর উপজেলার শেওড়াবাড়ি থেকে কাজুলিয়া বাজারে যাচ্ছিলেন। কাজুলিয়া এলাকায় অপর একটি ভ্যানকে সাইড দিতে গেলে নসিমনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিলে পড়ে যায়। এতে নসিমনের নিচে পড়ে দুই শ্রমিক মারা যান।

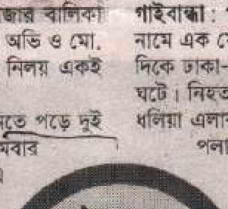

সকালে উপজেলার চক বেলনা মোড়ে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। নিহত আবুল বাশার (১৮) মোহনপুর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। মোহনপুর থানার এসআই নওশাদ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

টাঙ্গাইল : জেলার ধনবাড়ীতে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার নল্যাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিল্লাল হোসেন (৩৮) জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার চাকদহ সরদারবাড়ী গ্রামের জাহেদ আলীর ছেলে।

গাইবান্ধা : পলাশবাড়ীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় জয়ন্ত কুমার রায় (৩৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের উপজেলার ব্র্যাকমোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জয়ন্ত কুমার রায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার তেঁতুলিয়ার ধলিয়া এলাকার ধরণী কান্তের ছেলে।

পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টু জানান, কাভার্ড ভ্যানটি থানা হেফাজতে রয়েছে। নিহতের পরিবারকে খবর দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুড়িগ্রাম : জেলার নাগেশ্বরীতে ট্রাকের ধাক্কায় জাহানারা বেওয়া (৬৮) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার রায়গঞ্জ বাজার রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বৃদ্ধ পার্শ্ববর্তী ভূরুঙ্গামারী উপজেলার আন্ধারীঝাড় বামনেরকুটি গ্রামের মৃত মোফাজ্জল মণ্ডলের স্ত্রী বলে জানা গেছে। বেলা ১১টার দিকে রায়গঞ্জ সেতুর দক্ষিণ পাশে সড়ক পার হওয়ার সময় একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২২ ফাল্গুন ১৪৩১, ৭ মার্চ ২০২৫

লঞ্চের পাখা পরিষ্কার করতে গিয়ে নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার

■ বোরহানউদ্দিন (ভোলা) সংবাদদাতা

বোরহানউদ্দিন-ঢাকাগামী মানিক-১ লঞ্চের পাখা পরিষ্কার করতে গিয়ে ঐ লঞ্চের নিখোঁজ ইঞ্জিনের হেলপার মো. তাইজুল ইসলাম (৫০) নামের এক শ্রমিকের লাশ গতকাল বৃহস্পতিবার উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে নিখোঁজ হন তিনি। নিখোঁজের প্রায় ২৪ ঘণ্টার চেষ্টায় লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল। গত বুধবার দুপুরে বোরহানউদ্দিন লঞ্চঘাটে বার্থিং করা মানিক-১ লঞ্চে এ ঘটনা ঘটে। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা ঐ লঞ্চটি ভাঙচুর করেছে। নিখোঁজ শ্রমিকের গ্রামের বাড়ি লালমোহন উপজেলার নাজিরপুর, নবীনগর এলাকায়। তার স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

ভূইয়া রিপার ট্রান্সপোর্ট কো: এর মানিক-১ লঞ্চের ম্যানেজার আ. জলিল জানান, বুধবার বেলা ২টার দিকে প্রতিদিনের মতো লঞ্চের পাখা পরিষ্কার করতে নদীতে নামে হেলপার তাইজুল ইসলাম। তাকে পানি থেকে উঠতে না দেখে ওপরে থাকা লোকজন ডাক চিৎকার দিয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করেন। এরপর স্থানীয় থানা ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই। তারা এসে নদীতে নেমে আমাদের সঙ্গে খুঁজতে থাকেন। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি করে না পেলে বরিশাল থেকে দুই জন ডুবুরি সরবরাহ করি। বৃহস্পতিবার ঐ দলটি ঘটনাস্থলে এসে

সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নদীতে তল্লাশি করে কোনো সন্ধান পায়নি। পড়ে ২টার দিকে নদীর তলদেশে তাজুল ইসলামের লাশ পাওয়া যায়। এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা ঘাটে এসে মানিক-১ লঞ্চটিতে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। এক পর্যায়ে নিচতলা থেকে শুরু করে তিনতলা পর্যন্ত লঞ্চের বিভিন্ন সামগ্রী, কেবিনের গ্লাস, জানালা এবং দরজা ভাঙচুর করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

যুগান্তর
রোববার ৯ মার্চ ২০২৫
২৪ ফাল্গুন ১৪৩১

সিলেটে বাস-অটো সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

সিলেটে বাস-অটো সংঘর্ষে দুই ভাই প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার রাতে জালালাবাদ থানার বলাউড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ছয় স্থানে আরও ৯ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে কলেজ শিক্ষার্থী, জামালপুরে চালকসহ তিনজন, রাজবাড়ীতে শ্রমিক, দিনাজপুরে ব্যবসায়ী, মুন্সীগঞ্জে যুবক এবং রাজশাহীতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। ট্রাক-কার সংঘর্ষে লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমিরসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মুন্সীগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে প্রাণ গেল যুবকের

রাজধানী ছয় স্থানে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীসহ ঝরল আরও ৯ প্রাণ

ঢাকা : ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষার্থী আরাফাত উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আরাফাত নারায়ণগঞ্জের আদমজী কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ডেমরার বামৈইল এলাকায় থাকতেন।

সিলেট : নিহতরা হলেন—জালালাবাদ থানার বলাউড়া বাজারের কসরপুর গ্রামের মৃত জমির আলীর ছেলে রুবেল আহমদ ও একই গ্রামের আব্দুল বারির ছেলে অটোচালক সালেক। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। রাত ১০টার দিকে ওই স্থানে যাত্রবাহী বাসের সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয়। এতে অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

রাজশাহী : ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত আরোহীরা হলেন—চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি গ্রামের সেন্টু আলীর ছেলে সাদ্দাম আলী ও একই এলাকার চাঁদশিকারী খাসেরহাট গ্রামের মানিক আলীর ছেলে শামীম ওসমান। শনিবার দামকুড়া থানার হরিপুর এলাকার কালুর ডাইং সাদেকুলের বাড়ির সামনে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জামালপুর : নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক জুয়েল আকন্দ কালু, মোটরসাইকেল আরোহী শাওন ইসলাম এবং ব্যবসায়ী আনছু খান। শুক্রবার রাতে জামালপুর-টাঙ্গাইল সড়ক ও শনিবার ভোরে জামালপুর-ময়মনসিংহ সড়কে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। জামালপুর পৌরসভার ছনকান্দা এলাকার মনসুর আকন্দের ছেলে জুয়েল, বকশীগঞ্জ উপজেলার সীমারপাড় এলাকার শাওন আর আনছু স্থানীয় মাধুর বাজার এলাকার মৃত মুছা খানের ছেলে।

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) : বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান শ্রমিক জাহিদুল সরদার। শুক্রবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের খানখানাপুর ছোট ব্রিজ এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। জাহিদুল পার্শ্ববর্তী রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর গাজীপাড়ার রুস্তম সরদারের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ৬ মার্চ ২০২৫

আশুলিয়ায় টেক্সটাইল কারখানায় আগুন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্পাঞ্চল সাভারের আশুলিয়ায় একটি টেক্সটাইল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে গিয়ে কারখানার পাঁচ শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে আশুলিয়ার বারইপাড়া এলাকায় অবস্থিত তানজিলা টেক্সটাইল লিমিটেড নামক তৈরি পোশাক কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে কারখানার ছয়তলা ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ডাইং সেকশন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এ সময় কারখানার প্রশিক্ষিত ফায়ার ফাইটাররা প্রাথমিকভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। পাশাপাশি বিষয়টি ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় তা দ্রুত আশপাশের অন্যান্য মালামালে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের আরো দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ কাজে যোগ দেয়।

সংবাদ
Sunday 9 March 2025

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

প্রতিনিধি, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

রাজবাড়ী জেলার সদর থানার খানখানাপুর ছোট ব্রিজ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে রাজবাড়ী সদর থানা ও গোয়ালন্দ থানার বর্ডার এলাকায় মাঝামাঝি এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খানখানাপুর হাইওয়ে পুলিশ জানান, শুক্রবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে রাজবাড়ী জেলার সদর থানা ও গোয়ালন্দ মাঝামাঝি বর্ডার এলাকায় খানখানাপুর ছোট ব্রিজ নামক স্থানে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের উপর মোটরসাইকেল ও বাই সাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, এতে বাইসাইকেল চালক গুরুতর জখম হয় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইসাইকেল চালক জাহিদুল সরদার (৩৫) পিতা- মো. রুস্তম সরদার সাং, খানখানাপুর গাজীপাড়া থানা, রাজবাড়ী জেলা, রাজবাড়ীকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় লোকজন আরও বলেন, মোটরসাইকেলে দুইজন আরোহী ছিল তাহারা দৌলোদিয়া ঘাটের দিকে যাচ্ছিল, নিহত বাই সাইকেল চালক মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক কাজ শেষ বাড়ির ফিরছিল, অজ্ঞাত মোটরসাইকেল আরোহীরাও আহত ছিল তাহারা চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরের দিকে চলে যায়।

খানখানাপুর হাইওয়ে থানার ওসি শামীম শেখ বলেন, উক্ত বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কালের কণ্ঠ | বৃহস্পতিবার । ১৩ মার্চ ২০২৫ ।

ট্রাকচাপায় শ্রমিক নিহত, ৪ ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অচল

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে ট্রাকচাপায় গার্মেন্টি শ্রমিক নিহত হওয়ার জেরে গতকাল বুধবার ৪ ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টিসের শ্রমিকরা। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা।

এ ছাড়া ৭৮ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন নগরীর বোর্ডবাজারের ইউনিক ডিজাইনের শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকার গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টিস কারখানার নারী শ্রমিক জান্নাতুল ফেরদৌস তামান্নার (৩২) শিশুসন্তান অসুস্থ থাকায় গত মঙ্গলবার রাতে ৯টার দিকে তিনি এপিএম মতিউর রহমানের কাছে ছুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু ছুটি না দিয়ে পরিচয়পত্র রেখে তাঁকে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। গতকাল কারখানায় আসার পথে সকাল পৌনে ৬টার দিকে ট্রাকচাপায় মারা যান তামান্না। প্রতিবাদে সকাল ৮টার দিকে কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন ওই কারখানার অন্য শ্রমিকরা। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ শ্রমিকদের ধাওয়া করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর ১২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

এদিকে বোর্ডবাজার এলাকায় গাছা সড়কের ইউনিক ডিজাইন কারখানার ৭৮ শ্রমিককে মঙ্গলবার ছাঁটাই করা হয়। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আরো ৫২ শ্রমিক কাজে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং বকেয়া পাওনার দাবিতে গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে অন্য শ্রমিকদের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেন।

পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, 'শিল্প পুলিশের মধ্যস্থতায় ইউনিক ডিজাইন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হলে অন্য শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন।'

আশুলিয়ায় মহাসড়ক অবরোধ

সাভার (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, গতকাল দুপুরে আশুলিয়ার বাড়ইপাড়া এলাকার মাহমুদ ফ্যাশন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান করছিলেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, জানুয়ারি মাস থেকে মালিকপক্ষ ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করছে না। দুই মাসের বেতন বকেয়া থাকায় শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। কিন্তু মালিকপক্ষ বেতন কবে নাগাদ পরিশোধ করবে, সে বিষয়ে কিছু বলছে না।

আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কামাল হোসেন বলেন, 'দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মাহমুদ ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

বণিক বার্তা
রোববার, মার্চ ৯, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ২৪, ১৪৩১

গাজীপুরে অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরে অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে জয়দেবপুর শিমুলতলী এলাকায় অ্যালটেক অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা পৌনে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যা ৬টার দিকে কারখানার ওপর দিয়ে তারা কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন। ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বাসিন্দাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক শ্রমিক সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসেন। তবে ভেতরে কেউ আটকা পড়েছেন কিনা—সে বিষয়ে কোনো তথ্য মেলেনি।

বণিক বার্তা
সোমবার, মার্চ ১০, ২০২৫ ■

বগুড়ায় স্বামী-স্ত্রীসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়া শহরের চারমাথা বাসস্ট্যান্ডে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। কুড়িগ্রামে ট্রাক্টরচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুর, যশোর ও ময়মনসিংহে আরো তিনজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

যশোর: বাসচাপায় মোহাম্মদ মোস্তফা নামে এক নছিমনচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কের শাহিদা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ মোস্তফা অভয়নগর উপজেলার মাগুরা গ্রামের রেজাউল ইসলামের ছেলে।

নওয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি মাহাবুর রহমান জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রূপসা পরিবহনের একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা নছিমনকে চাপা দেয়। এতে নছিমনটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই চালক মোহাম্মদ মোস্তফা মারা যান।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৩ মার্চ ২০২৫
২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

শেরপুরে ট্রাকচাপায় তিন বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শেরপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ধরমোকামে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—শেরপুরের খানপুর ইউনিয়নের কয়েরখালী গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে নাঈম ইসলাম (২১), একই এলাকার লিটনের ছেলে রিফাত রহমান (২২) ও সিদ্দিকের ছেলে সেলিম হোসেন (২২)। এছাড়া বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় তিন বছরের মেয়েসহ মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাকে আগুন দিয়েছেন। এছাড়া পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নওগাঁয় শিক্ষার্থী, কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ী, বরিশালে ভ্যানযাত্রীসহ দুজন, মেহেরপুরে বৃদ্ধ এবং নাটোরে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গৌরনদী (বরিশাল) : গাড়ির ধাক্কায় গৌরনদী পৌরসভার কর্মচারী ও দক্ষিণ পালরদী গ্রামের বাসিন্দা ভ্যানযাত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও চালক কালকিনি উপজেলার রমজানপুর গ্রামের মৃত সুরাত খানের ছেলে স্বপন খান নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে উপজেলার উত্তর পালরদী এলাকার মদিনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১১ মার্চ ২০২৫ | ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১

ফুলপুরে সড়কে ঝরল তিন, নিহত আরও ১০

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের ফুলপুরে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় প্রাণ গেছে আরও ১০ জনের। তাদের মধ্যে রাজশাহীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মোটরসাইকেলচালক, টাঙ্গাইলে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী, শরীয়তপুরে কলেজ শিক্ষার্থী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে যুবক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনার আতাইকুলায় ট্রাকচালকের দুই সহযোগী রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরে শেরপুরগামী ট্রাক ও ময়মনসিংহগামী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কের ফুলপুর উপজেলার মারাদেওরা গ্রামে সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক শেরপুরের নকলা উপজেলার গৌড়দ্বার সাতুপাঁও গ্রামের বাসিন্দা আশিক মিয়া, অটোরিকশার যাত্রী উপজেলার হাটিপাগলা গ্রামের হাফিজ উদ্দিনের ছেলে হাসাদ হোসেন এবং অটোরিকশার আরেক যাত্রী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার পলাশতলী গ্রামের নক্কে আলীর ছেলে আবুল কাশেম।

রাজশাহী : রাজশাহীর বেলপুকুর, কাটাখালী ও মতিহার থানা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। নিহতরা হলেন রাজশাহীর বেলপুকুর চেকপোস্ট এলাকার আবদুল খালেকের ছেলে আলিফ এবং নগরীর মৌলভী বুধপাড়া মহল্লার সাকলাইনের ছেলে সাদিক। ধাদাস এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হন আলিফ এবং কাটাখালী-হরিয়ান সড়কে মাসকাটাদীঘি কলেজপাড়া এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন সাদিক।

কালিহাতী ও ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) : ঢাকা-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতীতে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন চালক সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানার বাংগাছেও গ্রামের রাসেল রানা ও আরোহী একই গ্রামের বকুল সরকার। সোমবার সকালে কালিহাতীর কামাক্ষামোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে ভূঞাপুর বাসস্ট্যান্ড মসজিদের সামনে সোমবার বিকালে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি কালিহাতী উপজেলার সিঙ্গুরিয়া গ্রামের মোজাফফর মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া।

শরীয়তপুর : মোটরসাইকেলের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত কলেজ শিক্ষার্থী মোটরসাইকেলচালক রোহান শেখ শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর বালুচড়া গ্রামের জাহিদ শেখের ছেলে। রোববার সন্ধ্যায় শরীয়তপুর জেলা শহরের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : বাস ও ট্রলির সংঘর্ষে নিহত রুবেল সরকার নবীনগর উপজেলার গৌরনগর গ্রামের রতন সরকারের ছেলে। সোমবার নবীনগর-রাধিকা সড়কের কনিকাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত সাদ্দাম হোসেন রাজশাহীর পবা উপজেলার হাট রামচন্দ্রপুর ডাঙ্গিরপাড়া গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে। সোমবার সকালে সদর উপজেলার ঝরিয়াপুর নতুন ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

লালপুর (নাটোর) : সামনের ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় নিহত ট্রাকচালকের সহকারী রুবেল হোসেন নাটোরের লালপুরের নুরুল্লাপুর উত্তরপাড়া নিবাসী মুনসুর প্রামাণিকের ছেলে। রোববার রাতে পাবনার আতাইকুলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ২ চৈত্র ১৪৩১, ১৬ মার্চ ২০২৫

সিরাজদিখানে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ইজিবাইকের যাত্রী কামাল শেখ (৬০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। শনিবার ভোরে মালখানগর-ইছাপুরা সড়কের কাকালদি নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কামাল শেখ টঙ্গীবাড়ি উপজেলার আড়িয়লশাহী ইউনিয়নের শিলিমপুর গ্রামের মৃত মমিন আলী শেখের ছেলে। পেশায় একজন কৃষক। ভোরে ইজিবাইকে করে টম্যাটো নিয়ে রাজেন্দ্রপুর পাইকারি কাঁচাবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি।

মধ্যপাড়া ইউনিয়নের কাকালদি এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা একটি অজ্ঞাত গাড়ি চাপা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষক কামাল সড়কে পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয়রা জানান, ঘটনাস্থলে কামাল হোসেনের মৃত্যু হয়। পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে লাশের সুরহাতাল প্রতিবেদন তৈরি করে।

বণিক বার্তা | শুক্রবার, মার্চ ১৪, ২০২৫

চট্টগ্রামে তিনজনসহ সড়কদুর্ঘটনায় নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রামে বাসের ধাক্কায় দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় রাঙ্গামাটি ও কুমিল্লায় আরো দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

চট্টগ্রাম : চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারীতে বাসের ধাক্কায় দুই স্কুল শিক্ষার্থী ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রামগামী পূরবী বাস পেছন থেকে অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ওয়াকার উদ্দীন আদিল (১২), নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা রিজভী (১৫) ও অটোরিকশাচালক রুহুল আমিন (৪৫)। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী কাজী ফাহমিদা ওয়াশিমা তুশিন (১৫)। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি শুভ রঞ্জন চাকমা জানান, বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দেশ রূপান্তর | শুক্রবার, ১৪ মার্চ ২০২৫

খুলনায় বাসচাপায় নিহত হলেন ইজিবাইক চালক

দুই যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত আরও ৩৭

রূপান্তর ডেস্ক

খুলনায় দ্রুতগামী বাসের চাপায় এক ইজিবাইচালক নিহত হয়েছেন। এদিকে গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস ও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ১২ জন এবং টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপারসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে:

খুলনা : দ্রুতগামী বাসচাপায় শাহীন শেখ (২৬) নামে এক ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর খানজাহান আলী সেতুর পশ্চিম ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিন লবণচরা থানার বুখারিয়াপাড়ার মোসলেম শেখের ছেলে।

লবণচরা থানার ওসি তৌহিদুজ্জামান জানান, বরিশাল থেকে তিতাস পরিবহন নামে একটি বাস খুলনায় যাচ্ছিল। বাসটি খানজাহান আলী সেতু পার হয়ে পশ্চিম ঢালে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইককে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ইজিবাইক চালক শাহিনের মৃত্যু হয়। এ সময় বাসের আঘাতে আরেকজন মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসটিকে আটক করা গেলেও চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে যাত্রীবাহী বাস ও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে। গতকাল ভোরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের চাপ্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি মাকসুদুর রহমান মুরাদ জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় চাপ্তা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাকের সংঘর্ষ ঘটলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির অন্তত ১২ যাত্রী আহত হন। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

টাঙ্গাইল : কালিহাতীতে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপারসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় যমুনা সেতু পূর্ব থানা পুলিশ। গতকাল দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের আনালিয়াবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মহাসড়কের কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত বাস সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যমুনা সেতু পূর্ব থানার এসআই তাহেরুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকা ও উত্তরবঙ্গগামী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মহাসড়কের আনালিয়াবাড়ী এলাকায় অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

বণিক বার্তা
বুধবার, মার্চ ১২, ২০২৫

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রীসহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

নওগাঁয় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ফেনী ও নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ : কাভার্ড ভ্যানচাপায় হামিদুল ইসলাম (৩০) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে চানমারী-আদমজী সড়কের তল্লা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা কাভার্ড ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলামকে (২৮) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। নিহত হামিদুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ এলাকার মডেল ডি ক্যাপিটাল গার্মেন্টিসের প্রিন্ট বিভাগের শ্রমিক ছিলেন। তিনি তল্লা চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি লালমনিরহাট জেলায়।

ফতুল্লা থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। কাভার্ড ভ্যানচালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৪ মার্চ ২০২৫

মেঘনায় বাল্কহেডের শ্রমিক নিখোঁজ

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে লাইটার জাহাজের ধাক্কায় বাল্কহেডের এক শ্রমিক নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই শ্রমিকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ শ্রমিক ওমর আলী (৫৫) কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার মধ্যম পাটুলী গ্রামের জোবেদ আলীর ছেলে। গতকাল ভোরে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ভবানীপুরের সিটি ইকোনমিক জোনসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Saturday 15 March 2025

বাগেরহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় ধানক্ষেতে পানি দিতে গিয়ে হারান বিশ্বাস (৬৫) নামের একজন কৃষক বিদ্যুৎতায়িত হয়ে নিহত হয়েছেন। আর এ ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা বড়বাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম পাড়া গ্রামে। নিহত হারান বিশ্বাস ওই গ্রামের মৃত ঠাকুর বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহিদুল ইসলাম ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নাদিরা বেগম জানান, বাড়ির পাশে প্রদীপ মন্ডলের ঘেরের মধ্যে ধানক্ষেতে পানির সেঁচ দিতে গিয়ে অসাবধানতা বসত ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুতায়িত হয়ে হারান বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। বাগেরহাটের চিতলমারীর বড়বাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সঞ্জয় মন্ডল জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
শনিবার ৩০ ফাল্গুন ১৪৩১
: Saturday 15 March 2025

মধুখালীতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে হেলপার নিহত

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার মাঝকান্দি এলাকায় গতকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মো. আলি হোসেন (৩২) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার দক্ষিণ দিগং গ্রামের মো. মজিবুর রহমানের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাগুরা থেকে ফরিদপুরগামী ট্রাক্টর বহনকারী একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো ট-২০-১১৭১) মাঝকান্দি বাসস্ট্যান্ডের সামনে গাড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করছিল। এসময় একই দিক থেকে আসা বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী ভুট্টো বোঝাই ট্রাক (ঢাকা মেট্রো ট-২২-৯২৮৮) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভুট্টোবোঝাই ট্রাকের হেলপার আলি হোসেন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

খবর পেয়ে করিমপুর হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ট্রাক দুটি জব্দ করে। মধুখালী থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো. রইচ হোসেন জানান, নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

NEW AGE
SUNDAY, MARCH 16, 2025,

2 workers die in Sirajganj wall collapse

Our Correspondent · Sirajganj

AT LEAST two construction workers were killed, and three others injured after a wall collapsed on them during the excavation work of a drainage system in Shahednagar Byapari Para of Sirajganj on Saturday.

The deceased are Raja Sheikh, 36, and Komol Chandra Das, 35, of Behuli union at Sirajganj Sadar.

Sirajganj fire service officer Abdur Rahman said that the workers were digging underground for drain construction and as they dug about five feet, a 6-7 foot high wall from a nearby house collapsed, trapping the five workers underneath.

The workers were taken to Sirajganj Sadar Hospital, where on-duty doctors pronounced the two of them dead, while one critically injured worker was sent to Bogura for advanced treatment.

Sirajganj Sadar police officer-in-charge Humayun Kabir said that the body of Raja was kept at the hospital morgue while the body of Komol was handed over to his family.

No complaint was lodged till filing of this report at 5:00pm, said the OC.

রোববার, মার্চ ১৬, ২০২৫ ■ চৈত্র ২, ১৪৩১ বণিক বার্তা

গাজীপুরে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লায় দুজন, টাঙ্গাইলে একজন ও মুন্সিগঞ্জে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর : শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তা থেকে পাঁচ যাত্রী নিয়ে গতকাল সকালে কালিয়াকৈর যাচ্ছিল সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা। মাওনা-ফুলবাড়ী সড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার নামাগুলাই পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার ধাক্কা লাগে। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই চালকসহ তিনজন নিহত হন। আহত হন আরো দুজন। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। কালিয়াকৈর থানার এসআই কামরুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক ওবায়দুল। অপর দুজনের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে ডাম্প ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় মোবারক আলী রকি নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নানকরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোবারক আলী রকি চট্টগ্রামের খুলশি থানার লালখান বাজার এলাকার মৃত রমজান আলীর ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ভোরে মহাসড়কের নানকরা এলাকায় একটি পিকআপ ফেনীগামী ডাম্প ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় পিকআপে বসে থাকা হেলপার মোবারক আলী রকি গুরুতর আহত হন। পরে হাইওয়ে পুলিশ তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে দাউদকান্দিতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মাইক্রোবাস অটোরিকশার ওপর ছিটকে পড়লে চালক রসুল মিয়া নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের তিন যাত্রী। গতকাল শহীদনগর বাজারের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রসুল গৌরীপুর ইউনিয়নের সরকারপুর গ্রামের মৃত আনু মিয়ার ছেলে

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, কুমিল্লাগামী কাভার্ড ভ্যান থেমে থাকা একটি মাইক্রোবাসকে ধাক্কা দেয়। এতে মাইক্রোবাসটি ছিটকে অটোরিকশার ওপর পড়ে। এ সময় মাইক্রোবাস চাপায় নিহত হন রসুল মিয়া।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি মো. নুরুল আফসার জানান, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

টাঙ্গাইল : মির্জাপুরে মহাসড়কের ওপর উল্টে পড়া আলুর ট্রাকে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসিসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৩টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় উত্তরবঙ্গ থেকে আসা আলুর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাড়কের ওপর উল্টে যায়। পরে আলু অন্য ট্রাকে তোলা হচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের পাশেই থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদ খান, সার্জেন্ট ও দুই পুলিশ সদস্যসহ সাতজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রমিক ইলিয়াস মারা যান।

মুন্সিগঞ্জ : সিরাজদিখানে গাড়িচাপায় মো. কামাল শেখ (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মালখানগর-ইছাপুরা সড়কের মধ্যপাড়া ইউনিয়নের কাকালদি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. কামাল শেখ মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের সিলিমপুর গ্রামের মৃত মমিন আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, সকালে ব্যাটারিচালিত একটা অটোরিকশায় টমেটো নিয়ে ঢাকার আড়তে যাচ্ছিলেন কৃষক কামাল শেখ। সিরাজদিখান উপজেলার কাকালদি এলাকায় পৌঁছলে একটি গাড়িচাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই কামাল শেখ মারা যান।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৫ মার্চ ২০২৫,

নছিমন-অটোরিকশার সংঘর্ষ, বাবার সঙ্গে শিশুসন্তান নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

পাবনার দুজন ছাড়াও গতকাল সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দেশের আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

পাবনার সাঁথিয়ার পৌর এলাকা থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা গতকাল শুক্রবার দুপুরে পাবনার উদ্দেশে রওনা দেয়। বেড়া-সাঁথিয়া-মাধপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ধরে অটোরিকশাটি নন্দনপুরের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন অটোরিকশার যাত্রী আজিজুল (৪০) ও তাঁর কোলে থকা শিশুসন্তান আবু হুরাইরা (৩)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন আজিজুলের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনসহ (২৫) অটোরিকশার চার যাত্রী।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তকর্তা (ওসি) সাইদুর রহমান। তিনি বলেন, বড় আকারের নছিমনটি গরুর খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর নছিমনের চালক ও সহকারী সেটি সড়কে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। নছিমনটি জব্দ করা হয়েছে।

পাবনার এ ঘটনা ছাড়াও গতকাল সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দেশের আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ফরিদপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে গতকাল সকালে আলুভর্তি একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে বাকিয়ার মল্লিক (৬৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মাঝকান্দী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে কানখরদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাকিয়ার রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বোয়ালমারীগামী একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক আবদুর রশিদ বলেন, মাঝকান্দী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কানখরদীতে ট্রাকের চাপায় একজন নিহত হয়েছেন। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।

ফরিদপুরের মধুখালীতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি ট্রাকের হেলপার (চালকের সহযোগী) আলী হোসেন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মধুখালীর রায়পুর ইউনিয়নের মাঝকান্দী এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফেনীতে মহাসড়কে মাইক্রোবাসচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মো. সোহেল (২২) নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, অটোরিকশায় গ্যাস নেওয়ার জন্য উপজেলার বিসিক এলাকায় যান সোহেল। এ সময় অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় মাইক্রোবাসটি।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় মহাসড়কে ট্রাকের চাপায় শাহজাদা খান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি একটি হাইওয়ে রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক। গতকাল সকালে উপজেলার ছোনকা এলাকায় ঢাকা বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেটের কানাইঘাটে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মারুফ আহমদ (১৮) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। তিনি কানাইঘাট পৌরসভার চালাইচর এলাকার ফল ব্যবসায়ী ফারুক আহমদের ছেলে। মারুফ কানাইঘাট সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

গতকাল দুপুরে কানাইঘাট পৌরসভার রামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মারুফ আহমদ কানাইঘাট রামপুর এলাকা দিয়ে বাইসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে মিষ্টি পরিবহন করা একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে আহত হন মারুফ আহমদ। পরে তাঁকে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কানাইঘাট থানার ওসি আবদুল আওয়াল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

রোববার, মার্চ ১৬, ২০২৫ ■ চৈত্র ২, ১৪৩১ বণিক বার্তা

গাজীপুরে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লায় দুজন, টাঙ্গাইলে একজন ও মুন্সিগঞ্জে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর : শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তা থেকে পাঁচ যাত্রী নিয়ে গতকাল সকালে কালিয়াকৈর যাচ্ছিল সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা। মাওনা-ফুলবাড়ী সড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার নামাগুলাই পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার ধাক্কা লাগে। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই চালকসহ তিনজন নিহত হন। আহত হন আরো দুজন। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। কালিয়াকৈর থানার এসআই কামরুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক ওবায়দুল। অপর দুজনের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে ডাম্প ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় মোবারক আলী রকি নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নানকরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোবারক আলী রকি চট্টগ্রামের খুলশি থানার লালখান বাজার এলাকার মৃত রমজান আলীর ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ভোরে মহাসড়কের নানকরা এলাকায় একটি পিকআপ ফেনীগামী ডাম্প ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় পিকআপে বসে থাকা হেলপার মোবারক আলী রকি গুরুতর আহত হন। পরে হাইওয়ে পুলিশ তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে দাউদকান্দিতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মাইক্রোবাস অটোরিকশার ওপর ছিটকে পড়লে চালক রসুল মিয়া নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের তিন যাত্রী। গতকাল শহীদনগর বাজারের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রসুল গৌরীপুর ইউনিয়নের সরকারপুর গ্রামের মৃত অনু মিয়ার ছেলে

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, কুমিল্লাগামী কাভার্ড ভ্যান থেমে থাকা একটি মাইক্রোবাসকে ধাক্কা দেয়। এতে মাইক্রোবাসটি ছিটকে অটোরিকশার ওপর পড়ে। এ সময় মাইক্রোবাস চাপায় নিহত হন রসুল মিয়া।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি মো. নুরুল আফসার জানান, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

টাঙ্গাইল : মির্জাপুরে মহাসড়কের ওপর উল্টে পড়া আলুর ট্রাকে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসিসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৩টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় উত্তরবঙ্গ থেকে আসা আলুর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাড়কের ওপর উল্টে যায়। পরে আলু অন্য ট্রাকে তোলা হচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের পাশেই থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদ খান, সার্জেন্ট ও দুই পুলিশ সদস্যসহ সাতজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রমিক ইলিয়াস মারা যান।

মুন্সিগঞ্জ : সিরাজদিখানে গাড়িচাপায় মো. কামাল শেখ (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মালখানগর-ইছাপুরা সড়কের মধ্যপাড়া ইউনিয়নের কাকালদি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. কামাল শেখ মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের সিলিমপুর গ্রামের মৃত মমিন আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, সকালে ব্যাটারিচালিত একটা অটোরিকশায় টমেটো নিয়ে ঢাকার আড়তে যাচ্ছিলেন কৃষক কামাল শেখ। সিরাজদিখান উপজেলার কাকালদি এলাকায় পৌঁছলে একটি গাড়িচাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই কামাল শেখ মারা যান।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৫ মার্চ ২০২৫,

নছিমন-অটোরিকশার সংঘর্ষ, বাবার সঙ্গে শিশুসন্তান নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

পাবনার দুজন ছাড়াও গতকাল সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দেশের আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

পাবনার সাঁথিয়ার পৌর এলাকা থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা গতকাল শুক্রবার দুপুরে পাবনার উদ্দেশে রওনা দেয়। বেড়া-সাঁথিয়া-মাধপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ধরে অটোরিকশাটি নন্দনপুরের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন অটোরিকশার যাত্রী আজিজুল (৪০) ও তাঁর কোলে থাকা শিশুসন্তান আবু হুরাইরা (৩)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন আজিজুলের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনসহ (২৫) অটোরিকশার চার যাত্রী।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তকর্তা (ওসি) সাইদুর রহমান। তিনি বলেন, বড় আকারের নছিমনটি গরুর খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর নছিমনের চালক ও সহকারী সেটি সড়কে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। নছিমনটি জব্দ করা হয়েছে।

পাবনার এ ঘটনা ছাড়াও গতকাল সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দেশের আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ফরিদপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে গতকাল সকালে আলুভর্তি একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে বাকিয়ার মল্লিক (৬৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মাঝকান্দী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে কানখরদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাকিয়ার রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বোয়ালমারীগামী একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক আবদুর রশিদ বলেন, মাঝকান্দী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কানখরদীতে ট্রাকের চাপায় একজন নিহত হয়েছেন। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।

ফরিদপুরের মধুখালীতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি ট্রাকের হেলপার (চালকের সহযোগী) আলী হোসেন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মধুখালীর রায়পুর ইউনিয়নের মাঝকান্দী এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফেনীতে মহাসড়কে মাইক্রোবাসচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মো. সোহেল (২২) নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার বিসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, অটোরিকশায় গ্যাস নেওয়ার জন্য উপজেলার বিসিক এলাকায় যান সোহেল। এ সময় অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় মাইক্রোবাসটি।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় মহাসড়কে ট্রাকের চাপায় শাহজাদা খান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি একটি হাইওয়ে রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক। গতকাল সকালে উপজেলার ছোনকা এলাকায় ঢাকা বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেটের কানাইঘাটে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মারুফ আহমদ (১৮) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। তিনি কানাইঘাট পৌরসভার ঢালাইচর এলাকার ফল ব্যবসায়ী ফারুক আহমদের ছেলে। মারুফ কানাইঘাট সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

গতকাল দুপুরে কানাইঘাট পৌরসভার রামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মারুফ আহমদ কানাইঘাট রামপুর এলাকা দিয়ে বাইসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে মিষ্টি পরিবহন করা একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে আহত হন মারুফ আহমদ। পরে তাঁকে কানাইঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কানাইঘাট থানার ওসি আবদুল আওয়াল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

সংবাদ
বুধবার ৫ চৈত্র ১৪৩১
: Wednesday 19 March 2025

রাউজানে পাঁচতলা ভবন থেকে পড়ে মিস্ত্রির মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাউজান (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের রাউজানে পাঁচতলা ভবন থেকে ছিটকে পড়ে নজরুল ইসলাম (৩৮) নামে এক রং মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার সকালে রাউজান পৌরসভার ৭নম্বর ওয়ার্ডের সুলতানপুর গ্রামের দিদারুল আলম ম্যানশন (আল হেলাল তিলোত্তমা ভবন) এর ৫ম তলায় রং করতে গিয়ে রশি থেকে নিচে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়। নিহত নজরুল ইসলাম রাউজান পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘপুকুর পাড় এলাকার নজু মিয়া সওদাগর বাড়ির প্রয়াত আলী আকবরের জ্যেষ্ঠছেলে। তিনি এক ছেলেসহ দুই সন্তানের জনক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার সকাল ১১টায় পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবনের রং করার জন্য ঝুলানো রশি থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েন নজরুল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

নিহতের ভাই মো. আজগর বলেন, আমাদের বাড়ি থেকে স্বল্প দূরত্বে দিদারুল আলম নামে এক ব্যক্তি বিল্ডিংয়ে রঙয়ের কাজ করতে গিয়ে ৫ তলা উঁচু থেকে নিচে পড়ে মারা যায়। কারো বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। ভবন মালিক দিদারুল আলম মুঠোফোনে বলেন, কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ভবনের উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। পরে তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। নিহতের পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাউজান থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) সানাউল্লাহ বলেন, পৌর এলাকায় ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মারা যাওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বণিক বার্তা

যশোরে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

যশোরে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া জয়পুরহাটে দুজন ও রাজশাহীতে একজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

যশোর : মৃত স্বজনকে দেখতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন ভ্যানচালকসহ দুজন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার নবীবনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ঝিকরগাছার বামনআলী গ্রামের এরশাদ আলীর ছেলে হাসান ইকবাল (৩৫), তার মেয়ে রত্না খাতুন (১৪) ও গদখালি জিয়ালিপাড়া গ্রামের জেহের আলীর স্ত্রী নাজমা খাতুন (৫০)। আহতরা হলেন নিহত হাসান ইকবালের স্ত্রী হালিমা খাতুন (৩০) ও ভ্যানচালক সৈয়দপাড়া গ্রামের জামাল সরদারের ছেলে বাবলু (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শার্শা উপজেলায় এক স্বজনের মৃত্যুর খবর শুনে বামনআলী এলাকা থেকে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে রওনা হন কয়েকজন। পথে নবীবনগর এলাকার মোল্লা ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ভ্যানের ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। আহত হন আরো দুজন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে দুজনকে যশোর সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

নাভারণ হাইওয়ে থানার ওসি রোকনুজ্জামান জানান, অ্যাম্বুলেন্সটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জয়পুরহাট : কালাই উপজেলায় প্রাইভেট কার ও ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ভ্যানচালক। গতকাল বিকালে জয়পুরহাট-বগুড়া মহসড়কের কালাই উপজেলার বাঁশের ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কালাই উপজেলার ঘুগোইল গ্রামের মৃত লোকমান হোসেনের ছেলে মোফাজ্জল হোসেন মণ্ডল (৪০) ও একই গ্রামের মৃত শাহাবুদ্দিনের ছেলে ইদ্রিস আলী (৬০)। আহতরা হলেন ভ্যানচালক নুরুল ইসলাম আকন্দ ও বুরাইল গ্রামের আশরাফ আলী। কালাই থানার ওসি জাহিদ হোসেন জানান, ভ্যানচালক নুরুল ইসলাম আকন্দ বাঁশের ব্রিজ এলাকা থেকে কিছু যাত্রী নিয়ে পুনট বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই ভ্যানে থাকা দুই যাত্রী নিহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

যশোরের ঝিকরগাছায় গতকাল ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুমড়ে-মুচড়ে যায় অ্যাম্বুলেন্সের সামনের অংশ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

রাজশাহী : জেলার পবায় ট্রলিচাপায় মেমজান (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সোয়া ১০টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মেমজান পবার বায়া বটতলা এলাকার মফিজ উদ্দিনের স্ত্রী।

রাজশাহীর বিমানবন্দর থানার ওসি ফারুক হোসেন জানান, মহাসড়ক পার হওয়ার সময় মেম জানকে ইটবাহী একটি ট্রলি প্রথমে ধাক্কা দেয়। এরপর ওই ট্রলির নিচে চাপা পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর পরই ট্রলিটি নিয়ে পালিয়ে যান চালক।

সংবাদ
Dhaka : Friday 21 March 2025

নিজের পাতা ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল কৃষকের

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় ইঁদুর মারতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে নিজেই প্রাণ হারিয়েছেন মো. আলম শেখ। গত বুধবার সকালে উপজেলার ধানসাগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

শরনখোলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, বিদ্যুতের অপব্যবহার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিষয়ে কৃষকদের আরও সচেতন করা হবে। শরণখোলা থানার ওসি জানান, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ
শনিবার ৮ চৈত্র ১৪৩১
: Saturday 22 March 2025

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবন থেকে পড়ে মনোয়ার নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে পানসী রেস্টুরেন্টের ওপরে এডভোকেট সামসুল আবেদীনের নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামের সাবির আলীর ছেলে। সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি আবুল কালাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২০ মার্চ ২০২৫
৬ চৈত্র ১৪৩১

ঝিকরগাছায় সড়কে ঝরল শিশুসহ ৩ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

যশোরে ঝিকরগাছায় ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ২ জন। এছাড়া, সড়কে প্রাণ গেছে আরও চারজনের। এদের মধ্যে জয়পুরহাটের কালাইয়ে ভ্যানের দুই যাত্রী, টাঙ্গাইলের মধুপুরে শিশু ও রাজশাহীর পবায় বৃদ্ধা রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

যশোর ও ঝিকরগাছা : ঝিকরগাছায় নিহত তিনজনের মধ্যে একজন শিশু, একজন নারী ও একজন পুরুষ রয়েছেন। বুধবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ঝিকরগাছা উপজেলার নবীনগরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ৩জনই ভ্যানের যাত্রী। তারা হলেন—উপজেলার গদখালি গ্রামের জহুর আলীর স্ত্রী নাজমা খাতুন, বামনালী গ্রামের হাসান ইকবালের মেয়ে রস্না খাতুন, সৈয়দ পাড়া গ্রামের জামাল সরদারের ছেলে মোহাম্মদ বাবলু। এ ঘটনায় আহত অপর দুজন বামনালী গ্রামের এরশাদ আলীর ছেলে হাসান ইকবাল ও তার স্ত্রী হালিমা খাতুন। নিহত রস্না খাতুন আহত হাসান ইকবাল ও হালিমা খাতুন দম্পতির মেয়ে।

ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান বলেন, অ্যাম্বুলেন্সটি যশোর থেকে বেনাপোল অভিমুখে যাচ্ছিল। এর বিপরীত দিক থেকে যাত্রীবাহী ইঞ্জিনচালিত ভ্যানটি আসার সময় মুখোমুখি এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

কালাই (জয়পুরহাট) : জয়পুরহাটের কালাইয়ে প্রাইভেট কার ও যাত্রীবাহী ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে ওই ভ্যানচালকসহ ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে জয়পুরহাট-বগুড়া মহসড়কে কালাই উপজেলার বাঁশের ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত দুই যাত্রী হলেন—উপজেলার ভূগোইল গ্রামের মৃত লোকমান হোসেনের ছেলে মোফাজ্জল হোসেন মন্ডল ও একই গ্রামের মৃত শাহাবুদ্দিনের ছেলে ইদ্রিস আলী।

মধুপুর (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের মধুপুরে বাড়ির সামনে ভ্যানচাপায় আরশি খাতুন নামে ৫ বছর বয়সি এক শিশু নিহত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার বেরিবাইদ ইউনিয়নের গুবুদিয়া গফুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আরশি খাতুন ওই গ্রামের মো. ওমর আলীর একমাত্র মেয়ে।

শিশুটির নানা মিন্টু মিয়া বলেন, আরশি সকালে বাড়ির পাশেই রাস্তায় খেলছিল। একই এলাকার ভ্যানচালক আজগর আলী আরশিকে চাপা দিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজশাহী : রাজশাহীর পবায় ইটবাহী ট্রলির নিচে পড়ে মেম জান নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে পবার বায়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেম জানের স্বামীর নাম মফিজ উদ্দিন। তিনি বায়া বটতলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহাসড়ক পারাপার হওয়ার সময় ইটের ট্রলির নিচে পড়ে আহত হন মেম জান। পরে আহত অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৭ চৈত্র ১৪৩১, ২১ মার্চ ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

■ পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

পটিয়ায় দ্রুতগতির ডাম্প ট্রাক কেড়ে নিল মাওলানা নুরুল আমিন মোজাদ্দেদী (৭৪) নামের স্থানীয় এক ইসলামি বক্তার জীবন। বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসা গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমিন মোজাদ্দেদী ঐ এলাকার মরহুম মৌলানা মুছা মোজাদ্দেদীর (র.) ছেলে। তিনি চন্দনাইশ উপজেলার পশ্চিম এলাহাবাদ সুন্নিয়া মাদ্রাসার সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্থানীয়ভাবে ওয়াজ নসিহত করতেন। জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে মাওলানা নুরুল আমিন মোজাদ্দেদী সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় কক্সবাজারমুখী দ্রুতগতির একটি ডাম্প ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পটিয়া থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর দুর্ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, কালিহাতীতে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত চালকের নাম উত্তম কুমার দে (৪০)। তার বাড়ি বগুড়া জেলায়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের হাতিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, চালভর্তি একটি ট্রাক উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছিল। আলুভর্তি অন্য ট্রাকটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। হাতিয়া নামক জায়গায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে চালক উত্তম কুমার ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে সাময়িক যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। যমুনা সেতু পূর্ব থানার এসআই মো. নাজিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৯ মার্চ ২০২৫ ।

শ্রমিক নিহত, মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নারী পোশাক কর্মী শ্রমিক নিহতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়লে ছয় সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাবিনা ইয়াসমিন (২৯) ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার খালসাইদকোনা গ্রামের আলী হোসেনের মেয়ে এবং মো. রাব্বানির স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকার 'গোল্ডেন রিফিট' নামের পোশাক কারখানার কর্মী সাবিনা ইয়াসমিন সোমবার ইফতারের বিরতি শেষে কাজে ফিরছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কার তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

এদিকে ওই নারী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় ও তার সহকর্মীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। উত্তেজিত শ্রমিক ও জনতা কারখানা ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় শ্রমিকরা বেশ কয়েকটি গাড়ির কাচ ভাঙচুর করলে কয়েকজন যাত্রী আহত হন। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এতে পুলিশের ছয়

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। একপর্যায়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

সালনা হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সালেহ আহমেদ জানান, প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নারী পোশাক শ্রমিক নিহতের জেরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এ সময় বহিরাগতরা সুযোগ নিয়ে কারখানায় ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। পুলিশ বাধা দিলে তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশের সদস্য ছয়জন আহত হন। পরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) কর্মকর্তা আবদুল হালিম জানান, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৩-৪ হাজার জনকে আসামি করে জয়দেবপুর থানায় মামলা করেছে। এ ঘটনায় সাজ্জাদ হোসেন নামে এক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বণিকবার্তা
সোমবার, মার্চ ২৪, ২০২৫।

১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ১৪ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জেলায় ১৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, গাজীপুরে আটজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, পিরোজপুর, বগুড়া ও ফরিদপুরে আরো ছয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

টাঙ্গাইল: কালিহাতীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন একজন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের পাথাইলকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার এলেঙ্গা পৌরসভার ভাবলা গ্রামের ছাকু মণ্ডলের ছেলে ও অটোরিকশাচালক হাসেন আলী (৫৫), একই এলাকার মো. লাল মিয়ার ছেলে সবুজ (১৩)।

যমুনা সেতু পূর্ব থানার এসআই আতিকুর রহমান জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে।

ময়মনসিংহ: মুক্তাগাছায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। গতকাল বেলা ১টার দিকে মুক্তাগাছা পৌর শহরের নতুন বাজার খেলার মাঠসংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার আহমদপুর গ্রামের লিটন খানের ছেলে অনন্ত খান (২২) ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চর ঈশ্বরদিয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে রাসেল মিয়া (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাসেল মিয়া মুক্তাগাছা শহরে একটি মোটরসাইকেলের গ্যারেজে কাজ করতেন। অনন্ত তার মোটরসাইকেল মেরামত করতে গ্যারেজে এসেছিলেন। দুপুরে মোটরসাইকেলটি চালিয়ে ট্রায়াল দিচ্ছিলেন অনন্ত। এ সময় পেছনে বসে ছিলেন রাসেল। উপজেলা পরিষদের পূর্বপাশে নতুন বাজার খেলার মাঠসংলগ্ন স্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান অনন্ত। এ সময় রাসেলসহ সড়কে থাকা আরো একজন আহত হন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাসেল। মুক্তাগাছা থানার ওসি কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দিনাজপুর: হাকিমপুরে একটি ট্যাংকলরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন লরিচালক। গতকাল বেলা ১টার দিকে হিলি-দিনাজপুর সড়কের লোহাচড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির হোসেনের বাড়ি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় এবং রাসেল হোসেনের বাড়ি পাঁচবিবি উপজেলার মাতকুড় গ্রামে। আহত ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলামকে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাজীপুর: মহানগরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে টঙ্গী-কালীগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের নিমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মহানগরীর পুবাইল থানাধীন হায়দরাবাদ গ্রামের ইজিবাইক চালক মো. আবু হানিফ (৩৫) ও মাজুখান দক্ষিণ পাড়া গ্রামের সাব্বির আলম (২৫)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

পুবাইল থানার ওসি শেখ মো. আমিরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। ট্রাক ও অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: শিবগঞ্জে ট্রাকচাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের ধোপপুকুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাম্মেল হোসেন (৭০) উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের চাঁইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। সাইকেলে করে জমিতে কাজ করতে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

গাইবান্ধা: গোবিন্দগঞ্জে দুই ট্রাকের চাপায় আলম মিয়া (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৫টার দিকে উপজেলা শহরের জনতা ব্যাংকের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলম মিয়া উপজেলার গুমানীগঞ্জ ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে।

জামালপুর: মেলান্দহে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জিয়াউল হক (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে উপজেলার নলেরচর তালতলা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিয়াউলের বাড়ি উপজেলার কুলিয়া ইউনিয়নের তালুকা গ্রামে। তিনি জামালপুর আদালতের এক আইনজীবীর সহকারী ছিলেন।

পিরোজপুর: ট্রাকের ধাক্কায় মো. আরিফ (২৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে পিরোজপুর সদর উপজেলার ছোট খলিসাখালী কাঠের পোল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ট্রাক ও চালককে আটক করা হয়েছে। নিহত মো. আরিফ (২৫) সদর উপজেলার খলিশাখালী এলাকার মৃত আলী আজগর সেখের ছেলে।

বগুড়া: কাহালুতে ট্রাকচাপায় রঞ্জু প্রামাণিক (৪৫) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১২টার দিকে উপজেলার বিদ্যাধনগর আপুইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রঞ্জু প্রামাণিক সদর উপজেলার ফাঁপোর ইউনিয়নের পশ্চিম পাটিতা পাড়া এলাকার আবুজাফর প্রামাণিকের ছেলে।

ফরিদপুর: ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সাব্বির আলী (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার মা মিমি বেগম (৫০)। গতকাল মোটরসাইকেলে মাকে নিয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মালিগ্রামের দিকে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

শনিবার, মার্চ ২২, ২০২৫ ■ চৈত্র ৮, ১৪৩১ বণিকবার্তা

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ভোলায় দুজন, বগুড়ায় দুজন রয়েছেন। এছাড়া নাটোর ও বরিশালে আরো দুজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৮ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বগুড়া: শেরপুর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় পথচারী ও ভটভটির এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ভটভটিতে থাকা অন্তত ২১ শ্রমিক। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার রণবীরবালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন খামারকান্দি ইউনিয়নের ঝাজর গ্রামের মৃত কছিম উদ্দিনের ছেলে হারুন অর রশিদ (৪৮) ও হোসনাবাদ গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমান প্রামাণিক হানিফ উদ্দিন (৩৬)।

শেরপুর থানা পুলিশ জানায়, একটি ট্রাক বগুড়ার ধুনট থেকে শেরপুর উপজেলায় যাচ্ছিল। পথে রণবীরবালা বশীর পাগলা মাজারের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা হানিফ নামের একজনকে চাপা দেয় ট্রাকটি। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী একটি ভটভটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাক ও ভটভটি উল্টে পথচারী হানিফ ও ভটভটিতে থাকা হারুন অর রশিদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন ভটভটিতে থাকা ২১ শ্রমিক।

আহত শ্রমিক মো. হারান জানান, তারা সকালে বাজির এলাকা থেকে ভটভটিতে ১৭ জন নারী ও পাঁচজন পুরুষ আলু তোলার কাজে শেরপুর উপজেলার কুসুম্বি যাচ্ছিলেন। এ সময় রণবীরবালা এলাকায় পৌঁছালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইনচার্জ বখতিয়ার উদ্দিন জানান, আহতদের উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মরদেহ হাইওয়ে ও থানা পুলিশ উদ্ধার করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ চৈত্র ১৪৩১, ২৪ মার্চ ২০২৫

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ তলা থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ১০ তলা থেকে পা পিছলে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নির্মাণশ্রমিকের নাম সাদিকুল ইসলাম। তার বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার মহিশালবাড়ী গ্রামে।

জানা গেছে, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ঈদুল ফিতরের জন্য গত বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ ঘোষণা হলেও কাজ চলছিল শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য নির্মাণাধীন একটি ১০ তলা ভবনের। ঐ ভবনের ১০ তলায় অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছিলেন সাদিকুল ইসলামও। কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোনো সেফটি বেল্ট বা নিরাপত্তা সহায়ক কিছু না থাকায় শনিবার বিকালে হঠাৎ পা পিছলে ১০ তলা থেকে নিচে পড়ে যান সাদিকুল। সহকর্মীরা সাদিকুলকে উদ্ধার করে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মাহবুবুর রহমান বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের ১০ তলা থেকে পা পিছলে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার, মার্চ ২৩, ২০২৫ ■ চৈত্র ৯, ১৪৩১ বণিক বার্তা

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজধানীর বঙ্গবাজার, রংপুর, দিনাজপুর ও শেরপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কুষ্টিয়া: জেলার মিরপুরে গরুবোঝাই ট্রাক, মোটরসাইকেল ও ভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান। নিহতরা হলেন গরু ব্যবসায়ী আরমান আলী (৫৫) ও মোটরসাইকেল আরোহী সজীব আহম্মেদ (২৫)। মিরপুর থানার ওসি মমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী গরুবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকচালকসহ চারজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে তিনজনের অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহতদের মধ্যে রাত ৯টার দিকে গরু ব্যবসায়ী আরমান আলী মারা যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে মোটরসাইকেলচালক সজীব আহম্মেদের মৃত্যু হয়।

বরিশাল: বাকেরগঞ্জে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল ভোরে উপজেলার রুহিতারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল ইসলামের বাড়ি গাজীপুরে। তিনি তরমুজ কিনে ঢাকায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

ঢাকা: রাজধানীর বঙ্গবাজারসংলগ্ন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার নামপরিচয় জানা যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। গতকাল বেলা পৌনে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শাহবাগ থানার এসআই মাহমুদ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রংপুর: মিঠাপুকুরে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে লালবাগ-ভেন্ডাবাড়ি সড়কের শুকুরেরহাট কাশিমবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু তালেব (৫৫) উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার ছিলেন।

দিনাজপুর: কাহারোলে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় মো. হামজা (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের দশমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ডাম্প ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিহত হামজা উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের দ্বীপনগর গ্রামের মো. সুমন আলীর ছেলে।

শেরপুর: ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। তাদের শেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শেরপুর সদর উপজেলার বাজিতখিলা বটতলী এলাকায় শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুসলিম মিয়া (৩০) ঝিনাইগাতী উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামের সহিজ উদ্দিনের ছেলে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মার্চ ২৫, ২০২৫ ■ চৈত্র ১১, ১৪৩১

সড়কে ঝরল দুই প্রাণ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নেত্রকোনা ও গাইবান্ধা

নেত্রকোনার পূর্বধলা ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।

গতকাল ভোর ৬টার দিকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের পূর্বধলা উপজেলার শ্যামগঞ্জ কুতুবপুর পালেরঘাট মোড়ে ট্রাকচাপায় মোশারফ হোসেন (৩২) নামে এক ইটভাটার শ্রমিক মারা যান। পুলিশ জানায়, ভোরে মোশারফ হোসেন মহাসড়কের কুতুবপুর পালের ঘাট মোড় পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-দিনাজপুর আঞ্চলিক সড়কে খলসী এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালবোঝাই ট্রাকে দ্রুতগামী আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দিলে হেলপার হাসান আলী (৩০) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। রোববার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত চালককে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১১ চৈত্র ১৪৩১
Tuesday 25 March 2025

৪ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ দুই জন, যশোরের অভয়নগরে সড়কের পাশের গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে এক কলেজছাত্র, বগুড়া সদরে ট্রাকের চাপায় এক অটোরিকশা চালক এবং বগুড়ার শেরপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের খবর—

বগুড়া : বগুড়া সদরে ট্রাকের চাপায় রঞ্জন হোসেন নামে এক ব্যাটারীচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। গত রোববার দুপুরে শহরের তিনমাথা-কাহালু সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রঞ্জন হোসেনের বাড়ি বগুড়া সদরের পাতিভাপাড়ায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ লোকজন ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে ভাঙচুর করেন। বগুড়া সদর থানার ওসি এসএম মঈন উদ্দিন জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২১ মার্চ ২০২৫, ৭ চৈত্র ১৪৩১

ফেনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ শ্রমিক আহত

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার পৌর শহরের বাঁশপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে আহত হয়েছেন দুই শ্রমিক। আহতরা হলেন নোয়াখালীর নুরুল হক (৪০) ও পূর্বছাগলনাইয়ার আলমগীর মিয়া (৪৮)। গত বুধবার দুপুরে ভবনের চতুর্থতলায় লোহার রড ওঠানোর সময় ভবনের সামনে থাকা ৬ ফিট দূরত্বে ৪২০ ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে বিদ্যুতায়িত হয়ে তারা আহত হন। আহত শ্রমিকদের ছাগলনাইয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নুরুল হককে ফেনী সদর হাসপাতালে ও গুরুতর আহত আলমগীর মিয়াকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জানা যায়, ২০১৬ সালে পৌরসভা থেকে বাণিজ্যিক ভবনের অনুমোদন নিয়ে কাজ শুরু করেন শাহাব উদ্দিন মজুমদার। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত বছরের শুরুতে ফের কাজ চালু করা হয়। নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনের একতলা কাজ শেষ হলেও বাকি চারতলার কাজ চলমান। ভবনের পাশেই ৪২০ ভোল্টের বিদ্যুতের তার থাকলেও কোনো ধরনের সেফটি ব্যবস্থা নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা জাহিদ জানান, বুধবার দুপুরে ভবনের চতুর্থতলায় লোহার রড ওঠানোর সময় ভবনের সামনে থাকা ফিলারের ৪২০ ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে অসাবধানতায় একটি রড লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিক আহত হন। গুরুতর আহত একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কন্টাক্টর জসিম উদ্দিন বলেন, 'আহত দুই শ্রমিক এখন শঙ্কামুক্ত আছেন। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ভবনের মালিক শাহাব উদ্দিন মজুমদার বলেন, 'অসাবধানতাবশত রডের সঙ্গে বিদ্যুতের তার লেগে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজন আহত হয়েছে। আমি তাদের চিকিৎসার জন্য টাকা দিয়েছি। প্রয়োজনে আরও দেব।' ভবনের সেফটি ব্যবস্থা না থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আগে ছিল। পরে চোর ও মাদকাসক্তরা খুলে নিয়ে গেছে।'

ছাগলনাইয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, 'খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মালিকপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে কল দিলেও রিসিভ করেননি। এ ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবল চাকমা বলেন, 'ঘটনাটি আমি জানি না। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

ইত্তেফাক
শনিবার
১৫ চৈত্র ১৪৩১, ২৯ মার্চ ২০২৫

বনানীতে বাস উলটে ৪২ পোশাক শ্রমিক আহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর বনানীতে চলন্ত বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং বাস উলটে ৪২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টায় নেভি হেডকোয়ার্টার ও আর্মি স্টেডিয়ামের মধ্যবর্তী স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বনানী থানার ওসি রাসেল সরোয়ার জানান, পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বহন করতে কোম্পানি থেকে বাসটি দেওয়া হয়েছিল। সকালে কর্মীদের নিয়ে গাজীপুরে কারখানার উদ্দেশে রওনা দিলে বনানীতে এই দুর্ঘটনার শিকার হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ সেখানে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে। সাত জন গুরুতর আহত হন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করছে মালিকপক্ষ। আহত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন—রাশেদা (২৮), মাইনুর খাতুন (৩৫), লাকি আক্তার (৩৫), পারভিন (৩৪), নিলুফা (৩০), হুসনে আরা (৩৫), ও রাশেদা (৩১)।

বাসের এক শ্রমিক জানান, 'গাড়িটিতে নতুন চালক দেওয়া হয়েছে। সে খুব দ্রুত গাড়ি টানছিল। এ সময় বাসে থাকা অন্যরা বারবার সতর্ক করলেও চালক তাতে কান দেননি। এরপর আইল্যান্ডে বাড়ি খেয়ে গাড়িটি উলটে যায়।

উদ্ধারকারী অ্যাপারেলস লিমিটেডের কর্মকর্তা ফয়সাল আহমেদ জানান, আহত ঐ সাতজনকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের চিকিৎসার ব্যয় কোম্পানি থেকে বহন করা হচ্ছে।

আহত একজন শ্রমিকের স্বামী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার স্ত্রীর কয়েকটি আঙুল কাটা পড়েছে। তারও পর্যাপ্ত চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়নি। মালিকের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ আশা করি।'

রোববার, মার্চ ৩০, ২০২৫ ■ চৈত্র ১৬, ১৪৩১ বণিক বার্তা

বরগুনায় তিন ভাইসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বরগুনার পাথরঘাটায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন ভাই নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষ্মীপুরে মা-ছেলের প্রাণহানি হয়েছে। গাইবান্ধা, পাবনা ও সুনামগঞ্জে নিহত হয়েছে আরো তিনজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

লক্ষ্মীপুর: বাসের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীরহাট সড়কের কাচারিবাড়ি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল সকালে সদর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ঝলক মোহন্ত বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহতরা হলেন যুঁথী বেগম (২২) ও তার দেড় বছরের ছেলে শিহাব। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন যুঁথীর স্বামী শরীফ, ভাগ্নে রাজা (২২) ও অটোরিকশাচালক। তবে চালকের পরিচয় জানা যায়নি। তারা সবাই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতের পরিবার জানায়, রাত ১টার দিকে হঠাৎ করেই যুঁথী বুক ব্যথা অনুভব করেন। তার স্বামী শরীফ একটি অটোরিকশায় যুঁথীসহ ছেলে শিহাব ও তার ভাগ্নে রাজাকে নিয়ে সদর হাসপাতালে রওনা দেন। কাচারিবাড়ি নামক স্থানে শাহী পরিবহনের একটি বাস জোনাকি পরিবহনের বাসকে ওভারটেক করছিল। এ সময় অটোরিকশাকে চাপা দেয় শাহী পরিবহনের বাস। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

ইত্তেফাক
রবিবার
১৬ চৈত্র ১৪৩১, ৩০ মার্চ ২০২৫

ঝিনাইদহে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টর চালক নিহত

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাটি বোঝাই ট্রাক্টরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টরের চালক ভোলা মিয়া নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার সাবদারপুর রেল স্টেশনের ২০০ গজ দূরে সোয়াদী গ্রামের রেলগেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ের মোবারকগঞ্জের সহকারী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম জানান, রাত ১২টার দিকে সোয়াদী গ্রাম থেকে একটি মাটিবোঝাই ট্রাক্টর সাবদারপুরের দিকে যাচ্ছিল। সোয়াদী গ্রামের রেলগেটে পার হওয়ার সময় ট্রাক্টর বিকল হয়ে যায়। সেসময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুমড়েমুচড়ে বিকল হয়ে যায় ট্রাক্টরটি। এ সময় ট্রাক্টরে থাকা চালক ভোলা মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তার লাশ উদ্ধার করে যশোর নিয়ে যায় রেলওয়ে পুলিশ। নিহত ভোলা মিয়া চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার গয়েশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ মার্চ ২০২৫,

শ্রম ভবনের সামনে কর্মসূচির সময় অসুস্থ হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে বেতন-ভাতার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে অসুস্থ হয়ে রাম প্রসাদ সিং (৪০) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাম প্রসাদ সিং গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়াং ওয়ান্স (বিডি) লিমিটেডের সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর সহকর্মী মোস্তফা ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, বকেয়া বেতন ও আইনানুগ পাওনার দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন ওই কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আন্দোলন চলাকালে গতকাল হঠাৎ রাম প্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাম প্রসাদ সিংয়ের বাড়ি ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায়। তিনি গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।

শনিবার, মার্চ ২৯, ২০২৫ ■ চৈত্র ১৫, ১৪৩১ বণিক বার্তা

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কুষ্টিয়া ও গাজীপুরে চারজন রয়েছেন। এছাড়া চাঁদপুর ও সাতক্ষীরায় আরো দুজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কুষ্টিয়া : শহরের বাইপাস এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলচালক আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (৩৮)। গতকাল সকাল ১০টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কে বাইপাস গোলচত্বরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শহরের গোশালা রোডের বাসিন্দা আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর স্ত্রী ইতি খাতুন (২৮) ও তার তিন বছরের ছেলে আহনাফ ইব্রাহিম।

কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জয়দেব কুমার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বগুড়ার কর্মস্থল থেকে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ঈদের ছুটিতে মোটরসাইকেলে কুষ্টিয়া ফিরছিলেন আব্দুল কাদের। কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের বাইপাস এলাকায় পৌঁছলে মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মা-ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

গাজীপুর : দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে গাজীপুর সদর উপজেলার হোতাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে একজনের নাম রাজু ও অন্যজন জিয়া। এদের একজন পিকআপের চালকের সহকারী, অন্যজন মুরগি ব্যবসায়ী। আহত হয়েছেন পিকআপটির চালক।

সালনা হাইওয়ে থানার ওসি সালেহ আহমদ জানান, দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ময়মনসিংহগামী মুরগিবাহী একটি পিকআপকে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মুরগিবাহী পিকআপের হেলপার ও ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। এছাড়া পিকআপচালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

চাঁদপুর : জেলার কচুয়ায় একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে হাজীগঞ্জ-কচুয়া-গৌরীপুর সড়কের সাচার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মেহেদী হাসান হাজীগঞ্জ পৌরসভার কংগাইশ পূর্বপাড়া বড় হাজি বাড়ির আবু কালামের ছোট ছেলে।

সাতক্ষীরা : বাসের ধাক্কায় মাহিন্দ্রার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাতক্ষীরা শহরের কাছে বিনেরপোতা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামীনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (৪০) আশাশুনি উপজেলার সাইহাটি গ্রামের মৃত ডা. শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জির ছেলে। আহতরা হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির বড় ভাই মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি (৫৬) ও সুশান্ত বিশ্বাস (৩২)। মাহিন্দ্রাচালককেও আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন স্থানীয়রা।

আহত মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি জানান, তারা দুই ভাই সকালে একটি মাহিন্দ্রায় সাতক্ষীরা থেকে পাটকেলঘাটায় যাচ্ছিলেন। পথে শহরের কাছাকাছি বিনেরপোতা এলাকায় পৌঁছলে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি বাস মাহিন্দ্রাটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় মাহিন্দ্রা উল্টে রাস্তার ওপর পড়ে গেলে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৫ চৈত্র ১৪৩১, ২৯ মার্চ ২০২৫

গৌরীপুরে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে চালক আহত

■ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

জামালপুর থেকে চট্টগ্রামগামী আন্তঃনগর বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রেনের সহকারী চালক হাফিজুর রহমান আহত হয়েছেন। পরে ময়মনসিংহ থেকে রিলিফ ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিকল্প সহকারী চালক এনে ট্রেনটি চালু করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১টা ৪ মিনিটে গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।

আহত ট্রেনের সহকারী চালক হাফিজুর রহমান জানান, ট্রেনটি রাত ১১টা ৩ মিনিটে গৌরীপুর স্টেশন থেকে ছাড়ার ১ মিনিটের মধ্যেই তিন যুবক ট্রেনের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তখনো ট্রেনটি সিগন্যাল পার হয়নি। এ সময় তিনি ইঞ্জিনের জানালা বন্ধ করতে গেলে পাথরের আঘাতে তার ঠোঁট-মুখ ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান চালক এনামুল কবির ট্রেনটি থামিয়ে গৌরীপুর স্টেশনে ফিরে আসেন। সেখানে আহত সহকারী চালককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ট্রেনের পরিচালক আমিনুল ইসলাম জানান, ট্রেনটি ১৫টি বগিতে প্রায় ৫০০ জন যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। প্ল্যাটফরম পার হওয়া মাত্রই ১৫/২০ বছরের তিনটি ছেলে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করে। এতে সহকারী চালক হাফিজুর রহমান আহত হয়েছেন। গৌরীপুর রেলওয়ে থানার উপসহকারী ইনসপেক্টর মঞ্জুরুল হক জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। আসামি ধরার চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর | শনিবার ২৯ মার্চ ২০২৫
১৫ চৈত্র ১৪৩১

ঈদের ছুটিতে ফিরছিলেন বাড়ি

কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাবা-মেয়ে নিহত, হাসপাতালে মা

যুগান্তর ডেস্ক

ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বাবা-মেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন মা। বৃহস্পতিবার নাটোরের লালপুর উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের গোধড়া এলাকায় পাবনা-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া তিন স্থানে নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে পথচারী, গাজীপুরে ব্যবসায়ীসহ দুজন এবং বগুড়ায় যুবদল সদস্যসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

যুবদল সদস্যসহ তিন স্থানে ঝরল ৫ প্রাণ

লালপুর (নাটোর) : নিহতরা হলেন বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার কইপাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে শাহরিয়ার আলম ও তার দুই বছরের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন শাহরিয়ারের স্ত্রী আয়শা আক্তার রুমি ও কারচালক। তবে চালকের পরিচয় জানা যায়নি। তারা বনপাড়া পাটোয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যশোর থেকে বগুড়াগামী কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা খায়। এতে কারটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে চালকসহ একই পরিবারের ওই তিনজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। আহত শাহরিয়ারের স্ত্রী ও গাড়ি চালক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চালক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

জয়দেবপুর (গাজীপুর) : সদর উপজেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় নিহতরা হলেন রাজু ও জিয়ারুল। নিহতদের মধ্যে একজন হেলপার ও আরেকজন ব্যবসায়ী। শুক্রবার হোতাপাড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সানপাওয়ার সিরামিকস কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়া : নিহতরা হলেন বগুড়ার দুপচাঁচিয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কৈটপাড়ার মৃত ময়েজ উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে ও উপজেলা যুবদল সদস্য রফিকুল ইসলাম এবং সারিয়াকান্দি উপজেলার হাটফুলবাড়ি ইউনিয়নের ছাগলধরা গ্রামের জসিম উদ্দিনের স্ত্রী বকুল বানু। দুর্ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার জয়পুরহাট সদর উপজেলার হিমছি এলাকায় যাওয়ার পথে রফিকুল এবং সারিয়াকান্দি উপজেলার চৌকিবাড়ি গ্রামের সুখদহ নদীর ওপর নির্মিত সেতুতে বকুল বানু নিহত হন।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরে বাসচাপায় পথচারী আতাউর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বন্দরের জাঙ্গাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আতাউর জাঙ্গাল এলাকার মৃত চাঁন মিয়ার ছেলে।

যুগান্তর | শনিবার ১ মার্চ ২০২৫, ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১

গাজীপুরে চালকের গলা কেটে অটোরিকশা ছিনতাই

দুইজন গ্রেফতার

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে চালকের গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনার একদিনের মধ্যে রহস্য উদঘাটন করে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গাজীপুর। শুক্রবার দুপুরে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ জানান, গাজীপুর মেট্রো সদর থানাধীন ধীরাশ্রমের রাহাপাড়ার কলের বাজার টু ধীরাশ্রমগামী পাকা রাস্তার পাশে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্য চালক হাবিবুর রহমানকে হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামিদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো—নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা থানার কাকুড়ার হযরত আলীর ছেলে রবিন মিয়া (১৫) ও পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার সোনাহার তেলীপাড়ার মৃত শুক্কুর আলীর ছেলে মিজানুর রহমান (৩১)। প্রথমে আসামি মিজানকে বুধবার ঢাকার তুরাগ থানার উত্তরা ১০নং সেক্টরের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে একই দিন রাত সোয়া ১২টার দিকে রবিনকে জিএমপির পুবাইলের মেঘডুবি মিয়াপাড়ার বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরও জানান, ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুমান সকাল পৌনে ৮টার দিকে ধীরাশ্রমের রাহাপাড়াস্থ পাকা রাস্তায় কালভার্টের নিকট অটোরিকশাচালক হাবিবুর রহমানের (৪২) গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়। জিএমপি সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহতের ভাই জালাল উদ্দিন বাদী হয়ে সদর মেট্রো থানায় একটি মামলা করেন। পিবিআই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করে।

পিবিআইয়ের মোস্তফা কামাল ও পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদের দিকনির্দেশনায় মামলাটি তদন্ত করেন উপ-পুলিশ পরিদর্শক সুমন মিয়া। আসামিরা নিজের দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। এছাড়া পলাতক অন্য আসামি গ্রেফতারে অভিযান চলমান রয়েছে বলে জানান তদন্ত কর্মকর্তা সুমন মিয়া।

দেশ রূপান্তর | শনিবার, ১ মার্চ ২০২৫,

খিলগাঁওয়ে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর খিলগাঁও খিদমাহ হাসপাতালের সামনে মো. সেলিম (৪২) নামে একজনকে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

সেলিম পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার মাচুয়াখালি গ্রামের আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে। তিনি খিলগাঁও এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

আহত সেলিমের প্রতিবেশী মো. হাবিব জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে খিদমাহ হাসপাতালের সামনে মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং চেতনানাশক মাদক সেবন করিয়ে তার কাছে থাকা অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে খবর পেয়ে প্রথমে তাকে খিদমাহ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি দেন।

ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, ওই অটোরিকশা চালককে জরুরি বিভাগে আনা হলে ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে। ছিনতাইয়ের বিষয়টি খিলগাঁও থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

যুগান্তর | শনিবার ১ মার্চ ২০২৫, ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১

রিকশাচালককে জুতাপেটা সমাজসেবা কর্মকর্তার

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর পবা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাহিদ হাসান রাসেল এক রিকশাচালককে জুতা ও লাঠিপেটা করেছেন। এ সংক্রান্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে রীতিমতো চলছে তোলপাড়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, কেবল ওই কর্মকর্তা জুতাপেটা করেই ক্ষান্ত হননি চালককে লাঠি দিয়েও প্রহার করেছেন। শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি ভাইরাল হলেও ঘটনাটি ঘটে ২ ফেব্রুয়ারি। ফুটেজে দেখা যায়, একটি রিকশায় চড়ে জাহিদ হাসান বাসার সামনে নামেন এবং ৩০ টাকা ভাড়া দেন। তখন ওই রিকশাচালক তাকে বলেন, 'বলে উঠবেন' (ভাড়া ঠিক করে)। এ সময় জাহিদ বলেন, 'বলে উঠবোনি; কিন্তু ভাড়া ৩০ টাকার বেশি কেউ চায় না।' এ সময় রিকশাচালক কিছু একটা বলেন। তখন জাহিদ বলেন, '...আরেকবার বলতেছো কেন? আরেকবার বল।' এরপরই তিনি জুতা দিয়ে রিকশাচালকের মাথায় ও গালে মারতে থাকেন।' পরে তিনি লাঠি নিয়ে রিকশাচালককে মারতে থাকেন।

এ ব্যাপারে কর্মকর্তা জাহিদের মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ধরেননি। তবে পবা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে খোলা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জাহিদ নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, 'আমি জাজেস কোয়ার্টার কাল্গুনির তিনতলায় থাকি। রাজশাহীর লক্ষীপুর থেকে বাসার গেটে এসে ৩০ টাকা ভাড়া দিয়েছি। সে আরও ১০০ টাকা লুঙ্গি কিনতে চায়। আমি তাকে নাই বলে নিষেধ করি। সে বারবার বলে। শেষে ভাড়া দিয়ে নেমে আসার সময় আমাকে গালি দিলে আমি পরবর্তী ঘটনা ঘটাই।

জাহিদ হাসানের স্ত্রী রাজশাহীর একজন বিচারক। নগরীর রাজপাড়া থানা এলাকার ওই কোয়ার্টারে বিচারকরা পরিবারসহ থাকেন। ওই ঘটনার ফুটেজ একজন বিচারক তার ব্যক্তিগত সিসি ক্যামেরা থেকে ফাঁস করেছেন বলে জাহিদ হাসান দাবি করেন।

পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরাফাত আমিন আজিজ বলেন, বিষয়টা দুঃখজনক। সমাজসেবা অফিস অন্য ডিপার্টমেন্টে। তারপরও বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

রাজপাড়া থানার ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, এ রকম কোনো বিষয় তার জানা নেই। রিকশাচালক কোনো অভিযোগ করেননি।

২৪/০৬ ২০২৫

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

অটোরিকশায় ধাক্কা লাগায় চালককে পিটিয়ে হত্যা

সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

কুমিল্লা প্রতিনিধি

লালমাইয়ে অটোরিকশায় ধাক্কা লাগার জেরে ওমর ফারুক মজুমদার (৪৫) নামের অটোচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার ফয়েজগঞ্জে এমআর সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে কুমিল্লা-নোয়াখালী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নিহতের স্বজন, এলাকাবাসী ও অটোচালকরা। এতে ওই সড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নিহত ফারুক নাঙ্গলকোট উপজেলার ...াদ্রা ইউনিয়নের লুধুয়া এলাকার আবদুল ...ারেক মজুমদারের ছেলে।

...ালমাই থানার ওসি শাহ আলম বলেন, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ফারুককে পিটিয়ে আহত করা হয়। পরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

রানীশংকৈলে ভুট্টাখেত থেকে নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার

রানীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) সংবাদদাতা

রানীশংকৈল উপজেলার ভবানন্দপুর এলাকার একটি ভুট্টাখেত থেকে এক নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম খায়রুল ইসলাম (৬০)। শনিবার সকালে পুলিশ উপজেলার মধ্য ভবানন্দপুর গ্রামের বামুনপাড়ার সামসউদ্দিনের হাস্কিং মিলের অদূরে একটি ভুট্টাখেত থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খায়রুলের লাশ উদ্ধার করে। খায়রুল মধ্য ভবানন্দপুর গ্রামের আশিরউদ্দিনের ছেলে এবং নেকমরদ বাজারের একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন।

সুরতহাল শেষে রানীশংকৈল থানা ওসি আরশেদুল হক, তার হাত-পা বাঁধা ছিল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে মারপিটের ক্ষত চিহ্ন আছে। সুরতহাল শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

রাজশাহীতে চালককে খুন করে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ছিনতাই গ্রেফতার ৪

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহীতে চালককে খুন করে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রাতে রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মোহনপুর থানা-পুলিশ যৌথভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন, মোহনপুর উপজেলার তিলাহারী পূর্বপাড়ার লায়েক আলীর ছেলে হাবিবুর রহমান আরিফ (২৬), পশ্চিমপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে শয়ন ইসলাম (২৮), রাজশাহী মহানগরীর বুলনপুর ঘোষপাড়ার দিপক সাহার ছেলে দেবাশীর্ষ সাহা (২২) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলীনগর বুধপাড়ার সাম মোহাম্মদের ছেলে আনোয়ার হোসেন (৩০)।

পুলিশ জানায়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মোহনপুর উপজেলার বড়াইল গ্রামের একটি পুকুর থেকে আব্দুল মালেক (৪২) নামের এক ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে মোহনপুর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়। পরে খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

মোহনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, গত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন ভ্যানচালক মালেক। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে আসামিরা কোমল পানীয়র সঙ্গে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। এরপরও আব্দুল মালেকের ঘুম না আসলে তারা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে। এরপর তার ভ্যান ছিনতাই করে নিয়ে বিক্রি করে। মূলত ঐ ভ্যানের জন্যই আব্দুল মালেককে খুন করা হয়। ওসি আরো জানান, অভিযান চালিয়ে ছিনতাই করা ব্যাটারিচালিত ভ্যান উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর আসামিরা এই খুনের বিষয়ে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতেও রাজি হয়েছে। শনিবার বিকালেই তাদের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

সাভারে ট্রাকের হেলপারকে কুপিয়ে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম ইউসুফ (১৮)। তিনি ট্রাকের হেলপার ছিলেন বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার সকালে সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সবুজ ঐ যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। শুক্রবার রাতে সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের যাদুরচর এলাকা থেকে ঐ যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত ইউসুফ ফরিদপুর এলাকার বাসিন্দা। সে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এবং ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সবুজ জানান, নিহতের মাথায় ও শরীরে ধারালো আঘাতের চিহ্ন ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সাভার সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহীনুর কবির বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ঐ যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।'

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Sunday 2 March 2025

গাজীপুর ও কুড়িগ্রামে দুই অটো চালক খুন

সংবাদ রিপোর্ট

গাজীপুর সদর উপজেলায় ইয়াসিন রানা (২৩) নামে এক অটোচালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকালে সদর উপজেলার সিংড়াতলী এলাকার গজারি বনের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গাজীপুর জেলা বার্তা পরিবেশক জানিয়েছেন, নিহত ইয়াসিন কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার সুতারপাড়া এলাকার ওসমান গণির ছেলে। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলার শিরিরচালা এলাকার মনাফের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

নিহতর পরিবারের লোকজন জানায়, 'প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হন ইয়াসিন। তবে রাতে তিনি বাসায় ফেরেননি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। পরে শনিবার সকালে স্থানীয়রা গজারি বনের ভেতর তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।

জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম সংবাদকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এ

গাজীপুর ও কুড়িগ্রামে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ঘটনায় অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

নাগেশ্বরীতে জমি থেকে অটো চালককের লাশ উদ্ধার

নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি জানিয়েছে, নাগেশ্বরীতে জমি থেকে অটোচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল উপজেলার নেওয়াশী ইউনিয়নের হিরারভিটায় একটি ধানখেত থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়।

অটোচালক বেলাল হোসেনের বাড়ী ফুলবাড়ী উপজেলার খোঁচাবাড়ী গ্রামে। সে ওই এলাকার নুরনবী মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, স্থানীয় কৃষকরা সকালে জমিতে কাজ করতে গেলে সেখানে একটি লাশ পরে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহতের মামা ফরিদুল ইসলাম জানান, শুক্রবার তার ভাগ্নে অটো নিয়ে বের হয়ে রাতে আর ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুজি করেও সেদিন আর তাকে পাওয়া যায়নি। সকালে একটি ধানখেতে তার লাশ পাওয়া গেল।

নাগেশ্বরী থানা ওসি রেজাউল করিম রেজা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি কুড়িগ্রাম মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামী গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

রবিবার ॥ ২ মার্চ ২০২৫
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

মৎস্য ঘেরের বিরোধে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলায় মৎস্যঘের নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের মারপিটে মহিউদ্দিন মহারাজ (৫০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহতের ভাই শওকত আলী জোমাদ্দার (৫৫)। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গতকাল সকালে মোরেলগঞ্জ হাসপাতাল এলাকা থেকে মিজানুর রহমান নামে সাবেক এক সেনা সদস্যকে আটক করছে পুলিশ। ওসি রাকিবুল হাসান জানান, শুক্রবার দুপুরে জিউধরা ইউনিয়নের লক্ষীখালী পুলিশ ফাঁড়ির সামনে একটি মৎস্যঘেরের বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হন কৃষক মহারাজ ও তার ভাই শওকত আলী। পরে তাদের মোংলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে রাত ৩ টার দিকে মহারাজ মারা যান। গতকাল সকালে নিহতের মরদেহের ময়নাতদন্ত বাগেরহাট ২৫০ বেড হাসপাতালে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২ মার্চ ২০২৫

চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই

গাজীপুর প্রতিনিধি

জয়দেবপুরে ইয়াসিন রানা (২৩) নামে এক চালককে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত রানার বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ থানায়। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলার শিরিরচালা এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, শুক্রবার সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে আর বাসায় ফিরেননি। গতকাল সকালে স্থানীয়রা সিংড়াতলী এলাকার গজারি বনের ভিতর তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জয়দেবপুর থানার ওসি আবদুল হালিম জানান, পুলিশ হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 5 March 2025

কেরানীগঞ্জে অপহৃত শ্রমিক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৬

প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা)

ঢাকার কেরানীগঞ্জে মুক্তিপণের দাবিতে অপহৃত ব্যক্তি উদ্ধার ও অপহরণ চক্রের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-১০। গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে সৈকত সরকার (২৩), শিহাব রহমান সিন (২১), মো. সজিব (৩০), মোসাম্মৎ কুলসুম (২১), মো. রাসেল (৩০) ও মো. মেহেদী হাসান (২৮)। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজেন্দ্রপুরে র‌্যাব-১০ এর সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

র‌্যাব-১০ এর কোম্পানি কমান্ডার তানভীর আহমেদ শিথিল জানান, রাজধানী শ্যামপুর থানার জুরাইন এলাকার বেকারি শ্রমিক মো. আলাল মিয়ার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে অপহরণকারী চক্রের সদস্য কুলসুম। এই সূত্র ধরে গত ৬ জানুয়ারি বিকেলে আলাল মিয়াকে একটি সিএনজি যোগে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলে কেরানীগঞ্জের গদারবাগে নিয়ে আসেন। এবং তাকে একটি ঘরে আটকে রাখেন। পরে ওই রাতেই ভুক্তভোগীর মাকে ফোন দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করে চক্রের সদস্যরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে চালককে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনতাই

গাছ থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে চালককে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকালে সদর উপজেলার সিংড়াতলী এলাকার গজারি বনের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ইয়াসিন রানা কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার সুতারপাড়া এলাকার ওসমান গণির ছেলে। গাজীপুর সদর উপজেলার শিরিরচালা এলাকার মনাক্কের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ইয়াসিন।

পরিবারের লোকজন জানায়, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হন ইয়াসিন। রাতে তিনি বাসায় ফেরেননি। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায়নি পরিবারের লোকজন। পরে গতকাল সকালে স্থানীয়রা গজারি বনের ভেতরে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।

জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ছিনতাইকৃত অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে গতকাল গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন পশ্চিম খোলাপড়া এলাকায় বটগাছের ডালে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের (৩২) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কোনাবাড়ী থানার এসআই অজয় চন্দ্র রায় বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ঐ যুবক আত্মহত্যা করেছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৩ মার্চ ২০২৫
২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

বিএনপির সংঘর্ষে আহত রিকশাচালকের মৃত্যু

চিকিৎসায় বাধা, মামলা নিচ্ছে না পুলিশ

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীতে বিএনপির দুগ্রুপের সংঘর্ষের সময় ছুরিকাঘাতে রিকশাচালক গোলাম হোসেন রকি গুরুতর আহত হলে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরদিন গোলাম হোসেনের স্ত্রী পরিবানু বেগম মামলা করতে আরএমপির বোয়ালিয়া থানায় গেলেও তা নেওয়া হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর বুধবার এমন অভিযোগ করেছেন নিহতের স্ত্রী। তবে পুলিশ বলছে তারা অভিযোগ পায়নি। কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না রকি। রিকশা চালিয়ে সংসার চালাতেন। পরিবার নিয়ে নগরীর দড়িখড়বোনা রেললাইনের পাশে টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

রকির স্ত্রী পরিবানুর দাবি কয়েকদিন আগে এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৮ মার্চ রাতে বিএনপির দুগ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের একপক্ষে ছিলেন মহানগর মহিলা দলের সহ-ক্রীড়া সম্পাদক লাভলী খাতুনের অনুসারীরা। অন্যপক্ষে ছিলেন মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব মারুফ হোসেনের অনুসারীরা।

সংঘর্ষের সময় রকি বাসায় যাচ্ছিলেন। তখন দড়িখড়বোনা মোড়ে বিএনপির একটি গ্রুপ তাকে ছুরিকাঘাত করে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান। ময়নাতদন্তের পর বুধবার রকির লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

রকি আহত থাকা অবস্থায় পরিবানুর দেওয়া অভিযোগ গ্রহণ না করার অভিযোগের বিষয়ে বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাক হাসান বলেন, এ রকম কোনো অভিযোগ তিনি দেখেননি। রকির মৃত্যুর পর পরিবানু থানায় এসেছিলেন। পরে চলে গেছেন। মামলা নেওয়ার জন্য তাকে ডাকা হয়েছে। লাশ দাফনের পর হয়তো আসবেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 18 March 2025

আড়াইহাজারে গার্মেন্টস কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

প্রতিনিধি, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের কালিবাড়ি এলাকায় সামসুন্নাহার চৈতি নামে এক গার্মেন্টস কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে। ঘটনার পর থেকেই নিহতের স্বামী ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার সাইফুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। নিহত চৈতি একই গ্রামের সামসুদ্দিনের মেয়ে। তারা কালিবাড়ি এলাকার মাছুম মিয়ার ভাড়াটিয়া এবং স্থানীয় একটি গার্মেন্টসের শ্রমিক।

আড়াইহাজার থানার ওসি এনায়েত হোসেন জানান, নিহতের বাম হাতে কাটা দাগ রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাকে দৈহিক নির্যাতন করে ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। আপাতত জিডি মূলে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি এই ঘটনায় করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সমকাল
শুক্রবার ১৪ মার্চ ২০২৫

কারখানায় ১৩ শ্রমিক অসুস্থ, তদন্ত কমিটি

■ ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ত্রিশালে জেওসি বিডি নামে একটি পোশাক কারখানায় ১৩ শ্রমিক গত বুধবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে ১০ জন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রামপুর ইউনিয়নের বীররামপুর এলাকায় জেওসি বিডি গার্মেন্টস কোম্পানি লিমিটেড। প্রতিদিনের মতো গত বুধবারও সুস্থভাবেই কাজ করছিলেন কারখানার শ্রমিকরা। বেলা ১১টার পর হঠাৎ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। সন্ধ্যার পর থেকে বাড়তে থাকে শ্রমিকদের অসুস্থতার মাত্রা। অচেতন হয়ে পড়া অবস্থায় লিপি আক্তার, আবু বকর সিদ্দিক, মো. মামুন, মোসা. সুবর্ণা, মোসা. ইতি, মাহবুবুর রহমান, মোসা. নুরুন নাহার, সাথী, মিম, সালমা, তাহমিনা আক্তার অপর্ণা, স্মৃতি ও তানজিলা নামে ১৩ জনকে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তাদের মধ্যে ১০ জন শ্রমিক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। কমিটিকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন শ্রমিকরা জানান, বুধবার সকাল ৭টায় কারখানায় কাজ শুরু হলেও বেলা ১১টার পর হঠাৎ এক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুপুরের পর আরও কয়েকজন এবং ইফতারের পর আরও কয়েকজন অচেতন হয়ে পড়ে যেতে থাকলে রাত ১০টার পরিবর্তে ৮টার দিকে কারখানার সব শ্রমিককে ছুটি দেওয়া হয়। অচেতন হয়ে পড়া সবাইকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

কারখানার সেকশন ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের ভাষ্য, কাজের চাপ একটু বেশি ছিল। রোজায় অনেকের শরীর দুর্বল ছিল। এ কারণে হয়তো শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. এমদাদ উল্লাহ খান বলেন, শ্রমিকদের মাথা ঘুরাচ্ছিল, ঝিমঝিম করছিল তাদের শরীর এবং ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, 'মাস সাইকোলজিক্যাল ইলনেস' থেকে শ্রমিকদের এমনটি হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক আহমাদ মাসুদ জানান, শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বৃহস্পতি ও শুক্রবার কারখানাটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। প্রতিবেদনের আলোকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 4 March 2025

বাঁশখালীতে ছুরিকাঘাতে অটোচালক খুন

প্রতিনিধি, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে জাহিদুল ইসলাম (২০) নামে এক অটোরিকশা চালক খুন হয়েছে। গত শনিবার রাত ১০ ঘটিকায় সরল ইউনিয়নের বেড়িবাঁধসংলগ্ন কানুনগোখীল ব্রিজ এর পূর্ব পাশে এ ঘটনাটি ঘটে।

• নিহত জাহিদুল ইসলাম বাঁশখালী পৌরসভা ১নং ওয়ার্ড ভাদালিয়া গ্রামের বাচুর বাপের বাড়ির মৃত হাবিব উল্লাহর ছেলে।

জানা যায়, নিহত জাহিদুলের পিতা হাবিব উল্লাহ দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২ মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের হাল ধরতে সেই রিকশা চালায়। রিকশা চালিয়েই পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল।

এলাকার মানুষের ধারণা রিকশা ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরেই তাকে খুন করা হয়েছে। কয়েকজন পথচারী নিহত জাহিদুল ইসলামকে পড়ে থাকতে দেখে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসে।

বাঁশখালী থানাপুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করেছে।

সমকাল

শুক্রবার । ১৪ মার্চ ২০২৫

'দোকান কর্মচারীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

রৌমারীতে ইসলাম উদ্দিন নামে এক দোকান কর্মচারীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ উঠেছে। এতে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে একটি চক্র। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রৌমারী থানায় জিডি করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা।

অপহরণের শিকার দোকান কর্মচারী ইসলাম উদ্দিন শৌলমারী ইউনিয়নের বাউশমারী এলাকার আকবর আলীর ছেলে। আকবর আলী জানান, ৯-১০ বছর ধরে রৌমারী বাজারের কদম আলীর হার্ডওয়্যারের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে আসেছন ইসলাম উদ্দিন। প্রতিদিনের মতো গত ১০ ফেব্রুয়ারি ওই দোকানে কাজের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ি থেকে বের হন তিনি। রাতে বাড়িতে ফেরার কথা থাকলেও আর ফেরেননি। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন স্বজন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সন্ধান মেলেনি তাঁর। তবে ১০, ১১ ও ১২ মার্চ ০১৮৫২২০৪৩৩৯ এই মোবাইল নম্বর থেকে কল করে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে চক্রটি।

আকবর আলী বলেন, 'দ্রুত টাকা না পাঠালে ছেলেকে নির্যাতন করে প্রাণনাশের হুমকি দেয় চক্রটি। আমরা গরিব মানুষ, কোথায় থেকে এত টাকা পাব?' এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিকেলে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

রৌমারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কর্মকর্তা নন্দলাল চৌধুরী বলেন, এ ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২০ মার্চ ২০২৫
৬ চৈত্র ১৪৩১

শ্রীপুরে কারখানায় অস্ত্রের মুখে ডাকাতি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে একটি ইন্টারলাইনিং কারখানায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতদল সীমানা প্রাচির টপকে ভেতরে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার কেবল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি লুট করে নিয়েগেছে। মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের বেকাসহরা এলাকার মাওনা বরমী সড়কের পাশে ইকোট্রিমস বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানায় এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

কারখানার ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান জানান, ৯ থেকে ১০ জনের একটি ডাকাতদল সীমানা প্রাচির টপকে ভেতরে ঢুকে কারখানার দায়িত্বে থাকা তিন নিরাপত্তাকর্মীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে ফেলে। পরে কারখানাটির ইউটিলিটি ভবনের দুটি দরজার তালা ভেঙে সাড়ে ৬০০ মিটার ৩০০ আরএম কেবল, ওয়েল্ডিং মেশিন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পিকআপ ভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ন-১৯-৭৪৭৮) ভরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছার আগেই ডাকাতদল পালিয়ে যায়।

সংবাদ

শনিবার ৮ চৈত্র ১৪৩১
: Saturday 22 March 2025

লিবিয়ায় দালাল চক্রের নির্যাতনে শিবচরের যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শিবচর (মাদারীপুর)

ইতালি যাওয়ার জন্য দালালের খপ্পরে পড়ে লিবিয়ার বন্দিশালায় নির্যাতনের শিকার হয়ে মাদারীপুরের শিবচরের সজিব সরদার নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে পরিবারের সাথে শেষ কথা হয় তার। পরে গত বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছায়। নিহত সজিব উপজেলার নিলখী ইউনিয়নের বাগমারা গ্রামের চাঁন মিয়া সরদারের ছেলে। গত ৪ মাস আগে মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া এলাকার বোরহান বেপারীর মাধ্যমে ১৫ লাখ টাকা চুক্তিতে ইতালি যাওয়ার কথা হয় তার। তবে বোরহান বেপারী সরাসরি ইতালি না নিয়ে লিবিয়ায় নিয়ে যায় তাকে। একই সাথে তার চাচাতো ভাই রাকিবও ঘর ছাড়েন ইতালীর উদ্দেশ্যে। লিবিয়া থেকে সরাসরি ইতালি নেয়ার জন্য গেম দেয়ার কথা বলে সজিব এবং রাকিবকে মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেয় দালালচক্র। এরপর থেকেই চলে নির্যাতন। নির্যাতনের ভিডিও বাড়িতে পাঠিয়ে দফায় দফায় ৪৬ লাখ টাকা আদায় করে দালালচক্র।

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পারভীন খানম বলেন, বিষয়টি আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি। মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কালের কণ্ঠ

২ মার্চ ২০২৫ । ৮ চৈত্র ১৪৩১
১ রমজান ১৪৪৬

পল্লবীতে শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

রায়পুরায় সংঘর্ষ গুলি, নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মিরপুরে পল্লবী এলাকায় গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সেলিম (৩৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। নিহত সেলিম পোশাকের কারচুপির কারখানায় কাজ করতেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সেলিমকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিক্যালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মো. ফারুক বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

নিহতের আত্মীয় আশিকুর রহমান জানান, গতকাল ইফতারের পর সেলিম বাড়ির পাশে ওয়াপদা বিল্ডিংয়ের পাশের মাঠে যান। সেখানে শত্রুতার জেরে সেলিমকে কুপিয়ে ফেলে রাখা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের খালা ইয়াসমিনের ভাষ্য, স্থানীয় মাদক

পল্লবীতে শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ী পারভিন, রনি, জনি, সীমা, রানীসহ আরো বেশ কয়েকজন শত্রুতার জেরে সেলিমকে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

নিহত সেলিম এক সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে মিরপুর-১১ পল্লবীর বিহারি ক্যাম্প ওয়াপদা কলোনি বিল্ডিংয়ে থাকতেন। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যান পুলিশ কর্মকর্তারা।

পল্লবী থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গেছেন। কারা তাঁকে হত্যা করেছে, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

রায়পুরায় আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে গুলি, নিহত ২ : রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি জানান, নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই প্রবাসফেরত ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক নারীসহ চারজন আহত হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার চানপুর ইউনিয়নের মোহিনীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মোহিনীপুর এলাকার খোরশেদ মিয়ার ছেলে আমিন মিয়া ও আব্দুল বারিকের ছেলে বাশার মিয়া। এর মধ্যে আমিন ছুটি কাটাতে তিন মাস আগে সৌদি আরব থেকে দেশে আসেন বলে জানায় স্বজনরা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, মোহিনীপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম ও চানপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য সামসু মিয়ার অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। ছয় মাস আগে সংঘর্ষের পর সালামের অনুসারীরা এলাকা ছেড়ে পাশের একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। আসন্ন ঈদ উপলক্ষে তারা বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিলে সামসু মেম্বারের অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে সালামের অনুসারী আমিন ও বাশার মারা যান।

নিহত আমিনের বাবা খোরশেদ মিয়ার অভিযোগ, 'সামসু মেম্বারের হামলা ও নির্যাতনের ভয়ে আমরা গ্রাম ছেড়েছিলাম। ঈদের আগে বাড়ি ফিরতে গেলে তারা হামলা চালায়। আমার ছেলের বাঁ পায়ে গুলি করে এবং শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করা হয়। এ সময় আমার স্ত্রী আহত হয়।'

বাশারের স্বজনরা জানায়, ঘটনার আগে রাতে সামসু মেম্বারের অনুসারীদের মধ্যে দুজন হামলা করতে এসে অস্ত্রসহ আটক হয়। পরে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরই ভোরে সালামের অনুসারীদের ওপর হামলা হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাশার মারা যান।

রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রাবেয়া সুলতানা জানান, মৃত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে আনা হয়। আমিনের বাঁ পায়ে এবং বাশারের বুক, পাসহ শরীরে গুলির আঘাত ছিল।

এ বিষয়ে চানপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসু মিয়া বলেন, 'সংঘর্ষের সময় আমার পক্ষের তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। প্রতিপক্ষের দুজন নিহত হয়েছে বলে শুনেছি।'

রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনো নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ চৈত্র ১৪৩১, ২৪ মার্চ ২০২৫

ফতুল্লায় ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ইসহাক মিঝি (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে স্থানীয়দের তৎপরতার কারণে দুর্বৃত্তরা নিহতের ইজিবাইকটি ফেলেই পালিয়ে যায়। ঘটনার পর হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে সোহরাব হাওলাদার (৪০) নামে একজনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোর্পদ করেছে এলাকাবাসী। রবিবার ভোর রাতে ফতুল্লার কোতালেরবাগ এলাকায় রেললাইনের পাশের সড়কে ঐ ঘটনা ঘটে। নিহত ইসহাক মিঝি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার নায়েরগাঁও ইউনিয়নের আইয়ুব আলীর ছেলে। সে ফতুল্লার পশ্চিম সস্তাপুর কাস্টমের মোড় এলাকায় রেজাউলের বাড়ির ভাড়াটে। ঐ বাড়ির কাছেই শফিকের মালিকানাধীন ইজিবাইক ভাড়ায় চালাতেন তিনি।

ঐ ঘটনায় আটক সোহরাব হাওলাদার পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি বাহেরচর গ্রামের মৃত আতাহার হাওলাদারের ছেলে। সে ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার লালের বাড়ির ভাড়াটে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৩টার সময় চিৎকার শুনে আশপাশের বাড়ির লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন তিন-চার জন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর এক জন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। ঐ সময় লোকজন দেখে দুর্বৃত্তরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে।

যুগান্তর
সোমবার ২৪ মার্চ ২০২৫
১০ চৈত্র ১৪৩১

ফতুল্লায় ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা, আটক ১

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় ইসহাক মিঝি (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার ভোরে ফতুল্লার কোতালেরবাগ এলাকায় রেললাইনের পাশের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে সোহরাব হাওলাদার (৪০) আটক করে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। পরে আটককৃতকে পুলিশে দেওয়া হয়। ইসহাক মিঝি চাঁদপুর মতলব নায়েরগাঁও ইউনিয়নের আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি ফতুল্লার পশ্চিম সস্তাপুর কাস্টমের মোড় এলাকায় ভাড়া থাকেন। আটককৃত সোহরাব পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি বাহেরচর গ্রামের মৃত আতাহার হাওলাদারের ছেলে। তিনি ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার লালের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন একটি ইজিবাইকের সামনে তিন থেকে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং একজন মাটিতে পড়ে আছে। তখন লোকজন দেখে দাঁড়িয়ে থাকারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় একজনকে আটক করে স্থানীয়রা। এছাড়া অন্যরা ওই এলাকার একটি পচা ডোবায় লাফ দেয়। ওই দুজনকে আটকের জন্য ডোবার চারদিক সকাল পর্যন্ত ঘিরে রেখেছে স্থানীয়রা। এরপর দিনের আলোতে খুঁজে ডোবায় কাউকে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে কৌশলে ঘাতকরা পালিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৫ মার্চ ২০২৫

নিরাময় কেন্দ্রের কর্মচারীকে পিটিয়ে হত্যা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

বাসাইলে রঞ্জু খন্দকার (৩৫) নামে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের এক কর্মচারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। এর আগে শনিবার রাতে উপজেলার কাশিল পশ্চিমপাড়ার মনির খানের বাড়িতে তাকে পেটানো হয়। রঞ্জু খন্দকার জেলার ভুঞাপুর উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামের রাজ্জাক খন্দকারের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কাশিল পশ্চিমপাড়ার মনির খান তার ছেলে মাদকাসক্ত ফরিদ খানকে (২৩) টাঙ্গাইল শহরের বৃজ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শনিবার রাতে ছয় কর্মচারী মনির খানের বাড়িতে যান। সেখানে ফরিদকে ঘর থেকে বের করার সময় তার চিৎকারে পাশের বাড়ির পলাশ, রিপন ও তালেব খানসহ কয়েকজন এগিয়ে আসে। তারা বৃজ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের লোকজনের ওপর হামলা চালায়। এ সময় রঞ্জু খন্দকারসহ পাঁচজন আহত হন। গুরুতর আহত রঞ্জুকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

যুগান্তর
রোববার ২৩ মার্চ ২০২৫

শ্রীপুরে পোশাক শ্রমিককে মারধর

প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক পোশাক শ্রমিককে সুপারভাইজারের মারধরের প্রতিবাদে সহকর্মীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। শনিবার দুপুরে মাওনা ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এক্সিস নিটওয়্যারস নামের কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক অবস্থান নেন। এ সময় সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা দুপুর ১টা থেকে বেলা সোয়া ৩টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখে।

শ্রমিকরা মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত কারখানা সুপারভাইজার আল আমিনকে চাকরিচ্যুত করাসহ ১২ দফা দাবি জানিয়েছেন। শ্রমিকরা বলেন, দুপুর ১২টার দিকে কারখানার সুপারভাইজার আল আমিন আমাদের ফ্লোরে এসে সহকর্মী মোশাররফ হোসেনকে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। আমরা সবাই মিলে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এ ঘটনায় কারখানার সব শ্রমিক ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা হাসেম করিম বলেন, কারখানার ভেতরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার পরপরই আমরা শ্রমিকদের ডেকে বিচারের আশ্বাস দিই। কিন্তু তারা আশ্বাস না মেনে রাস্তায় চলে যায়। আমরা কারখানার পক্ষ থেকে আহত শ্রমিকের সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়েছি।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১৩ চৈত্র ১৪৩১
Thursday 27 March 2025

শ্রমিক দল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, মাদারীপুর

মাদারীপুরে পৌর শ্রমিকদলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সদর উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি শাকিল মুন্সিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার রাত ১০টায় মাদারীপুর সদর উপজেলার নতুন মাদারীপুর এলাকায়। নিহত শাকিল মুন্সি নতুন মাদারীপুর এলাকার মোফাজ্জেল মুন্সির ছেলে।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ, র‍্যাব এবং সেনা বাহিনী সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদেরকে গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৭ মার্চ ২০২৫
১৩ চৈত্র ১৪৩১

রূপগঞ্জে অপহৃত চালক উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফিরোজ মিয়া নামে এক মৎস্য খামারির পিকআপসহ মাছ লুট ও ড্রাইভারকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার সকালে তারাব পৌরসভার হাটিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে দুপুরে ভুক্তভোগী ফিরোজ মিয়া বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, তারাব পৌরসভার হাটিপাড়া এলাকায় বাড়ির আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে পুকুর লিজ নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করিয়া ব্যবসা করে আসছেন। বুধবার ভোরে আড়ৎদার মনির হোসেনের কাছে বিভিন্ন প্রজাতির ২ লাখ টাকা মূল্যের ১ টন মাছ বিক্রি করেন। মনির হোসেন একটি পিকআপ ভর্তি করে মাছ নিয়ে যাত্রাবাড়ীর উদ্দেশে রওনার সময় তারাব দক্ষিণ পাড়া এলাকার রুবেল, রাসেল, শ্রাবণ, নাঈম, আল-আমীনসহ আরও ৪/৫ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পিকআপটির গতিরোধ করে। এ সময় তারা মনিরের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ২ লক্ষ টাকা দিতে বলেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা ফিরোজকে এলোপাতাড়িভাবে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন। একপর্যায়ে সন্ত্রাসী ফিরোজের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মাছভর্তি পিকআপসহ পিকআপ ড্রাইভার রাসেলকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পিকআপ ও চালক রাসেলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা টাকা মুক্তিপণ দাবি করছে সন্ত্রাসীরা। এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পিকআপসহ চালককে উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১১ চৈত্র ১৪৩১
: Tuesday 25 March 2025

ছিনতাইকারীর হাতে রিকশাচালক খুন গ্রেপ্তার ১

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। গত রোববার রাত পৌনে ৩টায় কোতালেরবাগ এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল লাইনের পাশের সড়কে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ইসহাক মিজি চাঁদপুরের মতলব থানার নায়েরগাঁও ইউনিয়নের আইয়ুব আলীর ছেলে।

সমকাল | রোববার | ২৩ মার্চ ২০২৫

মুন্সীগঞ্জে যুবলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ

সমকাল ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বাবু মোল্লা নামে যুবলীগের এক কর্মীর বিরুদ্ধে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার ঘটনার পর থেকে বাবু পলাতক। সে উপজেলার বালিগাঁও ইউনিয়ন যুবলীগের কর্মী। তার বাবার নাম সামসুল মোল্লা।

ভুক্তভোগীর স্বামী জানান, তাদের বাড়ি গাইবান্ধায়। এখন আলু তোলার মৌসুম হওয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে কাজ করতে টঙ্গিবাড়ীতে এসেছেন। ইউনিয়নের একটি গ্রামে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন তারা এবং আলু তোলার কাজ করেন। শুক্রবার বিকেলে তাঁর স্ত্রীকে ঘরে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বাবু এবং কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে চলে যায়। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকে বাবু পলাতক। তার বাবা ধর্ষণের শিকার নারীকে হুমকি-ধমকি দিয়ে এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। টঙ্গিবাড়ী থানার এসআই মো. ওসমান বলেন, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলায় প্রতিবন্ধী শিশুকে (১২) ধর্ষণের অভিযোগে পরিতোষ চন্দ্র নামে একজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গত শুক্রবারের এ ঘটনায় শনিবার ফুলবাড়ী থানায় মামলা হয়েছে। থানার ওসি খন্দকার মহিব্বুল জানান, আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পিরোজপুর সদর উপজেলায় প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবারের এ ঘটনায় শনিবার সদর থানায় মামলা হয়েছে। আসামির নাম মজিবুর রহমান সরদার ওরফে বেনু (৭০)। সদর থানার ওসি আব্দুস সোবাহান জানান, আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

দিনাজপুরে ধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধী শিশু

পিরোজপুরে তরুণী ও নড়াইলে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দিদারুল আলম নামে এক ব্যক্তিকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বোয়ালখালী থানার ওসি গোলাম সরোয়ার বলেন, এ ঘটনায় শিশুটির বাবা মামলা করেছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করেছে আসামি।

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ১৩ বছরের প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে জসিম মোল্যা নামে এক ভ্যানচালককে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, এদিন বিকেলে ভ্যান চালিয়ে উপজেলার এক গ্রামে যায় জসিম। পরে একটি বাড়িতে পানি খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢুকে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় ওই শিশুর মা পাশের বাড়ি থেকে এসে দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজনকে জানান। তখন তারা জসিমকে ধরে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বাদী। গতকাল বিকেলে এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, মঙ্গলবার সকালে ঘরে ঢুকে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ ও শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা করে মো. মুরাদ নামে এক যুবক। ঘটনার পর বিষয়টি জানাতে মুরাদের বাড়ি যান ভুক্তভোগীর স্বামী। সেখানে তাঁকে মারধর করে তারা। এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে আদিতমারী থানায় মুরাদসহ পাঁচজনের নামে ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যাচেষ্টার মামলা করেন ভুক্তভোগীর স্বামী। অন্য আসামিরা হলো– মুরাদের বাবা হাসান আলী, দুই ভাই মিজানুর ও মাহিন এবং হাসানের স্ত্রী মর্জিনা বেগম। বাদীর অভিযোগ, আসামিরা মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ১৮ দিন আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলার প্রধান আসামি ফজলু মিয়াকে রংপুর থেকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি)

সংবাদ শনিবার ৮ চৈত্র ১৪৩১ : Saturday 22 March 2025

মোংলা উপজেলা পরিষদের বাথরুম থেকে নৈশপ্রহরীর মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোংলা উপজেলা পরিষদের বাথরুম থেকে আব্দুল মান্নান কবিরাজ (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে এ মৃতদেহটি উদ্ধার করে লাশের ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার সকালে বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। মৃত মান্নান কবিরাজ মোংলা উপজেলার কানাইনগর আবাসিক এলাকার মৃত আব্দুল জলিল কবিরাজের ছেলে। সে মোংলা উপজেলা পরিষদের পানি সরবারহ ও অস্থায়ী নৈশপ্রহরীর কাজ করত আব্দুল মান্নান কবিরাজ। পরিবারে বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, মান্নান কবিরাজ গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে পরিষদের দিকে যান। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলেও মান্নান কবিরাজ বাড়িতে না আসায় তার মুঠোফোনে বারবার ফোন করলেও ফোন রিসিভ না হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে উপজেলা পরিষদের দিকে আসে এবং পরিষদের বাথরুমে মোবাইল ফোনের শব্দ পান। বিষয়টি দ্রুত উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়। পরে উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আরাফাত হোসেনের উপস্থিতিতে বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেলা হয় এবং মৃত অবস্থায় মান্নান কবিরাজ কে উদ্ধার করা হয়। মোংলা থানা পুলিশ ওই লাশের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। মোংলা উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি মো. আরাফাত হোসেন শুক্রবার বলেন, বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল। ধারনা করা হচ্ছে মান্নান কবিরাজ বাথরুমে স্ট্রোক করেছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

সংবাদ Saturday 22 March 2025

সন্ত্রাসীদের গুলিতে লবণ চাষীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, মহেশখালী (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের মহেশখালীতে কোস্ট গার্ডের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে শফিউল আলম নামে এক লবণ চাষী নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টায় উপজেলার কালারমারছড়া চিকনিপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত শফিউল আলম চিকনিপাড়া এলাকার মৃত নজির আহমদের ছেলে।

এই বিষয়ে কোস্ট গার্ডের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এই ঘটনায় কোস্ট গার্ড ২টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে। মহেশখালী থানার ওসি কায়ছার হামীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৫ মার্চ ২০২৫ ১১ চৈত্র ১৪৩১

সিলেটে হারপিক খাইয়ে গৃহপরিচারিকাকে হত্যা

চিকিৎসক পরিবার উধাও

সিলেট ব্যুরো

সিলেটে গৃহপরিচারিকা লাকী আক্তার নামে এক কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যুর পর পরিবার-স্বজন নিয়ে উধাও গৃহকর্তা চিকিৎসকের পরিবার। এতে মৃত্যু নিয়ে রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, নির্যাতনের পর হারপিক খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে লাকীকে। হাসপাতালের চিকিৎসকের বরাত দিয়ে পুলিশ বলছে গলায় বিষাক্ত দ্রব্যের আলামত মিলেছে। তবে অভিযুক্ত চিকিৎসকের দাবি প্রেমে বাধা দেওয়ায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন গৃহপরিচারিকা। সোমবার ভোরে ওসমানী মেডিকেলে গৃহপরিচারিকা লাকী আক্তারের মৃত্যু হয়। এর আগে শনিবার রাতে লাকী আক্তারকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন গৃহকর্তা ডা. জাকারিয়া আহমেদ রুমেল। জানানো হয় লাকী আক্তারের পেটে ব্যথার কথা। খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে লাকীর শরীরের বিভিন্নস্থানে একাধিক ক্ষত চিহ্ন চোখে পড়ে তার পরিবারের। লাকী আক্তারের মা বিলাতুল বেগমের অভিযোগ, এর আগেও লাকী আক্তারকে নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের পর জোর করে হারপিক খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে তার মেয়েকে। এব্যাপারে কথা বলতে ডা. জাকারিয়া আহমেদ রুমেলকে ফোন করলে তিনি নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, প্রেমে বাধা দেওয়ায় ক্ষোভে হারপিক খেয়েছে লাকী।

যুগান্তর রোববার ৩০ মার্চ ২০২৫ ১৬ চৈত্র ১৪৩১

আশুলিয়ায় চালককে হত্যা করে অটো লুট

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

আশুলিয়ায় অটোরিকশাচালক শাওনকে নেশা জাতীয় দ্রব্য খাইয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় তার অটোরিকশাও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার ভোরে আশুলিয়ার ইউসুফ মার্কেটে এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ওই অটোরিকশাচালককে যাত্রীবেশী কয়েকজন নেশা জাতীয় দ্রব্য খাওয়ায় ও তাকে পিটিয়ে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে উদ্ধার করে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসে। এ সময় তার মৃত্যু নিশ্চিত করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহিদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ। নিহত ওই অটোরিকশা চালকের নাম শাওন।

বণিকবার্তা শনিবার, মার্চ ১, ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবি

কুমিল্লায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কুমিল্লা

কুমিল্লার চান্দিনায় বকেয়া বেতন দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে অন্তত ১৫ কিলোমিটারজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ১০টার দিকে চান্দিনা উপজেলার পশ্চিম বেলাশহর এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। পরে উপজেলা প্রশাসন, থানা-পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তারা কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা সরে গেলে মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়। তবে অবরোধের কারণে যানজট লেগে যাওয়ায় বেলা ২টা পর্যন্ত ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল করে। বেলা ২টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

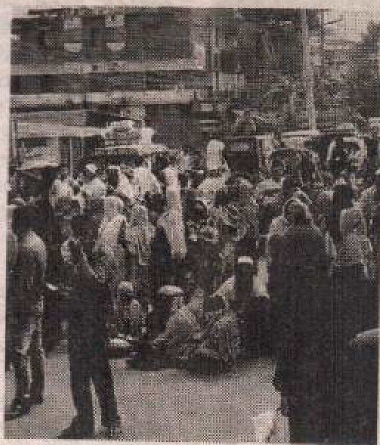

বকেয়া বেতন দাবিতে গতকাল কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন ডেনিম প্রসেসিং প্লান্টের শ্রমিকরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

কারখানার শ্রমিক বলেন, দুই মাস ধরে তাদের বেতন দিচ্ছে না মালিক পক্ষ। এ মাসে তাদের মাত্র ৬ হাজার টাকা করে বেতনের অংশ দেয়া হয়। তা দিয়ে ঘর ভাড়া তো দূরের কথা, খাবারের টাকাও হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা মহাসড়কে নেমেছি। মালিকদের কাজ করি, কিন্তু আমরা এখান থেকে বেতন নিয়ে যে সংসার চালাই, সেটা কেউ ভাবে না।

তবে এ বিষয়ে ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট পোশাক কারখানার কেউই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।

এদিকে অবরোধের কারণে মহাসড়কের বুড়িচং উপজেলার কোরপাই থেকে চান্দিনার মাধাইয়া এলাকা পর্যন্ত অন্তত ১৫ কিলোমিটারজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। যানজট নিরসনে হাইওয়ে ও জেলা পুলিশের সঙ্গে কাজ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আতিকুল আলম শাওন জানান, তুচ্ছ বিষয়ে মহাসড়ক অবরোধ করা একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে তারা কথা বলেছেন। তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাসে মহাসড়ক থেকে শ্রমিকরা সরে দাঁড়ান। কুমিল্লা থেকে ঢাকাগামী একটি বাসচালক কবির হোসেন বলেন, 'প্রতি বছরই কয়েকবার এভাবে ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে দাবি আদায় করা হচ্ছে।'

এ ব্যাপারে ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, 'মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে দাঁড়ান। সোয়া এক ঘণ্টার বেশি অবরোধের কারণে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। দুপুরের পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রথম আলো • রোববার, ২ মার্চ ২০২৫,

'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই শ্রমিকের অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ'

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

শহীদ তাজুল স্মরণে নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, শ্রমিকেরা তাঁর ন্যায্য দাবির কথা বললেই মারধর করা হয়, মালিকেরা শ্রম আইন ও বিধির শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন ব্যবহার করে শ্রমিক ছাঁটাই করেন, দেন মিথ্যা মামলা। একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন এখনো শ্রমিকের কাছে একটি স্বপ্নমাত্র। বর্তমান সংকটকালে শ্রমিকেরা রেশনের দাবি করলেও সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। এ সময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই শ্রমিকের অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ। এ ক্ষেত্রে শহীদ তাজুলের আত্মত্যাগের সংগ্রামের শিক্ষা শ্রমিকদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছে।

সমাবেশের আগে শহীদ তাজুলের প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সমাবেশে সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নেতা মন্টু ঘোষ, হাফিজুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি হাফিজুর রহমান, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আবু হাসান, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অঞ্জন দাস, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সহসভাপতি গোলাম মোস্তফা সাচ, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির নেতা শহিদুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কাদির, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি জেলার সম্পাদক মেহেদী হাসান প্রমুখ।

নেতারা বলেন, ১৯৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি রাতে আদমজী পাটকলে শ্রমিক ধর্মঘট বানচালের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী এরশাদের গুন্ডাবাহিনী শ্রমিক মিছিলে হামলা করে তাজুলকে উপর্যুপরি ছুরিকাহত করে। ১ মার্চ সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই থেকে ১ মার্চ শহীদ তাজুল দিবস পালিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ৩ মার্চ ২০২৫

সাভারে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর হাসপাতালে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেতন বৃদ্ধিসহ নানা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে সাভারে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমানের মালিকানাধীন এনাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের নার্স ও স্টাফরা কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেন তারা। দীর্ঘ চার ঘণ্টা আলোচনার পর বেতন বাড়ানোর আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন কর্মচারীরা।

কর্মচারীরা জানান, অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেমন বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সে রকম করা হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা কাজ ছেড়ে আন্দোলন করছেন। এনাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপ-পরিচালক আশরাফুল্লাহ চৌধুরী সাইফুল বলেন, তাদের বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সমকাল
রোববার । ২ মার্চ ২০২৫ ।

স্যালাইন কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বাড়তি শ্রমের (ওভারটাইম) টাকা পরিশোধ ও এক কর্মকর্তার অপসারণ দাবিতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্যালাইন কারখানায় বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার মৈকুলি এলাকায় অবস্থিত অরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা কারখানার প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে নানা স্লোগান দেন।

অরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডে ৩৫০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত। তাদের মধ্যে ২৮০ জন পুরুষ শ্রমিক, ২০ জন নারী শ্রমিক ও ৫০ জন অন্যান্য কর্মী। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, তাদের ৯ মাসের ওভারটাইম, ২০২০ ও ২০২৪ সালের বোনাস বকেয়া আছে। বেশ কিছুদিন ধরে এসব পরিশোধে মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। কিন্তু মালিকপক্ষ তালবাহানা করছে।

কয়েকজন শ্রমিক জানান, কারখানার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিনয় কৃষ্ণ বাড়ৈ দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের নানাভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে আসছেন। এসবের প্রতিবাদ করলেই কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাই তাঁর অপসারণ দাবি করেন।

বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, শনিবার সকালে তারা বকেয়া টাকা পরিশোধের দাবি নিয়ে মালিকপক্ষের কাছে যান। এ সময় সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলাপ না করে মালিকপক্ষ হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করে। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে সব শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে সেখানে যান পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ৫ মার্চ ২০২৫,

ডেমরায় নারী পোশাক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে স্বর্ণা আক্তার নামে এক গার্মেন্টসকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত পৌনে ৩টার দিকে কোনাপাড়া পাড়াডগাইর শাহজালাল রোডের ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদনে ডেমরা থানার এসআই আবুল কালাম উল্লেখ করেন, স্বামী রাহাতুল হাসান রাহাতের সঙ্গে পাড়াডগাইর শাহজালাল রোডের ওই বাড়ির ৪ তলায় ভাড়া বাসায় থাকতেন স্বর্ণা। সোমবার রাত ১২টা থেকে পৌনে ৩টার মধ্যে রুমের ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি। পরে তার স্বামীই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পরে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

NEW AGE
SATURDAY, MARCH 1, 2025,

Justice for rape, violence against women demanded

Staff Correspondent

LEADERS of Samajtantrik Mahila Forum at a protest rally in front of the National Press Club in Dhaka on Friday demanded arrest and trial of the persons involved in the recent incidents of rape and violence against women.

They also demanded the government to ensure safety of women everywhere, including the public transport and an end to all misogynistic activities, including the attempt to change the name of Begum Rokeya University, Rangpur

President of the forum, Shampa Basu, condemned and protested at the recent rape, harassment and violence against women at the rally.

Referring to several incidents of rape, killing, harassment and violence against women, she said that the government had played an indifferent role to bring the culprits to book to stop further incidents.

'The involved persons must be brought to book immediately,' demanded Shampa.

The forum's Dhaka Metropolitan unit cultural secretary Susmita Moriom said that the government must ensure safety of women.

She also said that a vested group was trying conspiracy to remove the name of Begum Rokeya, a prominent feminist thinker, writer and educator, from the name of Begum Rokeya University, Rangpur.

Susmita demanded the authorities concerned to take actions against such activities.

The forum's Dhaka Metropolitan unit general secretary Rukhsana Afroj Asha, organising secretary Sharifa Begum and office secretary Laboni Akter, among others, spoke at the rally.

The Samajtantrik Mahila Forum holds a protest rally, demanding arrest and trial of the perpetrators of the recent incidents of rape and violence against women, in front of the National Press Club in Dhaka on Friday.
— Focus Bangla photo

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ৪ মার্চ ২০২৫

বেতন ৯ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে, হাজিরা বোনাস ১ হাজার টাকা করতে হবে

সাভারে মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমানো, ওভারটাইম প্রদান ও ১৩ স্টাফকে চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদসহ নানা দাবিতে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ডায়নামিক সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাভারের উলাইল ও ফুলবাড়িয়া এলাকায় জড়ো হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন কারখানাটির বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

এ সময় আন্দোলনরত শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী আনলিমা গার্মেন্টস, আল মুসলিম গার্মেন্টসের শ্রমিকদেরও রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু অন্য কারখানার শ্রমিকরা তাতে সাড়া না দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী আনলিমা গার্মেন্টস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়েন। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ, শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা মহাসড়কের মূল লেন ছেড়ে ঢাকামুখী সার্ভিস লেনে অবস্থান নেয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত ডিসেম্বর মাসে পিস রেটে মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল মজুরি বাড়াবে, কিন্তু তা বাড়ানো হয়নি। এছাড়া ওভারটাইমও বাড়ানো হয়নি। এ নিয়ে আমরা কারখানায় গত রবিবার মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে মালিকপক্ষ আলোচনা করতে অস্বীকার করে এবং উলটো গতকাল সোমবার কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে আমরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছি।

শ্রমিকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বেতন ৯ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে, হাজিরা বোনাস বৃদ্ধি করে ১ হাজার টাকা করতে হবে, রমজান মাসে ইফতারির বিল বাড়াতে হবে, বন্ধের দিন কাজ করালে ওভারটাইমের হারে বিল দিতে হবে, ঈদ বোনাস বেতনের সমহারে প্রদান করতে হবে, বার্ষিক ছুটির টাকা সমহারে দিতে হবে, ওভারটাইমের বকেয়া প্রদান করতে হবে, রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমাতে হবে এবং কয়েক জন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করতে হবে।

আশরাফুল নামে এক শ্রমিক জানান, ম্যানেজমেন্ট আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। দুই মাস আগে আমরা ১৩ দফা দাবিতে আন্দোলন করি। সে সময় কারখানার কর্তৃপক্ষ সব দাবি মেনে নিয়েছে বলে জানায়। কিন্তু তারা মূলত দুটি দাবি মেনে নিয়েছে, আর কোনো কিছুই বাস্তবায়ন করেনি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুল কবির বলেন, 'সোমবার সকালে ডায়নামিক সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। এ সময় তারা পাশের একটি কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করেছে। বিষয়টি জানতে পেরে আমরা পুলিশসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেই। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। রবিবার রাতেও বকেয়া মজুরির দাবিতে আরো একটি কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। তাদের বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে তারা চলে যান। এছাড়া যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে।

সোমবার, মার্চ ৩, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১৮, ১৪৩১ বণিক বার্তা

গাজীপুরে শ্রমিক আন্দোলনের মুখে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

শ্রমিক আন্দোলনের মুখে গাজীপুরে এসকিউ গ্রুপের এসকিউ সেলসিয়াস লিমিটেড নামে একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ১৩ দফা দাবিতে শ্রমিকদের টানা আন্দোলনের কারণে গতকাল থেকে সেকশনটি বন্ধের নোটিস টানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সোয়েটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জয়নাল আবেদীন।

নিটিং সেকশনের শ্রমিকরা জানান, বৃহস্পতিবার থেকে ১৩ দফা দাবিতে তারা শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি পালন শুরু করেন। বিষয়টি লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়। বিকাল ৪টায় কারখানার নিটিং সেকশন ছুটি ঘোষণা করা হয়। শনিবার শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করার আগে বাইরে দুই প্লাটুন পুলিশ দেখতে পান। কর্মকর্তারা কারখানার প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর আশ্বাস দিয়ে দুপুর পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। দুপুরের পর তাদের ওইদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেয়। পরে শনিবার বিকালে কারখানার গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিটিং সেকশন বন্ধের নোটিস টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল কারখানায় এসে তারা বিষয়টি জানতে পারেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো দুপুরের মধ্যাহ্ন বিরতি ১ ঘণ্টা দিতে হবে, যেসব নিটিং অপারেটর দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন তাদের মধ্যে থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে ৮০ শতাংশ শ্রমিককে সিনিয়র অপারেটর হিসেবে পদোন্নতি দিতে হবে, রাতে খাবার পরিবেশন না করে নগদ টাকা দিতে হবে, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি দিতে হবে, শতভাগ কোয়ালিটি ও প্রোডাকশন বোনাস দিতে হবে, উইন্ডিং মেশিন ডাবল করতে হবে, লুপ মেশিন দিতে হবে, টেকনিক্যাল সমস্যা সমাধান করতে হবে, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্ল্যানিং দিতে হবে, টাইমিং ঠিক করতে হবে, কোয়ালিটি ইনসেনটিভ, মেন্ডিং মেন ইনসেনটিভ, উইন্ডিং ইনসেনটিভ দিতে হবে, আধা বেলা ছুটি চলবে না এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ করতে হবে।

শ্রমিকরা বলছেন, আমাদের দাবি পূরণ এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত কাজে যোগদান করব না। আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি পালন করে যাব। কারখানার ম্যানেজমেন্টের কতিপয় কর্মকর্তা শ্রমিকদের নামে অপবাদ ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমরা কাজ করে বেতন নিই, এখানে চুরি করতে আসিনি। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পরিবেশ নষ্ট করছেন।

এ বিষয়ে এসকিউ সেলসিয়াস লিমিটেডের (ইউনিট-১) মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জয়নাল আবেদীন বলেন, 'সব কারখানায় কিছু দুষ্টু শ্রমিক থাকে। যারা ঈদের আগে এসব ঘটনা ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য আন্দোলন করে। কারখানার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য নিটিং সেকশন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল-২-এর পুলিশ সুপার একেএম জহিরুল ইসলাম জানান, অযৌক্তিক আন্দোলন ও কাজ বন্ধ করার কারণে মালিক পক্ষ রোববার থেকে কারখানার নিটিং সেকশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১১ মার্চ ২০২৫ ● ২৬ ফাল্গুন ১৪৩

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের চন্দ্রা এলাকায় একটি স্পিনিং কারখানার শ্রমিকরা দুই মাসের বকেয়া বেতন ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। ওই দাবিতে সোমবার বেলা আড়াইটা থেকে চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে। এতে দুর্ভোগে পড়ে ওই সড়কে চলাচলকারীরা।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, উপজেলার চন্দ্রা স্পিনিং মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। বেতন চাইতে গেলে তাদের বলা হয়েছে আগামী মার্চ মাসে দেওয়া হবে। কিন্তু চলতি মাসের ১০ দিন হয়ে গেলেও তাদের বকেয়া বেতন দেওয়া হয়নি। অবরোধের খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প ও কালিয়াকৈর থানা পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে আগামীকাল বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে বেলা সোয়া ৫টার দিকে শ্রমিকরা বাড়ি চলে যান।

NEW AGE
MONDAY, MARCH 3, 2025,

Factory shut for indefinite time amid labour unrest

Our Correspondent
Gazipur

THE management of a sweater factory on Sunday shut down their knitting section for indefinite period from Sunday amid workers' demand for allowance hike and termination of three senior staff members of the factory.

Police said that the workers of the SQ Celsius Limited, a sweater factory of SQ Group, at Mawna of Sripur in Gazipur went to the factory on Sunday morning and saw a notice on the board at the factory gate saying the factory had been shut.

Workers said that they had been demonstrating at the factory to press home their 13-point demand since February 27.

The demands included one-hour lunch break, promotion of 80 per cent of the operators to senior operator, cash payment instead of night snacks, weekly two-day holiday and termination of the factory human resource officers Shahriar Hossain and Joynal Abedin and knit operation manager Moniruzzaman Sumon.

On Saturday, the factory workers observed work abstention to press their demands.

In the the afternoon, the management announced the holiday.

SQ Celsius Limited chief human resource officer Joynal Abedin said that there were some rogue workers who were inciting the workers to the demonstration without any reason.

'As per the decision of the management, we have announced the closure of the unit for indefinite period,' he said.

প্রথম আলো • সোমবার, ৩ মার্চ ২০২৫,

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার* ও **প্রতিনিধি**,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

- ইফতারের পর বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও তা পরিশোধ না করে কারখানা থেকে চলে যায় মালিকপক্ষ।
- অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং তিন মাসের ওভারটাইম ডিউটির পাওনা পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন প্রতীক অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে সাভারের উলাইল এলাকায় এই মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকদের অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। পরে এক ঘণ্টার মধ্যে মালিকপক্ষ বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করবে—এমন আশ্বাস দিলে তাঁরা রাত ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে অবরোধ তুলে নেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা বলছেন, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতা এবং গত বছরের ডিসেম্বর ও চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসের ওভারটাইম ডিউটির পাওনা তাঁরা এখনো পাননি। বকেয়া পরিশোধের জন্য কয়েক দফা সময় দিয়েও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। গতকাল ইফতারের পর শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও ইফতারের পর শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করে কারখানা থেকে বেরিয়ে যায় মালিকপক্ষ। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শ্রমিক প্রথম আলোকে বলেন, মালিকপক্ষ তিন দফায় আশ্বাস দিয়েও টাকা দেয়নি। রোববার টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ টাকা না দিয়ে সন্ধ্যায় পালিয়ে যায়। ফলে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এক ঘণ্টার মধ্যে মালিকপক্ষ তাঁদের সঙ্গে দেখা না করবে—সেনাবাহিনীর এমন আশ্বাসে তাঁরা সড়ক ছেড়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে মালিকপক্ষ না এলে তাঁরা আবার সড়ক অবরোধ করবেন।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সওগাতুল আলম বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রতীক নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে হতে না পারে সেই লক্ষ্যে পুলিশ প্রস্তুত ছিল। পরে সেনাবাহিনীর আশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৪ মার্চ ২০২৫।

বকেয়া মজুরি প্রদানসহ কয়েকটি দাবিতে সাভারে সড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

গাজীপুরে গুজব ছড়িয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ও সাভার (ঢাকা) সংবাদদাতা ▷

সাভারে রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমানো, বকেয়া মজুরি প্রদান, মজুরি বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু দাবিতে এবং ১৩ শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন ডায়নামিক সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাভারের উলাইল এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এ সময় পার্শ্ববর্তী আনলিমা গার্মেন্টস, আল মুসলিম গার্মেন্টসের শ্রমিকদেরও রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা। তাতে সাড়া না পেয়ে তাঁরা আনলিমা গার্মেন্টস লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়েন।

খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ, শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা মহাসড়কের মূল লেন ছেড়ে ঢাকামুখী সার্ভিস লেনে অবস্থান নেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত ডিসেম্বর মাসে মজুরি ও ওভারটাইম বৃদ্ধির আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কথা রাখেননি। এ নিয়ে রবিবার শ্রমিকরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তারা আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। তারপর গতকাল কারখানা অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দেন। এর প্রতিবাদেই সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের দাবি—বেতন ৯ শতাংশ হারে বাড়ানো, হাজিরা বোনাস এক হাজার টাকা করা, ইফতারির বিল বাড়ানো এবং বন্ধের দিন কাজ করালে ওভারটাইমের হারে বিল দিতে হবে। এ ছাড়া বেতনের সমহারে ঈদ বোনাস, বার্ষিক ছুটির টাকা প্রদান, ওভারটাইমের বকেয়া প্রদান ও রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমানোর দাবিও

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বকেয়া মজুরি প্রদান, মজুরি বৃদ্ধি, ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল সাভারের উলাইল এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

রয়েছে।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুল কবির জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে।

'কর্তৃপক্ষের অবহেলায় মৃত্যু' হয়েছে অভিযোগ তুলে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাঁরা মহাসড়কে টায়ার ও আগুন ধরিয়ে দেন এবং কারখানায় ভাঙচুর চালান। কারখানার সামনে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁরা। এতে ওই এলাকার অন্য কারখানাগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পরে ভোগড়া বাইপাস, চান্দনা চৌরাস্তা, বোর্ডবাজার, নাওজোর, ছয়দানা মালেকের বাড়ি এলাকার অন্তত ২০টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ধাওয়া দিয়ে ওই মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে সকাল ১০টার দিকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

লাবনীর মৃত্যু নিয়ে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। শ্রমিকদের দাবি, রবিবার কারখানায় কাজ করার সময় লাবনী অসুস্থ হয়ে পড়লে ছুটি চান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছুটি না দিলে তিনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, লাবনী কারখানা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। ছাদে ওঠা এবং লাফ দিয়ে পড়ার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও রয়েছে। লাবনীর মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজনরা কারখানায় এসে ঘটনার জন্য স্বামী হৃদয়কে দায়ী করেন। চাকরি করা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ও মনোমালিন্য চলছিল।

বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ জানান, লাবনীর স্বজনদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী হৃদয়কে রবিবার বিকেলেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার পরও গুজব ছড়িয়ে শ্রমিকদের একটি মহল সড়ক অবরোধ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

গাজীপুরে গুজব ছড়িয়ে ভাঙচুর

গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকায় এক নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারখানা ভাঙচুর, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ গার্মেন্ট শ্রমিকরা। স্থানীয় প্যানারোমা অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিক লাবনীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহত আফছানা আক্তার লাবনী (৩০) ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার পাররুখী গ্রামের আফসার আলীর মেয়ে। তিনি স্বামী হৃদয় হোসেনের (৩৫) সঙ্গে গাজীপুর সদর থানার হাড়িনাল এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে এক নারী শ্রমিক ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। পরের দিন (গতকাল) সকালে

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ ২০২৫,

বন্ধ কারখানা চালু ও বকেয়া পাওনার দাবিতে অবস্থান

নারায়ণগঞ্জ

সংকট নিরসনে শ্রমিকেরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ করলেও পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করছে মালিকপক্ষ।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কেতাবনগর এলাকার 'মাস্টার টেক্সটাইল গার্মেন্টস' চালু ও শ্রমিকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কারখানার শ্রমিক জোসনা আক্তারের সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) নারায়ণগঞ্জের সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জের সভাপতি আবু নাঈম, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জের সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পোশাক ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের সভাপতি এম এ শাহিন, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অঞ্জন দাস, জেলার সম্পাদক মেহেদী হাসান, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জের সভাপতি জামাল হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সিদ্ধিরগঞ্জের সভাপতি রুহুল আমিন, কাঁচপুর শিল্পাঞ্চল শাখার সহসভাপতি আনোয়ার খান, গাবতলী পুলিশ লাইনস শাখার সহসভাপতি শহীদুল ইসলাম, কারখানার শ্রমিক আবুল হোসেন, শাহীন প্রমুখ।

> “ কারখানাটি অনেক আগে থেকে বন্ধ আছে। শ্রমিকেরা সার্ভিস বেনিফিটের (চাকরি ছাড়ার পর আনুষঙ্গিক আর্থিক সুবিধা) জন্য আন্দোলন করছেন। বিষয়টি সমস্যার চেষ্টা চলছে।
>
> **সেলিম বাদশা**, পরিদর্শক, শিল্প পুলিশ-৪

কর্মসূচিতে নেতারা বলেন, মালিকপক্ষ গত বছরের ২৮ নভেম্বর শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ২৮ (ক) অনুযায়ী কারখানাটি আকস্মিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শ্রমিকদের আইনগত ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়নি। সংকট নিরসনে শ্রমিকেরা কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শিল্পপুলিশসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ করলেও পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করছে মালিকপক্ষ। সরকারি দপ্তরগুলোও সংকট নিরসন করেনি। শ্রমিকেরা বর্তমানে চাকরিহারা হয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পড়েছেন। তাঁরা দ্রুত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করতে শ্রম-সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের ও বিকেএমইএকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

শিল্প পুলিশ-৪-এর পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা *প্রথম আলো*কে বলেন, কারখানাটি অনেক আগে থেকে বন্ধ আছে। শ্রমিকেরা সার্ভিস বেনিফিটের (চাকরি ছাড়ার পর আনুষঙ্গিক আর্থিক সুবিধা) জন্য আন্দোলন করছেন। বিষয়টি সমস্যার চেষ্টা চলছে।

সমকাল
৪ মার্চ ২০২৫ । ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১

ন্যায্য মজুরিসহ কয়েক দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে শ্রমিকরা

- গাজীপুরে শ্রমিকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ, গাড়িতে আগুন
- কয়েক কিলোমিটার যানজট ব্যাপক জনভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ও গাজীপুর প্রতিনিধি

চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদ, ন্যায্য মজুরি ও রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমানোসহ নানা দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ডায়নামিক সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তারা সাভারের উলাইল এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজট হয়। ভোগান্তিতে পড়েন ওই সড়কে চলাচলরত যাত্রী ও পথচারীরা।

আন্দোলনকারী শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী আনলিমা গার্মেন্টস, আল মুসলিম গার্মেন্টসের শ্রমিকদের রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু অন্য কারখানার শ্রমিকরা তাতে সাড়া না দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আনলিমা গার্মেন্টস লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়েন। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ, শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা মহাসড়কের মূল লেন ছেড়ে ঢাকামুখী সার্ভিস লেনে অবস্থান নেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত ডিসেম্বরে পিসরেটে মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল, মজুরি বাড়াবে। কিন্তু মজুরি বাড়েনি। ওভারটাইমও বাড়ায়নি। এ নিয়ে রোববার শ্রমিকরা কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে যান। কিন্তু মালিকপক্ষ আলোচনা করতে অস্বীকার করে এবং উল্টো সোমবার কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টানিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা সড়কে বিক্ষোভ করেন।

তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে– বেতন ৯ শতাংশ হারে বাড়ানো, রমজানে ইফতারির বিল বাড়ানো, বন্ধের দিন কাজ করালে ওভারটাইমের হারে বিল দেওয়া, ঈদ বোনাস বেতনের সমহারে প্রদান, ওভারটাইমের বকেয়া পরিশোধ, রমজান মাসে কর্মঘণ্টা কমানো এবং কয়েক স্টাফকে চাকরিচ্যুত করা।

রাসেল নামে এক শ্রমিক বলেন, 'দুই মাস আগে আমরা ১৩ দফা দাবিতে আন্দোলন করি। সে সময় কারখানার কর্তৃপক্ষ সব দাবি মেনে নিয়েছে বলে জানায়। কিন্তু তারা দুটি দাবি মেনেছে।'

এদিকে দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে রোববার রাতে প্রতীক অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের একই এলাকা অবরোধ করেন।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহীনুল কবির বলেন, সোমবার সকালে ডায়নামিক সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। এ সময় তারা পাশের একটি কারখানা ভাঙচুর করেন। আমরা পুলিশসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিই।

গাজীপুরে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ

গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় পোশাক কারখানার এক নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুর ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেন। বিক্ষোভের কারণে সোমবার সকাল ৮টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার ভেতর থেকে চারটি মোটরসাইকেল এনে আগুন ধরিয়ে দেন। একই সঙ্গে কারখানার কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার পুড়িয়ে ফেলেন। কারখানার ভেতর দফায় দফায় ভাঙচুর চালানো হয়। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দুপুরের আগেই আশপাশের অর্ধশতাধিক কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, গত রোববার দুপুরে প্যানারোমা অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের কারখানার সাততলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আফসানা আক্তার লাবণী আত্মহত্যা করেন। তিনি সুইং অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ওই কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে তারা ভোগরা বাইপাস এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল-২ এর এসপি এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে কারখানার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন আফসানা। সোমবার শ্রমিকদের মধ্য থেকে হঠাৎ করে একজন গুজব ছড়ান, আফসানাকে ছুটি না দেওয়ায় আত্মহত্যা করেছেন। কিছু না বুঝেই শ্রমিকরা এ গুজবে কান দিয়ে তাণ্ডব চালান।

বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ বলেন, আফসানার আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে রোববারই তাঁর স্বামী হৃদয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলাও হয়েছে। শ্রমিকরা গুজবে সাড়া দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন।

ন্যায্য মজুরিসহ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কেয়া গ্রুপের শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গাজীপুরে বিক্ষোভ করেছেন কেয়া গ্রুপের শ্রমিকরা। গতকাল সকালে মহানগরের জরুন এলাকায় কারখানার সামনে তারা বিক্ষোভ করেন। কেয়া গ্রুপের চারটি কারখানা আগামী ১ মে থেকে স্থায়ী বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। বাজার অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামাল অপর্যাপ্ততার কারণ দেখিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ২ জানুয়ারি এ ঘোষণা দেয়।

শ্রমিকরা জানান, বেতনসহ শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা মে মাসে পরিশোধের কথা ছিল। তবে হঠাৎ করে সোমবার সকালে এক নোটিশে ৬ হাজারের মধ্যে ২ হাজার ২০৩ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। ঈদের আগে এত শ্রমিক একসঙ্গে ছাঁটাই করায় তারা বিক্ষোভ শুরু করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন বলে জানান কানাবাড়ী থানার ওসি নজরুল ইসলাম।

NEW AGE
TUESDAY, MARCH 11, 2025,

Workers of nine closed Beximco units get arrears

Staff Correspondent

ACCORDING to the Ministry of Labour and Employment, arrears of laid-off workers of 9 out of 14 closed factories of the Beximco Industrial Park have been cleared as of Monday.

On the day, the company cleared the arrears of 16,142 workers from 7 factories of the Beximco Industrial Park with support of the labour and finance ministries.

The labour ministry said that all dues of workers of the remaining factories would be paid in phases.

On March 6, the government handed over a cheque for Tk 525.46 crore to pay all arrears of laid-off workers and staff of 14 closed factories of Beximco Industrial Park.

Labour and employment ministry secretary AHM Shafiquzzaman handed the cheque to Beximco Limited managing director Osman Kaiser Chowdhury.

On February 27, labour and employment adviser retired Brigadier General M Sakhawat Hossain said that the government would pay the dues of laid-off workers of the 14 industrial units of the Beximco Industrial Park in phases from March 9.

The adviser revealed that the Finance Division would provide Tk 325.46 crore and Tk 200 crore would come from the central fund under the Ministry of Labour and Employment.

About 31,679 workers and 1,565 other staff were employed at the Beximco Industrial Park units.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৩ মার্চ ২০২৫,

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতনসহ নানা দাবিতে সড়কে বিক্ষোভ করেন একটি কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সলিং মোড়ে। ছবি : প্রথম আলো

শ্রমিকদের অবরোধ, বিক্ষোভ

গাজীপুর ও সাভারে বেতনের দাবি

খবর পেয়ে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ এসে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

প্রথম আলো ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাসের ঘোষণা ও বকেয়া ছুটির টাকার দাবিতে আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের সলিং মোড় এলাকায় মাওনা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ বিক্ষোভ করেন খান টেক্স লিমিটেডের শ্রমিকেরা।

এদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকার আশুলিয়ার বাড়ইপাড়া এলাকায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন অপর একটি কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল বেলা দেড়টায় এ বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে বিকেল প্রায় চারটার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। এ ছাড়া শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকার গ্লোবাস কারখানার শ্রমিকেরা।

শ্রীপুরের খান টেক্স লিমিটেডের শ্রমিকেরা বলেন, দুই মাস ধরে কারখানার অধিকাংশ কর্মীর দুই মাসের বেতন বকেয়া আছে। পরিশোধের তারিখ দিলেও তা করা হয়নি। এ ছাড়া শ্রমিকদের ছুটির টাকা ও নারীদের মাতৃত্বকালীন টাকা বকেয়া আছে। শ্রমিকেরা ঈদ বোনাস কবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা চান। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সড়কে অবস্থান করবেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের শ্রীপুর সাবজোন ইনচার্জ মো. আবদুল লতিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে বেলা দেড়টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন শ্রমিকেরা।

মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সাভারের আশুলিয়ার বাড়ইপাড়ায়। ছবি : প্রথম আলো

আশুলিয়ার বাড়ইপাড়ায় তৈরি পোশাক কারখানা মাহমুদ ফ্যাশনের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা জানান, কথা দিয়েও শ্রমিক ও স্টাফদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বেতন বকেয়া থাকায় তাঁদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। গতকাল তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও মালিকপক্ষ তা পরিশোধ করেনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারখানার এক নারী শ্রমিক বলেন, 'অনেক কষ্টে আছি আমরা। বাচ্চাদের খাবার কিনে দিতে পারি না। বেতন না পাইলে আমরা কীভাবে সংসার চালাব। বেতন-বোনাস কিছুই পাই না। মালিকও খোঁজ নেয় না। খালি তারিখ দেয়, কিন্তু পরিশোধ করে না।'

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের দুর্ভোগ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে শ্রমিকদের একাধিকবার সড়ক থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু তাঁরা রাজি না হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল সকালে সাড়ে আটটার দিকে গ্লোবাস কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় অবস্থান নেন। আধা ঘণ্টা পর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় শ্রমিকেরা মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়কের অবস্থান নিয়ে বেশ কয়েকটি কারখানা ভাঙচুর করেন।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াদ মাহমুদ বলেন, প্রথমে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করা হয়।

দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহতের প্রতিবাদে অবরোধ

সড়ক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন সদর উপজেলার বাঘের বাজারের গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকেরা। গতকাল সকাল আটটা থেকে এ অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভ চলে প্রায় দুপুর সোয়া ১২টা পর্যন্ত।

এর আগে গতকাল সকাল ছয়টায় গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টসের সামনে মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় অটোরিকশা ও ট্রাকের চাপায় কারখানার সুইং অপারেটর জান্নাতুল ফেরদৌস (৩২) নিহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে মহাসড়কের বাঘের বাজার এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কারখানার শ্রমিকেরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের একজন মেহেদী হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, সকালে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন জান্নাতুল। এ সময় কারখানার সামনে গাড়িচাপায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ হত্যার বিচার দাবিতে তাঁরা সড়কে অবস্থান করছেন। আরেক শ্রমিক মিজানুর রহমান বলেন, এর আগেও এখানে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হয়েছেন, কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

জয়দেবপুর থানার ওসি আবদুল হালিম *প্রথম আলোকে* বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হওয়ার জেরে কারখানার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেন। দাবি আদায়ের আশ্বাসে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন শ্রমিকেরা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সাভার*, **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও শ্রীপুর*]

NEW AGE
TUESDAY, MARCH 4, 2025,

Tea Workers' Union demands fair wages, full festival bonus

Hasanat Kamal · Moulvibazar

THE Tea Workers' Union leaders at a meeting in Moulvibazar have demanded the fair wages and full festival bonus of the tea workers' major religious festival 'Phagua'.

They also urged the authorities to increase wages due to rising market prices at a meeting organised by the Moulvibazar District Committee at its temporary office in Shamshernagar on Sunday.

Presided over by Lakshmi Mani Bakti, organising secretary of the district committee, the meeting was attended by Bangladesh Trade Union Sangha Moulvibazar general secretary Ranjit Biswas, Dhrubotara Cultural Organisation general secretary Amolesh Sharma, Tea Workers' Union Moulvibazar general secretary Harinarayan Hazra, among others.

Speakers at the meeting emphasised that according to agreements with tea estate owners and the government's minimum wage gazette for the tea industry, all tea workers will receive a festival bonus of Tk 3,713 for Phagua.

But, some tea garden authorities, however, are attempting to replace the festival bonus with an attendance-based incentive, which the union strongly opposes.

The tea workers' leaders reiterated that the festival bonus should be equal for all workers and not be linked to attendance records, demanding the festival bonus must be paid to all workers by March 13, ahead of the Phagua celebrations.

Expressing frustration over their daily wage of only Tk 178.50, the tea workers have stressed that it is inadequate for the soaring cost of living.

Many tea workers struggle with hunger and poverty, yet their hard work contributed to the highest tea exports in the past seven years in 2024. Despite this, many tea estates, including 12 state-owned National Tea Company gardens, as well as many estates in Moulvibazar, Sylhet and Habiganj are delaying wage payments.

Additionally, many estates have not deposited workers' provident fund contributions, they mentioned.

Union leaders also highlighted that the 2023–2024 wage period had already ended without any wage increases, and no revision was announced for the 2025–2026 period.

Currently, a worker's weekly ration consists of only 3.27kg of rice or flour, which is insufficient to sustain a family.

The union leaders also called for an organised movement to press the demand for fair wages, adequate rations, land rights, annual leave, and democratic labour laws to ensure fair treatment.

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 4 March 2025

গাজীপুরে নারী শ্রমিকের মৃত্যু: মহাসড়ক অবরোধ, ১২ কারখানা ছুটি

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরের প্যানারোমা অ্যাপারেলস লিমিটেড পোশাক কারখানার এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় গাজীপুর মহানগরীর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে বাইপাস অবরোধ করে রেখেছেন বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিক।

গতকাল সকাল সোয়া ৮টা থেকে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

নিহত শ্রমিক আফসানা আক্তার (২২) ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার পাঁচরুখী গ্রামের আফসার আলীর মেয়ে। সে প্যানরোমা কারখানার জুনিয়র অপারেটর পদে কর্মরত। তার স্বামীর নাম হৃদয়।

ওই নারী শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। শ্রমিকদের দাবি একজন নারী শ্রমিক কারখানায় কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে সে ছুটি চায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রথমে ছুটি না দিলে সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে স্বজনরা তার লাশ নিয়ে যায়। অন্য অনেকের ভাষ্য, একজন নারী শ্রমিক কারখানার ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

এরপর বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্যানারোমা অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার সামনে কয়েকটি মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল এবং প্রাইভেটকারে আগুন দিয়েছে।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের এডিসি (ট্রাফিক) অশোক কুমার পাল জানান, বাইপাস মোড় এলাকার প্যানারোমা গার্মেন্টসের এক শ্রমিক রোববার 'অসুস্থ' হয়ে পড়েন। পরে তিনি মারা যান। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে গতকাল সকালে কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিলে ওই পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহের ভোগড়া বাইপাস মোড় থেকে দক্ষিণে বোর্ড বাজার পর্যন্ত এবং উত্তরে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় যানজট।

এ বিষয়ে মহানগরীর বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ জানান, একজন নারী পোশাক শ্রমিক 'আত্মহত্যার' ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। নিহত শ্রমিকের নাম আফসানা আক্তার। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আফসানার স্বামী হৃদয়কে আটক করা হয়েছে। তাদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল এলাকায়। এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার জহিরুল ইসলাম বলছেন, 'নারী শ্রমিক ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পর্যাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে, আমাদেরও দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ব্যক্তিগত কারণে আত্মহত্যা করতে পারে। ওই ঘটনায় শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে এবং কারখানার সামনে থাকা কয়েকটি যানবাহনে আগুন দিয়েছে। সেনাবাহিনী ও শিল্প-পুলিশ একত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।' তিনি আরও জানান, এ ঘটনার পর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস, চান্দনা চৌরাস্তা ও আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন কারখানার গেটে গিয়ে শ্রমিকরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে, শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। পরে ১২টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ৬ মার্চ ২০২৫

নারায়ণগঞ্জ : সাত দফা দাবিতে গতকাল শহরে মিছিল করে হোসিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়ন —তাপস সাহা

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৫ মার্চ ২০২৫

বাস শ্রমিক ও মালিক সমিতির ধর্মঘটে ভোগান্তিতে যাত্রীরা

জামালপুর

জামালপুর প্রতিনিধি ▷

জামালপুরে বাস শ্রমিক ও মালিক সমিতির ডাকা ধর্মঘটে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছে। এ ছাড়া জেলা শহরে চলাচলকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাও চলাচল বন্ধ হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) বিকেল ৫টা পর্যন্ত ধর্মঘটে অনড় অবস্থান রয়েছে বাস শ্রমিক ও মালিক সমিতি। সোমবার (৩ মার্চ) বিকেলে জামালপুর জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলা বাস মালিক সমিতি যৌথভাবে ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। শহরের কেন্দ্রীয় ও পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, 'বাস টার্মিনাল থেকে কোনো বাস বের হয়নি। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে ঢাকাগামী যাত্রী ছাড়াও সাধারণ যাত্রীরা।

রবিবার (২ মার্চ) সকালে জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জয়রামপুর এলাকায় রাজিব বাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়। এতে স্থানীয় জনতা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ওই ঘটনায় গত সোমবার দুপুরে রাজীব পরিবহনের বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির প্রতিবাদ ও বাস সার্ভিস সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একদল শিক্ষার্থী শহরের বাইপাস এলাকায় জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে বাস শ্রমিক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ঘটে। পরে জামালপুর জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলা বাস মালিক সমিতি যৌথভাবে ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়।

জামালপুর জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আমাদের বাস শ্রমিকদের মারধর করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কিছু দুষ্কৃতকারী। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় এই ধর্মঘট চলবে।'

NEW AGE THURSDAY, MARCH 13, 2025,

Highway blocked as road accident kills RMG worker

Staff Correspondent

AT LEAST six people were killed in road accidents in Barishal, Bogura, Gazipur and Lakshmipur on Wednesday.

New Age correspondent in Barishal reported that two people, including a van driver, were killed in a road accident on Barishal-Dhaka highway in the Medina Bus Stand area of Gaurnadi in the district.

The two deceased were the van passenger Abdur Razzak, 47, an employee of the Gaurnadi Municipality and a resident of Dakshin Palradi village and the van driver Swapan Khan, 60, of Ramjanpur village under Kalkini in Madaripur, Gaurnadi highway police station officer-in-charge Aminur Rahman said.

Gaurnadi Fire Service and Civil Defence station officer Bipul Hossain said that the engine-driven van overturned after being hit by an unknown vehicle, throwing the driver and a passenger of the van onto the highway.

New Age correspondent in Gazipur reported that vehicular movement on Dhaka-Mymensingh highway was suspended as the workers of a garment factory put up barricade on the highway at Bagher Bazar area in Gazipur Sadar in the district, protesting the death of a fellow in road accident.

The workers of Golden Refit Garments Limited took to the street at Bagher Bazar in the upazila around 8:00am, halting vehicular movement on the busy highway.

Later, the police convinced the workers to lift the blockade at around 10:00am.

The protesting workers said that Zannatul Ferdous Tamanna, 32, a worker of Golden Refit Garments Ltd, was killed as a truck hit an auto-rickshaw carrying her on the way to her workplace in the morning.

Meanwhile, transport workers blocked the highway, claiming several of their vehicles were vandalised.

Despite the police's request to remove the blockade, the workers refused to comply, prompting the police to disperse them around 12:15pm.

Assistant superintendent of the Gazipur industrial police Md Wahiduzzaman confirmed the incident.

United News of Bangladesh reported that a woman and her minor daughter were killed when a truck hit a van in Beragram under Dupchanchia in Bogura.

The deceased were Roksana Parveen, resident of Satuapara village in Kahalu and her daughter Rahia Khatun, 3, said Dupchanchia police station OC Faridul Islam.

Angered by the accident, local people set the truck on fire following the accident.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a woman was killed when a truck hit an auto-rickshaw collided in Char Lawrence area under Kamalnagar of Lakshmipur district.

The deceased was Nur Nahar Begum, 65, a resident of the same area.

Kamalnagar police station OC Touhidul Islam said that a case was filed in this connection.

NEW AGE SUNDAY, MARCH 9, 2025,

Transport workers block roads in Ctg

Staff Correspondent
Chattogram

PUBLIC transport workers staged a protest at a special traffic police drive against unauthorised vehicles and illegal parking in Chattogram city, blocking roads with vehicles on Saturday.

The protest seriously disrupted vehicular movement in the city for nearly four hours before the police intervened and restored normalcy.

From about 10:00am, the protesters by placing vehicles scatteringly blocked one or both sides of a road stretch starting from Muradpur crossing to the entrance of Bahaddarhat, stalling vehicular movement through the road stretch, which is a lifeline of the city's road network connecting other districts, including Cox's Bazar, and different upazilas of Chattogram.

Among the protesters were drivers and workers of CNG-run auto-rickshaws, human haulers and city buses, the police said.

The demonstrators stated that they staged the blockade protesting at the excessive fines imposed by traffic sergeants, particularly for parking violations. They complained that most crossings in the city, including Muradpur, lack designated parking spaces, forcing them to pick and drop passengers on the roadside.

They claimed that traffic police officers in the city slap fines for different violations that range from Tk 5,000 to Tk 8,000. They also said that drivers have to pay the fines as vehicle owners do not pay them.

The Chattogram Metropolitan Police deputy commissioner (north) of its Traffic Division, Jainul Abedin, said that they were conducting a special drive since the start of Ramadan as directed by the CMP Commissioner, targeting unauthorised public transport and illegal parking.

On Saturday morning, a checkpoint was set up at Muradpur where several auto-rickshaws, human haulers and city buses were fined for violations.

'The fines were imposed as per law, but the workers refused to pay and demanded that no further operations be conducted during Ramadan. They also misbehaved with traffic officials before blocking the roads,' the CMP DC said.

The blockade started at Muradpur crossing where vehicles were left scattered across both lanes. Around an hour later, officers from the Panchlaish police intervened and dispersed them. The protesters again gathered at the entrance of the Lalkhan Bazar-Muradpur flyover near Bahaddarhat, blocking one side of the road.

Panchlaish police officer-in-charge Mohammad Solaiman said, 'Filing cases and imposing fines under traffic rules are lawful procedures. We advised the protesters to voice their concerns through their respective organisations.'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১১ মার্চ ২০২৫,

সড়ক দুর্ঘটনায় পোশাকশ্রমিক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেন তাঁর সহকর্মীরা। এতে প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে গোটা শহর। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

শ্রমিক নিহতের জেরে সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

রাজধানীর বনানী এলাকা

মিনিট্রাকচাপায় পোশাকশ্রমিক নিহতের জেরে সহকর্মীদের ছয় ঘণ্টার বেশি সড়ক অবরোধ। রাতে চালক আটক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বনানীতে গতকাল সোমবার মিনিট্রাকের চাপায় এক নারী পোশাকশ্রমিক নিহতের ঘটনায় সহকর্মীরা বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এর সঙ্গে দ্রুতগতির উড়ালসড়ক হয়ে (এক্সপ্রেসওয়ে) যান চলাচলও বন্ধ করে দেন তাঁরা। প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সড়ক অবরোধে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। এতে অসহনীয় ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, কর্মস্থলে যাওয়ার সময় গতকাল সকাল পৌনে সাতটার দিকে বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় কলাবাহী একটি মিনিট্রাকের চাপায় মিনারা (১৯) নামের এক পোশাকশ্রমিক নিহত হন। আহত হন সুমাইয়া আক্তার (১৯) নামের আরেক পোশাকশ্রমিক। মিনারা বনানীর মাসুদ অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন।

রুপা আক্তার নামের মিনারার এক সহকর্মী বেলা একটার দিকে *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্ঘটনার ছয় ঘণ্টা পার হলেও ঘাতক চালককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

ট্রাকচাপায় মিনারা নিহতের ঘটনা জানাজানি হলে সাতটার দিকে বনানী ও আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে বনানীসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এ যানজটের প্রভাব রাজধানীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

তীব্র যানজটে ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন কর্মস্থলমুখী মানুষেরা। অবরোধ চলাকালে দেখা যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় যানবাহন আটকে আছে। এতে যাত্রীরা গন্তব্যে যেতে বিপাকে পড়েন। তাঁদের অনেকে উপায় না পেয়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করেন।

বিমানবন্দর-বনানী রাজধানীর ব্যস্ততম সড়কগুলোর একটি। বনানীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের কারণে বনানী, মহাখালী ও গুলশান এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এর প্রভাব পড়ে। সড়কে তীব্র যানজটের প্রভাব পড়ে মেট্রোরেলেও।

প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর বেলা দেড়টার দিকে সড়ক ছেড়ে যান শ্রমিকেরা। এর পর থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

যানজটে অসহনীয় ভোগান্তি

বনানী থানার পুলিশ জানায়, সকাল ৬টা ৪১ মিনিটের দিকে মিনিট্রাকের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিক নিহত হওয়ার পরপরই এর প্রতিবাদে বনানী ও আশপাশের বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা বনানীর কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ থেকে মহাখালীর আমতলী পর্যন্ত সড়কে অবস্থান নেন। এতে দুই পাশের সড়কে শত শত গাড়ি আটকে পড়লে যান চলাচল স্থবির হয়ে যায়।

যানজটে আটকা পড়ে হেঁটে কর্মস্থলের পথে রওনা হন ফররুখ আহমেদ। তিনি গ্রিন রোড এলাকায় অবস্থিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বেলা ১১টার দিকে তিনি বলেন, যান চলাচল একেবারে বন্ধ হতে দেখে তিনি হাঁটা শুরু করেন। বিমানবন্দর থেকে দুই-আড়াই ঘণ্টা হেঁটে মহাখালী পর্যন্ত এসেছেন।

সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কামরুল হাসান। তাঁর ফ্লাইট ছিল বেলা ২টা ২৫ মিনিটে। যানবাহন না পেয়ে তিনি হেঁটে বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার সময় কথা হয় তাঁর সঙ্গে। কামরুল হাসান বলেন, কুমিল্লা থেকে গাড়িতে তেজগাঁও পর্যন্ত এসেছেন। রাস্তা বন্ধ শুনে হেঁটে রওনা দেন তিনি। কারণ, নির্ধারিত সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে না পারলে তাঁর যাওয়া হবে না।

এনা পরিবহন নামে দূরপাল্লার একটি যাত্রীবাহী বাসের চালক হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে ব

দিকে বনানীতে পৌঁছান তিনি। এরপর বাসটি আটকে দেন শ্রমিকেরা। এরপর কয়েক ঘণ্টা একই জায়গায় গাড়ি আটকে আছে। এটা দেখে বাস থেকে সব যাত্রী নেমে গেছেন।

স্কুলবাসের চালক শহিদুল ইসলাম দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, গুলশান থেকে তিনি উত্তরা যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টা ২২ মিনিটের দিকে গাড়িসহ আটকে পড়েন তিনি। এর পর থেকে সেখানেই আটকে আছেন।

রাতে চালক আটক

গতকাল দিবাগত রাত সোয়া ১২টায় ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক খুদে বার্তায় জানিয়েছেন, পোশাকশ্রমিককে চাপা দেওয়া ট্রাকের চালককে আটক করা হয়েছে। তাঁর নাম মো. টিটন ইসলাম। তালেবুর রহমান জানান, টিটনকে ডিবির সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সদস্যরা আটক করেন।

এর আগে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তেজগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে ওই মিনিট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. তারেক মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা তিনটি দাবি জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে আছে মিনিট্রাক জব্দ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং নিরাপদে রাস্তা পারাপার নিশ্চিত করা। দাবি পূরণের আশ্বাসে শ্রমিকেরা বেলা দেড়টার দিকে সড়ক ছেড়ে গেলে যান চলাচল শুরু হয়। তিনি বলেন, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদে রাস্তা পারাপার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করবেন।

বনানী থানার ওসি রাত সাড়ে আটটার দিকে জানান, নিহত পোশাকশ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে, তাঁরা মামলা করতে আগ্রহী নন। তবে দুর্ঘটনায় আহত সুমাইয়া এখন রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, সুমাইয়া সুস্থ হলে মামলা করবে তারা।

এদিকে নারী পোশাশ্রমিককে চাপা দেওয়া মিনিট্রাকটির নিবন্ধন স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। গাড়ির মালিককে প্রয়োজনীয় সব দলিলসহ তিন দিনের মধ্যে বিআরটিএতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় পিকআপটির নিবন্ধন নম্বর (ঢাকা মেট্রো-ন-১৪-০৭৬২) স্থায়ীভাবে বাতিল করে মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিআরটিএ।

সমকাল
১৩ মার্চ ২০২৫ । ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

গাজীপুরে তিন কারখানার শ্রমিকরা রাস্তায়, ভাঙচুর

শ্রমিক অসন্তোষ

- দুর্ঘটনায় সহকর্মী নিহতের প্রতিবাদে চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ
- বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর

■ গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

গাজীপুরে তিন পোশাক কারখানায় গতকাল বুধবার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। দুটি ঘটনায় দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। অন্যটির ক্ষেত্রে দাবি না মানায় ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষুব্ধরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার বাঘের বাজারে শ্রমিক জান্নাতুল ফেরদৌস তামান্না গতকাল ভোরে ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্ট লিমিটেডের শ্রমিকরা সকাল ৮টায় সড়কে অবস্থান নেন। প্রায় চার ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার ও নিহতের পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণসহ ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

শ্রমিকরা জানান, শ্রমিক জান্নাতুলের সন্তান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার রাতে সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক (এপিএম) মতিউর রহমানের কাছে এক দিনের ছুটি চেয়েছিলেন। ছুটি না দিয়ে পরিচয়পত্র রেখে বাসায় চলে যেতে বলেন এপিএম। ভোরে কারখানায় আসার পথে মহাসড়ক পার হতে গিয়ে জান্নাতুলের মৃত্যু হয়।

নাওজোড় হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দাবি মেনে নেওয়া হলে দুপুর ১২টার দিকে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এর পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাকের গ্লোবসের শ্রমিকরা তৃতীয় দিনের মতো গতকাল সকালে বিক্ষোভ করেন। শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ কয়েকটি দাবি জানান। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে পুলিশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শ্রমিকরা মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়কে গিয়ে আবার বিক্ষোভ করে। আশপাশের কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নেন।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, গত শনিবার গ্লোবস ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিক আশরাফুল ইসলামের গায়ে হাত তোলেন লাইনম্যান জহিরুল ইসলাম। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা জহিরুলসহ দুই কর্মকর্তাকে পিটিয়ে আহত করে। অন্য কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণ করে। সেই বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গত দু'দিন ধরে আন্দোলন করছে শ্রমিকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রোববার সকালে কারখানা বন্ধের একটি নোটিশ টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে বলা হয়, শ্রম আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী বুধবার থেকে গ্লোবস কারখানা লে অফ (বন্ধ) ঘোষণা করা হচ্ছে।

কালিয়াকৈর থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বারতোপা গ্রামের খান টেক্স ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা প্রায় ৬ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ঈদ বোনাস দেওয়ার দাবিতে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা মাওনার সলিংমোড়ে একত্রিত হয়। মাওনা-কালিয়াকৈর সড়কে অবস্থান নেয়। দুপুর দেড়টার দিকে কর্তৃপক্ষ দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে সড়ক ছাড়ে শ্রমিকরা।

কারখানার ব্যবস্থাপক মো. মাসুদ রানা বলেন, আগামী ১৭ ও ২৩ মার্চ দুই মাসের বেতন পরিশোধ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২ চৈত্র ১৪৩১, ১৬ মার্চ ২০২৫

বরিশালে শ্রমিকনেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

■ বরিশাল অফিস

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিকনেতা মোশারেফ হোসেনের ওপর হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে সোনারগাঁও টেক্সটাইলের সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সমাবেশ শেষে মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যদিয়ে কর্মসূচির শেষ হয়। এ ঘটনায় জড়িত জামাল গাজীসহ অন্যান্যদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান শ্রমিকরা। দাবি আদায় না হলে বরিশালের সব কারখানা বন্ধ করে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা।

সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সহসভাপতি জসিম হাওলাদারের সভাপতিত্বে বক্তৃতা দেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খুকু মনি, সহসভাপতি ইমরান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দুলাল মল্লিক, বাসদের বরিশাল জেলার সদস্য শহিদুল শেখ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলার দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বরিশাল রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের বরিশাল জেলার দপ্তর সম্পাদক আব্দুল রাজ্জাক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মহানগর সাধারণ সম্পাদক সুজন আহমেদ, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ দপদপিয়া ইউনিয়নের সভাপতি রমজান আকন, বরিশাল রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মো. আরিফ ও সাধারণ সম্পাদক রিপন হাওলাদার প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, গত ১৪ মার্চ বেলা ১১টার দিকে জামাল গাজীর নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি মোশারফ হোসেনের নগরীর বাড়িতে ভাঙচুর করে। এ সময় মোশারফের বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের আহত করে বাসা থেকে নগদ টাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। হামলা, মারধর ও লুটের ঘটনায় শ্রমিকনেতা মোশারফের ভাবি সুখী ঘটনার দিন বিকালে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি অভিযোগ দেয়। এই অভিযোগ দেওয়ার খবর পেয়ে জামাল গাজীর নেতৃত্বে রাত আনুমানিক ৮টার দিকে একদল সন্ত্রাসী সোনারগাঁও টেক্সটাইল কারখানায় কর্মরত অবস্থায় মোশারফকে ডেকে নিয়ে দপদপিয়া ব্রিজের সংলগ্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত করে জখম করে। পরে কারখানার শ্রমিকরা তাকে কারখানায় না দেখে খুঁজতে বের হলে তাকে আহত অবস্থান টোলের কাছ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বক্তারা আরো বলেন, বাড়িতে হামলা করে আবার কারখানায় গেট থেকে তুলে নিয়ে শ্রমিকনেতার ওপর এই সন্ত্রাসী হামলা শ্রমিকরা কোনোভাবেই সহ্য করবে না। জামাল গাজী রূপাতলীর এক প্রভাবশালী নেতার ক্ষমতা দেখিয়ে এ হামলা করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকের একতার সামনে কোনোশক্তিই টিকবে না। যদি দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না হয় তাহলে বরিশালের সব কারখানা এক হয়ে বৃহৎ আন্দোলন ঘোষণা করা হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারি দেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১২ মার্চ ২০২৫

বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের শান্ত করতে কথা বলছেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল বেলা ১১টায় টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

শ্রমিক বিক্ষোভ, দুই মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর

শ্রমিকেরা গতকাল কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক কয়েক ঘণ্টা অবরোধ করেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর* ও **সংবাদদাতা**, *টঙ্গী*

শ্রমিক মারধর ও কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের দুই স্থানে দুটি মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল মঙ্গলবার শ্রমিকেরা কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ দুই মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কালিয়াকৈরে এক শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদ ও পোশাক কারখানা খোলার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। এ সময় তাঁরা মিছিল নিয়ে বিভিন্ন কারখানার ফটকে গেলে আশপাশের অন্তত ১৫টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

গতকাল সকাল আটটায় শ্রমিকেরা মহাসড়কে অবস্থান নেন। যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে ১০টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে আশপাশে অবস্থান নেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার মৌচাকের গ্লোবাল অ্যাপারেলস নামের একটি কারখানায় কয়েকজন শ্রমিককে ডেকে নিয়ে মারধর করেন কর্মীরা। এর জের ধরে কারখানার ভেতর আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকেরা। পরে বিষয়টি মীমাংসা হলেও গতকাল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং কারখানা খোলার দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। পরে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের আন্দোলনে আশপাশের ১৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।

মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবদুল সেলিম জানান, বিভিন্ন স্থানে থানা-পুলিশের পাশাপাশি শিল্প পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল সকাল সাতটায় বিক্ষোভ শুরু করেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। পরে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। ফলে মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কে চলাচলকারীরা।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা জানান, টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেওয়ার কথা ছিল ৯ মার্চ। তবে বেতন না দেওয়ায় গত সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করেন। বিকেলে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান। গতকাল সকালে শ্রমিকেরা এসে দেখেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ সাঁটিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ওই নোটিশ দেখে শ্রমিকেরা সকাল সাতটা থেকে কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা হোসেন মার্কেট ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নেন। এতে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ যানজটে দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কে চলাচলকারীরা। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও থানা-পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া চেষ্টা করে।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৪ মার্চ ২০২৫
২৯ ফাল্গুন ১৪৩১

বকেয়া বেতনভাতা দাবি

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা আলাদাভাবে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহসড়ক অবরোধ করে রাখেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার মহানগরীর কোনাবাড়ী ও নগপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, কোনাবাড়ীতে স্বাধীন গার্মেন্টি কারখানার শ্রমিকদের পাওনা ফেব্রুয়ারির বেতন চলতি মাসের ২০ তারিখে এবং ঈদ বোনাস ২৭ মার্চ পরিশোধের ঘোষণা দেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু চলতি মাসের বেতন কবে দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। বুধবার শ্রমিকরা ওই সিদ্ধান্ত কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে বৃহস্পতিবার জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানায়। বৃহস্পতিবার সকালে কাজে যোগ দিয়ে শ্রমিকরা চলতি মাসের বেতন কবে দেওয়া হবে জানতে চান কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। একপর্যায়ে বেলা ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোনাবাড়ী উড়ালসড়কের পূর্বপাশে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ গিয়ে অবরোধকারী শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ওই মহাসড়কে ফের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

একই দিন বিকালে মহানগরীর নগপাড়ায় এসএস সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা এক মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে বিকাল ৪টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার একেএম জহিরুল ইসলাম জানান, উভয় কারখানার শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়কের ওপর থেকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

NEW AGE TUESDAY, MARCH 11, 2025,

RMG workers block road as covered van kills fellow

Staff Correspondent

READYMADE garment workers on Monday blocked the airport road as well as the elevated expressway in Banani's Chairmanbari area in the capital Dhaka, protesting at the death of a fellow worker in a road accident in the morning.

Several hundred RMG workers blocked the busy road for about seven hours, demanding justice for their fellow worker Minara, who was run over by a covered van while she was crossing the airport road at Chairmanbari at about 6:45am, triggering severe traffic congestions at Banani and in

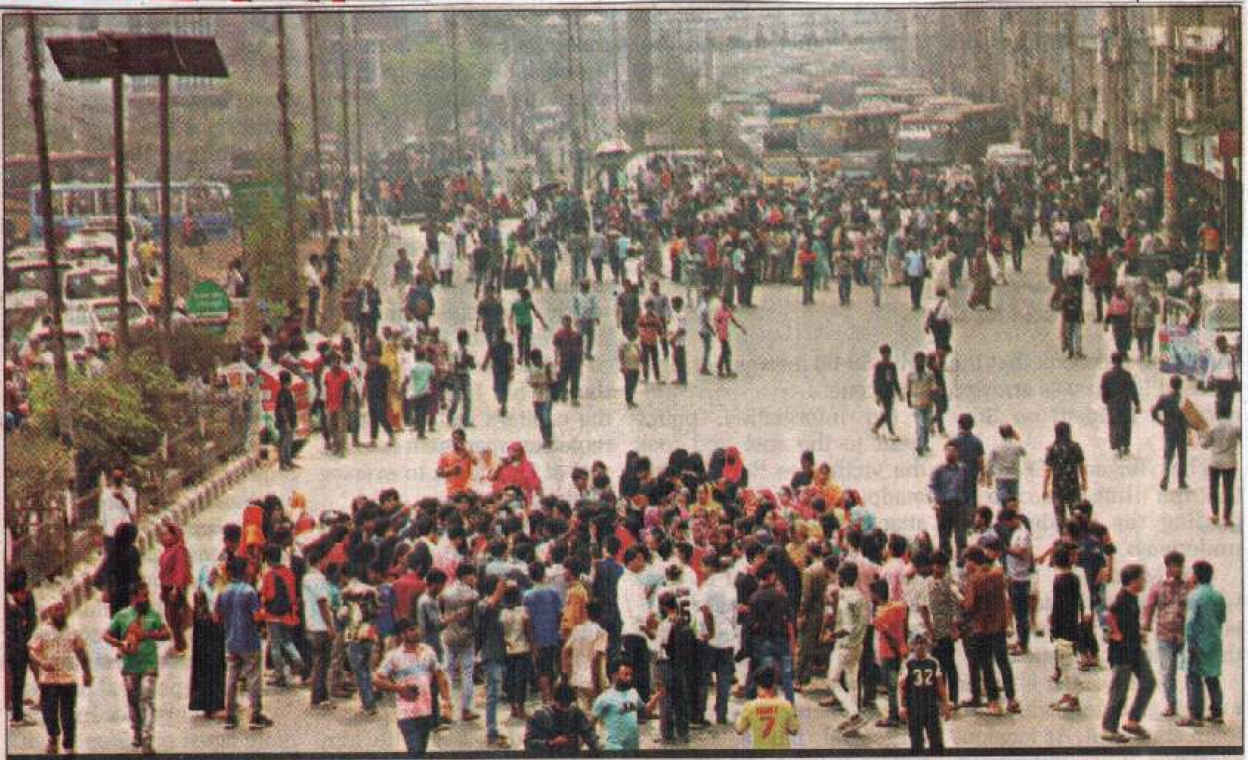

Apparel workers block the airport road, as a covered van kills one of their fellows, in Banani's Chairmanbari area in Dhaka on Monday. — Sony Ramani

RMG workers block road

Continued from page 1

other areas across the city throughout the day.

In the accident, another RMG worker was injured, according to the police.

Traffic movement through the expressway was also suspended for more than two hours, according to commuters and officials concerned.

The blockade affected multiple routes across the city and commuters from all walks of life, especially office-goers and air passengers, suffered immensely due to the blockade that lasted for about seven hours.

The protesting RMG workers blocked the elevated expressway at about 8:40am, disrupting vehicular movement on different roads, said Hasib Hasan Khan, First Dhaka Elevated Expressway Company Limited manager for operations and maintenance.

'We kept the expressway closed for more than two hours as the protesters took positions on the expressway,' he said, adding that operation on expressway resumed at about 11:00am.

Banani police station officer-in-charge Rasel Sarwar said that RMG workers blocked the Chairmanbari road at about 7:00pm after the accident that killed Masud Garments Ltd worker Minara, 19.

'The accident occurred at about 6:45am on Monday as a pick-up van hit two RMG workers — Minara and Sumaiya. Minara died on the spot while injured Sumaiya was taken to the Dhaka Medical College Hospital,' he said.

The traffic movement had become normal since the protesters left the road at about 1:30pm, he said, adding that the covered van was seized while the police was trying to apprehend the driver.

The blockade created huge tailbacks on either side of the roads at Banani, Uttara, Khilkhet, Gulshan and in other areas in the city. Pedestrians were seen using the footpaths to reach their destinations, but even the footpaths were overcrowded.

Many of the commuters expressed their frustration on social media platforms over the severe traffic congestions on the day.

An office goer wrote saying that he left home for office at about 7:00am and got stuck for three and a half hours on the elevated expressway.

'I ultimately reached my office at about 11:00am while I was supposed be there by 9:30am,' he posted.

Meanwhile, the Bangladesh Road Transport Authority on Monday temporarily suspended the registration of the pickup van.

The BRTA's Dhaka Metro-2 Circle in Ekuria area issued a letter to the pickup van's owner Md Titon Islam from Lakshmidhordiya of Dhopail under Mirpur in Kushtia.

The letter was signed by BRTA deputy director (engineering) Md Sanaul Haque.

THE FINANCIAL EXPRESS March 12, 2025

Ready-made garment (RMG) workers blocked the Dhaka-Mymensingh Highway in Tongi area of Gazipur on Tuesday, demanding payment of arrears, overtime bills and Eid allowance. — Focus Bangla

Holiday declared at 10 RMG factories in Gazipur amid workers' protest

At least 10 ready-made garment (RMG) factories declared holiday on Tuesday after workers staged protests over unpaid wages and alleged attacks on their fellows, blocking highways in Gazipur's Tongi and Kaliakair areas, reports bdnews24.com.

Protesters barricaded and occupied the highways from 8:00 am to press for various demands. The blockades resulted in severe traffic congestion. Law-enforcement agencies subsequently intervened to restore order.

Given the circumstances, authorities decided to close 10 factories in Gazipur. Earlier, workers from BHIS Apparels Ltd blocked the Dhaka-Mymensingh Highway in Tongi area.

After blocking the highway for three hours, the workers called off their protests at 11:00 am, allowing traffic to resume, according to Gazipur Industrial Police Superintendent A K M Zahirul Islam.

"We are now discussing their demands with factory owners, and hope to resolve the issue soon," said Zahirul.

Meanwhile, in Kaliakair, the RMG workers also withdrew from the Dhaka-Tangail Highway after protesting against the assaults on colleagues at Globus Garments factory.

The workers had taken to the streets at around 8:00 am, demanding action against the perpetrators. The protesters dispersed by 10:00 am, restoring regular traffic flow, according to Kaliakair Police Station chief Riad Mahmud.

Due to the protests, at least 15 nearby factories in Kaliakair were temporarily closed, he said.

সংবাদ ঢাকা : বুধবার ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 12 March 2025

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

জেলা বার্তা পরিবেশক ও প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গাজীপুরের টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে টঙ্গী হোসেন মার্কেট এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। পরে সেনাবাহিনীর চেষ্টায় বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মহাসড়ক ছাড়েন শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা জানায়, প্রতি মাসে তাদের বেতন ২৫ তারিখের মধ্যে দেয়া হলেও মার্চ মাসের ১০ তারিখ পেরিয়ে গেলেও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। এ নিয়ে গত সোমবার বিকালে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে তারা বাড়ি ফিরে যান।

গতকাল সকালে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার মূল ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। এ সময় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। কারখানা খুলে দেয়া ও বকেয়া বেতনের দাবি করতে থাকেন তারা।

এদিকে, মহাসড়ক অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন রাস্তা ব্যবহারকারীরা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে সেনাবাহিনী এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। বর্তমানে মহাসড়কটির যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

এতে মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চেষ্টায় মহাসড়ক ছাড়েন শ্রমিকরা।

NEW AGE SATURDAY, MARCH 15, 2025,

Trade unions demand festival allowance by March 21

Staff Correspondent

GARMENT sector trade union leaders on Friday urged the government and factory owners to pay workers' festival allowances by Ramadan 20, which falls on March 21.

They also demanded that the wages for March be paid before the Eid holidays and that workers be granted a five-day Eid vacation, similar to other service sectors.

This year, Eid-ul-Fitr, the largest religious festival for Muslims, is likely to be held on April 1.

Leaders of the Garment Workers' Trade Union Centre hold a rally in front of the National Press Club to press their demands.

Presiding over the rally, the organisation's president, Mantu Ghosh, said that garment workers were among the lowest-paid labourers. If they did not receive their wages and festival allowances before Eid, they would be unable to celebrate Eid-ul-Fitr with their families, he said.

He urged the interim government and factory owners to ensure the payments by Ramadan 20.

GWTUC vice-president Joly Talukder called for an increase in garment workers' wages to help them cope with the rising prices of essential commodities.

General secretary Sadequr Rahman Shamim demanded the introduction of a rationing system for garment workers, allowing them to purchase essential items at lower prices.

Central leaders of the organisation, including Ziaul Kabir Khokan, Dulal Saha, and Abdus Salam Babul, also spoke at the rally. The event was followed by a protest procession that paraded through different city roads.

Meanwhile, the Bangladesh Garment and Sweater Workers' Trade Union Centre organised a rally in front of the Narayanganj Press Club on Friday.

Trade union leaders at the rally demanded Eid bonuses equivalent to workers' basic wages. They also called on the government to ensure a five-day Eid holiday for workers, similar to that of public servants.

BGSWTUC general secretary Kazi Ruhul Amin said that many factories had outstanding wage arrears ahead of Eid.

'Pay all arrears before Eid,' he said, urging authorities to ensure that workers receive their full wages for March.

NEW AGE FRIDAY, MARCH 14, 2025,

Workers to get all payment by Ramadan 20

Staff Correspondent

THE Ministry of Labour and Employment has instructed the factory authorities to pay all outstanding wages, bonuses, and dues to workers by the 20th of Ramadan.

Moreover, they also urged the entrepreneurs to pay at least 15 days' wages for March, based on their financial capacity.

These directives were finalised during a Tripartite Consultative Council (TCC) meeting held on Wednesday night at the Srama Bhaban in the capital.

The ministry emphasised that factory management and worker representatives should collectively determine, in accordance with labour laws, the start date of the Eid-ul-Fitr holidays while maintaining consistency with neighbouring factories.

They also directed that no workers should face termination or layoff before Eid-ul-Fitr, according to a statement from the ministry.

Law enforcement agencies will actively monitor the overall labour situation, particularly issues related to wage payments and holiday schedules.

The meeting also decided that to facilitate transactions, commercial banks in key industrial zones will remain open from March 28 to March 29, 2025.

They will also urge the finance division and central bank regarding the potential cash incentives of the BGMEA and BKMEA members.

They also decided to establish a central monitoring cell under the leadership of the additional secretary (labour) along with representatives from workers' unions, factory owners, and relevant ministries and agencies.

Labour and employment secretary AHM Shafiquzzaman chaired the meeting with the presence of TCC members, including representatives from workers' unions, factory owners' associations, law enforcement agencies, the Bangladesh Army, the Department of Inspection for Factories and Establishments, and the Labour Department.

The discussions also covered a review of the pre-Eid labour situation, including plans for the distribution of TCB goods in industrial zones by the Ministry of Commerce.

রবিবার ১৬ মার্চ ২০২৫ দৈনিক ইত্তেফাক

ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবি সাভারে ট্যানারি শ্রমিকদের কর্মবিরতি বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার ১ টাকা নির্ধারণসহ পাঁচটি গ্রেডে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অবিলম্বে বাস্তবায়নসহ বেশ কিছু দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ট্যানারি শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার দুপুরে সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্প নগরীর বিভিন্ন কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে এই কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ মিছিল পালন করেন শ্রমিকরা। অবিলম্বে দাবি আদায় না হলে ভবিষ্যতে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, অন্যান্য সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পরপর তা বাস্তবায়ন হলেও ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত মজুরি এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। নানা তালবাহানায় শুধু সময় ক্ষেপণ করছে মালিকপক্ষ। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রমিকেরা।

শ্রমিকদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে—প্রতিটি কারখানায় শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম স্বচ্ছ, কার্যকর ও জোরদার করা, স্থায়ী কাজে কোনো অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ না দেওয়া ইত্যাদি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৩ চৈত্র ১৪৩১, ১৭ মার্চ ২০২৫

ঈদের আগে মার্চ মাসের পূর্ণ বেতন দেওয়ার দাবিতে গতকাল মিছিল করে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) —ইত্তেফাক

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৮ মার্চ ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল রেলওয়ে ভবনের সামনে রেলের অস্থায়ী শ্রমিকদের অবস্থান ■ মঞ্জুরার রহমান

রেলের অস্থায়ী শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতন আগামী রবিবারের মধ্যে পরিশোধের আশ্বাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অস্থায়ী (টিএলআর) শ্রমিকরা তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছে। গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের অস্থায়ী (টিএলআর) কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের এ ঘোষণা প্রদান করা হয়। এর আগে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম আন্দোলনরত টিএলআর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আগামী রবিবার এর মধ্যে পরিশোধের আশ্বাস প্রদান করেন।

গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে এ উপলক্ষে ব্রিফিংকালে তিনি বলেন, ইন্টিগ্রেটিড বাজেট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস) সংক্রান্ত জটিলতার কারণে রেলওয়ের টিএলআর শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে সমস্যা ছিল। সে সমস্যা সমাধানে অর্থবিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী রবিবারের মধ্যে টিএলআর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। তা ছাড়া, আগামী এপ্রিল মাস থেকে তাদের বেতন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি। তার এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে টিএলআর শ্রমিকরা তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। তবে রবিবারের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে তারা পুনরায় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানায়।

ব্রিফিংকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও টিএলআর শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বণিকবার্তা
সোমবার, মার্চ ১৭, ২০২৫

অর্জিত ছুটির টাকা ও বেতন-বোনাস দাবি

টঙ্গীতে দুই পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

অর্জিত ছুটির টাকা, অগ্রিম বেতন ও ২৫ মার্চের মধ্যে বোনাস পরিশোধের দাবিতে গাজীপুরের টঙ্গীতে দুটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এসব দাবিতে গতকাল সকাল থেকে কারখানা দুটির কয়েক হাজার শ্রমিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। তবে শ্রমিকদের এসব দাবি মানতে না পেরে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের নোটিস দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়।

শিল্প পুলিশ জানায়, টঙ্গীর এমটারনেট গ্রুপের এক্সপোর্ট ভিলেজ ও ব্রাভো ম্যানুফ্যাকচারার লিমিটেড কারখানায় গতকাল বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার মেশিন ও আসবাব ভাংচুর করেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) ইসমাইল হোসেন জানান, শ্রমিক প্রতিনিধি, সেনাবাহিনী, কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শিল্প পুলিশের সমন্বয়ে আলোচনা শেষে শ্রমিকদের দাবিগুলো মেনে নিয়েছেন কারখানার মালিক। আজ থেকে কারখানা চালু থাকবে। শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস সুজন বলেন, 'তাদের অধিকাংশ দাবি অযৌক্তিক। তার পরও দাবিগুলো মেনে নেয়া হয়েছে। তারা কারখানায় ভাংচুর চালিয়েছে। ভাংচুর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানমাল রক্ষায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে দাবি মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শ্রমিকরা ফের অযৌক্তিক দাবি না জানালে আজ থেকে কারখানা চালু থাকবে।'

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 18 March 2025

গতকাল আগুন জ্বালিয়ে শ্রীপুর-মাওনা সড়কের কেওয়া পূর্বখণ্ডে (নতুন বাজার) অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা -সংবাদ

বকেয়া, বোনাস পরিশোধের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

১৬ মার্চ বেতন দেয়ার কথা ছিল। গেইটে নতুন নোটিশ, ৫ এপ্রিল বেতন পরিশোধ করা হবে।

'বেতন ও ঈদ বোনাস না দিলে আমরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঈদ করবো কীভাবে'

দ্রুত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে কারখানা খোলার দাবি

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে দুই মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস এবং কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে দুই ঘন্টা শ্রীপুর-মাওনা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সোলার সিরামিক কারখানার শ্রমিকেরা।

এ সময় সড়কের উভয় পাশে যানবাহন আটকা পড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চলাচলকারী যাত্রী ও চালকেরা দুর্ভোগে পড়ে। গতকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত সড়কে বন্ধ রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে সড়কের কেওয়া পূর্বখন্ড (নতুন বাজার) অবস্থান নিয়ে তারা বিক্ষোভ করে।

আন্দোলনরত শ্রমিকেরা জানায়, চলতি মাসের ১ তারিখে কারখানা কর্তৃপক্ষ লে-অফ ঘোষণার নোটিশ টানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন গত রোববার (১৬ মার্চ) পরিশোধের কথা ছিল। সকালে শ্রমিকেরা বকেয়া বতেন নিতে এসে কারখানা গেইটে পূর্বের টানিয়ে দেয়া নোটিশ দেখতে পায়নি। নতুন টানানো নোটিশে কারখানা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে বকেয়া বেতন আগামী এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ পরিশোধ করা হবে। তারা আরও জানান, আমরা একেকজন শ্রমিক ৫ বছর, কেউ কেউ ৭ বছর এবং কেউ কেউ ১০ বছরেরও বেশি সময় এ কারখানায় চাকরি করছি। আমাদের অনেক শ্রমিক সার্ভিস বেনিফিটের টাকা পাওনা রয়েছে। ওইসব বকেয়া পরিশোধ না করে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে কারখানায় বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয়। পরবর্তীতে বারবার বকেয়া পরিশোধের তারিখ দিয়েও পরিশোধ করছে না। তারা বলেন, বেতন ও ঈদ বোনাস না দিলে আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঈদ করতে পারব না। অনেক শ্রমিক ভাইয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল মাদ্রাসার বেতন না দিতে পেরে তারা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

কারখানা শ্রমিক তাইজুদ্দিন, মোহসীন, কামাল এবং শাহিদাসহ আন্দোলনরত শ্রমিকেরা জানায়, পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী সকালে কারখানায় এসে দেখি বেতন পরিশোধের নতুন তারিখ দিয়ে আবার আরেকটি নোটিশ টানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কারখানা মালিকের এসব টালবাহানার কারণে আমাদের বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছি। আমাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে কারখানা খোলার দাবি জানান তারা।

শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মন্ডল জানান, শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত দুই ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে তিনি (ওসি) মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল শুরু হয়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৫ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে বিভিন্ন দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

যান চলাচলে ব্যাঘাত, দুর্ভোগ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর তেলিপাড়া এলাকায় একটি পোশাক-কারখানার শ্রমিকরা তাদের ওভার টাইম, নাইট বিল, টিফিন বিল, ঈদ বোনাস, বেসিক, প্রডাকশন বোনাস, কারখানার জিএম এর পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা ধরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং দুর্ভোগে পড়ে ঐ পথে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, মহানগরীর তেলিপাড়া এলাকায় স্মাগ সোয়েটার লিমিটেড কারখানায় তিন শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। ঐ কারখানার শ্রমিকদের ঈদের বোনাস দিয়েছে শতকরা ২৫ ভাগ হিসাবে। কিন্তু তারা শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে বোনাস দাবি করে আসছিল। কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে না নেওয়ায় শুক্রবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের তেলিপাড়া এলাকায় অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ঐ মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন ঐ মহাসড়কে চলাচলকারীরা। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বেলা ১২টার দিকে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানায়, ওভার টাইমের টাকা পরিশোধ, নারী শ্রমিকদেরকে মাতৃত্বকালীন ছুটি, নাইট বিল ১৯০ টাকা, টিফিন বিল, বাৎসরিক (অর্জিত) ছুটির টাকা, ডিনার বিল ১০০ টাকা, ঈদ বোনাস ফুল বেসিক, সার্ভিস বেনিফিটের টাকা, সর্বনিম্ন ১২৫০০ টাকা বেতন প্রদান, বিনা কারণে যখন-তখন শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না, ২৫ ভাগ উৎপাদন (প্রোডাকশন) বোনাস দিতে হবে, কাজের সঠিক রেট (মূল্য) নির্ধারণ করে দিত হবে, মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপকের (পিএম) পদত্যাগ ১৪ দফা দাবি জানিয়ে আসছিল। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি না মানায় তারা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ওসি কাউসার আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের সময় মতো বেতন দেওয়া হয়েছে, সরকার নির্ধারিত হিসাবে বোনাসও দেওয়া হয়েছে। তারপরও বোনাস বেশির দেওয়ার দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে সকাল থেকে বিক্ষোভ করে। পরে বেলা ১২টার দিকে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৪ মার্চ ২০২৫।

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ২০ রোজার মধ্যে দিতে হবে

ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, বোনাসসহ সব পাওনা আগামী ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতন মালিকপক্ষ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী দেবে। আসন্ন ঈদুল ফিতর পূর্ববর্তী শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা, শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও ছুটিসংক্রান্ত পর্যালোচনার জন্য ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৮৫তম বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত বুধবার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে আয়োজিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ থেকে সাতটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তগুলো হলো–

১। আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে কোনো শ্রমিককে চাকরিচ্যুত/ছাঁটাই করা যাবে না।

২। কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা আলোচনা করে শ্রম আইন অনুযায়ী দ্রুত ঈদুল ফিতরের ছুটি কখন থেকে শুরু হবে তা নির্ধারণ করবেন। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৩। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, বোনাসসহ সব পাওনা ২০ রমজানের মধ্যে কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিকদের মার্চ মাসের অন্তত ১৫ দিনের বেতন মালিকপক্ষ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী দেবে।

৪। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএসহ মালিকপক্ষের ক্যাশ ইনসেনটিভ বাবদ সরকারের কাছে পাওনা পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করা হবে।

৫। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ, ছুটিসংক্রান্ত বিষয়সহ সার্বিক পরিস্থিতির ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সক্রিয় দৃষ্টি রাখবে।

৬। সার্বিক পরিস্থিতি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে এরই মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক গঠিত কমিটির পাশাপাশি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের (শ্রম) নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করা হবে। কমিটিতে শ্রমিক-মালিকপক্ষের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৭। বিভিন্ন শিল্প-কারখানার শ্রমঘন এলাকায় ২৮ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো খোলা রাখতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) সদস্য হিসেবে শ্রমিকপক্ষ, মালিকপক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, শিল্পাঞ্চল পুলিশ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো
শনিবার। ১৫ মার্চ ২০২৫।

দাবি পূরণের আশ্বাসে তিন ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা

● গাজীপুর প্রতিনিধি

বিভিন্ন দাবিতে সকাল থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছিলেন একটি পোশাক কারখানা শ্রমিকরা। দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে গাজীপুর মহানগরীর তেলিপাড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকরা। সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক ছাড়েন। ওই এলাকার স্মাগ সোয়েটার নামের কারখানার শ্রমিকরা শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেন। এর আগে সকাল ৯টায় আন্দোলনে নামেন তারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদ বোনাস, ২৫ ভাগ উৎপাদন বোনাস, নাইট বিল, টিফিন বিলসহ বিভিন্ন দাবিতে গাজীপুরের তেলিপাড়া এলাকায় স্মাগ সোয়েটার নামের একটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা সকাল ৮টায় কাজে যোগ না দিয়ে ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে নামেন। এক পর্যায়ে তারা বিক্ষোভ মিছিল করে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। অবরোধের কারণে ওই মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন শত শত যাত্রী। অনেকেই পায়ে হেঁটে বা বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্মাগ সোয়েটার লিমিটেড কারখানায় ২৫০ থেকে ৩০০ শ্রমিক কাজ করেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ঈদের বোনাস দিয়েছে বেতনের ২৫ শতাংশ। শ্রমিকরা ৫০ শতাংশ বোনাস দাবি করে আসছেন। দাবি আদায়ে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে সকাল ৯টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের তেলিপাড়া এলাকায় অবস্থান নেন। এতে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কে চলাচলকারীরা।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের অভিযোগ, স্মাগ সোয়েটার কারখানায় প্রায় ১ হাজার ২০০ শ্রমিক কাজ করছেন। দীর্ঘদিন কাজ করলেও তাদের ওভার টাইম বিল, নাইট বিল, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বার্ষিক টাকা পান না শ্রমিকরা। এ ছাড়া তাদের প্রোডাকশন রেট সঠিকভাবে দেওয়া হয় না। এ অবস্থায় ঈদ বোনাস, ওভারটাইম বিল, জিএমের পদত্যাগসহ ১৪ দফা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন তারা।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ বলেন, সকালে স্মাগ সোয়েটার নামের কারখানার দুই থেকে তিন শতাধিক শ্রমিক ঈদুল ফিতরের বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ শুরুর করেন। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে দুপুর ১২টার দিকে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৩ চৈত্র ১৪৩১, ১৭ মার্চ ২০২৫

আড়াইহাজারে গার্মেন্টস কর্মীর লাশ উদ্ধার

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের কালীবাড়ি এলাকায় শামসুন্নাহার চৈতি (২৬) নামে এক মহিলা গার্মেন্টস কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। চৈতি ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানার সামসুউদ্দিনের মেয়ে। নিহত চৈতি ও তার স্বামী সাইফুল ইসলাম রূপগঞ্জ উপজেলার ফকির ফ্যাশনে কাজ করতেন এবং দুপ্তারা কালীবাড়ি এলাকায় মাসুম মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। পুলিশ রবিবার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী সাইফুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। সাইফুলের বাড়িও ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানায়।

আড়াইহাজার থানার ওসি এনায়েত হোসেন জানান, নিহতের বাঁ হাতে কাটা দাগ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে নির্যাতন করে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

SATURDAY MARCH 15, 2025
CHAITRA 1, 1431 BS
The Daily Star

RMG workers block highway for Eid bonus

OUR CORRESPONDENT, *Gazipur*

Around three hundred workers of a ready made garment factory blocked the Dhaka-Mymensingh highway in Gazipur's Basan area yesterday morning to press home their 14-point demands, including Eid-ul-Fitr bonuses.

Gazipur Industrial Police Inspector Faruk Hossain told The Daily Star that the workers of the factory took position on the road at Telipara around 8:30am, halting vehicular movement in the area.

However, traffic movement returned to normal around noon following discussions between the factory owners, the police and workers, said Traffic Police Inspector Abdullah Al Mamun.

সমকাল
শুক্রবার। ২১ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বৃহস্পতিবার ছয়টি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করেছেন। সদরের হোতাপাড়া, কোনাবাড়ী ও কালিয়াকৈরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।

কালিয়াকৈর উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ ও বাড়ইপাড়ার দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিকেলে দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় সড়কের উভয় পাশে প্রায় ছয় কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের।

পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয়রা জানান, একই মালিকানাধীন পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় ডং বাং ডাইং লিমিটেড ও বাড়ইপাড়ার মাহমুদ ফেব্রিক্সের ভেতরে শ্রমিকরা বিকেলে বিক্ষোভ করেন। কর্তৃপক্ষের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

ডং বাং ডাইং লিমিটেড কারখানার শ্রমিক সুমন মিয়া ও হারুন অর রশিদ জানান, গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও বাৎসরিক ছুটির টাকা দেয়নি। তাহলে তারা কীভাবে ঈদ করবেন? ছেলে-মেয়েদের ঈদের পোশাক কিনে দিতে পারেননি। ঘরে খাবার নেই। বাসা ভাড়ার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন।

মাহমুদ ফেব্রিক্স কারখানার শ্রমিক হযরত আলী বলেন, 'আমরা গত দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। বেতন না পেলে ঈদ করব কেমনে? বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধ করতে হচ্ছে।'

ডং বাং ডাইং ও মাহমুদ ফেব্রিক্স লিমিটেডের মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ রানাকে একাধিকবার ফোন ও বার্তা পাঠিয়েও সাড়া মেলেনি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কালিয়াকৈর জোনের ওসি কিরণ কুমার রায় বলেন, 'কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এদিকে মহানগরের কোনাবাড়ী জরুন এলাকায় আলিফ গ্রুপের তিনটি প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এগুলো হচ্ছে স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেড, স্বাধীন ডাইং লিমিটেড ও স্বাধীন প্রিন্টিং লিমিটেড। কারখানার গেটে এসে গতকাল সকালে শ্রমিকরা বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেন।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা কয়েক দিন ধরে ঈদ বোনাস, ছুটির টাকা ও চলতি মাসের অর্ধেক বেতনের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।

মহানগর পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানান, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি না মেনে বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয়। এতে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন।

অন্যদিকে ঈদের ছুটি আরও দু'দিন বাড়ানোর দাবিতে সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেমে আসেন ইউটা কারখানার শ্রমিকরা। হোতাপাড়ায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।

ওই কারখানার শ্রমিকরা জানান, এবার ঈদে ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ইউটা কারখানার শ্রমিকরা ১২ দিন ছুটি চান।

বণিক বার্তা
শনিবার, মার্চ ২২, ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবিতে মুন্সিগঞ্জে নৌযান শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মুন্সিগঞ্জ

আগামী ২৩ রমজানের মধ্যে বকেয়া বেতন ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে মুন্সিগঞ্জে বিক্ষোভ করেছেন নৌযান শ্রমিকরা। এ সময় বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি গোলাম কিবরিয়া মিজির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায় প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে অংশ নেন বালিবাহী বাল্কহেড, লাইটার জাহাজ ও যাত্রীবাহী লঞ্চসহ বিভিন্ন নৌজানের শ্রমিক ও কর্মচারীরা।

বিক্ষোভকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নৌযান শ্রমিকদের বেতন ভাতা বন্ধ রয়েছে। পরিবার দুর্বিষহ সময় কাটছে তাদের। ঈদের আগে নৌযান শ্রমিকদের গেজেট অনুযায়ী বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পরে শ্রমিক নেতা গোলাম কিবরিয়া মিজির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঘাট এলাকায় বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এ সময় সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু ইলিয়াস শান্ত হত্যা মামলা থেকে কিবরিয়া মিজির নাম প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ শিকদার, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন মুন্সিগঞ্জ জেলার সভাপতি মো. তাইজুল ইসলাম বাদশা প্রমুখ।

বুধবার, মার্চ ১৯, ২০২৫ ■ চৈত্র ৫, ১৪৩১ বণিক বার্তা

বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও ছুটি বাড়ানোর দাবি

গাজীপুরে দুই কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গাজীপুরে খাদ্য উৎপাদনকারী একটি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল সকালে বিক্ষোভ মিছিলের একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে আধা ঘণ্টা পর যান চলাচল শুরু হয়। এছাড়া ঈদের ছুটি বাড়ানোর দাবিতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন।

শিল্প পুলিশ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলার হোতাপাড়া এলাকায় ফু-ওয়াং ফুড লিমিটেড কারখানায় ৬৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। চলতি মাসের ১৭ দিন পার হলেও তাদের ফেব্রুয়ারির বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়নি। ওই মাসের বেতন ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উৎপাদন বন্ধ রেখে কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে সকাল ৯টার দিকে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই এলাকা দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যান।

একই উপজেলার বানিয়ারচালা এলাকার জায়ান্ট টেক্সটাইল লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঈদুল ফিতরের ছুটি ১১ দিন এবং কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ওমর ফারুকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। পরে দুপুরে শ্রমিকরা কর্মস্থল ত্যাগ করেন।

গাজীপুর শিল্প-পুলিশের ইন্সপেক্টর মো. আব্দুল লতিফ খান বলেন, 'ফেব্রুয়ারির বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ফু-ওয়াং ফুড লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও মহাসড়কে অবরোধ করেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে তারা বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেন। এ আশ্বাসে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।'

তিনি আরো জানান, জায়ান্ট টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকরা কারখানার জিএমের পদত্যাগ ও ঈদের ছুটি ১১ দিনের দাবিতে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তারা দুপুরে কর্মস্থল ছেড়ে চলে যান।

বণিকবার্তা
শুক্রবার, মার্চ ২১, ২০২৫

শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে গাজীপুরে আলিফ গ্রুপের তিনটি কারখানা গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

ঈদ বোনাস, বেতন ও ছুটি বাড়ানোর দাবি

গাজীপুরে ফের শ্রমিক বিক্ষোভ তিন কারখানা বন্ধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

ঈদ বোনাস, ছুটির টাকা ও চলতি মাসের অর্ধেক বেতনের দাবিতে কয়েক দিন ধরেই আন্দোলন করছেন আলিফ গ্রুপের স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের সাড়ে আট শতাধিক শ্রমিক। এ অবস্থায় আলিফ গ্রুপের তিনটি কারখানা গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ঈদুল ফিতরের ছুটি নয় দিনের পরিবর্তে ১১ দিন করার দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরের ইউটা নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় সড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় আলিফ গ্রুপের বন্ধ ঘোষণা করা কারখানা হলো স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেড, স্বাধীন ডায়িং লিমিটেড ও স্বাধীন প্রিন্টিং লিমিটেড। শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে গতকাল থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে একটি নোটিস টানিয়ে দিয়েছে।

শ্রমিকরা বলছেন, সকালে কারখানার গেটে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিস দেখতে পান তারা। পরে তারা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন।

তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, ১৭-১৯ মার্চ পর্যন্ত কারখানার সব শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট পালন করেন। এ কারণে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এতে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের সব কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রমিকরা জানান, ঈদ বোনাস, বার্ষিক (অর্জিত) ছুটির টাকা ও চলতি মাসের অর্ধেক বেতনের দাবিতে তিনদিন ধরে কারখানার ভেতরে শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি পালন করে আসছেন তারা। ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানে সাড়ে আট শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি পূরণ করা তো দূরের কথা, তারা কারখানায় আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ঈদ এলেই মালিক এবং কারখানার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এমন আচরণ করেন। আশপাশের কারখানার শ্রমিকরা যখন তাদের সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের জন্য ঈদের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমরা আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত।

এ ব্যাপারে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কোনাবাড়ী থানার ওসি নজরুল ইসলাম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'তিনদিন ধরে শ্রমিকরা ঈদ বোনাস, ছুটির টাকা ও চলতি মাসের অর্ধেক বেতনের দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। কর্তৃপক্ষ কোনো সমাধান না করে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা বলছেন, ২৫ মার্চ ঈদ বোনাস দেবেন এবং ২৭ মার্চ চলতি মাসের অর্ধেক বেতন দেবেন। শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করে কর্মবিরতি পালন করছেন।'

অন্যদিকে ঈদের ছুটি নয় দিনের পরিবর্তে ১১ দিন করার দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইউটা পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হলে দুর্ভোগে পড়েন চালক, যাত্রী ও সাধারণ মানুষ। গতকাল গাজীপুর সদর উপজেলার মনিপুর এলাকায় কারখানার সামনে ১ ঘণ্টার বেশি সময় সড়ক অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল লতিফ খান এবং সালনা হাইওয়ে থানার ওসি সালেহ আহমেদ বলেন, 'হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ এবং সেনাবাহিনী কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে যান। পরে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।'

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ ঈদে নয় দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শতাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ করে কারখানা সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে সকাল ৯টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। সরকার ঘোষিত ছুটির বাইরে বাকি ছুটির জন্য তাদের অতিরিক্ত ডিউটি করিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাহলে কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি দিল কোথায়? যে কয়দিন ছুটি দিয়েছে এরই মধ্যে তারা সে কয়দিন ডিউটি করে দিয়েছেন। তাছাড়া নয় দিনের মধ্যে একদিন শুক্রবার। সেটা তো সাপ্তাহিক ছুটি। তাহলে কারখানার পক্ষ থেকে ছুটি দিল কীভাবে?

এ ব্যাপারে গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল লতিফ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শ্রমিকরা দুইদিন ছুটি বাড়ানোর দাবিতে সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। পরে মহাসড়ক অবরোধ করলে হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। পরে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করলে মহাসড়ক থেকে তারা সরে যান।'

> ১৭-১৯ মার্চ পর্যন্ত কারখানার সব শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট পালন করেন। এতে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ

সমকাল | বুধবার। ১৯ মার্চ ২০২৫।

গাজীপুরে দুই কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কর্মকর্তার অপসারণ দাবি

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে কর্মকর্তাকে অপসারণ ও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে একটি খাদ্য উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠান এবং একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সদরের হোতাপাড়া এলাকার ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের শ্রমিকরা তাদের তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। একই সময় সদর উপজেলার বানিয়ারচালা জায়ান্ট টেক্সটাইল লিমিটেড নামে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কারখানার ভেতর বিক্ষোভ করেন।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, জায়ান্ট টেক্সটাইলের শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৭টা থেকে কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি, কারখানার মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ওমর ফারুকের পদত্যাগ ও ঈদুল ফিতরের ছুটি ১১ দিন করা।

হোতাপাড়া এলাকায় ফু-ওয়াং ফুড লিমিটেড কারখানায় কর্মরত ৬৫০ শ্রমিকের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। চলতি মাসের ১৭ দিন চলে গেলেও তাদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা বারবার বেতনের দাবি জানিয়ে এলেও তারা কালক্ষেপণ করছেন। ফেব্রুয়ারির বেতনের দাবিতে গতকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা মহাসড়ক থেকে সরে যান।

ফু-ওয়াং ফুডস কারখানার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা মুকিত হোসাইন বলেন, শ্রমিকদের দাবি সঠিক নয়। শুধু ফেব্রুয়ারির বেতন বকেয়া রয়েছে। ব্যাংক থেকে টাকা আনার পর বেতন দেওয়া শুরুর কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে তারা আন্দোলনে নেমে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেছেন।

জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে সরিয়ে দিলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার | ৭ চৈত্র ১৪৩১, ২১ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে গার্মেন্ট-শ্রমিকদের বিক্ষোভ, জিএমসহ পাঁচ কর্মকর্তাকে মারধর, আটক ৪

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং ঈদ বোনাস, মাতৃত্বকালীন ঈদের ছুটি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর শহিদ রওশন সড়ক এলাকার শফি প্রসেসিং গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেছে। এসময় তারা কারখানার জিএমসহ পাঁচ কর্মকর্তাকে বেধড়ক মারধর করে। আহত পাঁচ কর্মকর্তাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার ভেতর থেকে প্রধান ফটক তালাবন্ধ করে কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অবরুদ্ধদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় এক নারীসহ চার শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। আহত চার কর্মকর্তা হলেন—কারখানার জিএম (উৎপাদন) মিজানুর করিম, ইসলাম, জিএম (অর্থ) চন্দন কুমার সূত্রধর, ম্যানেজার (প্রশাসন) মাজহারুল, এজিএম রফিকুল ইসলাম ও সিকিউরিটি ইনচার্জ আনিসুর রহমান।

আটককৃত শ্রমিকরা হলেন—সাবিনা, মো. রিপন, আকলাবুর রহমান ও মাসুদ রানা।

জিএমপির বাসন থানার ওসি কায়সার আহমদ জানান, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চার শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ৯ চৈত্র ১৪৩১, ২৩ মার্চ ২০২৫

অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ

প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ ১০ কারখানায় ছুটি ঘোষণা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর বাসন এলাকার জায়ান্ট নীট ফ্যাশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে শনিবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা। ফলে ঐ মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে দুই ঘণ্টা পর সকাল ১০টার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার সকালে শ্রমিকরা জায়ান্ট নীট ফ্যাশনে কাজে যোগ দিতে এসে গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পায়। নোটিশে কারখানা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে- 'সার্বিক নিরাপত্তা, কারখানার সম্পত্তি এবং জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ১৩ (১) ধারা মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো'। কারখানা বন্ধের খবর শুনে সকাল ৭টার দিকে শ্রমিকরা প্রথমে চান্দনা চৌরাস্তা-জয়দেবপুর সড়ক অবরোধ করে। এক পর্যায়ে তারা মিছিল নিয়ে বর্ষা সিনেমা হলের সামনে দুই ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় ভাঙচুর বিক্ষোভ এড়াতে চান্দনা চৌরাস্তা ও চৌধুরী বাড়ি এলাকার অন্তত ১০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সড়কে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দিলে সকাল ১০টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জানা গেছে, এর আগে গত বৃহস্পতিবার ঐ কারখানার শ্রমিকরা ঈদ বোনাস এবং ঈদের ছুটি ১০ দিনের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করে। উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও চার কর্মকর্তাকে বেধড়ক মারধর করে। এ ঘটনায় যৌথবাহিনী চার শ্রমিককে আটক করে। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম জানান, জায়ান্ট নীট ফ্যাশনের শ্রমিকদের বেতন বোনাস বকেয়া নেই।

অপরদিকে, ঈদের ছুটি ১১ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনের দাবিতে সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকার গ্রীন ফাইবার কারখানার শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। এতে ১০ মিনিটের মতো সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ৯ চৈত্র ১৪৩১, ২৩ মার্চ ২০২৫

চট্টগ্রামে ইপিজেডে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ চট্টগ্রাম অফিস

বকেয়া বেতনের দাবিতে সিইপিজেড এলাকায় একটি গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। গতকাল শনিবার সকালে জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড নামে কারখানার শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। শ্রমিকদের সড়কে অবস্থানের কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেডে কাজ না থাকায় এবং ব্যাংকিং জটিলতার কারণে আগেই লে-অফ ঘোষণা করে। লে-অফ চলাকালীন শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি গত ২০ মার্চ ব্যাংকের স্ব-স্ব হিসাব মাধ্যমে এবং যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই তাদের বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করার কথা থাকলেও কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট তারিখে বেতন পায়নি। একটি নোটিশের মাধ্যমে আগামী ২৫ মার্চ বেতন পরিশোধ করবে বলে জানায় মালিক পক্ষ। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত না মেনে আজ ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ও পরবর্তী সড়ক অবরোধ করে। পরে দুপুরের দিকে পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

কালের কণ্ঠ
২৩ মার্চ ২০২৫ । ৯ চৈত্র ১৪৩১
২২ রমজান ১৪৪৬

উত্তাপ কমছে না শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

- বেতন-বোনাস-ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ-অবরোধে শ্রমিকরা
- ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ৯৮ এবং বোনাস শোধ ৮০ শতাংশ কারখানায়
- মার্চ মাসের বেতন দিয়েছে ২ শতাংশ কারখানা
- ঝুঁকিপূর্ণ ১০০ কারখানা নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য

ঈদে বেতন-বোনাস, ছুটি ও বিভিন্ন দাবিতে শিল্পাঞ্চলগুলোতে চলমান উত্তাপ এখনো কাটেনি। বরং প্রতিদিনই আন্দোলন, বিক্ষোভ, কর্মবিরতিতে সোচ্চার আছেন কর্মীরা। সরকারের ত্রিপক্ষীয় কমিটির (মালিক-শ্রমিক এবং সরকারের) বৈঠকে সমন্বিত উদ্যোগের ফলে মজুরি ও বোনাস নিয়ে সংকট কিছুটা প্রশমন হলেও এখনো কয়েকটি কারখানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এই নিয়ে গতকাল শনিবার কয়েকটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষও ছিল।

এদিকে গতকাল তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়েছে ৯৮ শতাংশ কারখানা। তবে মার্চ মাসের বেতন দিয়েছে ২ শতাংশেরও কম বা মাত্র ৩০টি কারখানা। তবে ঈদের ছুটির আগে বেশির ভাগ কারখানাই মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করবে। কোনো কোনো কারখানা পূর্ণ এবং অর্ধেক মজুরি পরিশোধ করেছে। সারা দেশে বিজিএমইএয়ের সক্রিয় সদস্য কারখানার সংখ্যা দুই হাজার ১০৭টি। এর মধ্যে গতকাল শ্রম আইনের ১৩/১ ধারা অনুসারে চারটি কারখানা বন্ধ রয়েছে। ২৯টি কারখানার শ্রমিকরা কারখানায় হাজিরা দিয়ে চলে যান।

শ্রমিক নেতা শ্রম সংগঠন ইন্ডাস্ট্রি, অল বাংলাদেশের সভাপতি তৌহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, আশুলিয়ার কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। মালিকরা ১০ দিন এবং শ্রমিকদের দাবি ১২ দিনের। তবে মালিকরা ২০ রোজার মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বোনাস এবং মার্চের মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ৮০ শতাংশ বাস্তবায়ন করেছেন। বাকি ২০ শতাংশও ২৫-২৬ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করবেন বলে আশা করছি। এ ছাড়া ছুটি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভুল বার্তা পৌঁছানো হয়েছে বলে তিনি জানান। এ জন্য উভয় পক্ষকে আন্তরিকভাবে সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বেতন-বোনাসের দাবিতে গাজীপুর ও চট্টগ্রামে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম ▷

গাজীপুর মহানগরীর বাসন এলাকার জায়ান্ট নিট ফ্যাশন কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় গতকাল শনিবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। ফলে সকাল থেকেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে দুই ঘণ্টা পর সকাল ১০টার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। নোটিশে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে—'সার্বিক নিরাপত্তা, কারখানার সম্পত্তি এবং জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারা মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।'

এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা প্রথমে চান্দনা চৌরাস্তা-জয়দেবপুর সড়ক অবরোধ করেন। পরে তাঁরা

বেতন-বোনা[সের দাবিতে]

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মিছিল নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় বিক্ষোভ-ভাঙচুর এড়াতে আশপাশের ১০টির মতো কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

জানা গেছে, এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওই কারখানার শ্রমিকরা বোনাস এবং ঈদের ছুটি ১০ দিনের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন। উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর এবং চার কর্মকর্তাকে মারধর করেন। এ ঘটনায় যৌথ বাহিনী চার শ্রমিককে আটক করে। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, 'জায়ান্ট নিট ফ্যাশনের শ্রমিকদের বেতন-বোনাস বকেয়া নেই। কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। ওই জেরে আশপাশের ৮ থেকে ১০টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।'

অন্যদিকে ঈদের ছুটি ১১ দিনের পরিবর্তে ১২ দিন করার দাবিতে সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকার গ্রিন ফাইবার কারখানার শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। এতে ১০ মিনিটের মতো সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

চট্টগ্রামে বকেয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ : চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেডে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। এতে ওই এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করে নগরীর ফ্রি পোর্ট এলাকায় সড়কে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। তবে দুপুর ১টার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, কাজ না থাকায় এবং ব্যাংকিং জটিলতার কারণে আগেই কারখানাটি লে-অফ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। লে-অফ চলাকালে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি গত ২০ মার্চ ব্যাংকের মাধ্যমে এবং যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট তারিখে বেতন পাননি। একটি নোটিশের মাধ্যমে মালিকপক্ষ জানায়, আগামী ২৫ মার্চ বেতন পরিশোধ করা হবে। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত না মেনে সড়ক অবরোধ করেন।

ইপিজেড এলাকায় সড়ক অবরোধের কারণে ওই সড়কে চলাচলকারী অনেককে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। ফ্রি পোর্টের পর পেডাল রিকশায় কাছের গন্তব্যে যাওয়া গেলেও দূরের গন্তব্যে যেতে অতিরিক্ত ভাড়ায় অনেকে মোটরসাইকেলে চড়েছে। এ ছাড়া ফ্রি পোর্ট মোড়ে শ্রমিকরা অবস্থান নেওয়ায় নগরীর স্টিল মিল পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ফলে বন্দর-পতেঙ্গার সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পতেঙ্গা এলাকার বিভিন্ন কনটেইনার ডিপো থেকে ছেড়ে আসা পণ্যবাহী ট্রাক-লরিও আটকা পড়েছে যানজটে। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সুপার মোহাম্মদ সুলাইমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মালিকপক্ষ ২৫ মার্চ বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে। পরে শ্রমিকরা সেই আশ্বাস মেনে দুপুর ১টার দিকে সড়ক থেকে সরে যান। কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

উত্তাপ কমছে না শিল্পাঞ্চলে

জানতে চাইলে গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামীম কালের কণ্ঠকে বলেন, গতকাল ছিল তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ঈদ বোনাস ও মজুরি প্রধানের শেষ দিন। তবে গতকাল বন্ধের দিন হওয়ায় আজ বোনাস মজুরির প্রকৃত তথ্য জানা যাবে। তবে আমাদের ধারণা এরই মধ্যে ৬০ শতাংশ শ্রমিকের মজুরি হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি হয়েছে ৮০ শতাংশ আর মার্চের বেতন খুব একটা পাননি শ্রমিকরা।

বিজিএমইএর সাবেক জ্যেষ্ঠ সভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব কালের কণ্ঠকে বলেন, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০ রোজার মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ও বোনাস ৮০ শতাংশের বেশি কারখানার মালিকরা পরিশোধ করেছেন। বাকিগুলো নিয়েও সংকটের আশঙ্কা করছেন না তিনি। তবে কিছুসংখ্যক কারখানা এখনো ঝুঁকিতে আছে। সরকার-মালিক উভয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিজিএমইএ প্রশাসক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, এরই মধ্যে ৯৮ শতাংশ কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করেছেন। বোনাসও প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি। তবে কিছু কারখানা ঝুঁকিতে আছে। সেটা একেবারে একক সংখ্যার ঘরে। আশা করছি, এসব কারখানাও তাদের শ্রমিকদের সময়মতো বোনাস ও মজুরি পরিশোধ করতে পারবে। তবে এবারের ঈদে মালিকদের তারল্যসংকট কাটাতে সরকারের দেওয়া বকেয়া নগদ প্রণোদনা সহায়ক হয়েছে।

এদিকে গতকাল বকেয়া বেতনের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। নগরের ফ্রিপোর্ট এলাকায় বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। পরে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সমঝোতার পর দুপুর ১টার দিকে সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল শুরু হয়। কারখানাটি চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) অবস্থিত।

আন্দোলনকারী নুরুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক বলেন, 'আমরা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পাইনি। এ ছাড়াও ঈদ বোনাস বাকি রয়েছে। সকালে কারখানায় এসে দেখি বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে ৪৫ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের বেতনের টাকা না দিয়ে বন্ধ ঘোষণা করায় সড়ক অবরোধ করা হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা যায়, গার্মেন্টস খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ঈদের আগে বেতন-বোনাস দেওয়াকে ঘিরে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গত বুধবার সাভারের গলফ ক্লাবে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাইন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মঈনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বৈঠকে এনএসআইয়ের পক্ষ থেকে মোট ৯৮টি গার্মেন্টস কারখানার তালিকা দেওয়া হয়। এ সময় বলা হয়, গাজীপুর, সাভার ও আশুলিয়া এলাকার এসব কারখানায় ঈদের আগে বেতন-বোনাস নিয়ে সংকট দেখা দিতে পারে। যাতে বেতন-বোনাস নিয়ে এসব কারখানায় কোনো সংকট না হয়, তার জন্য আগে থেকে যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সে সুপারিশও করা হয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকা এক শ্রমিক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ৯৮টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করলেও বৈঠকে শিল্প পুলিশসহ আরো কিছু সংস্থার পক্ষ থেকে শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার কথা বলা হয়। তবে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর প্রতিনিধি বৈঠকে ৩৮ থেকে ৪০টির মতো গার্মেন্টস কারখানায় ঈদের আগে বেতন-বোনাস নিয়ে সংকট হতে পারে বলে জানান।

এর আগে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) সভা হয়েছিল গত ১২ মার্চ শ্রম ভবনে। সে সভায় ২০ রোজার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন ও ঈদ বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, চলতি মাসের ১৫ দিনের বেতনও দেওয়ার কথা বলা হয়, যা মেনে নিয়েছিল মালিকপক্ষও।

সমকাল রোববার । ২৩ মার্চ ২০২৫

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুই স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ

শ্রীপুরে অপারেটরকে মারধরের প্রতিবাদ

চান্দনায় কারখানা বন্ধের নোটিশে উত্তেজনা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর অংশের দুটি স্থানে গতকাল শনিবার শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীপুর উপজেলার নয়নপুরে দুপুরের দিকে ২ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন এক্সিস নিটওয়্যারস্ লিমিটেড নামের কারখানা শ্রমিকরা। তারা এক অপারেটরকে মারধরের প্রতিবাদ জানান ও ১২টি দাবি তুলে ধরেন। এদিন সকালে মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় আরেকটি কারখানায় বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। এ সময় তারা প্রায় আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

নয়নপুরের এক্সিস নিটওয়্যারস্ লিমিটেড কারখানা শ্রমিকরা জানান, ওই কারখানার অপারেটর মোশারফ হোসেন কয়েকদিন অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়ে শনিবার বেলা ১১টার দিকে প্রাকৃতিক কাজ সারতে শৌচাগারে যান। সেখানে বেশি সময় কাটানোর অভিযোগ তুলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সুপারভাইজার আল আমিন। এক পর্যায়ে মোশারফকে মারধর করা হলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় তানিয়া মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য মোশারফকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পৌনে ১টার দিকে কারখানার দুই হাজার শ্রমিক মহাসড়কে অবস্থান নেন। তারা সুপারভাইজার আল আমিন, নজরুল ও সোহাগকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়াসহ ১২টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ ছুটির টাকা, ঈদে ১২ দিনের ছুটি, ১ হাজার টাকা হাজিরা বোনাস। মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে শিল্প পুলিশ, মাওনা হাইওয়ে থানা পুলিশ ও শ্রীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি আইয়ুব আলী বলেন, শ্রমিকদের নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শ্রমিকদের দাবিগুলো বিবেচনার আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যান। এর পর বেলা পৌনে ৩টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে গাজীপুর মহানগরের জায়ান্ট নিট ফ্যাশন লিমিটেড নামে একটি কারখানার শ্রমিকরাও এদিন সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় আশপাশের অন্তত ১৫টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় অবস্থিত কারখানাটিতে কয়েকদিন আগে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের তর্কাতর্কি হয়। এর জেরে তিন কর্মকর্তাকে মারধর করেন শ্রমিকরা। এ ঘটনায় একটি মামলা হলে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনা চলছিল। শনিবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে দেখেন, অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিশ ঝোলানো আছে। এতে তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এসে অবস্থান নিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। আশপাশের কয়েকটি কারখানা শ্রমিকও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এ সময় তাদের কয়েকজনকে ওই কারখানায় ইট-পাটকেল ছুড়তে দেখা যায়। কেউ কেউ মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম জানান, বিক্ষোভের খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। তারা মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের দ্রুত সরিয়ে দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেন। বিক্ষোভের জের ধরে আশপাশের ১০-১২টি কারখানায় একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিক্ষোভ থেমে গেলে অধিকাংশ কারখানাই চালু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১১ চৈত্র ১৪৩১, ২৫ মার্চ ২০২৫

শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে আশুলিয়ায় দুই কারখানা বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বেতন-বোনাসের দাবিতে কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি পালনসহ অব্যাহত শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে দুটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিক পক্ষ। গতকাল সোমবার সকালে কারখানা দুইটির মূল ফটকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেখতে পান শ্রমিকরা।

তারা ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে কারখানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করে পাশের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের সরিয়ে দেন। শ্রমিকরা কারখানা দুটির সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে বাড়ি চলে যান।

শিল্প পুলিশ জানায়, মালিকপক্ষ আগামী ২৭ তারিখে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও শ্রমিকরা তা না মানায় কোনো সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মালিকপক্ষ সোমবার থেকে কারখানা দুটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম বলেন, 'কারখানা খুলে দেওয়ার জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার থেকে কারখানা খুলে দেওয়াসহ শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য আমরা কাজ করছি।'

সময়ের আলো রোববার। ২৩ মার্চ ২০২৫

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি

চট্টগ্রামে পোশাক কারখানা শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বকেয়া বেতনের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। শনিবার সকাল ১০টা থেকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এরপর ফ্রিপোর্ট এলাকায় সড়কে অবস্থান নেন। দুপুর ১টার দিকে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পৌঁছে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। অবরোধের কারণে পুরো এলাকার সড়কে তীব্র যানজটে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, আন্দোলন শুরু হয় সকাল ৮টা থেকে প্রতিষ্ঠানটির সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সকাল ১০টার দিকে তারা সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন। এ সময় তারা বেতন পরিশোধের দাবিতে স্লোগান দেন। শ্রমিকরা ফ্রিপোর্ট মোড়ে অবস্থান নিলে নগরের স্টিল মিল পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় বন্দর-পতেঙ্গার সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পতেঙ্গা এলাকার বিভিন্ন কনটেইনার ডিপো থেকে ছেড়ে আসা পণ্যবাহী ট্রাক-লরিও আটকা পড়ে।

ইপিজেড সূত্র জানায়, জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেডে ব্যাংকিং জটিলতার কারণে অনেক আগে লে-অফ ঘোষণা করা হয়। লে-অফ চলাকালে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯-এর ধারা ১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি গত ২০ মার্চ (ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন) ব্যাংকের স্ব-স্ব হিসাব মাধ্যমে এবং যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তাদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট তারিখে বেতন পাননি। একটি নোটিসের মাধ্যমে আগামী ২৫ মার্চ বেতন পরিশোধ করা হবে বলে জানায় মালিকপক্ষ। পাশাপাশি কারখানাটি ৪৫ দিন বন্ধ রাখার নোটিস দেওয়া হয়। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত না মেনে শনিবার কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন শেষে সড়ক অবরোধ করেন।

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক আবদুস সোবহান সাংবাদিকদের বলেন, জেএমএস নামে পোশাক কারখানায় বেতন নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। শনিবার মালিকপক্ষ কারখানা ৪৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার নোটিস দেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ চৈত্র ১৪৩১, ২৪ মার্চ ২০২৫

বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবি

টঙ্গীতে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে।

রবিবার সকাল ৭টা থেকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে কারখানার সামনে নেওয়া হলে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানায়, টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। এনিয়ে শ্রমিকদের মাঝে ক্ষোভ ছিল। কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার তারিখ দিয়ে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেননি। গত ১১মার্চ হঠাৎ কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

ঐ সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে শ্রমিকদের দাবি মেনে না নেওয়ায় রবিবার সকাল থেকে বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে ঐ মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন ঐ মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, ঐ কারখানার শ্রমিকরা গত কয়েক দিন আগে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে ২০ মার্চের মধ্যে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৫০০ জন শ্রমিকদের মধ্যে ১২৫০ জন শ্রমিকের বেতন দেওয়া হয়। মঙ্গলবার শ্রমিকরা কাজ না করার ঘোষণা দিলে কারখানায় 'নো ওয়ার্ক নো পে' ঘোষণা করে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকাল ৭টা থেকে শ্রমিকরা বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ফের বিক্ষোভ করে। শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে মালিক পক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৯ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Sunday 23 March 2025

পল্লী বিদ্যুতে মিটার রিডারদের চাকরি স্থায়ী করার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ১৪ হাজার মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জারের চাকরি স্থায়ী না করার ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বঞ্চিতদের মধ্যে। ভুক্তভোগী মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জারদের দাবি প্রধান উপদেষ্টার স্থায়ীকরণের ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হোক।

আরইবি ও পবিস সূত্রে জানা গেছে, আরইবিতে (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) বিভিন্ন সময়ে সাবেক একজন ইডি ও বর্তমান পরিচালকসহ ৩ শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয়েছে। নিয়মিত করা এসব কর্মকর্তা কর্মচারীরা প্রকল্পের জন্য অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে আরইবিতে কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার প্রক্রিয়া চলছে। অথচ পবিসের ৩৬ বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কর্মরত মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জারদের নিয়মিত করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ঢাকা অঞ্চলের একজন কর্মরত জানান, তিনি ২০ বছর ধরে মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার হিসাবে কর্মরত হলেও তাকে নিয়মিত করা হয়নি। শুধু তিনি নন ৩৬ বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কাজ করার পরেও এই পদের জনবল নিয়মিত করা হয়নি।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, অজ্ঞাত কারণে তাদের নিয়মিত করা হচ্ছে না। পল্লী বিদ্যুতের ভৌগোলিক কারণে তাদের পাহাড়-হাওড় ও চর এলাকায় কাজ করতে হয়। এতে তাদের পরিশ্রমও অনেক বেশি হয়। পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লাখ। প্রতি মাসে গ্রাহক বাড়ছে এক থেকে দেড় লাখ। গ্রাহক অনুপাতে সারাদেশে প্রায় ১৮ হাজার মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার থাকার কথা। সেখানে আছে প্রায় ১৪ হাজার। ৪ হাজার জনের বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে তাদের।

তারা বলছেন, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে শনাক্তকরণ, নাইট ও ডে অপারেশন, মিটার চেকিং, গ্রাহক মোটিভেশন, দাপ্তরিক চিঠি পত্র ও বিজ্ঞপ্তি বিতরণ, অফিস ডিউটি এবং দুর্যোগ মুহূর্তে লাইন সচল করার কাজসহ পল্লী বিদ্যুতের নানা ধরনের কাজ করতে হয় তাদের।

অথচ তাদেরই নিয়মিত করা হয়নি। আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ১০ হাজার জনবল বয়সজনিত কারণে অবসরে যাবেন। বিদায় মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার নিয়মিত করলেও প্রিপেইড মিটার স্থাপন কোনো ভাবেই বাধাগ্রস্ত হবে না।

তাদের বক্তব্য, এক সময় পল্লী বিদ্যুতে সিস্টেম লস ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। বকেয়া ছিল ৪ মাস। বর্তমানে মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জারদের তৎপরতার কারণে সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে এসেছে। আর বকেয়া রয়েছে মাত্র ১ মাসের। অন্যদিকে পবিসের সাংগঠনিক কাঠামোর ২৮টি পদের মধ্যে মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার ছাড়া বাকি ২৭টি পদের জনবল নিয়মিত।

এসব বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের একাধিক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা জানান, অন্যান্য পদে কর্মরতদের নিয়মিত করার কারণে স্বাভাবিক কারণেই মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। তাই তাদেরকেও নিয়মিত করা উচিত।

তারা বলেন সদ্য যাদের নিয়মিত করা হয়েছে তাদের জন্য পবিসের ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার নিয়মিত করলে পবিসের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না। তাই বিষয়টি সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

THE FINANCIAL EXPRESS March 23, 2025

RMG workers block Dhaka-M'singh highway protesting closure of factory

15 factories declare holiday

GAZIPUR, Mar 22 (UNB): Vehicular movement on Dhaka-Mymensingh highway remained suspended for half an hour on Saturday morning as the workers of a garment factory put up barricade at Chandona intersection, protesting the closure of a garment factory without clearing dues and Eid bonus of the workers.

Locals said a tense situation has been prevailing at Zaian Knitwear Fashion Limited in Chandona intersection over the alleged physical assault of three officials of the factory by the workers.

In a row, the factory authorities filed a case and hung a closure notice on the main gate of the factory.

Seeing the closure notice on the main gate, the workers of the factory took to the highway around 8:30 am, halting vehicular movement. The workers of different factories expressed solidarity with them and they also hurled brick chips targeting different factories.

On information, a team of joint force rushed to the spot and brought the situation under control, said AKM Zahirul Islam, superintendent of Gazipur Industrial Police.

Meanwhile, the authorities of 15 factories declared holiday for today to avert trouble.

The vehicular movement returned to normal around 9 am following joint forces' intervention.

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ মার্চ ২০২৫
১১ চৈত্র ১৪৩১

কারখানায় ছুটি বৃদ্ধির দাবি কালিয়াকৈরে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

ঈদে ছুটি বৃদ্ধির দাবিতে কালিয়াকৈর পৌরসভার বিশ্বাসপাড়া এলাকার একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কের দুপাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনের যাত্রীরা। জানা যায়, কালিয়াকৈর পৌরসভার বিশ্বাসপাড়া এলাকার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের স্টারলিং ডিজাইনস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের ঈদের ছুটি দেওয়া হয়েছে তিন দিন। সোমবার দুপুরে ছুটির বিষয়টি শ্রমিকরা জানতে পেরে কারখানায় বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা বেলা দেড়টার দিকে কারখানার সামনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ সময় শ্রমিকরা আরও কিছু দাবিদাওয়া উত্থাপন করে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। পরে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কারখানার শ্রমিক মফিজুল ইসলাম বলেন, আশপাশের সব কারখানা ছুটি দিয়েছে ৯ থেকে ১২ দিন।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ মার্চ ২০২৫

ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিক্ষোভ

সাভারের ট্যানারিশিল্প

ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হওয়ার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা। ঢাকার সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় চামড়াশিল্প নগরে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে গতকাল রোববার শ্রমিকেরা এসব কর্মসূচি পালন করেন। সমাবেশ থেকে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত না হলে ঈদের পর কর্মবিরতিসহ লাগাতার কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে চামড়াশিল্প নগরের বিভিন্ন ট্যানারির শ্রমিকেরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। পরে তাঁরা সেখানে সমাবেশ করেন। সমাবেশে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেকসহ বিভিন্ন ট্যানারির শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন।

শ্রমিক রঞ্জু মিয়া বলেন, সরকার ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করছে, কিন্তু মালিকেরা সেই মজুরি দিচ্ছেন না। তাঁরা কোনো ধরনের ভাঙচুর কিংবা সড়ক অবরোধ করতে চান না। ট্যানারি বন্ধ থাকুক, সেটাও চান না। বর্তমানে যে টাকা বেতন পান, সেটা দিয়ে চলা সম্ভব নয়। ন্যূনতম মজুরি যেটা সরকার ঘোষণা করছে, সেটি ন্যায়সংগতভাবে পূরণ করার দাবি জানান তিনি।

শ্রমিক মো. মোস্তফা গাজী বলেন, 'সরকার মজুরি ঘোষণা করছে। এটা পাওয়ার জন্য আমাদের আন্দোলন কেন করতে হবে? তারপরও আমাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। আন্দোলনে তারাই আমাদের নামতে বাধ্য করছে। যত দিন দাবি আদায় না হবে, তত দিন আমরা আন্দোলন করব। তবে ভাঙচুর বা খারাপ কোনো আন্দোলন আমরা করব না।'

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক বলেন, সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গত বছরের ২১ নভেম্বর ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে সরকার। ২১ নভেম্বর থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো সেটি কার্যকর হয়নি।

সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই শিল্পের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে সব দাবি আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ শিল্পে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা মালিক, শ্রমিক, সরকার সবার দায়িত্ব। আমরা লক্ষ করেছি, ট্যানারির মালিকদের অধিকাংশই সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক। কিছু মালিক আছেন, তাঁরা এটি মানতে চাচ্ছেন না। তাঁরা ভুল পথে গিয়ে কারও প্ররোচনায় এই শিল্পে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইলে, এর দায় তাঁদেরই নিতে হবে।'

আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, 'কারও কারও ব্যবসা ভালো চলছে না। বিভিন্ন অজুহাতে কারখানা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। তাঁরা শ্রমিক অসন্তোষের দোষ দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেউলিয়া হওয়ার পাঁয়তারা করছেন—এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এ সুযোগ আমরা তাঁদের দেব না। এ ছাড়া কোরবানির ঈদে শ্রমিকেরা ছুটি পান না। তাই ঈদুল ফিতরে পরিবারের সঙ্গে যেন শ্রমিকেরা কাটাতে পারেন এবং মজুরি প্রদানে আন্তরিক কারখানাগুলোকে ঈদের আগে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা কর্মসূচি পালন করছি। দাবি আদায় না হলে ঈদের পর শ্রমিকদের নিয়ে বসে লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ট্যানারিশিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরিসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন শ্রমিকেরা। গতকাল সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় অবস্থিত চামড়াশিল্প নগরের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১০ চৈত্র ১৪৩১
Dhaka : Monday 24 March 2025

গতকাল ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে গাজীপুরের শিল্প কারখানার শ্রমিকরা -সংবাদ

বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে টঙ্গী, কালিয়াকৈরে শ্রমিক বিক্ষোভ

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরের টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে।

গতকাল সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা জানান, টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি। কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার তারিখ দিয়েও বেতন পরিশোধ করেনি। এ নিয়ে গত ১১ মার্চ হঠাৎ কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়ায় এক পর্যায়ে

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ: মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়

কালিয়াকৈরে মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ: বহিরাগতদের হামলায় ১০-১২ জন শ্রমিক গুরুতর আহত

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। ওই সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্রমিকদের দাবি মেনে না নেয়ায় গতকাল সকাল থেকে বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিককেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ওই মহাসড়কের উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন মহাসড়কে চলাচলকারীরা।

খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে কারখানার সড়িয়ে নেয়া হলে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন সংবাদকে বলেন, এই কারখানার শ্রমিকরা গত কয়েকদিন আগে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে ২০ মার্চের মধ্যে বেতন দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল মালিকপক্ষ থেকে। গতকাল শ্রমিকরা কাজ না করার ঘোষণা দিলে 'নো ওয়ার্ক নো পে' ঘোষণা করে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এরপর গতকাল সকাল ৭টা থেকে শ্রমিকেরা বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানার সামনে নেয়া হলে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

* মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ: বহিরাগতদের হামলায় ১০-১২ জন শ্রমিক গুরুতর আহত

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি এ সময় বহিরাগতদের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটলে ঘটনাস্থলে ১০ থেকে ১২ জন গুরুতর আহত হয়।

উপজেলার আন্নারা এলাকায় দাইয়ু বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি পোষাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে গত দুইদিন যাবত কারখানার ভিতরেই বিক্ষোভ করে আসছিল। তারই ধারবাহিকতায় ঐ শ্রমিকরা গতকাল সকাল ৮টার দিকে কর্মস্থলে আসার পর একই দাবিতে আবারও বিক্ষোভ শুরু করে।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষের ইন্ধনে ওই এলাকার বহিরাগত সন্ত্রাসীদেরকে এনে শ্রমিকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। কারখানার ভিতরে পুলিশ প্রশাসন থাক্য সত্বেও এই হামলা অন্যায় বলেও জানান তারা।

এক পর্যায়ে হামলার ঘটনায় একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এমন খবরের ভিত্তিতে শ্রমিকেরা মৌচাক ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এসময় ওই পোশাক কারখানার ভিতরে ও সামনে থাকা কিছু দোকানপাটও ভাঙচুর করা হয়।

পরে সাড়ে দশটার দিকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ঘটনা স্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর ওই সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১১ চৈত্র ১৪৩১, ২৫ মার্চ ২০২৫

বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গতকাল রাজধানীর বিজয় নগর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা —সোহেল রেজা

বিজিএমইএ ভবন অবরুদ্ধ করেছে পোশাক শ্রমিকরা

বেশির ভাগ পোশাক কারখানায় ফেব্রুয়ারির মজুরি পরিশোধ : মালিকপক্ষের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর উত্তরার বিজিএমইএ ভবন অবরুদ্ধ করেছে ভালুকার রোর ফ্যাশনের শ্রমিকরা। এতে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ কার্যালয়ের অনেক কর্মকর্তাই গতকাল সোমবার ভবনটিতে প্রবেশ করতে পারেননি। ফলে বিজিএমইএর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চলছিল। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বকেয়া বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে গত রবিবার ঢাকায় বিজিএমইএর ভবনের সামনে অবস্থান নেন রোর ফ্যাশনের প্রায় ২০০ শ্রমিক। রাতে তারা সেখানেই অবস্থান করেন। পরে পুলিশের সহায়তায় বিজিএমইএর কর্মকর্তারা বের হন। সোমবার সকাল থেকেই বিজিএমইএর ফটকগুলো অবরোধ করে কর্মকর্তাদের ঢুকতে বাধা দেন শ্রমিকরা। ফলে সারা দিন বিজিএমইএর কার্যক্রম অনেকটাই স্থবির ছিল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে আর্থিক সংকটে পড়ে ময়মনসিংহের ভালুকার রোর ফ্যাশন লিমিটেড। এতে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বকেয়া আদায়ে শ্রমিকরা একাধিকবার মহাসড়ক অবরোধ করেন। এদিকে কাজ না থাকায় গত ২৪ জানুয়ারি কারখানা লে-অফ করে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের দাবি, গত নভেম্বর, ডিসেম্বরে তাদের বেতন-ভাতা ৭০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জানুয়ারির বেতন ও লে-অফের ক্ষতিপূরণ পাবেন শ্রমিকরা।

ঈদের আগেই বেতন-ভাতা পরিশোধ করবেন পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা: ঈদুল ফিতরের আগেই শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশের তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। শিল্প পুলিশ এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) মতে, বেশির ভাগ কারখানা ইতিমধ্যেই ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে এবং এখন মার্চ মাসের ১৫ দিনের মজুরি বিতরণ করছে। তারা আরো বলেছেন, তৈরি পোশাক কারখানার একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে এবং বাকিরা শিগ্গিরই পরিশোধ করবে। ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগেই সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। এখন পর্যন্ত বিজিএমইএর তালিকাভুক্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে মোট ২ হাজার ১০৭টি চালু কারখানার মধ্যে ২ হাজার ৬৯টি কারখানা ফেব্রুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে। তাছাড়া, প্রায় ৩০টি কারখানা ইতিমধ্যেই মার্চ মাসের ১৫ দিন বা পুরো মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে এবং মোট পোশাক কারখানার অর্ধেকেরও বেশি ইতিমধ্যেই ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১২ চৈত্র ১৪৩১, ২৬ মার্চ ২০২৫

ঈদের ছুটি বৃদ্ধি ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে সাভারে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে ঈদের ছুটি বৃদ্ধি, বন্ধ কারখানা খুলে দিয়ে শ্রমিকদের ওভারটাইম পরিশোধ এবং দাবি আদায়ের আন্দোলনের সময় আটক শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে তৈরি পোশাকশ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেন স্থানীয় জিন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড কারখানার কয়েক শ শ্রমিক।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে সাভারের হেমায়েতপুর ঋষিপাড়া এলাকার জিন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড কারখানার ২ হাজার শ্রমিক ঈদের ছুটি বৃদ্ধিসহ ওভারটাইম পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন ও কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন। এ নিয়ে দফায় দফায় শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় কোনো সমাধান না হওয়ায় কারখানায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় কোম্পানির সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৩(১) অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে বিক্ষোভ শুরু করেন।

NEW AGE TUESDAY, MARCH 25, 2025,

Payment of RMG workers' wage, allowance before Eid demanded

Staff Correspondent

GANATANTRIK Odhikar Committee, a platform working for democratic rights and freedom of expression, on Monday demanded the payment of apparel workers' due wages and bonus before Eid-ul-Fitr, one of the biggest religious festivals of the Muslims.

It made the demand with workers of different ready-made garment factories taking to the streets demanding the payment before Eid-ul-Fitr which will be celebrated in the country on March 31 or April 1.

The platform also demanded ensuring fair prices of agricultural products for farmers.

On behalf of the platform, Ganatantrik Odhikar Committee member and former Jahangirnagar University professor Anu Muhammad in a statement condemned the death of a protesting apparel factory employee recently during a protest demanding due wages and bonus.

The statement accused the government of not taking any effective steps to address workers' demand for minimum wages and the opening of factories after the student-led mass uprising.

'We believe that authorities must take responsibility for the death of the employee and provide appropriate compensation,' said the statement, demanding that the government must take effective measures to end such oppression.

'We have come to know that 250 workers of Stylecraft Limited had been protesting in front of the Shrama Bhaban at Bijoynagar in Dhaka for the past five days, demanding their due wages for 14 months and Eid bonus,' said the statement, adding that a senior assistant manager of the company Ram Prasad Singh Jony suffered a stroke and died during the protest.

About 700 workers of TNZ Group's Apparel Plus Eco Ltd have been protesting for their due wages and Eid bonus since Sunday morning, mentioned the statement.

The statement also said that workers in four tea gardens, including Kalagul, Burjan and Charagan, in Sylhet had not been paid their wages for 14 weeks and rations for eight weeks.

The platform observed that cold storage owners oppressed the potato farmers by increasing potato storage fees.

'Although the potato production is more than the demand, farmers are unable to store potatoes in cold storages and forced to sell potatoes to syndicates at prices much lower than the production cost,' said the statement.

'We are observing a similar phenomenon in the case of tomato and onion farmers,' said the statement, mentioning that such uncertainty and deprivation of the workers and farmers did not match with the expectations of the mass uprising.

The platform observed that there was carelessness of the ministries concerned regarding the issues.

মঙ্গলবার, মার্চ ২৫, ২০২৫ ■ চৈত্র ১১, ১৪৩১ বণিক বার্তা

চট্টগ্রাম ইপিজেড

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বকেয়া বেতনের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড নামে একটি তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। গতকাল বেলা ১১টা থেকে ইপিজেড মোড়ে অবস্থান নেন পোশাক শ্রমিকরা। সড়ক অবরোধের ফলে নগরের স্টিল মিল পর্যন্ত সড়কের উভয়পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে দেড় ঘণ্টা পর সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

গতকাল বেলা ১১টা থেকে ইপিজেড মোড়ে অবস্থান নেন পোশাক শ্রমিকরা। এতে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট

শ্রমিকদের দাবি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চের বেতন ও ঈদের বোনাস বকেয়া রেখেছে মালিক পক্ষ। এ বকেয়া পরিশোধ নিয়ে মালিক পক্ষ বরাবর সময় দিলেও কালক্ষেপণ করছে তারা, যার কারণে সড়ক অবরোধ করা হয়েছে।

ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আখতারউজ্জামান বলেন, 'জেএমএস গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন দাবিতে সড়ক অবরোধ করে। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। আগামীকাল (মঙ্গলবার) তাদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে মালিক পক্ষ। পরে তারা সড়ক থেকে সরে যায়।'

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২৯ মার্চ ২০২৫।

শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দ্রুত পরিশোধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেডসহ অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলো দ্রুত পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের (টাফ) নেতারা। তাঁরা বলেছেন, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা বকেয়া রাখার ছলচাতুরি বন্ধ করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার সংগঠনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক আমীর আব্বাস গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, কারখানাগুলোর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া মজুরি, খোরাকি ভাতা, ছুটির টাকা এবং চলতি মাসের মজুরিসহ ঈদ বোনাস দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়কেই নিতে হবে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতারা বলেন, বকেয়া মজুরি আদায়ে শ্রমিকদের মাঠে নামতে হচ্ছে। দিনের পর দিন শ্রম ভবনের বারান্দায়, রাস্তায় কাটাতে হচ্ছে। আন্দোলনরত এক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন অমানবিক ঘটনার পরও অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ দেখা যাচ্ছে না। কারখানাগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকের নিয়োগপত্র প্রদান, প্রতি সপ্তাহ শেষে শ্রমিকদের পাওনা মজুরি প্রদান, বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি নির্ধারণ, পূর্ণ রেশনিং ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানান নেতারা।

বিবৃতিতে বলা হয়, কভিড-১৯-এর পর থেকে এক শ্রেণির কারখানা মালিক সরকারের ছত্রছায়ায় এক লুণ্ঠনের সংস্কৃতি চালু করেছেন। তাঁরা যেমন শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রাখছেন, তেমনি ব্যাংক ঋণের টাকা, বিদ্যুৎ-গ্যাস বিলের টাকাও বকেয়া রেখে এসেছেন।

বুধবার, মার্চ ২৬, ২০২৫ ■ চৈত্র ১২, ১৪৩১ বণিকবার্তা

বকেয়া পরিশোধের দাবি

সচিবালয়মুখী শ্রমিকদের মিছিলে পুলিশের লাঠিপেটা

১২ কারখানা মালিকের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস, ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়া পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে থেকে গতকাল দুপুরে শ্রমিকদের মিছিল জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় পৌঁছলে এ ঘটনা ঘটে। বকেয়া বেতন না দিয়ে হঠাৎ কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গাজীপুরেও বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা

ছবি : ভিডিও থেকে নেয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস, ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়া পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিজয়নগরে শ্রমভবনের সামনে থেকে গতকাল দুপুরে শ্রমিকদের মিছিলটি রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় পৌঁছলে এ ঘটনা ঘটে। বকেয়া বেতন না দিয়ে হঠাৎ কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গাজীপুরেও বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা।

এদিকে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় ১২টি পোশাক কারখানার মালিকদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তারা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না। সচিবালয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এ তথ্য জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গাজীপুরের কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতন, ঈদের বোনাস, মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকাসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল সকালে বিজয়নগর শ্রমভবনের সামনে জড়ো হন। পরে দুপুরের দিকে শ্রমিকদের একটি মিছিল সচিবালয়ের সামনে আসতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। উত্তেজিত শ্রমিকরা ইটপাটকেল ছুড়লে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে।

জানতে চাইলে শাহবাগ থানার পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান বণিক বার্তাকে বলেন, 'সচিবালয় সড়কে ঢুকতে চাইলে নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের বাধা দেয়া হয়। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়লে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার শেল ছোড়ে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।'

সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন জানান, সরকারের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় কয়েকটি কারখানার মালিকের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। এসব কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিদেশ যেতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এরই মধ্যে তাদের বিষয়ে ইমিগ্রেশনে তথ্য দেয়া হয়েছে। গতকাল থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন, '২৭ মার্চের মধ্যে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার কথা। কিন্তু কয়েকটি কারখানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারছে না বলে জানিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি কারখানায় অসন্তোষ চলছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারছে না তাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আমরা শ্রম আইন অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেব।'

নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কারখানার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'মোট ১২টি কারখানা নিয়ে সমস্যা। পাঁচটির সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি। ২৭ মার্চের মধ্যে এ কারখানাগুলোর বকেয়া পরিশোধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। মোটাদাগে বেতন বকেয়াবিষয়ক সমস্যা আছে এমন কারখানা মালিকরা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না।'

NEW AGE WEDNESDAY, MARCH 26, 2025

Just energy transition in RMG sector demanded

Staff Correspondent

LABOUR rights activists at a dialogue on Tuesday urged the government to formulate a national strategy for a just energy transition in the ready-made garment sector to prevent unexpected job losses.

The Safety and Rights Society, in collaboration with OXFAM, organised the citizen dialogue at a hotel in the capital's Karwan Bazar.

Labour Reform Commission chairman Syed Sultan Uddin Ahmed said that energy transition was inevitable and ensuring it was just remained a challenge.

'In any situation, workers bear the brunt of changes and there should be a proper mechanism in place to protect workers' rights,' he said.

He called for workers' participation in the transition process and the rehabilitation of those affected by it.

Shafiqul Alam, lead energy analyst at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis, noted that there were widespread concern about and a lack of confidence in the just energy transition in industries.

He, however, argued that if the government properly planned the transition, it could generate more jobs instead of causing job cuts.

He urged the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association to play a key role in upholding workers' rights during this transition.

Sekender Ali Mina, executive director of the Safety and Rights Society, stressed that shifting from fossil fuels to renewable energy was crucial for environmental sustainability.

'We want this transition to be just, and workers should not bear the burden,' he said.

Samsuddoha, executive director of the Centre for Policy Research and Development, highlighted the importance of an inclusive national strategy that benefits all stakeholders.

He suggested that the government should negotiate with the international community for grant-based financing to support the transition.

Asma Jahan Huque, managing director of Prokaushali Sangsad Ltd, pointed out that there were multiple sources of green energy.

'Bangladesh should explore diverse renewable energy options, including solar, wind, and biomass,' she said.

Razekuzzaman Ratan, president of Samajtantrik Sramik Front, criticised factory owners for prioritising expenses on energy and raw materials while questioning fair wages for workers.

'We have many LEED-certified factories, but not a single factory that is truly worker-friendly,' he said.

Trade union leaders, labour rights advocates, and green activists also spoke at the event.

যুগান্তর | বুধবার ২৬ মার্চ ২০২৫ ১২ চৈত্র ১৪৩১

কালিয়াকৈর ও সাভারে শ্রমিক বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন, সাভার ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার কামরাঙ্গীচালা এলাকায় একটি নীট কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। এ সময় শ্রমিকরা সকালে এক ঘণ্টা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে রাখে। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। যানজটে দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।

যানজটে ব্যাপক দুর্ভোগ

এদিকে, শ্রমিকদের 'ঈদের ছুটি' বাড়ানোর দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য জিন্স অ্যাপারেলস নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিকপক্ষ কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর আঞ্চলিক সড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে।

কালিয়াকৈরের কামরাঙ্গীচালা এলাকায় 'হ্যাপ নীট ওয়্যার' নামে একটি ছোট কারখানা রয়েছে। কারখানাটিতে ৩ শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। ওই কারখানার শ্রমিকরা গত কয়েক দিন ধরে বকেয়া বেতন ও ঈদের বোনাসের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো কর্ণপাত করছে না। মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে শ্রমিকরা কাজে গিয়ে দেখেন কারখানার ফটকে তালা ঝুলছে। কারখানা বন্ধ দেখতে পেয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নেন। পরে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াদ মাহমুদ বলেন, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে মালিকপক্ষকে ডেকে এনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এদিকে, প্রায় দুই ঘণ্টা পর সেনাবাহিনীর সদস্যদের অনুরোধে জিন্স অ্যাপারেলসের শ্রমিকরা হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর আঞ্চলিক সড়কের অবরোধ প্রত্যাহার করে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে মালিকপক্ষ ৮ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে সরকারি ও আমাদের বাৎসরিক ছুটি যুক্ত করে ৮ দিন করা হয়েছে। আমাদের বাৎসরিক ছুটিগুলো জেনারেল ডিউটির মধ্যে সমন্বয় করার কথা। কিন্তু তারা ওই ছুটির দিনগুলো ঈদের ছুটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে শ্রমিকরা মালিকপক্ষ থেকে আরও দু'দিনের ছুটি দাবি ও চলতি মাসের বেতন ওভারটাইমের টাকা পরিশোধের দাবি করেন। শ্রমিকরা এসব দাবিতে সোমবার কারখানার অভ্যন্তরে কর্মবিরতি পালন করে। এ ঘটনায় মালিকপক্ষ বেশকিছু বহিরাগতকে কারখানায় ডেকে আনে। এতে শ্রমিকদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় মালিকপক্ষ কারখানার শ্রমিকদের নামে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

কালের কণ্ঠ
২৮ মার্চ ২০২৫ । ১৪ চৈত্র ১৪৩১
২৭ রমজান ১৪৪৬

বেতন হয়নি ৭ হাজার কারখানায়

- গাজীপুরে বেতন-বোনাস না দিয়ে কারখানায় তালা
- ছুটি বাড়ানোর দাবিতে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের বিক্ষোভ
- ঈদ বোনাস দিতে পারেনি ৭২৩টি পোশাক কারখানা
- ৫ দিন ধরে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের সব কারখানা শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেয়নি। চলতি মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধেও পিছিয়ে আছে অনেক কারখানা। এর বাইরে বন্ধ থাকা কয়েকটি কারখানার বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ নিয়ে আগে থেকেই সমস্যা চলছে। তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, দেশের অসংখ্য শিল্প-কারখানায় ঈদের আগে এখনো বেতন-বোনাস হয়নি। পোশাক ও বস্ত্র খাতের শিল্প-কারখানা, বেপজার অধীন কারখানা, পাটকলসহ অন্য আরো কিছু খাত মিলে মোট ৯ হাজার ৬৯৫টি শিল্প-কারখানার মধ্যে মার্চ মাসের বেতন দেয়নি সাত হাজার ২২৪টি কারখানা।

আর এখনো ১২২টি পোশাক কারখানায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এবং ৩০টিতে জানুয়ারি মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া এখনো ঈদ বোনাস দিতে পারেনি ৭২৩টি পোশাক কারখানা। জানুয়ারি বা এরও আগের বেতন বকেয়া রয়েছে ৩০টি কারখানায়। শিল্প পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিল্প পুলিশের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ ও বেপজার অধীন মোট দুই হাজার ৮৯০টি পোশাক কারখানা বর্তমানে চালু রয়েছে। এর মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেছে দুই হাজার ৭৬৮টি প্রতিষ্ঠান। আরো ৩০টি কারখানায় শ্রমিকদের জানুয়ারি বা তার আগের মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।

চলতি মার্চের জন্য ৪২২টি কারখানা শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন অগ্রিম পরিশোধ করেছে। শ্রমিকদের বেতন পরবর্তী মাসের প্রথম সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধের কথা থাকলেও এখনো কিছু কারখানা তা মানতে পারেনি।

শিল্প পুলিশ সূত্র জানায়, পাটকলসহ অন্য শিল্প-কারখানাগুলো মিলিয়ে দেশের মোট ৯ হাজার ৬৯৫টি কারখানার মধ্যে ঈদুল ফিতরের বোনাস পরিশোধ করেছে ছয় হাজার ৬৭৩টি প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে এক হাজার ৮৩৫টি কারখানা। এখনো সাত হাজার ৮৬০টি কারখানায় মার্চের বেতন বকেয়া রয়েছে। এটি মোট কারখানার প্রায় ৮১.৭ শতাংশ।

এদিকে সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করায় ১২টি কারখানার মালিকদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। এসব কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিদেশ যেতে পারবেন না।

গাজীপুরে বেতন-বোনাস না দিয়ে কারখানায় তালা : নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর জানান, গাজীপুরে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ না করে কারখানায় তালা দিয়ে বন্ধের প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরের সিগনেচার অ্যাপারেলস এবং কালিয়াকৈর উপজেলার হ্যাগ নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। গতকাল দুপুরে কিছু শ্রমিক কারখানার সামনে এবং কিছু জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন।

একইভাবে কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের কামরাঙ্গাচালা এলাকার হ্যাগ নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা জানান, গত ২৫ মার্চ ফেব্রুয়ারি ও মার্চের বেতন এবং ঈদ বোনাস পরিশোধের কথা ছিল। ওই দিন তাঁরা কারখানায় গিয়ে দেখেন গেটে তালা ঝুলছে। কারখানার মালিক, সিইওসহ সব কর্মকর্তা পালিয়ে গেছেন। বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতন ও বোনাসের জন্য তাঁরা গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

ছুটি বাড়ানোর দাবিতে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকদের বিক্ষোভ : নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, নারায়ণগঞ্জে ঈদের ছুটি বৃদ্ধির দাবিতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শহরের এস এম মালেহ রোড এলাকার সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এতে ওই সড়কে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এতে ভোগান্তিতে পড়ে পথচারীসহ সাধারণ মানুষ। শ্রমিকদের ছুটির দাবি মেনে নিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

৫ দিন ধরে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি : ঈদের আগে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বোনাসের দাবিতে পাঁচ দিন ধরে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন অ্যাপারেল প্লাস ইকো লিমিটেড, স্টাইল ক্রাফট, টি অ্যান্ড জেড অ্যাপারেলস লিমিটেড, অ্যাপারেল আর্ট লিমিটেড—এই চারটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা।

ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৪ চৈত্র ১৪৩১, ২৮ মার্চ ২০২৫

গাজীপুরে বেতন বোনাস না দিয়ে কারখানায় তালা

উদ্বিগ্ন শ্রমিকদের স্মারকলিপি

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ না করে কারখানা তালা দিয়ে বন্ধের প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরের সিগনেচার এ্যাপারেলস এবং কালিয়াকৈর উপজেলার হ্যাগ নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বেশ কিছু শ্রমিক কারখানার সামনে এবং কিছু শ্রমিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন।

গাজীপুর মহানগরীর বোর্ডবাজারের কুনিয়া তালগাছ এলাকার আসকর টাওয়ারে অবস্থিত সিগনেচার এ্যাপারেলসের একাধিক শ্রমিক জানান, সাব-কন্ট্রাক্টে পরিচালিত কারখানাটি গত জানুয়ারি মাসে চালু হয়। জানুয়ারির বেতন ১০ ফেব্রুয়ারি দেওয়ার কথা থাকলেও শ্রমিকদের হাজিরা ও ওভার টাইম ভাতা কেটে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ১৬ মার্চ দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়নি। পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্ততায় ২৩ মার্চ বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেন কারখানা মালিক। কিন্তু ২৩ মার্চেও বেতন না দিয়ে কারখানা মালিক লাপাত্তা হয়ে যান। মালিকের সন্ধান না পাওয়ায় সেনাবাহিনীর ও শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মকর্তারা কলকারখানা কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে ভবন মালিক আশিকুজ্জামান কারখানার পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে ফেব্রুয়ারি ও মার্চের বেতন-ভাতা পরিশোধ করবেন বলে জানান। তিনিও শর্ত ভঙ্গ করে বকেয়া পরিশোধ না করে বৃহস্পতিবার ভয়ভীতি দেখিয়ে শ্রমিকদের বের করে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেন। উপায় না পেয়ে তারা গতকাল জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে বকেয়া বেতন আদায়ে সহায়তা চেয়ে দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

একইভাবে কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের কামরাঙ্গাচালা এলাকার হ্যাগ নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা জানান, ২৫ মার্চ গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চের বেতন এবং ঈদ বোনাস পরিশোধের কথা ছিল। ঐদিন তারা কারখানায় গিয়ে দেখেন গেটে তালা ঝুলছে। কারখানার মালিক, সিইওসহ সব কর্মকর্তা পালিয়ে গেছেন। বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতন ও বোনাসের জন্য তারা বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। জেলা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা চলছে জানান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

হতাশ শ্রমিকরা বলেন, সামনে ঈদ। ঈদ দূরে থাক বেতন না পেলে বাড়িভাড়া, দোকান বাকিসহ সংসার কীভাবে চলবে তা ভেবে তারা দিশাহারা। তাই উপায় না পেয়ে কিছু শ্রমিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এবং কিছু শ্রমিক কারখানার সামনে দাবি আদায়ে অবস্থান ধর্মঘট করছেন।

সমকাল
২৯ মার্চ ২০২৫

বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের ভুখা মিছিল

- আজ দুপুরে অবস্থান বিকেলে গণমিছিল

সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিকদের পাওনা মজুরি ও বোনাস নিয়ে শ্রম উপদেষ্টার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বাসন হাতে ভুখা মিছিল করেছেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীরা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তারা। মিছিলটি শ্রম ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে নয়াপল্টন হয়ে জিরো পয়েন্ট প্রদক্ষিণ করে আবারও শ্রম ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। দাবি মেনে না নেওয়া হলে আজ শনিবার দুপুর থেকে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি ও বিকেল ৪টায় গণমিছিল করারও ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিকরা। গত ২৩ মার্চ থেকে বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা।

এর আগে সকালে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অ্যাপারেলস প্লাস ইকো লিমিটেডের শ্রমিক সফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ নিয়ে শ্রম উপদেষ্টা চরম মিথ্যাচার করেছেন। তাই আমরা আবারও রাজপথে নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাব না।

শ্রমিক নেতারা বলেন, শ্রম সচিব আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যেই পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত আমাদের নেতারা দফায় দফায় ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। অথচ তাঁর সরবরাহ করা তথ্য দিয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে শ্রম উপদেষ্টা সংবাদ ব্রিফিংয়ে দাবি করেন, মালিকপক্ষ নাকি গাড়ি বিক্রি করে আমাদের পাওনা পরিশোধ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে গার্মেন্টিস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, গার্মেন্টিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওএসকে গার্মেন্টিস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টিস-টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন, সোয়েটার গার্মেন্টিস শ্রমিক ফেডারেশনে, গার্মেন্টিস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টিস শ্রমিক সংহতি, গার্মেন্টিস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি, শ্রমজীবী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ, গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টিস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়, টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা রাস্তায় আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও পুরোনো জমানার মতো শ্রমিকরা নিষ্ঠুরতার শিকার।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৬ মার্চ ২০২৫,

ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়ার দাবি এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগেই পোশাকশ্রমিকসহ সব খাতের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও পূর্ণ বোনাস পরিশোধ করার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ ছাড়া শ্রমিকদের আন্দোলনে পুলিশি হামলারও নিন্দা জানিয়েছে তরুণদের নতুন এই দল।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি এসব কথা বলেছে। দলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কলকারখানায় বেতন-বোনাসের জন্য শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন। শ্রম ভবনের সামনেও শ্রমিকেরা অবস্থান করছেন। এর মধ্যে 'স্টাইল ক্রাফটস লিমিটেডের' শ্রমিকদের ১৪ মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। আন্দোলনরত অবস্থায় স্ট্রোকে 'স্টাইল ক্রাফটসের' কর্মকর্তা রাম প্রসাদ সিং জনির মৃত্যু হয়েছে। একই স্থানে তিন মাসের বকেয়া মজুরির দাবিতে 'অ্যাপারেলস ইকো প্লাস লিমিটেডের' শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন। এ ছাড়া এক মাসের বকেয়া বেতন ও লে-অফ ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনের সামনে ভালুকার রোর ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকেরা অবস্থান করছেন।

শুধু পোশাকশ্রমিক নন, সিলেটের কালাগুল, বুরজান, ছড়াগানসহ চারটি চা-বাগানের শ্রমিকেরা ১৪ সপ্তাহ ধরে মজুরি ও ৮ সপ্তাহ ধরে রেশন পাচ্ছেন না—এ কথা উল্লেখ করে এনসিপি বলেছে, সরকারকে দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে শ্রমিকের সমস্যার সুরাহা করতে হবে। শ্রমিকের জীবনের সংকটকে আড়াল করা যাবে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম অংশীজন শ্রমিকেরা। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তের ওপর দাঁড়িয়েই ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত হয়েছে। ফলে সামনের বাংলাদেশ শ্রমজীবী জনতাকে অন্তর্ভুক্ত করেই এগিয়ে যাবে।

ঈদের আগেই সব শ্রমিকের বেতন-বোনাস পরিশোধ করার দাবি জানিয়ে এনসিপির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'বাংলাদেশের শ্রম খাতকে সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা এখন সময়ের চাহিদা। একই সঙ্গে ন্যায্য দাবিতে শ্রমিকের আন্দোলনে পুলিশি হামলার নিন্দা জানাই আমরা। পুলিশকে আমরা ফ্যাসিস্ট আমলের পুলিশের ভূমিকায় দেখতে চাই না।'

প্রথম আলো • বুধবার, ২৬ মার্চ ২০২৫,

শ্রমিকদের পাওনা ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে মশালমিছিল। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে মশালমিছিল

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ও অবিলম্বে শ্রমিকদের পাওনা ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে মশালমিছিল করেছে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে শ্রম ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। এরপর তাঁরা সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

মিছিলে তাঁরা 'আন্দোলনে হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'; 'আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই;' এমন বিভিন্ন স্লোগান দেন। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি সায়েদুল হক নিশান বলেন, শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয় না, এটা নিয়ে পুলিশের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, অথচ পুলিশ তাদের ওপর হামলা করল, তাদের আটক করল।

সমাবেশে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ বলেন, প্রতিবছরই ঈদের আগে আগে শ্রমিকদের মজুরির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের অন্য কোনো শ্রেণির মানুষের সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন কখনো আটকে থাকে না। যে শ্রমিকেরা মাসের পর মাস পরিশ্রম করে এই বাংলাদেশ গড়ে তোলেন, তাঁদের বেতন মাসের পর মাস আটকে থাকে।

জাবির আহমেদ হামলাকারী পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি অবিলম্বে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবি জানান।

সংবাদপত্রে বিল্‌স

DHAKA SUNDAY MARCH 9, 2025
FALGUN 24, 1431 BS
The Daily Star

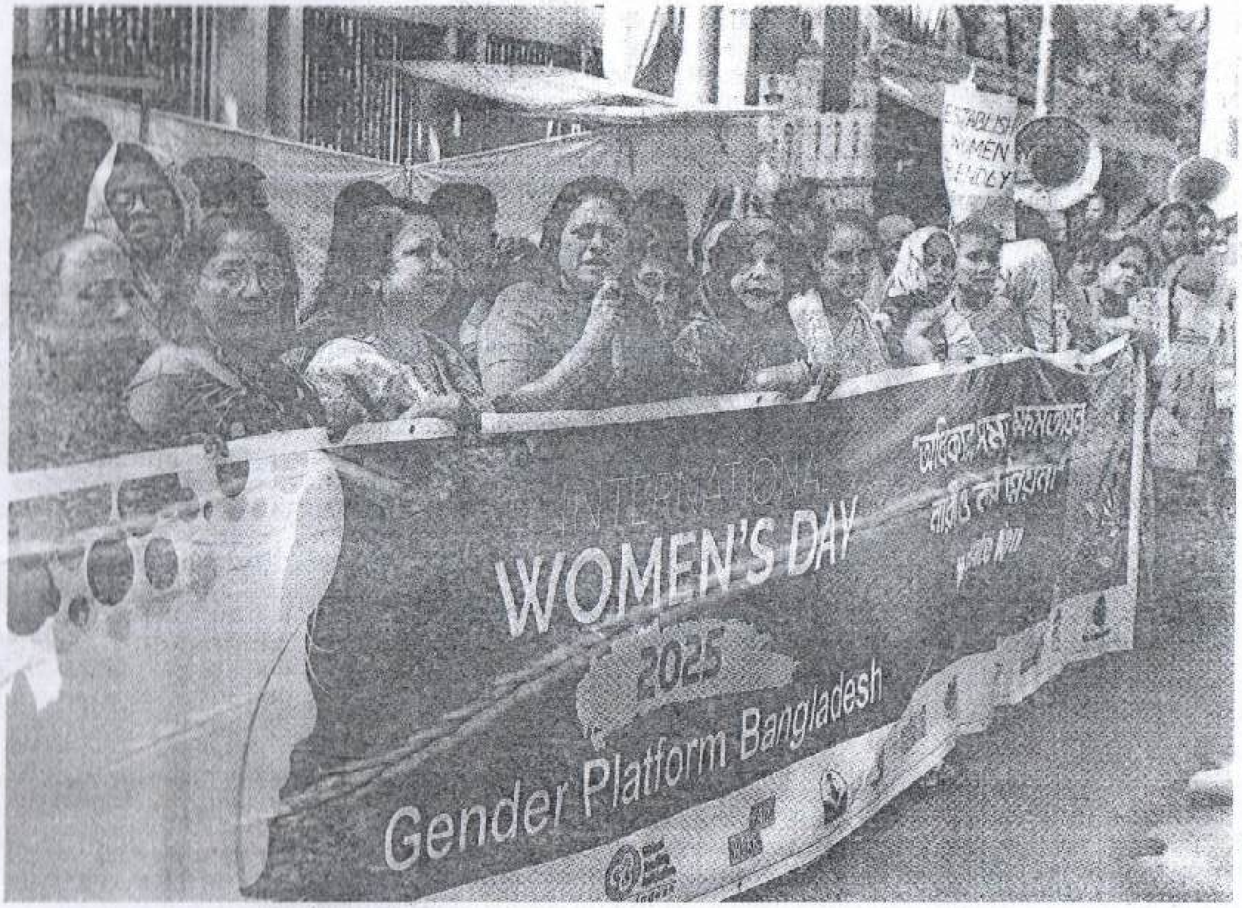

Various women's rights organisations held programmes, including procession, rally and human chain, at Central Shaheed Minar and in front of Jatiya Press Club in Dhaka yesterday, marking International Women's Day. The participants particularly demanded the interim government's attention towards handling the crisis in women's safety throughout the country in the recent weeks.

PHOTO: ANISUR RAHMAN

১৪৫

Equal rights for women a must

Say activists; systemic barriers hinder women's progress, says Prof Anu Muhammad

STAFF CORRESPONDENT

Women's rights activists at a rally yesterday urged the government to ensure law and order at any cost.

They also demanded equal opportunities for women, the withdrawal of reservations on two clauses of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the abolition of child marriage, and equal property rights for women.

The rally was organised by the Social Resistance Committee, a platform of 67 women's and human rights, and development organisations, at Dhaka Central Shaheed Minar, marking International Women's Day 2025.

Dr Fauzia Moslem, president of Bangladesh Mahila Parishad, emphasised the ongoing struggles women face and called for unity to overcome these.

Nijera Kori Coordinator Khushi Kabir highlighted the rise in sexual violence against women in public spaces and the lack of accountability for perpetrators.

Shahnaz Sumi, director of Bangladesh Nari Pragati Sangha, pointed out that women, who make up half the population, are unsafe everywhere. She urged immediate government action to ensure their security.

Sahida Parvin Shikha, general secretary to the Trade Union Centre, stressed the need for strict legal action against perpetrators of violence against women.

Shakti Foundation Deputy Director Nilufa Begum voiced concern over the growing insecurity of women, criticising the culture of impunity for offenders.

Equal rights

FROM PAGE 3

Indigenous Women Network Coordinator Falguni Tripura emphasised that when any woman -- regardless of race, ethnicity, or social class -- faces violence, society must unite in protest without discrimination.

Mahila Parishad General Secretary Maleka Banu said that while Bangladeshi women are progressing, marginalised and participation of women, there will be no real change in Bangladesh. Women's issues, including violence and discrimination, have long existed in our society, but the state has failed to take substantial action to address them. There is also growing concern that the interim government has not been adequately addressing these problems," said Anu Muhammad.